শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ | চৈত্র ১৩৬৭ | ১ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক- ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়.—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

ত্রয়োদশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী 13-13

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্মকথা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৫
অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল [নারদ-পঞ্চরাত্রাবলম্বনে]	১।৩০
আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম—শ্রীল [শ্রীব্যাসপূজায়]	২।৭৪
আত্মকথা [কবিতা]	৫।১৭৬
আমাদের ভক্তিপথ কোথায় ?	১২।৪৬৮
আয়ায়-বাক্যই মূল প্রমাণ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৭১
আশ্রমের বেষ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৪
আসামে শ্রীল আচার্য্যদেব [বিবরণ]	৩।১১৮
উপদেশামৃতের 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৭
ঋষীকেশ-স্তব-ত্রয়োদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীশুকদেব-কৃতম্]	৭।২৪১
কনফুঁচোর বিচার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৬
২। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার	১।২২, ২।৫৮, ৩।১০০
৩। কলৌ যুগে মহামন্ত্র [সমালোচনা]	২।৬৫, ৪।১৩৯, ৫।১৯১
৪। কামনা [কবিতা]	৩।১১১
৫। কৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৯
৬। কৃষ্ণই পরম-তত্ত্ব—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২১০
৭। কৃষ্ণ-জয়ন্তী ও নন্দোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৮।৩১৯
কৃষ্ণপ্রেম—শ্রী [শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা]	৫।১৭৭
কৃষ্ণমহিমা-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীউদ্ধব-কৃতম্]	১১।৪০১, কৃষ্ণ-মহিমাষ্টকম্ ১২।৪৪১
কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৫০
কৃষ্ণস্তব-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতম্]	২।৪১, কৃষ্ণস্তবাষ্টকম্ (২) ৩।৮১, (৩) ৪।১২১
কৃষ্ণস্তব-দশকম্ (সংজল্পময়)—শ্রী [সানুবাদং কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রী-কৃতম্]	৬।২০১
কৃষ্ণ-স্তোত্রৈকাদশকম্—শ্রী [সানুবাদং শ্রীভীষ্মদেব-কৃতম্]	৫।১৬১
গুরু কাহাকে বলা হইবে ?	৬।২৩২
গুরু-গুণাষ্টক—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৭।২৬২
গুরু-বন্দনা—শ্রী [কবিতা]	১০।৩৭৫
গুরু-বৈষ্ণবে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	৪।১৩২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৮। গুরু-মহিমা—শ্রী [কবিতা]	১২।৪৫৩
২৯। গুরু শ্রীব্যাস-চরণারবিন্দে [কবিতা]	২।৬৯
৩০। গোপাল-তাপনী	(১) ২।৫৫, (২) ৩।৯৬
৩১। গোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [চুঁচুড়া, মথুরা, ডাকোরের উৎসব-বিবরণ]	১০।৩৯৮
৩২। গৌর-চরণাব্জে দীনের প্রার্থনা—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-উপলক্ষে—কবিতা]	২।৫৩
৩৩। গৌর-সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া [কবিতা]	১১।৪২৬
৩৪। গৌড়ীয়-পত্রিকা-বন্দনা-গীতি—শ্রী [নববর্ষে শুভ-বিজয়োপলক্ষে —কবিতা]	১।২৮
৩৫। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষ	১।৩৬
৩৬। গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য—বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৪
৩৭। চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধ [চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত] ।৩১৫, [কার্ত্তিক-ব্রত]	৯।৩৪১
৩৮। জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব [প্রচার বিবরণ]	১২।৪৭১
৩৯। জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৪১
৪০। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩৩
৪১। জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা [শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে] [বিষ্ণু-পুরাণাবলম্বনে]	১০।৩৮০, ১১।৪২৭
৪২। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী [চুঁচুড়া, মথুরা, গোলোকগঞ্জে]	৭।২৮০
৪৩। ডাকোরের "রামদাস"	১১।৪৯
৪৪। তটস্থ গঠনবশতঃ জীব মুক্ত-দশায় প্রকৃতি-মুক্ত [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৫
৪৫। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধ-দশায় মায়া-কবলিত [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০
৪৬। তারিখ পরিবর্ত্তন [ভারততীর্থ পরিক্রমার]	৬
৪৭। "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" [শৈলেন্দ্র ঘোষালকৃত "আলোকতীর্থের" সমালোচনা]	৮।৩
৪৮। তৈথিক বিপ্র নিস্তার [শ্রীমহাপ্রভুর বাল্যলীলা]	৭।৩
৪৯। দশমূল-তত্ত্ব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২
৫০। দীনের-দৈন্য-গীতিকা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-বাসরে —কবিতা]	৭।২৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৫১। দীনের পন্থাঞ্জলি—শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে [কবিতা]	৪।১৩১
৫২। ধর্ম্ম-সম্মেলন [শ্রীপুরবাজার, বলাগড় (হুগলী)]	৪।১৫৪
৫৩। ধর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা	২।৭১
৫৪। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৮
৫৫। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা-পঞ্জীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
৫৬। নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ]	১২।৪৭২
৫৭। নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় (১) ৪।১৩৩, (২) ৫।১৮৩, (৩) ৬।২২৫, (৪) ৭।২৬৬	
৫৮। নিমাই-সন্ন্যাস [কবিতা]	১।১৪
৫৯। নিম্ব-ভাস্কর [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৫
৬০। পরশ-মণি [কবিতা]	৮।৩১৪
৬১। পরিক্রমার শেষ দিবস—শ্রীধাম-মায়াপুর [শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতাবলম্বনে]	৩।১১২
৬২। পাষণ্ডী কে ?	৬।২২২
৬৩। [illegible]-সুন্দরবন আইপ্লটে	৫।১৯৮
[illegible]বামন মহারাজের নিকট পত্র—শ্রীমদ্ [কবিতা]	৯।৩৩৯
৬৫। বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ	৯।৩৪৫
৬৬। বিষ্ণুর সর্ব্বপূজ্যত্ব—শ্রী	৭।২৬২
৬৭। বিশেষ দ্রষ্টব্য [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত]	১।৪০
৬৮। বৈষ্ণব-গুণাষ্টক [কবিতা]	৮।২৯৮
৬৯। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৪
৭০। বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন—শ্রী [কবিতা]	১২।৪৬৬
৭১। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৩
৭২। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৪০
৭৩। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীল [বিবরণ]	৬।২৩৫
৭৪। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব	৮।৩০৭
৭৫। ভগবন্মহিমা-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মা-কৃতম্]	৮।২৮১, ৯।৩২১, দশকম্ ১০।৩৬১
৭৬। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন [কবিতা]	৫।১৮৯
৭৭। ভবরোগীর হাসপাতাল [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৪
৭৮। ভ্রম-সংশোধন	৪।১৫৬

প্রবন্ধের নাম **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

৭৯। **মঙ্গলাচরণ-ত্রয়োদশকম্**—ত্রয়োদশ-বর্ষারম্ভে [সানুবাদং] ১।১

৮০। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা—শ্রী [তৈথিক বিপ্র নিস্তার] ৭।২৭৪

৮১। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস [কবিতা] ৪।১৫২

৮২। মহামন্ত্র-নাম [কবিতা] ১১।৪১৩

৮৩। মোহ ও সার [কবিতা] ৬।২৩১

৮৪। **রথযাত্রায় আহ্বান**—শ্রীশ্রী [দৈনন্দিন উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।১৫৯

৮৫। 'রবি-লাগা' [যুগান্তর পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত] ৫।১৯৫

৮৬। রসরাজ ব্রজবাসী—পরলোকে ৪।১৫৭

৮৭। রাধা-তত্ত্ব—শ্রী [কবিতা] ৩।৯৪

৮৮। রাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধাতত্ত্ব— শ্রী [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-অবলম্বনে] ১০।৩২০, [ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণাবলম্বনে] ১১।৪৩৩, ১২।৪৫৯

৮৯। রাধাষ্টমী-ব্রত—শ্রী [বিবরণ] ৮।৩২০

৯০। **শ্রবণ-মাহাত্ম্য** [কবিতা] ৬।২২১

৯১। শ্রোতী মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীমৎ [শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে] ১।১৬

৯২। **ষট্-সন্দর্ভ** [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৯, ২।৪৮

৯৩। **সখী**চরণ রায়, ভক্তিবিজয়—পরলোকে ১০।৩৯৭

৯৪। সৎশিক্ষার্থীর বিবেচ্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১২৩

৯৫। সন্দর্ভ-সার (১) ৮।৩০০, (২) ৯।৩৪১, (৩) ১০।৩৭৬, (৪) ১১।৪১৬, (৫) ১২।৪৫৪

৯৬। সভাপতির অভিভাষণ—পারমার্থিক সম্মিলনীর [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৮।২৮৫, দ্বিতীয় অভিভাষণ ৯।৩২৫, ১০।৩৬৫

৯৭। সমগ্র ভারত-তীর্থ-পরিক্রমা [বিবরণ] ১০।৩৯৯

৯৮। সমগ্র ভারতের তীর্থ দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—সাধুসঙ্গে [দর্শনীয়স্থান ও নিয়মাবলীসহ বিজ্ঞাপন] ৩।১০৯, ৫।২০০, ৬।২৩৮

৯৯। সরস্বতী প্রভুপাদের পঞ্চবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ] ১১।৪০

১০০। স্কুল-কলেজের শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা ? ৪।১৪

১০১। স্নানযাত্রা-মহোৎসব [শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে] ৬।২৩

১০২। স্ব-পর-মঙ্গল [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১

১০৩। স্বরূপ-ধর্ম্ম কি ? ১০।৩

১০৪। **হরিবোল** [কবিতা] ১০।৩



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম মিথ্যারূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৩শ বর্ষ | প্রত্যুষ, ১২ বিষ্ণু, ৪৭৫ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; ইং ১৪।৩।১৯৬১ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

ত্রয়োদশ-বর্ষারম্ভে শ্রীশ্রীআম্নায়পরম্পরা-কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ-ত্রয়োদশকম্

সামান্য-লক্ষণম্ (ভাঃ ১২।১৩।১৯) :—

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ-ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥১॥

(শ্রীসূত বলিলেন,—) যিনি কল্পারম্ভে ব্রহ্মার নিকট জ্ঞান-প্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা-রূপে মহর্ষি নারদের নিকট, নারদ-রূপে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণাপূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের

নিকট ইহার প্রকাশ করিয়াছেন ; সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, অমৃত, পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণ-তত্ত্বের ধ্যান করি ॥১॥

পরতত্ত্ব-স্তুতিঃ (ভাঃ ১।১।১, ১২।১৩।১) ঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥২॥

(শ্রীব্যাস বলিলেন,—)এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ-কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ-জল-মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য-বস্তুজ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের আবির্ভাব-শক্তির অবস্থান সত্য হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব এবং যাঁহা হইতে সমস্ত কুহক নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরমসত্য-স্বরূপ স্বীয় ধামসহ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি ॥২॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৩॥

(শ্রীসূত বলিলেন,)—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্যস্তুতি-বাক্য ও অঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদ্‌যুক্ত বেদ-বচন দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, সামগগণ যাঁহার মাহাত্ম্য গান করেন, যোগিগণ সমাধিকালে একাগ্রচিত্তে যাঁহার স্বরূপ দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ত অবগত নহেন, সেই পর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥৩॥

ব্রহ্ম-স্তুতিঃ (ভাঃ ৩।১৫।৫,৮):—

নমো বিজ্ঞান-বীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে।
গৃহীত-গুণভেদায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে ॥৪॥

(দেবগণ বলিলেন,—) হে ভগবন্! বিজ্ঞানই আপনার বলস্বরূপ, আপনি কোন অলৌকিক শক্তিবলে এই ব্রহ্মার তনু প্রাপ্ত হইয়াছেন, (সৃষ্ট্যাদির জন্য) রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি কোনও প্রমাণ দ্বারা আপনার উৎপত্তি জানা যায় না (অর্থাৎ পরমেশ্বরই আপনার কারণ),—আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্ব্বা গাবস্তন্ত্র্যেব যন্ত্রিতাঃ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥৫॥

রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ গাভীসমূহের ন্যায় সমস্ত প্রজাসকল যাঁহার বেদ-লক্ষণ বাক্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পূজোপহার আহরণ করিতেছে, সেই মুখ্য নিয়ামক প্রাণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥৫॥

নারদ-স্তুতিঃ (বৃঃ নারদীয়ে ২।১৬, ভাঃ ৪।৭।৩৮) :—

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনিমানদ নারদ।
হরিভক্তিপরো যস্মাৎত্বত্তো নাস্ত্যপরোঽধিকঃ ॥৬॥

(ঋষিগণের সভামধ্যে সনৎকুমার নারায়ণ-পরায়ণ মুনিপুঙ্গব শ্রীনারদকে বলিলেন,—) হে মুনিগণের মানবর্দ্ধক মহাপ্রাজ্ঞ নারদ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনা হইতে অধিক বিষ্ণুভক্ত আর কেহ নাই ; (আপনাকে প্রণাম করি) ॥৬॥

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিনুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥৭॥

(শ্রীধ্রুব কহিলেন,—)আপনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পুত্র। আপনি জগতের মঙ্গল বিধানার্থ বীণাবাদন করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, (আপনাকে প্রণাম) ॥৭॥

ব্যাস-স্তুতিঃ (ভাঃ ২।৪।২৪, ১।২।৪) :—

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায় অমিত-তেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ৮ ॥

(শ্রীশুকদেব বলিলেন,—)ভক্তগণ যাঁহার মুখপদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন, ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ অবতার সেই বেদব্যাস-ঋষিকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৯ ॥

(শ্রীসূত বলিলেন,—) শ্রীনারায়ণ, নরঋষি-নামক ভগবদবতার, সরস্বতীরূপিণী পরাবিদ্যাদেবী এবং মুনি ব্যাসদেবকে প্রণামপূর্ব্বক জয়োচ্চারণ করিবে ॥ ৯ ॥

শুকদেব-স্তুতিঃ (ভাঃ ১।২।৩, ১২।১২।৬৯) ঃ—

যঃ স্বানুভাবমখিল-শ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্ম-দীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্ ।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ-গুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ১০ ॥

(শ্রীসূত বলিলেন,—) সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী বিষয়াসক্ত-জনগণের নিকট কৃপা করিয়া যিনি অধ্যাত্ম-প্রকাশক সাঙ্গবেদাদি-সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্ব্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১০ ॥

স্ব-সুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিত-রুচির-লীলাকৃষ্ট-সারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্ব-দীপং পুরাণং
তমখিল-বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১১ ॥

(শ্রীসূত বলিলেন,—) যিনি আত্মানন্দ-পরিপূর্ণচিত্ত এবং তদ্ভাব-নিবন্ধন অন্যাভিলাষ-রহিত হইলেও শ্রীহরির অপূর্ব্ব লীলাসমূহের দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া জীবে দয়াবশতঃ পরমার্থতত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-প্রদীপ বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই নিখিল-পাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিৎ-স্তুতিঃ (ভাঃ ১।১৮।১-৩) ঃ—

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্র-বিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥
উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিত-সংস্থিতিঃ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবম্ ॥১২॥

(শ্রীসূত বলিলেন,—) যিনি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইয়াও অদ্ভুত-কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জননীর উদরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন নাই, ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য সেই পরীক্ষিৎ যিনি ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্ববিধ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তক্ষক হইতে প্রাণাশঙ্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন, (তাঁহাকে প্রণাম করি) ॥১২॥

মধ্ব-বলদেব-সরস্বতী-স্তুতিঃ (প্রমেয়রত্নাবল্যাদি) ঃ—

আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥
শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়শ্রীশ্চৈতন্য-কুল-রক্ষকঃ।
বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো বলদেবো মহামতিঃ ॥
নমস্তে শ্রৌতবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥১৩॥

সুখময়-ধাম-স্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন্। পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে সংসার-সাগর উত্তরণের তরণী-স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রী-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কুল অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রক্ষক বেদান্তাচার্য্য-সিংহ মহামতি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু (জয়যুক্ত হউন)।

মূর্ত্তিমন্ত শ্রৌতবাণী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক দীনগণের উদ্ধার-কর্ত্তাকে নমস্কার করি ॥১৩॥

স্ব-পর-মঙ্গল

প্রাণিগণের মধ্যে স্ব-হিত ও পর-হিতের অনুসন্ধান আছে। পরহিতের অনুসন্ধানে স্বীয় পাল্যগণের অনুসন্ধানকেই স্ব-হিতের অন্যতম-জ্ঞানে হিতবিচার লক্ষিত হয়। কেহই হিতের পরিবর্ত্তে অহিত আবাহন করেন না; তবে হিত-বিচারে ভ্রান্তি ও সুষ্ঠু-দর্শনে ভেদ আছে, ইহা বুঝিতে পারেন।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগ-রাজ্যে স্ব-হিত বা পর-হিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণাধিকার ক্ষণ-ভঙ্গুর; ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। এজন্য নিত্যানিত্য-বিচার-রহিত জনগণ হিত-বিচার-কল্পনায় যাহা স্থির করেন, তাহা ভোগরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন ভুক্তিপ্রবণ সম্প্রদায় ভোগ-রহিত নির্ভোগবাদের বহুমানন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অপবর্গ-ধারণা পার্থিব ইন্দ্রিয়-চালনার বিপরীতদিকে। অর্থাৎ স্তব্ধ (Indolent) ভোগিকুল বলেন,—এই প্রকার আলস্য ইন্দ্রিয়জ কুভোগের অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। অতএব ভোগরাজ্যে থাকা-কাল-পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিচারে মুক্ত হইবার বাসনাদি ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে প্রতিষ্ঠিত।

ভোগাবদ্ধ দিক্ হইতে ভোগ নিরস্ত হইবার অভিমান যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বলবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি তাৎকালিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ বলিয়া উহা ভোগেরই অপর ভাগ। ইহা ভোগাভাব নামে কথিত। স্ব-মঙ্গল ও পরমঙ্গল-চিন্তায় ভোগিকুল এই প্রকার 'ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ'-ভাবত্রয়ের সম্মিলন-ভাব প্রয়াস করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বিচারের দুর্ব্বলতায় ভোগি-সম্প্রদায়ের প্রলোভনীয় পদার্থ-সমূহ নিকটস্থ হইলে উহাদের ভোগ-মোক্ষাকাঙ্ক্ষা অনবসর লাভ করে। বুভুক্ষার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জীব অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং ভোগকে চিরন্তন সহচর জ্ঞান করেন।

অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মফলভোগ-পরায়ণ ও কর্ম্মফল-ত্যাগ-পরায়ণ জনগণ কুভোগী, সুভোগী ও ভোগাভোগ-রহিত-চেষ্টাপর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই সকল অনুশীলনে কদাপি প্রবৃত্ত হন না। ফল-ভোগাবরণ ভজনীয় বস্তু ব্যতীত ইতর বস্তু লাভের ইচ্ছায় এবং ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্যত্যাগ প্রভৃতি উৎকট প্রবৃত্তিমার্গে ধাবমান হইলে অনাত্মবৃত্তির উত্তেজনায় জীবকে ভোগিপথের স্বরূপ বুঝিতে দেয় না।

— অভক্তি রাজ্যের ত্রিবিধ সরণিতে ভ্রাম্যমান হইয়া বদ্ধজীব ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। যদিও কেহ কেহ অনুসন্ধান করেন, তথাপি তাঁহারা সৎ-কর্ম্ম-ফলে সুভোগ-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকভাবে অসৎকর্ম্ম-ত্যাগকেই পুণ্যলাভের সোপান-জ্ঞানে অল্পকাল-স্থায়িসুখ-ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে ভোগলাভের অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষ্য করিয়া ভোগাতীত রাজ্যে স্বানুভূতি-চেষ্টা-রহিত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিবার জন্য জড়জ্ঞেয়ত্ব ও জড়জ্ঞান পরিহার করিয়াছেন, মনে করেন।

শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় অচিন্মাত্রবাদকেই 'মুক্তি' বলেন, আবার জড়ের দ্বারা আবিষ্কৃত কেবল-চিন্মাত্রবাদে ভোগ নাই, চিন্তা করিয়া নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর "হাম পরিণাম নিরাশা" গাহিয়াছেন। তাঁহাকে কেহ কেহ লছিমার গুণমুগ্ধ জানিয়া ভ্রান্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীরূপপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত আছেন।

প্রাকৃত-সাহজিক অভক্ত-সম্প্রদায় জড়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া কুভোগকেই 'ভক্তি' মনে করেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তি হইতে তাঁহাদের মনশ্চাঞ্চল্য ভিন্ন পথে গিয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ "কালঃ কলির্বলিনঃ" শ্লোকটি গান করিয়া 'মিছা-ভক্ত-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় জড়ভোগ-চেষ্টা রহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তারস্বরে অধোক্ষজ বাস্তব বস্তুর অনুশীলনের জন্য অভক্ত, অন্যাভিলাষী, সৎকর্ম্মী ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

অক্ষজ-পদার্থের সেবক-সূত্রে ভোগিসমাজ যে কপট সেবাবৃত্তি চালনা করেন, উহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' শব্দে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি ও হংস-গীতির অনুসরণে শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মহাজনের পথের অনুসরণ-ব্যতীত ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ভক্ত হইবার উপায়-জ্ঞানের অভাবে ভজনীয় বস্তুর বিবেকের তারতম্য-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে।

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের তন্নিষ্ঠানাম্নী বৃত্তিকেই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় বলিয়া জানেন। ভগবৎ-প্রেমই 'কৈবল্য' এবং অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই বাস্তব বস্তু। তাঁহারা এই সকল ভাগবত-কথা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিবার

ব্যাঘাতসমূহ (যাহা 'অনর্থ' নামে পরিচিত) দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিহার করেন।

তাঁহারা মাতা-পিতা হইতে লব্ধ প্রাকৃত শরীরের অনিত্যতা, চেতন-রাহিত্য ও নিরানন্দের আবাহন লক্ষ্য করিয়া গুণজাত জগতে ভ্রমণ-পিপাসা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বলিয়াই জানেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ ভক্তই অন্যাভিলাষিতা, স্বভোগ ও পরভোগ প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে পারেন, আর অভক্ত উহা মায়িক-বিচারে সুষ্ঠুদর্শনের বৈক্লব্য মাত্র বুঝিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় দ্বাদশবর্ষকাল শুদ্ধভক্ত-সমাজের পূর্ণ সেবা করিয়া অনন্তকালের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ-প্রবৃত্তি। আর গৌড়ীয়ানাথ ৪৪৮ বর্ষ ধরিয়া বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকথা নাম-প্রেমরূপে বিতরণ করিতেছেন।

ব্রজের পথে পরিক্রমাকারী গৌড়ীয় সংসার-পথের পথিক নহেন; জাগতিক অনুপাদেয়তা, ক্লেশ, পরিচ্ছেদ-ধর্ম্মের অবরতা প্রভৃতি ও চতুর্ব্বিধ কাপট্যের দিকে নক্ষত্রবেগে পতিত জীবগণের বেগ রুদ্ধ করিতেছেন। যাহাতে সকল জীবই ব্রজপথের পথিক হন, ব্রজরাজ নন্দ-নন্দনের ও বৃষভানুকুমারীর মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণ-বিষয়ে অকৃত্রিম অমন্দোদয়-দয়া-পরবশ হইয়া জীব-কুলের নিকট যে বাণী প্রচার করেন, তাহা কি আমাদের বাধির্য্য অপনোদন করিবে না?

কার্ষ্ণ-বিদ্বেষ—গৌড়ীয়-বিদ্বেষ বদ্ধজীবের হৃদয়ে স্বভাবজ ধর্ম্ম; কিন্তু এই স্বভাব হরিজনে নিত্য নহে। তাৎকালিক বলিয়াই উহারা হরিজনকে বা দরিদ্রকে নিম্নশ্রেণীস্থ জানিয়া তাঁহাদের হিত-সাধন করিবার চেষ্টামুখে নিজ-আত্ম-চেষ্টার অহিত চেষ্টা জানিয়া ভোগ-লালসায় বুভুক্ষু বা আত্মলালসায় মুমুক্ষু হইয়া পড়িতেছে। ঐ প্রকার মুক্তি অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ' শব্দকে শ্রুতিপথে আবাহন করিবার বিরোধী। তজ্জন্য সমগ্র জগতের প্রতি বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণই গৌড়ীয়ের একমাত্র পরামর্শ-দান।

পার্থিব গ্রাম্য হিতবাদী ও অপ্রাকৃত হিতবাদী গৌড়ীয়—ইঁহাদের মধ্যে "আশমান্ জমিন্ ফারাক্"। সুতরাং গ্রাম্য বার্ত্তাবহকে কেহ যেন বৈকুণ্ঠদূতের সহিত সমশ্রেণীস্থ মনে না করেন।

প্রাকৃত সত্যকে অসত্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহাকে নিত্যানিত্যবিবেকিগণ 'অনিত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু

বুভুক্ষু প্রবল থাকা কালে তিক্তরসের প্রাপ্তি-জন্য তদ্‌বিপরীত মুমুক্ষা উদিতা হয়। সুতরাং মুমুক্ষা-ধারণায় ভোগীর দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

কার্ষ্ণ গৌড়ীয় এই ভ্রমপথে বিচরণশীল নহেন জানিয়া **সমগ্র মানবজাতি গৌড়ীয়ের বিচার পাঠ করুন এবং গৌড়ীয়মঠের বিচার-প্রণালী ও শ্রৌতবাণীর নিত্য গ্রাহক হউন।**

আজ দ্বাদশ-সৌরবর্ষ-পরিমিত এক যুগ কাটিয়া গেল। নিজের অহিত-আকাঙ্ক্ষী জনগণ অহিতকেই 'হিত' বলিয়া বুঝিয়া নিজের প্রকৃত হিতকে বরণ করিলেন না। তাই **গৌড়ীয়ের গভীর হৃদয়-বেদনা এই যে, এইরূপ অনর্থময় কার্য্যেই তাঁহাদের জন্মজন্মান্তর চলিয়া যাইতেছে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছাইতেছে না!** সেই বাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্টাভাস বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে না। কারণ, **তাঁহারা গৃহব্রত থাকিতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, গৃহস্থ হইতে পারেন নাই। গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিতে না পারায় অধোক্ষজ বস্তু তাঁহাদের বোধগম্য হয় না।** তাই শ্রীধাম মায়াপুরে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবস্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তত্ত্ববিদ্‌গণের নিত্যকাল আলোচিত এবং নিরন্তর অনুশীলিত হইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

ষট্-সন্দর্ভ

কলিযুগ-পাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-পূজিত শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত :— **তত্ত্ব**-সন্দর্ভ প্রথমাংশ, **ভগবৎ**-সন্দর্ভ দ্বিতীয়াংশ, **পরমাত্ম**-সন্দর্ভ তৃতীয়াংশ, **শ্রীকৃষ্ণ**-সন্দর্ভ চতুর্থাংশ, **ভক্তি**-সন্দর্ভ পঞ্চমাংশ ও **প্রীতি**-সন্দর্ভ ষষ্ঠাংশ। শ্রীমদ্ভাগবতীয় সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা ক্রম ধরিয়া সন্দর্ভগুলির সারাংশ বিচার করিব। **প্রথমেই তত্ত্ব সন্দর্ভ।**

তত্ত্বসন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীজীব গোস্বামী একটী শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই :—

যাঁহার চিন্মাত্র সত্তা কোন কোন বেদে
'ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়' খ্যাত। যদংশ পুরুষ
নিজাংশ জীবের প্রভু, মায়ার অধীশ।
পরব্যোম ধামে যাঁর বিলাস-বৈভব
দিব্য নারায়ণ রূপ। সেই ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ স্ফুরি সাধকের প্রতি
শুদ্ধপ্রেম-দানে কৃপা করুন বিস্তার ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাচ্য-বাচতকা-লক্ষণ—**সম্বন্ধ**। **কৃষ্ণভজন**-লক্ষণ—**অভিধেয়**। **কৃষ্ণপ্রেম**-লক্ষণ—**প্রয়োজন**; সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-রূপ তিনটী তত্ত্বের মঙ্গলাচরণে সূচনা হইল। এই তিন তত্ত্ব নির্ণয় করণার্থে প্রথমতঃ প্রমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণের উল্লেখ করেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সামান্য প্রাকৃত পদার্থ সম্বন্ধে ঐ সকল প্রমাণ কার্য্যকর হয়; কিন্তু সকল মনুষ্যই যখন ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী, তখন অচিন্ত্য অলৌকিক-স্বভাব বস্তু-স্পর্শ সম্বন্ধে ঐ সকল ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রতি বিশ্বাস কিরূপে হইতে পারে?

অতএব **ভগবদ্দত্ত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিলে আর উপায় নাই**। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রকটকাল পর্য্যন্ত যে-সকল কুসংস্কার মনকে আক্রমণ করে, তাহারা পরাজিত না হইলেই বা ঐ প্রমাণের শুদ্ধ প্রাকট্যই বা কিরূপে সম্ভব হয়? **কোন কুসংস্কার-প্রাপ্ত বিশ্বাসকে সহসা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে**। কুসংস্কার হইতেই বা কিরূপে নিস্তার হইবে? সুতরাং বিচারাশ্রয়পূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসকে পরীক্ষা করত নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার প্রক্রিয়া বুদ্ধিমান লোকেরই সম্ভব। সাধারণ লোকের পক্ষে ঘটনীয় নহে।

এতন্নিবন্ধন প্রাচীনকালের **ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় সমাধিলব্ধ সত্যসমূহ লিপিবদ্ধ করত মন্ত্র-ব্রাহ্মণরূপে পরিণত করিয়াছেন**। তাঁহাদের বাক্য-তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রাকট্য সহজেই হইয়া থাকে। অতএব **সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ**। কিন্তু বেদবাক্যও বহুতর ও দুর্ব্বোধ হওয়ায় মুনিগণ করুণা প্রদর্শন করত বেদবাক্য-সকলের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করণার্থ

যে-সকল পুরাণ ও ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাও বিচারণীয়। ইতিহাস-পুরাণেও সমাধিলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ সত্য লক্ষিত হয়, এজন্য তাহাদিগকেও অপৌরুষেয় বাক্য কহিতে হইবে; যেহেতু সত্য মাত্রই ভগবদ্দত্ত। অপৌরুষেয়-ত্বাংশে ইতিহাস-পুরাণের বেদত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু স্বর-ক্রমাংশে ভেদ আছে। অতএব **ইতিহাস-পুরাণকে 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।**

বাস্তবিক বেদব্যাসই বেদসকল ও পুরাণ-ইতিহাসের সংগ্রহ-কর্ত্তা। তবে পুরাণ-সকলে স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার নিরূপিত হওয়ায় তাহারা বেদাপেক্ষা ন্যূন নহে। সকল নিগমবল্লীর সার-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণনামে যেমত সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায় তাহাদের মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা স্বীকার করা যায় না। **যে-ব্যাস বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ও ইতিহাসের সংগ্রহকর্ত্তা;** অতএব তাহাতে পুরাণ-সকলের মাহাত্ম্য ও বেদতুল্যতা উপলব্ধ হয়। ব্যাস শক্ত্যাবেশ দ্বারা এইসকল বৃহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। **পরাশর ও অন্যান্য ব্যাসেরা সত্যবতী-সুতের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র।**

শাস্ত্রে অনেক স্থলে বেদ অপেক্ষা পুরাণের অধিক মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ-সকলের ভিন্ন মতের সমন্বয় কিরূপে হইবে, ইহা বিচার করা আবশ্যক। নতুবা অনেক দেবতা প্রতিপাদন রূপ একটী বৃহদনর্থ অর্ব্বাচীন লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভাগপূর্ব্বক পুরাণসকলের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশের সমন্বয় হয়। পরব্রহ্ম হরির তত্ত্ব যে-সকল পুরাণে কথিত আছে, তাহারা সাত্ত্বিক; কিন্তু রজোগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মা ও তমোগুণ-বিশিষ্ট শিব ও শিবা ইহাঁদের বর্ণনানুসারে তত্তৎ পুরাণের রাজসত্ব ও তামসত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। **"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" এই ন্যায় দ্বারা যে-যে স্থলে পরমার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক,** এইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে।

কিন্তু পরমার্থতত্ত্বেরও অনেক ভঙ্গি; অতএব ঐ ভঙ্গি হইতে সত্য নির্ণয় করিতে অনেকেরই সামর্থ্য হইবে না—এই বিবেচনায় সমস্ত পুরাণ-ইতিহাস-তাৎপর্য্যরূপ শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের অর্থানুযায়ী শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করাই আবশ্যক। কিন্তু সূত্রগুলির অর্থ গম্ভীর ও অল্পাক্ষরে রচিত হওয়ায় অর্থান্তরের আশঙ্কায় তদ্ভাষ্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয় ও সর্ব্ব-

বেদেতিহাসের মূল তাৎপর্য্যরূপ সর্ব্বপ্রমাণের চক্রবর্ত্তী-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ হইল।

সকল শাস্ত্রের সংগ্রহ সমাপ্তি হইলে, বেদব্যাস গায়ত্র্যর্থানুসারে ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনেক শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের বিপুল মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন। অত্যন্ত নিষ্কপট পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই ঐ গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা। গায়ত্রী মধ্যে **'ধীমহি'**-শব্দ এই গ্রন্থের আদ্যে ও **'ভর্গ'** শব্দার্থ সূর্য্যাত্মা ভগবানের স্তবে দ্বাদশ স্কন্ধে ও **'বরেণ্য'**-শব্দার্থে প্রথম শ্লোকে **'পরং'**-শব্দ উল্লেখ হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি জীবের অনেকগুলি অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রানুযায়ী অনেকানেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 'হেমাদি'-গ্রন্থ, 'সম্বৎসর-প্রদীপ' প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কৈবল্য অতিক্রম করত ভক্তিসুখ ব্যবহারের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়। ঐ মত অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ দেখিয়া, প্রসিদ্ধ **শঙ্করাবতার** ভগবানকে গোপন-করণার্থে ভাগবতার্থ পরিবর্ত্তন করিতে সাহস করেন নাই। এজন্য ঐ গ্রন্থের লিখিত কোন কথার বিচার না করিয়া **কেবল নিজবাক্যের সাফল্য জন্য 'গোবিন্দ-গীতা' গ্রন্থে কেবলমাত্র ভাগবত-বর্ণিত 'বস্ত্র-হরণ' ও 'যশোদা-বিস্ময়' উল্লেখ করত শ্রীমদ্ভাগতবকে স্পর্শ করিয়াছেন।**

অতএব সর্ব্ব-বেদান্তসার এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীব্যাসদেব নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় **সমস্ত মুনিগণকে শিক্ষা দেওয়ায় শুকদেবকে সকল মুনির গুরু বলা যায়।** কোন প্রকার বাহ্য চিহ্ন স্বীকার না করায় শুকদেবের সারগ্রাহিতাও স্পষ্ট হইল। **শুকদেবের মুখ হইতে গলিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাধিক্য। মৎস্যাদি পুরাণের আধিক্য কেবল আপেক্ষিক মাত্র।**

কলিকালে নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই পুরাণ অর্ক-স্বরূপ। বেদসকল প্রভুর ন্যায় উপদেশ দেন, পুরাণসকল মিত্রের ন্যায়, এবং কাব্যসকল প্রিয়ার ন্যায় উপদেশ করেন, কিন্তু ভাগবত ত্রিবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা হেমাদ্রিকার ও মুক্তাফল-লেখক স্বীকার করেন। অন্যান্য পুরাণে বেদ-সাপেক্ষত্ব থাকিলেও **ভাগবত বেদ-সাপেক্ষ নহে। ভাগবতকে সাত্বতী শ্রুতি**

বলা হইয়াছে। অতএব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন নির্ণয়ের জন্য **শ্রীমদ্-ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ।**

এই ষটসন্দর্ভে পৌর্ব্বাপর্য্যাবিরোধ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামীর ভাষ্যভূত টীকা অনেক স্থলে গৃহীত হইবে। মধ্যদেশাদিতে অদ্বৈতবাদের অধিকতর প্রচার থাকায় তদ্বাদীদিগকে ভগবন্মহিমাতে অবগাহন করাইবার মানসে শ্রীধরস্বামী অনেক স্থলে টীকা-মধ্যে অদ্বৈত-মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শুদ্ধবৈষ্ণব-মতানুযায়ী অর্থসকল গৃহীত হইবে।

দ্রাবিড়দেশে বৈষ্ণবসংখ্যার বাহুল্যপ্রযুক্ত ঐ শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত আছেন। শ্রীমদ্রামানুজ ভগবৎপাদ-বিরচিত 'শ্রী'-ভাষ্যানুযায়ী তাঁহারা মূল গ্রন্থের সারস্বপ্রযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের যে যে-বৈষ্ণবার্থ করিয়াছেন তাহাও গৃহীত হইবে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে অদ্বৈতবাদ প্রসিদ্ধতা-প্রযুক্ত অত্যন্ত বিস্তার হইত। অস্মৎকৃতার্থ প্রমাণের জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করা যাইবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ্য নিরূপণ জন্য তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে না।

প্রথমে তাৎকালিক শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়া পরে সৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্তি উদয় হওয়ায়, দক্ষিণাদি দেশে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তাঁহার চরণানুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীবিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতি বিদ্বদ্বরসকল শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য, ভারত-তাৎপর্য্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদি যে-সকল তত্ত্ববাদ ও আধুনিক-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ-বাক্যসকল গৃহীত হইবে। সেই সেই গ্রন্থধৃত শ্রুতি, চতুর্ব্বেদ-শিখা, গরুড় পুরাণ, মহাসংহিতা, ভাগবত-তন্ত্র ও ব্রহ্মতর্কাদিও আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

— জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য — ১·০০ টাকা — শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

"নিমাই-সন্ন্যাস"

নিমাই-চিত্ত ব্যাকুলিত অনুক্ষণ,
বিরাগীর বেশে সংসার ছেড়ে
যাবে সে চলিয়া বন।
এ দারুণ বাণী রটিল যখন
নিমাই-বিরহ সহিবে কেমন,—
ভাবি তা' নদীয়া দুঃখে নিমগন
সুকঠোর এ বেদন !!১॥

নদীয়া-চন্দ্র ফিরিবে না আর ঘরে !
গঙ্গা-সলিলে কে করিবে কেলি
মধুর আনন্দ-ভরে !
নভে চন্দ্রমা লুকায়েছে মুখ
সঘন তমসা ঢাকে ধরা-বুক
জলাঞ্জলি দিয়া যার যাহা সুখ
কাঁদিতেছে অন্তরে !!২॥

নগরোপান্তে নিগূঢ় বিষাদ-ছায়া !
হৃদয়ের ধন হারা হবে ব'লে
কাঁদে যত কুল-জায়া !
গাহে না বিহগ গীতি সুস্বরে,
ফুলবনে অলি নাহি গুঞ্জরে,
সাড়া নাহি মিলে কারো অন্তরে,
বিবশ সবার কায়া !!৩॥

গঙ্গা-বক্ষে বহে না উজান আর !
বিরহ-তাপিত বাতাস পরশে
জেগে ওঠে হাহাকার !
পুচ্ছ তুলি' শিখি নাচে না তেমন,
মৃগ-মৃগী ভোলে মধু আলাপন,
ফুল-কলিকার হয় না স্ফুটন,
—না জানি এ খেলা কার !!৪॥

নদীয়ার নাথ যেতে চায় দূরে সরে,
নদীয়াবাসীর প্রাণের প্রাণেরে
কেহ কি ত্যজিতে পারে !
শচীমা'র ঘর আলো-করা-ধন
ল'বে সন্ন্যাস উদ্ধার কারণ,
নিমাই-বিহনে সবার জীবন
ঘিরিবে অন্ধকারে !!৫॥

কাঁদে শচীমাতা কপালে রাখিয়া হাত !
"যেতে নাহি দিব বুকের মাণিক
শুনরে আমার বাত !"
একদা নিশীথে মন্দির-দ্বারে
দেহ যবে মার চলে শয্যা 'পরে,
যেতে আজ্ঞা দিলা সেই ঘুম-ঘোরে
ভাবি' এ কুহুর ডাক !!৬॥

কাঁদে যেন প্রতি তরুলতা-ধূলিকণা !
ন্যাসী হয়ে গোরা যাবে দূর দেশে
বুঝি আর ফিরিবে না !
কারো মন মাঝে নাহি আনন্দ,
বিতরে না আর পুষ্প-গন্ধ,
নাহি সে গগনে অমিয় ছন্দ,
সবে শোক-বিমনা !!৭॥

*　　*　　*

প্রভাতে জাগিয়া হেরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া ;
কখন প্রভুজী ছেড়ে গেছে তারে
যায় নাই কিছু নিয়া ।
কেঁদে কেঁদে ফেরে প্রিয়াজী তখন,
ভূমে পড়ি' মাতা হ'লা অচেতন,
সারাটি নদীয়া শোকে নিমগন,
শূন্য সবার হিয়া !!৮॥

নদীয়া-জীবন গিয়াছে নদীয়া ছেড়ে !
দেহে কারো আজ নাহি বুঝি প্রাণ
রেখে গেছে সবে মেরে !
কে কারে কহিবে সান্ত্বনা-বাণী,
বিরহ-ব্যাকুলা সকল জননী
হারায়ে আজিকে নয়নের মণি
সবে হা-হুতাশ করে !!৯॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে
শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা

আজ আমাদের গুরুপূজার দিন। ফুল, চন্দন দিয়ে গুরুপাদপদ্ম পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকল শিষ্যই কোরে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক গুরুপাদপদ্ম পূজা করা হোলো কিনা, সেইটাই বিবেচনার বিষয়। পূজ্য ও পূজকের সম্বন্ধ জ্ঞান না হোলে পূজায় সিদ্ধি হয় না। আমাদের গুরুপাদপদ্ম থেকে আমরা যা শিক্ষা পেয়েছি, তাতে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আমি আজ ৩৬ বৎসর ধোরে গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে আসছি, কিন্তু সত্য সত্য পূজা যাকে বলে, সেটা আমার দ্বারা হচ্ছে না। কারণ আমার অমিত্বটুকু নিজের হাতে পৃথক্ রেখেছি। সম্পূর্ণ শরণাগত না হোলে, সর্ব্বপ্রকার কায়-মন-বাক্য, অর্থ-বুদ্ধি সব-কিছু যদি গুরুপাদপদ্মে ডালি না দেই, তবে পূজা হলো না।

তেষাং স এব ভগবান দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥

যদি সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ না হওয়া যায়, অর্থাৎ উপরে যে কথাকটা বল্‌লাম—কায়, মন, বুদ্ধ্যাদি সবকিছু দিয়ে আশ্রয় না হয়, তা'হলে পণ্ডশ্রম হয়। আবার সেরূপ অনুষ্ঠান কোরেও অনেক সময় যদি কপটতা থাকে, তবে ত আর অনন্তদেবের কৃপা আসবে না। গুরুদেব যে তাঁরই প্রতিনিধি। অন্তর্যামী প্রভু ত সবই দেখছেন; গুরুদেবকে আত্মসমর্পণ করলে—গুরুদেবের সেবায়

ষোলআনা নিজেকে ছেড়ে দিলে ত অনন্তদেবেরই সেবা হোলো। সেই সেবাটা নিষ্কপট হওয়া দরকার। যদি হয় তা'হোলে সেবকের মায়া তরবার চিন্তা থাকে না; অতিদুস্তরা দেবমায়া অনায়াসে চ'লে যাবে। তখন শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য দেহে আমি-আমার-বিচার থাকবে না। তখন চীৎকার কোরে বলবো না যে, গুরুদেব আমার বিষয়টা বোঝেন না। আমার শরীরটা দিন দিন খারাপ হোয়ে যাচ্ছে, গুরুদেব সে-বিষয়ে মনোযোগ দেন না, কেবল "সেবা কর" কথা।

এস্থলে আমরা মহাভারতে আদিপর্ব্বে **উপমন্যু** প্রভৃতির সেবার কথা শুন্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হব—কিরূপ কঠোর সেবাই না তাঁরা দেখিয়েছেন।

উপমন্যু আয়োধধৌম্য নামক কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শিষ্য ছিলেন। গুরুদেব উপমন্যুকে গোরক্ষার ভার দিয়েছিলেন। শিষ্য সমস্ত দিন গোপালন ক'রে সন্ধ্যাকালে ফিরে গুরুপাদপদ্মে নমস্কার করেন। একদিন গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করছেন—"উপমন্যু! তুমি কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ কর?" শিষ্য উত্তর দিলেন—"আমি ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করি।" গুরুদেব আদেশ করলেন—ভিক্ষা যা পাবে আমাকে দিও। আমার অনুমতি ব্যতীত কিছু খাবে না। 'আচ্ছা' বলে শিষ্য চলে গেলেন। তদবধি ভিক্ষাদ্রব্য গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। দিনকতক গত হবার পর আবার গুরুদেব বলছেন—"উপমন্যু! তোমাকে ত এইনও বেশ স্থূলকায় দেখছি, এখন তুমি কি খাও?" শিষ্য বললেন—"একবারের ভিক্ষাটা আপনাকে দিয়ে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করি এবং তাতেই জীবন ধারণ করি।" গুরুদেব বলিলেন, এটা গুরু-কুলবাসীর উপযুক্ত নয়। এতে তোমার অতিশয় লোভ প্রকাশ পাচ্ছে। "আচ্ছা, এরূপ করবো না"—বলে শিষ্য বিদায় নিলেন। আরও কয়েকদিন পর শিষ্যকে পূর্ব্বের মত দেখে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—"উপমন্যু! তুমি এখন কি খাও?" শিষ্য বলিলেন—"আমি এখন গোদুগ্ধ পান করি।" গুরুদেব বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতীত দুধ পান করবে না। 'তথাস্তু' ব'লে শিষ্য বিদায় নিলেন।

কিয়দ্দিন পরে গুরুদেবকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতেই গুরুদেব বলছেন—"উপমন্যু! তুমিত এখনও বেশ হৃষ্টপুষ্ট আছ; এখন কি খাও?" শিষ্য বলছেন—"বৎসগণ মাতৃস্তন্য পানকালে তাদের মুখে যে ফেন বাহির হয়, আমি সেই ফেন পান করি।" উপাধ্যায় বললেন,—তুমি ফেন পান করে বৎসদের

বৃত্তিরোধ করিতেছ—এটা নিতান্ত অন্যায়। শুনে শিষ্য সে-কাজেও বিরত হোলেন, কিন্তু গোরক্ষাকার্য্যে বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে ক্ষুধায় কাতর হোয়ে অর্কপত্র ভক্ষণ করলেন। অর্কপত্র ভক্ষণে চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গেল। তথাপি গো-পশ্চাতে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক কূপমধ্যে পতিত হ'লেন। সূর্য্য অস্ত গেলেন। কিন্তু উপমন্যু গৃহে ফিরলেন না। তখন গুরুদেবের মনে সন্দেহ জন্মাল। তিনি শিষ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ে তার অনুসন্ধানে বেরুলেন। অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে বনে বনে উপমন্যুকে আহ্বান করতে লাগলেন। উপমন্যু গুরুবাক্য শুনতে পেয়ে বল্‌লেন—প্রভো! আমি কূপে পতিত হয়েছি। কূপে পতিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, উপমন্যু অর্কপত্র ভক্ষণের কথা জানালেন। গুরুদেব শিষ্যের সেবানিষ্ঠার পরীক্ষা ক'রে শিষ্যকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখে, তার প্রতি দয়া প্রকাশ করে বল'ছেন—বৎস! তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ কর। তাঁরা তোমাকে চক্ষুষ্মান্ করবেন।

উপমন্যু অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁরা সন্তুষ্ট হ'য়ে সেখানে আবির্ভূত হয়ে বল্লেন—উপমন্যু! তোমাকে এক পিষ্টক প্রদান কচ্ছি, এটা খেলেই চক্ষু ভাল হবে। উপমন্যু বলছেন যে, গুরুদেবকে নিবেদন না ক'রে কিছু খেতে পারি না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন, তোমার গুরুদেবকেও পূর্ব্বে এইরূপ পিষ্টক দিয়েছিলাম, তুমি তাঁরই অনুসরণ কর। উপমন্যু গুরুদেবকে নিবেদন করে সেই পিষ্টক গ্রহণ করলেন। তখন তাঁরা উপমন্যুর গুরুনিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট হোয়ে বল্লেন—তোমার হিরণ্ময় দন্ত হবে। অর্থাৎ তুমি শিষ্যদের প্রতি দয়াবান হবে, কখনও নির্দ্দয় হবে না। আমরা তোমাকে চক্ষু প্রদান করছি। তোমার কল্যাণ লাভ হউক।

অশ্বিনীকুমারের বরে চক্ষু প্রাপ্ত হ'য়ে শিষ্য গুরুপাদপদ্মে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। গুরুদেব বিশেষ প্রীতির সহিত বল্লেন—তোমার কল্যাণ লাভ হউক এবং সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে থাকবে। এই ব'লে শিষ্যকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত। অর্থাৎ গুরুপাদ-পদ্মে অকপট বিশ্বাসকারী শিষ্যকে গুরুবর্গ নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন।

আমাদের গুরুদেব ছয়প্রকার সেবকাধমের কথা শুনিয়েছিলেন—

অলির্জ্যোতিষিকো বাণঃ স্তব্ধীভূতঃ কিমেকাকী।
প্রেষিতপ্রেষকশ্চৈব ষড়্‌বিধা সেবকাধমাঃ॥

অলি যেমন গুণ গুণ করে সেইরূপ সেবকও মনে মনে বিচার করে—আমি কেন পারবো? আরো কত লোক আছে। গুরুদেব না বুঝে শুঝে আমাকে অন্যায় আদেশ করছেন, ইত্যাদি।

জ্যোতিষী সেবক কোন কার্য্যের জন্য আদিষ্ট হোলে, আগে থাকতেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসে। অর্থাৎ কোন স্থানে যাবার আদেশ হোয়েছে, সেখানে না গিয়েই পূর্ব্ব হ'তেই ভবিষ্যৎ উক্তি করে একটা কিছু উত্তর দিয়ে বসে। অর্থাৎ 'সেখানে গেলে কাজ হবে না'—'যার নিকট যাব সে হয়ত বাড়ী নাই' ইত্যাদি।

বাণকে ছেড়ে দিলে সে যেমন ফিরে আসে না, তদ্রূপ বাণ-সেবককে কোন কাজের জন্য পাঠালে সে আর ফিরে আসে না।

স্তব্ধীভূত সেবক আদেশ শুনে স্তব্ধ হোয়ে যায়, কোন উত্তরও দেয় না, কাজও করে না।

কিমেকাকী-সেবক বলে—,আমি কি একা পারবো? আর একজনকে সঙ্গে না দিলে হবে না।

প্রেষিত-প্রেষক অর্থাৎ গুরুদেব একজনকে আদেশ করলে সেই ব্যক্তি অন্যকে সেই কার্য্যে পাঠায় বা নিযুক্ত করে। সে আবার আর একজনকে সেই কার্য্যে পাঠায়।

এরা সকলেই ঐকান্তিক শরণাগত নয়; সুতরাং অধম।

উপমন্যু জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে আদর্শ গুরুসেবা শিক্ষা দিয়েছেন, যাঁরা পারমার্থিক শিক্ষা-বাঞ্ছায় পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করবেন, তাঁদের সে-বিষয়ে আরও দৃঢ়তা থাকা দরকার। আমাদের প্রয়োজনতত্ত্ব নির্ণয় হোলে তখন আর কোনরূপ আলস্য, জাড্য, অনিচ্ছা বা দেহ-গেহের মমতা আসতে পারে না। সত্য সত্যই যদি কৃষ্ণকৃপালাভ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় হয়, তবে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আনুগত্য করাই একান্ত প্রয়োজন।

শুকদেব ব্যাসদেবের অরণিমন্থনকালে প্রকটিত হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অগ্নিলাভের জন্য অরণি-মন্থন করছিলেন। অকস্মাৎ ঘৃতাচী অপ্সরার সেখানে আগমন হয়। তাকে দেখে ব্যাস দয়ার্দ্র চিত্ত হন; কিন্তু অরণী মন্থন ত্যাগ করেন নি। ঘৃতাচী ব্যাসদেবের কৃপা লাভ করে শুকী পক্ষীর আকার ধারণ করেন। কিন্তু ঘৃতাচীর সৌন্দর্য্যাদির কথা ব্যাসের স্মৃতিপট হ'তে দূরে না যাওয়ায় অরণি মন্থনকালে সেই অরণিতেই শুকদেবের জন্ম হয়।

এইকারণে শুক অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হয়েছিলেন। শুকদেব জাতমাত্র মহানুভব মহাদেব শুকের সংস্কারাদি প্রদান করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কমণ্ডলু দিলেন। শুকদেব ব্রত ধারণ ক'রে সমাহিত-চিত্তে অবস্থান করতে থাকলেন। তিনি বৃহস্পতির নিকট বেদ বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন ক'রে উগ্রতপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর চিত্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি পিতার নিকট মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রার্থনা করলে ব্যাস পুত্রকে রাজর্ষি জনকের নিকট প্রেরণ করেন। শুকদেব পদব্রজে বহুদেশ অতিক্রম ক'রে মিথিলারাজ্যে এক উপবনে উপস্থিত হ'লেন। বহু নরনারী, হস্তী, অশ্ব, রথাদি রাজপথে চলছে, কিন্তু শুকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি রাজধানীর দ্বারদেশে ধ্যানপর হয়ে দণ্ডায়মান। দ্বারপালগণ উগ্রবাক্যে তাঁকে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। তিনি ক্রোধশূন্য, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর বা পথশ্রমে ক্লান্তভাব প্রকাশ না কোরে, প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপেও অস্থির না হ'য়ে সেইখানে দণ্ডায়মান থাকলেন। তাঁর তাদৃশ অবস্থা দেখে একজন দ্বারপাল তাঁকে রাজভবনের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাল। তিনি ছায়া-আতপে সমজ্ঞান হ'য়ে প্রথম কক্ষ থেকে মোক্ষ-চিন্তায় নিযুক্ত। রাজমন্ত্রী তাঁকে দেখে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন এবং আসন প্রদান ও সেবার জন্য কতকগুলি রমণীকে আদেশ ক'রে বলে গেলেন। সর্ব্বসুলক্ষণা নবযৌবনসম্পন্না ৫০ জন বারবনিতা তাঁর নিকট এসে বিচিত্র সেবা করতে লাগল। তাঁকে দেবভোগ্য দ্রব্য শয্যাদি প্রদান করল। তিনি আবশ্যক কৃত্য সমাপন ক'রে রমণীগণ পরিবেষ্টিত থেকেও কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে পূর্ব্ববৎ ধ্যানমগ্ন থাকলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হ'লে জনক তাঁর নিকট এসে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান ও পূজা করলেন। তৎপরে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শুকদেব উত্তর দিলেন—পিতার আদেশে রাজর্ষির নিকট মোক্ষধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থী হ'য়ে এসেছেন। জনক বললেন,—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। গুরূপদেশ ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। গুরু জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা শিষ্যকে সংসার পারে উত্তীর্ণ করেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই যার চিত্তশুদ্ধি হয় তার অপর আশ্রমের প্রয়োজন নাই। যাঁর চিত্ত সমাহিত হ'য়েছে তিনি নিজেকে নিজে দেখতে পান। অন্য ব্যক্তি যাঁহা হ'তে ভীত না হয় এবং যিনি অন্য হ'তে ভীত হন না, যাঁর ইচ্ছা ও দ্বেষ নাই, তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ঈর্ষা, কামনা ও মোহ ত্যাগ ক'রে মনের

সহিত আত্মাকে সংযোগ করলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। যখন জীব শ্রাব্য ও দৃশ্য বিষয়ে সমতা জ্ঞান ক'রে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হন, স্তুতি নিন্দা, স্বর্ণ ও লৌহ, শীত উষ্ণ, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয়, জীবন-মরণকে সমভাবে দেখেন, তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। হে জ্ঞানীপ্রবর! আপনাতে এই সমুদয় ভাব দেখা যাচ্ছে। আপনার শিক্ষার কিছু বাকী নাই। আপনি আমাপেক্ষা সমধিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও গতি প্রাপ্ত হ'য়েছেন। আপনার বিষয় বাসনা নাই, নৃত্য-গীতাদিতে চিত্ত অকৃষ্ট হয় নাই, বন্ধুবর্গের প্রতি অনুরাগ নাই; আপনি লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সমদর্শী। আমি আপনাকে অক্ষয় অনাময় পথে আরোহণ করতে দেখছি। আপনি ধন্য।

এইরূপ শুকদেবের মত যাঁরা জড় বিষয়ের মমতা, অনুরাগ পরিত্যাগ ক'রে সমদর্শী হ'য়ে গুরুকৃপা অবলোকন করতে করতে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই ধন্য হ'তে পারবেন। আর পরমার্থ রাজ্যে বিচরণ করতে গিয়ে তুচ্ছ বিষয়, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট হ'লে অনর্থ-সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে নরকের যাত্রী হোতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান।

আজকে যাঁর প্রকট তিথি পূজার জন্য আমরা সমবেত হ'য়েছি, তাঁর পরিচয় এই,—বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ-দুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

পশুচিকিৎসক যেমন জোর ক'রে পশুর মুখটা খুলে ঔষধ গেলান, সেইরূপ অনভীপ্সু হরিভজনে অনিচ্ছুক এবং অজ্ঞানে অন্ধ আমাকে অতিযত্নে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস যিনি পান করাইয়াছেন—আমার সংসার-পিপাসাকে হরিকথা মহৌষধ পান করাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-পিপাসা প্রকট করিয়া দিয়াছেন, সেই নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপাদপদ্ম যেন আমার নিত্যকালের আশ্রয় থাকেন। আমি যেন তার শ্রীপাদপদ্মের অলৌকিক মহিমা গান করতে করতে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তটুকু অতিবাহিত করতে পারি—সতীর্থগণের নিকট আজ আমার এই আবেদন। হরিকথা শ্রবণবিমুখ বিশ্বকে অভিনব কৌশলে হরিপাদপদ্মে আকর্ষণ করার চেষ্টা তাঁর অদ্বিতীয়। আজকে তাঁরই অনুগত শত শত ভক্ত সারা বিশ্বে শ্রীচৈতন্য বাণী বিতরণ ক'রে তাঁরই অসমোর্দ্ধ মহিমা ঘোষণা করছেন। তিনি বৈকুণ্ঠে থেকে তাঁর আশ্রিতগণকে শক্তি প্রদান ক'রে নিত্যকাল তাঁর অমন্দোদয়া দয়ার প্রচার করাচ্ছেন এবং করাবেন।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৭ পৃষ্ঠার পর)

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণনামই স্বয়ং কৃষ্ণ ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি একই বস্তু। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই একই জানিবেন। শ্রীহরিনাম-প্রভু মুক্ত-জীবগণের উপাস্য বস্তু। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল অনর্থযুক্ত চক্ষে ভগবন্নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। কিন্তু অনর্থ-মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন। শ্রীনাম-ভগবান্ শ্রীনামী-ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপায় আপনারা ইহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"কৃষ্ণনাম শব্দব্রহ্ম। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের নিশ্চয়ই নিত্যত্ব আছে। কুণ্ঠ-রাজ্যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে, সুতরাং ইতরব্যোমে অর্থাৎ এ জগতের জড় শব্দগুলি অনিত্য। বৈকুণ্ঠ জগতে নাম ও নামী একবস্তু—শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই।

"হরিনাম অচেতন পদার্থ নন কিংবা কল্পিত পদার্থ নন,—দৃশ্য পদার্থবিশেষ নন,—দৃশ্য জগতের কোন বস্তু নন। হরিনাম ভগবদবতার—সাক্ষাৎ ভগবান্। নামই হরি, হরিই নাম। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু—পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং। অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং বস্তু—নামী। শ্রীনাম স্বতঃ-প্রকাশ বস্তু। শ্রীনাম can take initiative. অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান্, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়। অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত নাম শব্দব্রহ্ম। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ। বিভুচেতন হরিনাম কথা বল্‌তে পারেন। যিনি হরিনাম করেন, তিনিও চেতন বস্তু। তিনি বল্‌ছেন—'হরিনাম, আমি

তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার করলাম।' যিনি হরিনাম করতে প্রবৃত্ত হন, তিনি হরিনাম প্রভুর ভৃত্য।

"সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনামরূপে কৃপা করে এখানে এসেছেন। এজন্য আমরা হরিনামকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করবো, আর কারো কাছে যাব না।

"হরে কৃষ্ণ নাম—Predominating Agent, আর কর্ণ predominated agent অর্থাৎ হরে কৃষ্ণনাম নিয়ামক বা প্রভু, আর কর্ণ নিয়ম্য বা বশ্য। কর্ণ যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন শ্রবণ হয় না।

"ভগবন্নাম ভগবদ্-রাজ্য হইতে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। এই জগতে ভগবানের শ্রীঅর্চ্চাবতার, শ্রীনামাবতার ও শ্রীগুরুদেবাবতার ইঁহারা তিন জনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার বিষয়-জাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেবাবতার আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়-তত্ত্ব বা আমাদের কারণ-চেতনের সন্ধান পাই। তবে এখানে একটা কথা এই যে—শ্রীরাধা আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীরাধানাম ও শ্রীরাধাবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বস্তু। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জড়ের নাম ও জড়ের বস্তুতে ভেদ আছে।"

শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীশচীমাতাকে বলিয়াছেন—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর অর্চ্চামূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮।৪৭-৪৯)

ভগবন্নাম যে সাক্ষাৎ ভগবান্, এ সম্বন্ধে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অনাদি চিন্ময়।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম—এক তত্ত্ব হয়॥
চৈতন্য-বিগ্রহ নাম নিত্যমুক্ত তত্ত্ব।
নাম-নামী ভিন্ন নয় নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব॥

এ জড় জগতে তাঁর অক্ষর আকার।
রসরূপে রসিকেতে সত্ত্ব অবতার ॥
কৃষ্ণবস্তু হয় চারি ধর্ম্মে পরিচিত।
নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, অনাদি-বিহিত ॥
(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের ন্যায়ই রসময় বলিয়া আনন্দ-সমুদ্র। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৯৭)

শ্রীনাম সম্বন্ধে গৌর-পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় স্বকৃত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

সর্ব্বার্থ-প্রদাতা নাম সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠ-প্রাপক নাম হরি-প্রীতিদাতা ॥
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গ-প্রধান।
শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ ॥

মন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবান্। মন্ত্র ভগবন্নামময়। অতএব নামও সাক্ষাৎ ভগবান্। শাস্ত্র বলেন—

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্'।
'মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরু-রূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ ॥'
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ভগবান্ ও মন্ত্রদাতা গুরু—এতিনটি বাস্তব বস্তু পরস্পর অভিন্ন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তি-সন্দর্ভগ্রন্থে (২৮৩ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—

'দিব্যং জ্ঞানং হৃত্র শ্রীমাতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞানঞ্চ।"

অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ জ্ঞান বুঝায়।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নাম-বিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব।'

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।১৫০ টীকা)

সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণনাম আমাদের হৃদয়নাথ, হৃদয়বিহারী, আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা কৃষ্ণনামের আশ্রিত, কৃষ্ণনামের সেবক—ইহাই আমাদের সত্তা, ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। এই কৃষ্ণনাম ও সম্বন্ধজ্ঞান নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে নামরূপী ভগবানকে প্রদান করেন এবং গুরু-কৃপায় অনুক্ষণ নামরূপী ভগবানের সেবা করিতে করিতে জীব ভগবৎ সাক্ষাৎকার পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। শাস্ত্র কৃষ্ণনামের ভগবত্তা সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন—

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি-সংখ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহং কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ॥ (পদ্যাবলী ২৩)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয় চেতন পদার্থ যাঁহার অংশ, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব সেই কৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন।

কল্যাণানাং নিধানং কলিমল-মথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ-প্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥ (পদ্যাবলী ১৯)

হে ভক্তগণ! সমস্ত কল্যাণের আদিকারণ, কলি-কলুষনাশক, সমুদায় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণ মাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদ-লাভের পাথেয়-স্বরূপ, শ্রীব্যাস-শুকাদি মহাজনগণের বাক্যসকলের একমাত্র বিশ্রামস্থান, ধর্ম্ম-বৃক্ষের উৎপত্তিস্থল, সাধুদিগের জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন।

সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্য তব পদং
তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমচ্ছিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব তু ভগবন্নাম নিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ ॥ (পদ্যাবলী ২৮)

হে ভগবন্! যদি চ তোমার অঙ্গের প্রভাস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তথাপি তিনি সংসার বৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ হন না ; কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাহা হইলে ঐ নাম মূলের সহিত সংসারতরু উৎপাটন করিয়া দেন। অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার নামই শ্রেষ্ঠ।

ন হি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক।
প্রাপ্নুবন্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৯৯ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা—

নারায়ণমিতি নামাশ্রিত্য। অশুভং অমঙ্গলং অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি কিন্তু সর্ব্বশ্রেয় এব লভন্তে।

নারায়ণের নাম আশ্রয় করিলে জীবের যাবতীয় অশুভ নষ্ট হয় এবং নিখিল মঙ্গল লাভ হয়—আমি ইহা সত্য করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

কৃষ্ণনাম যে নিত্য সত্য ভগবদ্বস্তু ও সর্ব্বদুঃখ-হরণকারী, সে সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

প্রভু বলে— সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বোলয়ে আন ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য-কথনে ॥
আগম-বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণ পদে ভক্তিধন' ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥

করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সেই দুঃখ পায়॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥
প্রভু বলে—আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য-কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
(জৈমিনি ভারত)

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথ চলে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

নববর্ষে শুভ-বিজয়োপলক্ষে
'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-বন্দনা-গীতি

(১)

অনন্তকালের আরাধ্যা আমার
কোটী কোটী নতি তোমার ঐপদে,
নাহি মোর কিছু পূজার সম্ভার
ভরা হৃদি সদা লোভ-মোহ-মদে ॥

(২)

কামনা-দূষিত-হৃদয় আমার
সদা পাপাগুনে জ্বলিয়া যায়।
ভরসা কেবল করুণা তোমার
নতুবা আমার নাহিকোপায় ॥

(৩)

দিবাশেষে বিবস্বান পরি' স্বর্ণ-বাস
রাঙাইয়া বৃক্ষ-শীর্ষ কনক-কিরণে।
চলিলেন ধীরে ধীরে অস্তাচল-পাশ
রঙিল গগন রক্ত ফাগুর বরণে ॥

(৪)

হেনকালে শুনিলাম পরম হরষে
"শ্রীগৌড়ীয়" হরিনাম ধরি' স্বীয় বক্ষে,
করিলা বিজয় শুভ নূতন বরষে
শুনিয়া পুলকে অশ্রু প্রবাহিল চক্ষে ॥

(৫)

ভক্তিভরে প্রণমিনু গৌড়ীয়-চরণ,
করিলাম ভক্তিপুষ্পে চরণ পূজন ;
বাসনা হৃদয়ে মোর জাগিল তখন,
গাহিতে শ্রীপত্রিকার মহিমা কীর্ত্তন ॥

(৬)

পঙ্গুর বাসনা মোর উল্লঙ্ঘিতে গিরি
কিন্তু শক্তি নাহি মোর, নাহিক সম্বল,
তবে যদি "প্রভুপাদ" দীনে কৃপা করি'
দেন শক্তি, তবে বন্দি চরণ-কমল ॥

(৭)

হে গৌড়ীয়-পত্রিকে ! তোমার কৃপায়
হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-শ্রোতবাণী—
প্রবাহিতা আজ এই নিখিল ধরায়—
নিঃস্ব বিশ্ববাসী হ'ল নাম-ধনে ধনী ॥

(৮)

কত কৃতীগণ আজ ভারত-মাঝারে
অগণিত পত্রিকার কৈলা প্রচলন ;
কিন্তু হায় ! সেইসব পত্রিকা-উদর
অকথ্য কথাতে পূর্ণ হেরি সর্ব্বক্ষণ ॥

(৯)

এ দুঃখ কহিব কারে, কে শুনিবে আজ,
মরমের ব্যথা নিতে এ-ভব-মণ্ডলে
কেবা আছে তোমা-বই? কাঙালেরসাজে
সাজিয়া এসেছি তব চরণের তলে ॥

(১০)

কলির প্রভাব-বশে মর্ত্ত্যজীবগণ
অনর্থে জড়িত হয়ে যবে কৃষ্ণনাম,
বৈষ্ণবের সঙ্গ, কৃষ্ণকথা-আলাপন,
ত্যজিয়া কৃষ্ণের ধাম, আর কৃষ্ণনাম—

(১১)

গৃহে ভোক্তা সাজি' সদা গ্রাম্যসুখে রত
হইয়া হইল সবে মায়ার অধীন ;
যেকালে জাতি-গোসাঞী কুসিদ্ধান্তমত
প্রচারিয়া কৈলা জীবে অতি দীনহীন—

(১২)

সেইকালে তুমি—সিত উজর-ভাস্কর-
সম, উদি' গৌড়দেশ-মধ্যাহ্ন-গগনে
দহিয়া প্রখর করে, দুর্ব্বার তস্কর-
সদৃশ যতেক দুষ্ট ভক্তি-বৈরীগণে—

(১৩)

চরম উপায় যাহা শুদ্ধ-গৌরবাণী
প্রচণ্ড প্রভাবে তাহা করিলা প্রচার ;
যাহে আজ মায়াবাদী করি যোড়পাণি
বন্দনা করিছে পদযুগল তোমার ॥

(১৪)

ভোগে উগ্র মত্তপানে জগৎ যখন
মাতিয়া উঠিল, যবে স্বার্থপর সবে ;
স্পর্দ্ধায় টানিয়া নারায়ণের আসন
স্বার্থের কুহেলি-তমে আচ্ছাদিলা যবে—

(১৫)

স্বৈরাচার আসি' যবে রাজ্য বিস্তারিয়া
নরকে যাবার পথ কৈলা পরিষ্কার,
উচ্চাসনে ভণ্ড যারা উঠিয়া বসিয়া
আদরে বরিল যবে কপট-আচার—

(১৬)

লোক-অগোচরে যবে ধর্ম্ম স্বীয় মান
রাখিল নাস্তিকগণ কবল হইতে,
ন্যায়ের মস্তকে যবে চাপিল পাষাণ
বিরল হইল যবে শান্তি এ জগতে—

(১৭)

আসল-নকল সাধু-ভণ্ড চেনা ভার
হইল যখন ভবে ; তখন তোমার
দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসি' আলোকবিস্তার
করি' করিল মোহান্ধ মানবে উদ্ধার ॥

(১৮)

তোমার করুণা-বলে পাপী-তাপী যত
মায়ার কবল হ'তে পেল পরিত্রাণ।
সকলেই হ'য়ে কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষ্য-সেবারত
পরম পুলকে করে হরিগুণ-গান ॥

(১৯)

দুষ্ট স্মার্ত্ত, দ্বিজব্রুব স্বার্থ-সিদ্ধি-আশে
কুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্র রচি' অহঙ্কারে,
ছাগপশু-প্রায় জীবে বাঁধি সেই পাশে
উদ্যত হইয়াছিল বলিদান-তরে—

(২০)

সেইকালে বদ্ধজীবে করিতে উদ্ধার
করুণা করিয়া উদি' এ মহা-ভারতে,
রক্ষা কৈলা বরষিয়া ধারা করুণার
কলির কর্ব্বুর দ্বিজ-কবল হইতে ॥

(২১)

সূর্য্যোদয়ে দূরে যায় যথা অন্ধকার
তেমতি তোমার আজ শুভ আগমনে,
ভববন্ধ নাশ হ'ল (জীব) পাইল উদ্ধার
কৃষ্ণভক্তি লাভ কৈলা বদ্ধ জীবগণে ॥

(২২)

আসমুদ্র হিমাচল তোমার কৃপায়
মাতিয়া উঠিল কৃষ্ণনাম গুণগানে,
ভাসিল জগৎ গৌর-প্রেমের বন্যায়
হ'ল—স্থাবর-জঙ্গম ধন্য হরিনাম-ধনে ॥

(২৩)

তোমার কৃপায় আজ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-
জীবগণে পাইয়াছে নিত্যানন্দাভিন্ন
শ্রীগুরুদেবে, মুছে গেছে সর্ব্ব দুঃখ
"আজ যিনি জগদ্‌গুরু জগদ্‌বরেণ্য" ॥

(২৪)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ
জীবে ধন্য করিবারে, গোলোক হইতে
"গৌরবাণী" আনি' বদ্ধজীবগণ-মাঝ
তোমাদ্বারা বিতরিলা সে বাণী জগতে ॥

(২৫)

অখণ্ড প্রতাপে ভণ্ডে করি লণ্ড-ভণ্ড
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জনে কৃতান্ত-কবল
হইতে রক্ষিয়া, দিলে দুষ্টে গুরুদণ্ড,
দুর্ল্লভ মানব জন্ম হইল সফল ॥

(২৬)

হেন প্রভুপাদপদ্ম যেন চিরদিন
সেবিবারে পারি আমি তোমার কৃপায়।
অকপটে গাই যেন আমি অতি দীন,
কুসুম-অঞ্জলি সদা দিতে তাঁর পায় ॥

(২৭)

আজ—সুধন্যা ধরণী তব অমর-বাঞ্ছিত
চরণ-কমল ধরি' বক্ষে আপনার।
পলাইল দুষ্ট কলি হইয়া লাঞ্ছিত,
বুঝিল এবার রক্ষা নাহিক আমার ॥

(২৮)

ধন্য তুমি "শ্রীফাল্গুন" মাসের প্রধান
তোমাতে শ্রীগৌরহরি শুভ প্রকটিত।
হইলা গ্রহণ-ছলে সহ নিজ-নাম,
গৌর-পদরজে তব বক্ষ সুশোভিত ॥

(২৯)

আরও ধন্য তুমি আজ অবনী-মাঝারে
মায়াবদ্ধ মানবের আরাধনা-ধন—
'গৌড়ীয়-পত্রিকা' জীব-কল্যাণের তরে
তোমাতেই অবতীর্ণ নিয়ে নাম-ধন ॥

(৩০)

আমি অতিদীন-হীন-মূঢ়-দুরাচার,
অধম দাসেরে আজ করুণা করিয়া—
অধিকার দিয়া তব চরণ-সেবার,
ভবরূপ হ'তে তোল কেশ আকর্ষিয়া ॥

—পরলোকগত গোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল

(নারদপঞ্চরাত্র-অবলম্বনে পৌরাণিক উপাখ্যান)

কান্যকুব্জ-দেশে অতিলোভী গ্রাম্যযাজক, বেতনভুক্, মহামূঢ়, অতিপাতকী একজন দেবল-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে কোন পুণ্যকর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণপূজনাদি জানিতেন না; শ্রীকৃষ্ণভক্তের সহিতও শুভ আলাপ, দর্শন ও কোনরূপ সংস্রব রাখিতেন না। ঐহিক সুখ-সম্পদই তাহার একমাত্র কাম্য হওয়ায় তিনি অদৃষ্ট বা কর্ম্মফলবাদী ছিলেন না; সতত বিষয়-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি একপ্রকার নিরীশ্বর-জীবন যাপন করিতেন।

একদা সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হর্ষ ও প্রফুল্লিত-চিত্তে পুত্রের সহিত তাঁহার মিত্রের আলয়ে গমন করিলেন। বান্ধব-গৃহে শুভ-পরিণয়োপলক্ষে আমন্ত্রণহেতু তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ তথায় পরমানন্দে ভোজন ও পানাদি সমাপনপূর্ব্বক বিবিধ উপাদেয় সামগ্রীসহ নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর পথিমধ্যে ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সেই ব্রাহ্মণ ও তাহার পুত্র অতি সুদৃশ্য চন্দ্রভাগা নদী দেখিতে পাইলেন। পুত্র স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে পিতঃ! আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছি। অতএব স্নানান্তে যাহা হয় কিছু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।" পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা কহিলেন,—"হে পুত্র! নদী-তীরবর্ত্তী হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল এই বন অতীব ভয়ানক। এখানে কালবিলম্ব না করিয়া গ্রামের মধ্যে গমন করত তথায় সম্মুখে যে মনোহর সরোবর দেখিব, তাহাতেই স্নান করিয়া ভোজন সম্পাদন করিব; অতএব সত্বর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চল।"

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ঈষৎ হাস্য ও কোপ প্রকাশ করত আরক্ত-লোচনে পিতার প্রতি অবলোকন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—পিতঃ, আমি দশম বর্ষীয় বালক, আর আপনি বহুদর্শী বৃদ্ধ ও জ্ঞানদাতা। পৃথিবীর সকল স্থানেই পিতাই পুত্রকে জ্ঞান প্রদান করেন। কিন্তু কালের কি দুরতিক্রমনীয় মহিমা যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের ন্যায় বাক্য বলিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে সমস্ত পূজনীয় ব্যক্তির মধ্যে পিতা প্রথম গুরু এবং বন্দনীয়; অতএব পিতার তুল্য বন্দনীয় কাহাকে বলা হইবে? মাতা সতত স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী ও স্নেহকর্ত্রী; আর পিতা জন্মদাতা, অন্নদাতা ও সতত স্নেহকর্ত্তা। সেই পিতা ও মাতা সন্তানের কর্ম্মমূল ছেদন করিতে পারেন না, সদ্‌গুরুই কেবল শিষ্যের কর্ম্মমূল ছেদনে সক্ষম। গুরু যে জ্ঞান উপদেশ করেন, সেই জ্ঞান মন্ত্র ও তন্ত্র হইতে লাভ হয়; আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহাই তন্ত্র ও মন্ত্র। তিনিই বন্দনীয় গুরু, তিনিই পিতা, তিনিই বরণীয়, তিনিই মাতা, তিনিই পতি, তিনিই সন্তান—যিনি কর্ম্মমূল-ছেদিনী হরিভক্তিলাভে সহায়তা করেন। জ্ঞানবলে বলীয়ান গুরু সংসারার্ণবে পতিত শিষ্যকে উদ্ধার করেন। যিনি জ্ঞানদাতা তিনিই প্রকৃত সৎপিতা, আর যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি জন্মে তাহাই বাস্তব জ্ঞান এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে দাসত্ব লাভ হয়, তাহাই পরম পবিত্র ভক্তি। সেই দাস্য-ভক্তিই সর্ব্বজীবের পক্ষে প্রশস্ত, যাহাতে সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সেবা সম্পূর্ণভাবে

অনুষ্ঠিত হয়। হে পিতঃ! শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই সকল মঙ্গলের মঙ্গল। ইহা কর্ম্মফলভোগ রোগের মহৌষধ এবং ভোগ-বন্ধন-ছেদনকারী।

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যাহার মন বিষয়-আকাঙ্ক্ষায় আসক্ত হয়, তিনি নিতান্ত মূঢ়। তিনি অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করেন। হে পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিয়াছেন। আপনি সংসার-কূপে নিপতিত হইয়া কেবল বিষয়-সুখই প্রার্থনা করিতেছেন এবং জীবের কর্ম্মফল বা অদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। হে পিতঃ! কি-প্রকারে অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় ফল উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়?

—হে পিতঃ! প্রাক্তন অর্থাৎ ভাগ্যানুসারে সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, সুমৃত্যু, অপমৃত্যু, চিরায়ু এবং জীবনের অল্পতা হইয়া থাকে। যে-সময়ে যাহার যে-ভাবে মৃত্যু এবং শুভকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে, কখনও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাধিক হয় না। শাস্ত্র বলেন—যখন জীবের গর্ভাধান হয়, তখন হইতেই ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে; কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, স্বয়ং বিষ্ণু এবং মহাদেবও তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন।

হে পিতঃ! আপনি মন্দবুদ্ধি, আপনার জন্ম এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা ও বিফল হইয়াছে; সুবুদ্ধি ব্যক্তিরই জীবন সফল এবং সুখদায়ক হয়। যিনি হংসসমূহকে শুক্লবর্ণ এবং শুক পক্ষিগণকে হরিতবর্ণ ও ময়ূরদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিয়াছেন, যিনি চরাচর জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত, তিনি ঘোরতর অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়া অনায়াসে বাঁচিয়া থাকেন; আর কেহ বা বিধাতার নির্ব্বন্ধ-হেতু নিজগৃহ মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রাক্তন শুভকর্ম্মফলে কেহ নাগ-শয্যায় শয়ন করিয়া এবং নাগগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে ত্রাণ পায়; কিন্তু সেই ব্যক্তিই আবার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় গরুড়ের সমীপস্থ হইয়া ভীতি-বশতঃ প্রাণত্যাগ করে। সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে ও শস্ত্রে কাহারও প্রাণনাশ হয় না, যেহেতু আয়ুই প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। সময় না হইলে শতশরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্র-ভাগে আঘাত পাইয়াই মানব ইহলীলা সংবরণ করে। আবার কাহারও গর্ভমৃত্যু ঘটে, কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে, কেহ পূর্ণ-যৌবন

অবস্থাতেই সংসার-অটবী হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে, কেহ বা বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কর্ম্ম-ফলানুসারে কেহ বা চিরজীবী, কেহ রোগযুক্ত, কেহ রোগবিহীন, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হইয়া থাকে। ভাগ্যানুসারে কেহ কল্পান্তজীবী, কেহ বা চিরজীবী, কেহ বা অমর পর্য্যন্তও হইয়া থাকেন; অতএব গর্ভে উৎপত্তিকালীন অদৃষ্টের লিখনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ।

স্ব স্ব-কর্ম্মানুসারে কেহ রাজেন্দ্র হইয়া দিব্যযানে গমন করে, কেহ উত্তম গজে গমন করে, কেহ পশুর ন্যায় মনুষ্যদিগের বাহন হইয়া থাকে; কেহ বা কীট-পতঙ্গরূপী হয়, কেহ বা পশু-পক্ষী-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। নিজ নিজ সৎকর্ম্মফলে কেহ সাধু-স্বভাব সন্ন্যাসী হন, কেহ পাপপরায়ণ নরঘাতক হয়। কেহ বা প্রচুর ধন-রত্ন দান করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকেন, কাহারও বা কেবল ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কেহ বা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া কাল কাটাইয়া থাকে। কেহ উলঙ্গ ও অনাহারী, কেহ বা অমৃতভোজী হয়; কেহ অতি কমনীয় শ্রীসম্পন্ন হয়, কেহ বা গলৎকুষ্ঠী হইয়া থাকে। কেহ কুব্জ, কেহ অঙ্গহীন, কেহ বধির, কেহ অন্ধ, কেহ দীর্ঘাকৃতি, কেহ মধ্যাকৃতি, কেহ বামন, আবার কেহ বা খঞ্জ হয়। কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সুকৃতিফলে কেহ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিগুণে সুদুর্লভ কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হন। কর্ম্মফলে কেহ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরহিত ব্রহ্মলোক লাভ করে; কেহ স্বর্গলোক, ইন্দ্রপদ পায়, কেহ বা শিবলোক লাভ করে; কেহ বা স্বকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ, ইন্দ্র বা যমলোক প্রাপ্ত হয়। কেহ ভয়ানক নরকে অসীম কষ্টে নিপতিত হয়, কেহ যমদূতের তাড়নায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সর্ব্বদা কাতর হইয়া থাকে। কেহ বিষ্ঠা-মূত্রের কীট এবং কীটের বিষ্ঠা-শ্লেষ্মা, বসা ইত্যাদি ভক্ষণ করে। কেহ ক্ষুরধারে, তপ্ততৈলে, অগ্নিতে এবং শীতকালে জলে ও হিম-প্রবাহিত শীতল স্থানে শয়ন করে। হে পিতঃ! পাতকী লোক এইরূপে কল্পান্তকাল দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগাবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্যাধিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় মুক্ত হয়।

ভগবানের ইচ্ছায় ও আদেশে বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছেন; ইন্দ্র জল দান করিতেছেন, অগ্নি দাহ করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় জন্তুগণের মৃত্যু হইতেছে এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সৃষ্টি রক্ষার জন্য কূর্ম্মদেব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে

রক্ষা ও পালন করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছায় বসুন্ধরা সাগ্রহে সকলের আধার ও সর্ব্বশস্যসম্পন্না হইয়াছেন এবং হিমালয় রত্নবান্ হইয়াছেন। বিধাতা ব্রহ্মা স্বয়ং অহর্নিশি সেই পরতত্ত্বের ধ্যান করিতেছেন, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ও সহস্রবদন অনন্তও তাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন। হে পিতঃ! স্বয়ং সরস্বতী দেবীও সেই অভীষ্টদেবের স্তব করেন, পদ্মালয়া লক্ষ্মীও তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি ভীতা হইয়া অপাশ্রিতারূপে তাঁহার স্তব করেন এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, চতুর্ব্বেদ এবং বেদমাতা সাবিত্রীও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সনকাদি যোগিশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, অসুরশ্রেষ্ঠ, সুরশ্রেষ্ঠ এবং চতুর্দ্দশ মনু সর্ব্বদা তাঁহাকে স্তব করেন এবং সাধু ভক্তগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান ও ভজনা করিয়া থাকেন।

তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সনাতন ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই পরতত্ত্বকে কেহ সকলের আদি-প্রকৃতি, কেহ জ্যোতির্ম্ময়, কেহ সর্ব্বরূপী ও কেহ সর্ব্বকারণের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করেন। কেহ তাঁহাকে ভক্তজনের অনুগ্রহার্থ স্বেচ্ছাময় রূপধারী বলেন, কেহ পরব্রহ্ম সনাতন মনোজ্ঞ শ্যামসুন্দর বলিয়া থাকেন। হে পিতঃ! সুরেশ্বর, আনন্দময় পরমানন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ভজনা করুন, তিনিই সনাতন পরব্রহ্ম। তাঁহার ভজনা করিলে জীব যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত চিরশান্তির অধিকারী হন।"

সেই ব্রাহ্মণপুত্র পিতাকে এই কথা বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান, সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ও নির্ম্মল জল পান করিল। পিতাও তাহার সেই বাক্য শ্রবণান্তে তাহার প্রশংসা করিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জনপূর্ব্বক প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর পিতাকে স্নানাদির পর সন্ধ্যা, বন্দনা এবং পূজা করিতে উপবিষ্ট দেখিয়া পুত্র বন্যকুসুম ও ফল-মূলাদি আহরণে বনে গমন করিল। বিপ্রতনয় ফিরিবার সময় সম্মুখে এক ভয়ানক ব্যাঘ্র দেখিয়া ভীত হইয়া পিতাকে পুনঃ-পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। পিতাকে না দেখিয়া তখন নিরুপায় হইয়া ভীতচিত্তে দৃঢ়ান্তঃকরণে কাতর বাক্যে জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারী শ্রীগোবিন্দের পদাম্বুজ স্মরণ ও ধ্যান করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে ব্যাঘ্র বালক-সমীপে আসিয়াও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ধ্যান করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল না। পরন্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। দ্বিজ-বালকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান তাহাকে দর্শনদান করিয়া বর প্রার্থনা

করিতে বলিলে বালক প্রণতিপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।—

"হে কৃষ্ণ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে সুদুর্লভ দৃঢ়ভক্তি প্রদান করুন। আপনার শ্রীচরণে স্থানলাভ ও দাস্য—জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারক। এ দাসের অন্য কোন বর প্রয়োজন নাই; বেতনভোগীর ন্যায় আমি বরার্থী বা বিষয়-ভোগে অভিলাষী নহি।"

শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—"যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি আছে, এই সংসারে তাহার বিন্দুমাত্র অপ্রাপ্য নাই। অষ্টাদশ সিদ্ধির ত কথাই নাই, নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করিলেও বৈষ্ণব তাহা গ্রহণ করেন না; ভক্তগণ সতত অহৈতুকী হরিভক্তি অভিলাষ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও দাস্যপ্রদ পবিত্র ও কর্ম্মমূলচ্ছেদনকারী কল্পতরু-তুল্য সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া নারায়ণ দ্বিজ-কুমারের দক্ষিণ কর্ণে সেই মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-কুমার কল্পতরুতুল্য মন্ত্র লাভ করিয়া সেই সরোবর-তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করত ত্রিজগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজন ও ধ্যান-নিরত হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ-কুমারের পিতা দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পরও পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া পুত্রবিরহে নিতান্ত শোকাভিভূত ও দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের জননীও সন্তানের এইরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিপ্রও প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক শুভ স্বপ্ন দেখিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গৃহত্যাগপূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে পুত্রের অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত বন অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অরণ্যমধ্যস্থ সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন এবং বটবৃক্ষের মূলদেশে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী শিশুকে গুপ্তভাবে অবস্থিত দেখিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সাদরে স্বীয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়েই বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। পুত্রও তাহার সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণ বান্ধবগণসহ তাহা বিশেষ আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে চন্দ্রভাগা-নদী পার হইয়া আপনাদিগের সুরম্য নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের নরপতি উক্ত তেজস্বী শিশুকে দর্শন করিয়া তাহার সহিত রত্ন ও অলঙ্কার-ভূষিতা স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন।

ব্রাহ্মণ-তনয় বহুকাল রাজত্ব করিয়া প্রজাবর্গের কল্যাণ বিধান করেন। কালক্রমে পিতা বনগমন করিলে ব্রাহ্মণ-কুমারও রাজ্য পুত্রকে প্রদানপূর্ব্বক হিমালয়ে সুর-সরিৎতটে তনুত্যাগ করিয়া নিজ কর্ম্মফলে মৃকণ্ডু-মুনির পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ "মার্কণ্ডেয়" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীনারায়ণের বরে সপ্তকল্পান্তজীবী হইয়াছিলেন।

অতএব শুভাশুভ-কর্ম্মফলে জীব উচ্চ-নীচ গতিলাভ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাহার কর্ম্মমূল নষ্ট হয় না—জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ রুদ্ধ হয় না। পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে জীব সৎসঙ্গ লাভ করে এবং তৎপ্রভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়। ভগবদুদ্দেশ্যে বা ভগবৎপ্রীতি-কামনায় কর্ম্ম কৃত হইলেই জীবের কল্যাণ, নতুবা তাহার যাবতীয় অনুষ্ঠান বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। হরিসেবার অনুকূল কর্ম্মই ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং তদ্রূপ কর্ম্মাচরণই জীবের চরম কল্যাণ-জনক এবং ইহাদ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষ

আমরা ত্রয়োদশ-বর্ষারম্ভে ত্রয়োদশ-আম্নায়পরম্পরার কীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছি। গৌড়ীয়গণের গুরু-পরম্পরা,—"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্, শ্রীমধ্বঃ" প্রভৃতি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বলদেব ও মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বন্দনা করিয়াছি। সামান্য লক্ষণের দ্বারা শ্রৌত পারম্পর্য্য কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ লক্ষণে 'সত্যং পরং ধীমহি'-মন্ত্রে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"-মন্ত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা নারদের নিকট, নারদ বাদরায়ণ ব্যাসের নিকট, ব্যাস শুকদেবের নিকট, এবং শুকদেব তাঁহার নিজ শিষ্য পরীক্ষিতের নিকট পর পর শ্রৌত বাণী কীর্ত্তন করেন।—ইহাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুরুপরম্পরা। ঐতিহাসিক যুগে শ্রীমধ্বমুনি পরীক্ষিতের অধস্তন-স্বরূপ ব্যাসদেবের শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সকলেই ব্যাসানুগত। মধ্বমুনি বা যে-কোন ধর্ম্ম-প্রচারক ব্যাসানুগত্য পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের আম্নায়-ধারা রক্ষিত হয় না, বা শাস্ত্রীয় বৈদিক বিচার-ধারা শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হয় না। বেদব্যাস ইহা তাঁহার বেদান্তদর্শনে বেশ

ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীমধ্ব-মুনিকেই সাম্প্রদায়িক গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচার ন্যূনাধিক বিপর্য্যস্ত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই তাঁহার শ্রী বা সৌন্দর্য্য বিধান করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের সেই সৌন্দর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলেই পূর্ণ বিকশিত হয়। সেই গৌর-কুলের একমাত্র রক্ষক বেদান্তাচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীবলদেব এবং শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় নানারূপে আক্রান্ত, বিপর্য্যস্ত ও অধঃপতিত হইতে থাকিলে শ্রীবলদেবাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পালক, রক্ষক ও পরিপোষকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি **ওঁ বিষ্ণুপাদ** শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। আমরা বর্ত্তমান ত্রয়োদশ-বর্ষের প্রারম্ভেই ত্রয়োদশ-সংখ্যা শ্লোক-বন্ধনীর দ্বারা শ্রৌত-পারম্পর্য্যের কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ করিয়াছি।

ত্রয়োদশ-সংখ্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ধারণায় সাধারণতঃ অনুপাদেয় সংখ্যা বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত। আমরা ত্রয়োদশ-অপসম্প্রদায়ের দ্বারা অশুভ গণনা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এমন কি, শ্রীব্যাস-দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সংখ্যাগত বিবিধ তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বা পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া **প্রাকৃত-তত্ত্ব-সংখ্যা** আমাদের দেশে আজও প্রচুর প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার তত্ত্ব-সংখ্যার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পরিদৃষ্ট হয়। এক সময়ে শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতানৃষিভিঃ প্রভো।

*　　*　　*　　*

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে **ত্রয়োদশ** ॥ (ভাঃ ১১।২২।১-২)

হে বিশ্বেশ, হে প্রভো! ঋষিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত তত্ত্বসমূহ কতপ্রকার সঙ্গত বলিয়া মনে করেন? কেহ সপ্তদশ, কেহ বা ষোড়শ, আবার **কেহ বা ত্রয়োদশ-তত্ত্বের** বর্ণনা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন,—যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা। (ভাঃ ১১।২২।৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। যদিও যাবতীয় সংখ্যা-তত্ত্ব ভগবন্মায়াদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই উদ্ভূত হইয়াছে, তথাপি সকলেই কিছু না কিছু যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন।

যুক্তিসঙ্গত হইলেই তাহা গ্রহণযোগ্য—এরূপ বিচার নহে। প্রকৃত সিদ্ধান্ত-সম্মত হওয়া আবশ্যক। আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়,—ত্রয়োদশ সংখ্যা। অর্থাৎ ত্রয়োদশ-তত্ত্ব বলিলে কি বুঝাইবে? এই ত্রয়োদশ-তত্ত্ববাদিগণ বলেন,—"ভূতেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈব মন **আত্মা** ত্রয়োদশ।"

(ভাঃ ১১।২২।২৩)

অর্থাৎ—পাঁচ প্রকার ভূত, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা লইয়া ১২টী হইতেছে। মূল শ্লোকে উহাকেই ত্রয়োদশ-সংখ্যা বলা হইয়াছে অর্থাৎ 'আত্মা' এই শব্দটীকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-স্বরূপ দুইটী পৃথক্ তত্ত্বরূপে গৃহীত হওয়ায় সংখ্যা ত্রয়োদশ হইয়াছে। মূল শ্লোকে 'আত্মা' শব্দ এক হইলেও উহাকে দুইটী তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন,—"আত্ম-শব্দেন চ ব্রহ্মা পরমাত্মা চোভাবুচ্যেতে।" আরও বলিয়াছেন,—"আত্মেতি পরমাত্মা চ বিরিঞ্চিশ্চাপি কথ্যতে।" অর্থাৎ 'আত্মা' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মা বা বিরিঞ্চি এবং পরমাত্মা উভয়কেই বলা হয়। সুতরাং 'আত্মা' শব্দের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মা জীবকোটীর অন্তর্গত। ত্রয়োদশ-তত্ত্ববাদী যে ত্রয়োদশটী তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই সকলের সমস্ত তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং ত্রয়োদশ সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে অশুভ-নির্দ্দেশক হইলেও সকল তত্ত্বসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ত্রয়োদশ-তত্ত্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান ত্রয়োদশ-বর্ষে সর্ব্বোচ্চ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বেদান্ত-ভাষ্যকারকুল-মুকুটমণি শ্রীবলদেব তত্ত্ব-সংখ্যার কথা বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত আছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই ত্রয়োদশ-তত্ত্বও শ্রীবলদেব-ভাষিত পঞ্চ-তত্ত্বের অন্তর্গত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপাস্য—পঞ্চতত্ত্বেরও অন্তর্ভুক্ত এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব।

যাঁহারা তত্ত্বের একত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা ভাগবত-বিরোধী; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরও বিরোধী। আমরা সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কতিপয় গ্রন্থে তাহার এই তত্ত্ব বিরোধ লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি বলিতে চাহেন,—তত্ত্ব এক, দুই বা বহু নহে। তিনি তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব স্বীকার করিতে গিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকেও অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। তাহার মতে, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভুপাদও অদ্বৈতবাদী—অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তাঁহার মত নহে;

বাহ্যতঃ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি অদ্বৈতবাদী। আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এইরূপ বিচারকে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছি।

বস্তুর অদ্বয়ত্বের মধ্যে সেব্য-সেবক-ভাব বহুত্বরূপে অবস্থিত না থাকিলে নির্ব্বিশেষবাদ হইয়া পড়ে। এমন কি, ভক্তিদেবীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধ্বংস করা হয়। অনেকে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য দিতে গিয়া আসুরিক চিন্তার আবাহন করেন। এইরূপ শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা বিচার করিতে দেখিয়াছি—ভক্তির সরলতা বা তরলতা তাহাদের রুচি-বিরুদ্ধ। তাহাদের মতে,—ভক্তির 'তরলতা' অপেক্ষা জ্ঞানের গরলতা অনেক উপকারী। তাহাদের বিচারে ভক্তির সরলতা অপেক্ষা জ্ঞানের কুটিলতাই দার্শনিকতা। আমরা জ্ঞানের গরলতার পক্ষপাতী জীবগণকে আত্মহত্যাকারী বলিয়া মনে করি। ভক্তি-রসের তরলতায় মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা "রসো বৈ সঃ" তত্ত্ববস্তুর সেবানন্দে নিমগ্ন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানের গরল বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মে লয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহারা আত্মঘাতী। আত্মহত্যা পাপ তাহাদিগকে 'অন্তরীণ' দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নরকস্থ করে।

আমরা অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবৎসরও শ্রীশ্রীভক্তিদেবীর সর্ব্বোত্তমতা বিচার করিব এবং ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য-জগতের আর কোন করণীয় থাকিতে পারে না, ইহাও আলোচনা করিব। প্রাণীমাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিই স্বাভাবিক বৃত্তি। অন্যান্য ক্রিয়াসকল ভগবদ্ভক্তির অনুকূল হইলেই তাহার সার্থকতা সাধিত হয়। তাহা না হইলে সমস্তই নিরর্থক। সার্থক ক্রিয়াই ভক্তি, নিরর্থক ক্রিয়াই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যা ইত্যাদি। ভক্তিই প্রাণীমাত্রকে ক্রিয়াশীল করে, অন্য উপায়গুলি নিষ্ক্রিয় করিয়া জীবকে প্রস্তরের ন্যায় স্থবীর ও অধঃপাতিত করে। ভক্তিই সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিরুদ্ধ বস্তু বিরুদ্ধ বস্তুর সহিত বিরোধ করে বা গৌরব করে; সেইরূপ মূর্খ লোকগুলিই জ্ঞানের প্রাধান্য দেয়। অজ্ঞানের নিকট জ্ঞানের প্রতিপত্তি স্বাভাবিক; কিন্তু যাহাদের বাস্তব জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহাদের ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ভক্তিরই উপাসিকা, এবং অভক্তির নির্ব্বাসিকা। কেহ বলেন,—ভক্তির সংজ্ঞাতে কর্ম্ম-জ্ঞানের স্থান না থাকায় ভক্তি নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান। ইহা মূর্খ লোকেরই উক্তি। যে কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায় বা যে জ্ঞান নিজ অস্তিত্ব হারায়, সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির দাসত্ব করিতে অক্ষম। কারণ ভক্তিই নিত্যা বৃত্তি। নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-কর্ম্ম—ভক্তির দুইটি চরণ। সুতরাং

যাহারা নির্গুণ ভক্তির সম্মান রাখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাহারাই দুর্ভাগ্যবশতঃ অনিত্য কর্ম্ম-জ্ঞানে আসক্ত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ জীব ভক্তির দাস-দাসী হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা গ্রহণ বা গ্রাহণ করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান্ এবং সুকৃতিবান্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাই তাঁহাদিগকে পরম-মঙ্গলপথে লইয়া যাইবেন এবং সংসারের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া পরাশান্তি প্রদান করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিলেই হৃদয়ে ভক্তির শক্তি সঞ্চারিত হইবে এবং ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে বল পাইবেন। আমরা শ্রীপত্রিকার পাঠক ও পাঠিকাবর্গের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনামুখে অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ২২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী), পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতি-মাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণকাবীর নাম —শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি—ভারতীয় (হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ)। ঠিকানা—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী), পশ্চিম বঙ্গ। (৪) প্রকাশক—ঐ। (৫) সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—ভারতীয় (হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ)। ঠিকানা—ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি ভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৭। ইং—১৪।৩।১৯৬১।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

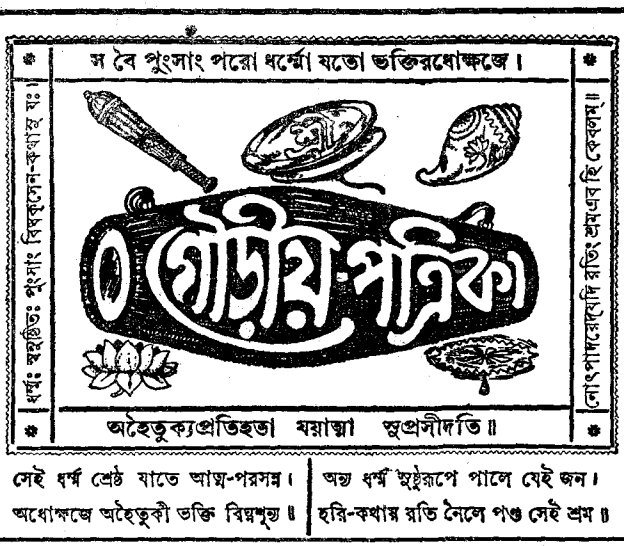
১৩শ বর্ষ | চৈত্র ১৩৬৭ | ২য় সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক- ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়.—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৩শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১২ মধুসূদন, ৪৭৫ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬৭ ; ইং ১৩।৪।১৯৬১ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তব-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টমেঽধ্যায়ে—১৮—২৭)

শ্রীকুন্ত্যুবাচ,—

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্॥১৮॥

(শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে মুক্ত পুত্রগণ ও দৌপদীর সহিত সাধ্বী কুন্তীদেবী তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

কুন্তী কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কনিষ্ঠ হইলেও আদিপুরুষ; কেননা, তুমি মায়াতীত তত্ত্ব, তুমি মায়ার নিয়ন্তা; অতএব তুমি সকল

প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত, তথাপি তুমি ইন্দ্রিয়াদির অগম্য বস্তু ; তোমাকে প্রণাম করি ॥১৮॥

মায়া-জবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥১৯॥

হে বাসুদেব ! তুমি বদ্ধজীবের নিকট অপ্রকাশিত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত, অপরিচ্ছিন্ন, অচ্যুত ; অতএব ভক্তিযোগে অনভিজ্ঞা আমি তোমাকে কেবল নমস্কার করি ; কেননা গান-নৃত্য-তালাদিবিশিষ্ট অভিনয়কারীকে যেমন মুগ্ধ দ্রষ্টা চিনিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি দেহাভিমানীর দৃষ্টিগোচর হও না ॥১৯॥

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগ-বিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥২০॥

আত্মানাত্ম-বিবেকী মননশীল নিবৃত্তরাগ পুরুষগণও তোমাকে তোমার মহিমা-প্রভাবহেতু দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন না ; অতএব নিজের প্রতি ভক্তি করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমাকে আমাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি কি-প্রকারে দর্শন করিতে পারিবে ?২০॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী-নন্দনায় চ
নন্দগোপ-কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২১॥

হে কৃষ্ণ ! সকল অবতার অপেক্ষা তুমি কৃষ্ণই অতিশ্রেষ্ঠ ; আবার এই অবতারে তুমি যাঁহাদিগকে নিজ সম্পর্কে প্রীতিমান ও কৃতার্থ করিয়াছ তন্মধ্যে আমার ভ্রাতা বসুদেবই অতিধন্য, কেননা তাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করায় তোমার নাম বাসুদেব। পিতা বসুদেব অপেক্ষা অধিকতর স্নেহবৎসলা ও ধন্যা মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অধিকতর ধন্যা ও সমৃদ্ধিমতী করিয়াছ, এজন্য তুমি দেবকী-নন্দন ; তদপেক্ষা অধিকতর মধুর স্নেহবৎসল গোপরাজ নন্দ ধন্য, কেননা তিনিই তোমার কৌমার-লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, অতএব তুমি নন্দরাজকুমার ; তদপেক্ষা অধিকতর প্রীতিমতী রাজ্ঞী যশোদা ধন্যা, এজন্য তুমি যশোদানন্দন ; তোমার কৌমার-লীলা

অপেক্ষা ব্রজের কৈশোর-লীলা-মাধুর্য্য শ্রেষ্ঠ, কেননা তোমার কৈশোর-লীলায় সকলের সকল ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া তুমি আনন্দ উপভোগ কর; এজন্য তুমি গোবিন্দ, তোমায় বারংবার প্রণাম করি ॥২১॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥২২॥

(হে নারায়ণ !) তোমার নাভিদেশে পদ্ম, গলদেশে পদ্মের মালা, নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন, পাদদ্বয় পদ্মাঙ্কিত; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥২২॥

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥২৩॥

হে ইন্দ্রিয়াধিপতি ! যেরূপ তোমার মাতা দেবকীকে ক্রূর কংস বহুকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করায় তিনি শোকে বশীভূত হইলে তুমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ হে সর্ব্বব্যাপিন্ বিষ্ণো, পুত্র পাণ্ডবগণের সহিত আমার তুমি রক্ষক বা পালকরূপে বিপদরাশি হইতে শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত করিয়াছ ॥২৩॥

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎ-সভায়া বনবাস-কৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥২৪॥

হে শ্রীহরি ! তুমি আমাদিগকে বিষমিশ্রিত মোদকজনিত মৃত্যু হইতে, জতুগৃহদাহ এবং হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের নেত্রপথ হইতে, দ্যূতস্থান এবং বনবাসরূপ কষ্ট হইতে ও প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বহু মহা-রথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছ ॥২৪॥

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব-দর্শনম্ ॥২৫॥

হে বিশ্বপতি কৃষ্ণ! যে-সব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জন্ম-রহিতকারক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ তোমার দুর্ল্লভ দর্শন লাভ ঘটে, আমাদিগের সেই সমস্ত বিপদ পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে চিরদিন যেন উপস্থিত হয় ॥২৫॥

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্ ॥২৬॥

হে কৃষ্ণ! সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদি লাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয় সমর্থ হয় না ॥২৬॥

নমোঽকিঞ্চন-বিত্তায় নিবৃত্ত-গুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্য-পতয়ে নমঃ ॥২৭॥

(হে ভগবন্!) নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব; তুমি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ বিষয়ে বীতস্পৃহ; কেননা তুমি স্বতঃই আনন্দ-ভোক্তা, অতএব তুমি কেবল রাগাদি কামনারহিত নও, পরন্তু মোক্ষপ্রদাতা; অতএব তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥২৭॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

"অগ্নি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।"

অনেকেই এই কথায় কুতর্ক করিয়া নানা প্রকার মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাই দোষের মূল—তাদৃশী ভ্রান্তির মূল। ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব—ইঁহারা অদ্বয়জ্ঞানের সেবক, এই কথাই তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও হঠযোগী বা রাজযোগী অপেক্ষা বৈষ্ণবের অধিকতর তেজের কথা শুনিয়া অনেকে এই বাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন না। শ্রীল জীব

গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এক অদ্বয়বস্তু হইলেও 'ব্রহ্ম'-শব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিতে ভগবত্তার সহিত বৈশিষ্ট্য থাকায় ব্রহ্ম-শব্দের স্থানে 'ভগবৎ'-শব্দের প্রয়োগে কাহারও কাহারও বিতর্ক উপস্থিত হয়। আধ্যক্ষিকগণের 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' প্রভৃতির বিচার যেখানে বিশেষণ ও বিশেষ্যকে পৃথক্ করে, সেখানেই এই প্রকার কুতর্ক তাঁহাদিগকে অবিচার-রাজ্যে ধাবিত করায়। 'ব্রহ্ম'-শব্দের বৈশিষ্ট্য এই গুণগত রাজ্যে ভগবত্তার সহিত যে পার্থক্য উপলব্ধি করায়, উহাতে অদ্বয়জ্ঞান-বিচারের অভাব থাকে। জড়নির্ব্বিশেষ বিচার ও জড়-সবিশেষবিচার কেবল-চেতনে মিশ্রভাব প্রদর্শন করে; কিন্তু অবিমিশ্র কেবল-চেতন বস্তুর বৈশিষ্ট্য-বিচারে পরমাত্মার আংশিকতা ও ব্রহ্মের গৌণাধিষ্ঠানের প্রাবল্যে অদ্বয়জ্ঞান ন্যূনাধিক উৎসাদিত হয়।

বৈষ্ণব কে?—এই বিচার বিচারকের দৃষ্টি-বৈষম্যে ভেদ উৎপাদন করে এবং দৃষ্টি-সাম্যে প্রকৃত স্বরূপের অধিষ্ঠানকেই লক্ষ্য করে। চিন্ময় সবিশেষের দর্শনে, চিৎসবিশেষ দৃশ্যে, দ্রষ্টার স্বরূপে বা দর্শনে অচিৎএর আরোপ থাকিতে পারে না। যেখানে অচিৎএর আরোপের সম্ভাবনা হয়, তথায় চেতন-ধর্ম্ম অচিৎরূপ মাৎসর্য্য-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। ভোগীর জড়-সম্বন্ধ নির্ম্মল-চিত্তবৃত্তিতে প্রাধান্য লাভ করিলেই অবৈষ্ণব-অভিমান প্রবল হয়। উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য ভীতি-প্রদর্শক মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপ হইতে অন্যথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই অমুক্তাবস্থা হইতে দার্শনিকের মুক্তাবস্থা-লাভ। দার্শনিক যখন ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আবদ্ধ, তখন আধ্যক্ষিকের দর্শন তাঁহাকে সত্য হইতে বিচ্যুত করিবে; কিন্তু "অধোক্ষজ"-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত শব্দমলের ধারণা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করে। প্রাকৃত শব্দমল চক্ষুঃ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং তাহাদের দ্বারা পুষ্ট মনের অধীন মাত্র। এই ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও তাহাদের সমষ্টি 'মন' মেপে-নেওয়া ধর্ম্মে আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ করায় উহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসাম্মুখ্যের প্রতি উদাসীন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জবৃত্তির অপব্যবহার-কালে জীবের কোন প্রকার নিত্যমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। অনর্থজড়িত

অবস্থায় যতই বিজ্ঞতা থাকুন না কেন, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝা যাইবে না। তখন বদ্ধজীবের স্বরূপবিকারের অনুভূতি-ফলে নানাপ্রকার প্রস্তাবনা ও উদ্ভাবনা তাহাকে অহমিকার জলবায়ুতে বিচরণ করায়। অপ্রাকৃত শ্রৌত শব্দ কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ-ক্রমে প্রকৃত সাধনাভিনিবেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। তখনই জীব স্বীয় স্বরূপ দর্শন করিয়া শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের সহিত মৎসর-নির্ম্মিত ধর্ম্মসমূহের পার্থক্য উপলব্ধি করেন।

শরীর ও মনকে যাঁহারা আত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞানে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয়ের সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্যই বৈকুণ্ঠনামীর সহিত অভিন্ন বৈকুণ্ঠনাম আশ্রিত না হওয়ার ফলে ভবরোগ-সাধক মায়িক ইন্দ্রিয়গুলি উহাদের 'খেয়াল'-অনুসারে যে তাঁহাদের তাৎকালিক ভ্রান্তিময়ী ধারণা উৎপাদন করিয়াছে, সেই রোগ হইতে বৈকুণ্ঠনামই তাঁহাদিগকে নিরাময় করেন।

পুরুষোত্তমাশ্রিত-পুরুষের অনিত্যতার, অজ্ঞানের ও নিরানন্দের দাস্য করিতে হয় না। কিন্তু মায়ার দাসগত মনোভাব বদ্ধজীবের রুচিকে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পথদ্বয়ের অন্যতর সরণীর আশ্রয় করে। ইহা হইতে যিনি বিমুক্ত, তিনি 'বৈষ্ণব কে?'—তাহা চিনিতে পারেন। ভোগী বা মায়াবাদী বৈষ্ণবকে চিনিতে চিরকালই অসমর্থ।

নিজ-স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় অবগত না থাকায় অনেক বহির্ম্মুখ ব্যক্তি পরমপূজ্য শ্রীঝড়ুঠাকুরকে ভুঁইমালি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে, হাড়ো-ওঝার তনয় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে মৈথিলবিপ্র-মাত্র জ্ঞান করে এবং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত শ্রেণীর অন্তর্গত জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ অপরাধ পাপাদির ন্যায় অল্পদোষাবহ বিষয় নহে। নশ্বর জাগতিক-নীতির অতিক্রমকে 'পাপ' বলে, আর পারমার্থিক নীতির ব্যভিচারকেই 'অপরাধ' বলে—উহা নিত্য দোষাবহ। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার অপর উপায় নাই। বৈষ্ণবাপরাধীর চিত্তবৃত্তি তাহাকে বৈষ্ণবের পূজা করিতে দেয় না এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি উৎপাদন করায়। তজ্জন্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবগণকেও উহাদেরই ন্যায় অবৈষ্ণবজ্ঞানে উহাদের বিচারের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তৎফলে উহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, নতুবা শাস্ত্রীয় স্মৃতির বিচারে উহাদের নরকবাস অবশ্যম্ভাবী।

বৈষ্ণবই ব্যক্তিবিশেষের দৈব-বর্ণাশ্রম-বিচারের যোগ্য পরীক্ষক ; কেন না, ভ্রম, প্রমাদ ও করণাপাটব প্রভৃতির দাস্য না করিয়া তিনি অপ্রাকৃত শ্রৌতবাণীই শুনিয়াছেন, আর যাঁহারা তাহা শুনেন নাই, তাঁহাদের মন্দ ভাগ্যের অনুশোচনা করেন এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করেন।

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

—এই স্মৃতিবাক্যের অবহেলন-পূর্ব্বক অপরাধিগণ শৌক্রাদি জন্মত্রয়ের বিচার কখনও বুঝিতে পারেন না। উহারা কপটতা করিয়া বৈষ্ণবকে অপমান করিবার জন্য 'তৈয়ার' থাকেন—শাস্ত্রীয় বিচার শুনিতে গেলেই অপ্রস্তুত হন। আপনাকে কপট স্মার্ত্ত বলিয়া অভিমানমূলে যে অদৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার, তাহা দৈব-বর্ণাশ্রম বা সচ্ছাস্ত্র স্বীকার করেন না। যাঁহারা বিগত কয়েক বৎসরের 'গৌড়ীয়'-পত্র আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা যতই কপটতা করিয়া অদৈব-বর্ণাশ্রমের কথা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলুন না কেন, উহার প্রত্যুত্তরে গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তি-সদাচার-পরায়ণ সেবকগণ তাঁহাদের অবিবেচনার কথা দেখাইয়া দিবেন এবং তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার যত্ন করিবেন।

বৈষ্ণব গৃহে অবস্থিত হইয়াও পরমার্থ-পালনে সমর্থ। অদৈব-বর্ণাশ্রমীর ভোগময় বিচার তাহা বুঝিতে না পারিলেও মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে এই সকল কথা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিবেন। **সাত্বত পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র ইহজন্মেই বর্ণ হইতে বর্ণান্তর ও আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার করেন।** অদৈব-বর্ণাশ্রমী নগ্নমাতৃক ন্যায়াবলম্বী হইয়া যে বাল-চাপল্য প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অজ্ঞতামূলক হৃদয়-দৌর্ব্বল্য মাত্র। অদৈব-বর্ণাশ্রমীর চিন্তা-দৌর্ব্বল্যে তাঁহাকে সামান্য সঙ্কীর্ণতাজীবী অসামাজিক মাত্র করিয়া তোলে।

যাঁহারা শ্রীমায়াপুর-ভগবদ্ধামের উপর ঈর্ষামূলে পুনঃ পুনঃ দৌরাত্ম্য করিবার অভিপ্রায়ে খরোষ্টি বিচারের অনুমোদনকারী হইয়া ভগবদ্ধামের বিরোধী হন, সেই সকল কুতর্কপ্রিয়ের শিষ্য-সম্প্রদায় ব্রাহ্মী ভাষায় নিজেদের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করেন মাত্র। ইঁহাদের মাৎসর্য্য থাকা-কাল-পর্য্যন্ত ইঁহারা ভক্তিসদাচার বুঝিতে পারিবেন না। ভক্তিসদাচার-রহিত ব্যক্তিদিগকে পরমপূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'মূঢ়' ও 'অনাচার' সংজ্ঞায় অভিহিত

করিয়াছেন। **কপট ধর্ম্মধ্বজী কখনও বৈষ্ণবকে চিনিতে পারে না।** অতএব,—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।

* * * *

বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥"

—এই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কথিত স্মৃতিবাক্য তাঁহাদের নিত্য বিচার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ষট্-সন্দর্ভ

কোন গ্রন্থের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়-নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করাই প্রয়োজন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন নির্ণয়ার্থে যখন শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা গেল, তখন ঐ ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়-নিষ্ঠা বিচার করিলে ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য সংগ্রহ হইবে। তৎসহকারে গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীব্যাসদেবেরও হৃদয়-নিষ্ঠা আলোচিত হইবে। "স্বসুখ-নিভৃত-চেতা" শ্লোকের অর্থ ও শ্রীধরস্বামি-কৃত ঐ শ্লোকের টীকা দেখিলে প্রতীত হইবে যে, **শুকদেব প্রথমে কৈবল্যসুখে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা যখন তাঁহার আত্মায় উদয় হইল, তখন কৈবল্য-ধৈর্য্য অপগত হইল এবং ভক্তি-সুখ উদয় হইল।** ঐ শ্লোকে 'অখিল-বৃজিন' শব্দে ভক্তির প্রতিকূল যে কর্ম্মাগ্রহতা ও উদাসীন ভাব যে শুষ্ক-জ্ঞান, তাহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা যে কৃষ্ণভক্তি শ্রেষ্ঠ তাহা এই শ্লোকে দর্শিত হওয়ায়, সম্বন্ধিতত্ত্ব ও ভগবল্লীলা শ্রবণ প্রভৃতি অভিধেয় তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-প্রেমরূপ তদাসক্তিই যে প্রয়োজনাখ্য পুরুষার্থ, তাহা ব্যক্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই এই তিন তত্ত্বের বিচার দৃষ্ট হইবে।

প্রথমে গ্রন্থকর্ত্তা **ব্যাসদেবের হৃদয়-নিষ্ঠার আলোচনা** করা যাউক। ব্যাসের সমাধিই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, অতএব তাহাই আলোচিত হউক। শ্রীনারদোপদেশানুসারে সম্যক্ প্রেমভক্তি দ্বারা ব্যাসদেব সমাধি করিয়া প্রথমে পূর্ণ-পুরুষ ভগবানকে দৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের অপকৃষ্ট-আশ্রয়-প্রাপ্তা মায়াকে দৃষ্টি করিলেন। ঐ মায়ার প্রভাবে জীব মায়াতীত শুদ্ধাত্মা হইয়াও তদ্দ্বারা সম্মোহিতভাবে মায়াকৃত কর্ম্মকে নিজ কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করত অনর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাও দর্শন করিলেন। জীবের ঐ অনর্থ উপশম করণার্থে ব্যাসদেব

অতীন্দ্রিয় ভগবানে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য এই সাত্বত-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। এই ভাগবতালোচনা দ্বারা জীবের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ মাধুর্য্যময় ভগবৎপ্রভাবে শোক-মোহ-ভয়নাশক প্রেম উদয় হয়। পূর্ণ-পুরুষ দর্শন-কার্য্যেই স্বরূপ-শক্তি স্বীকৃতা হইলেন, যেহেতু যে ব্যক্তি পূর্ণচন্দ্র দর্শন করে, সে অবশ্য পূর্ণচন্দ্রের কান্তিও দর্শন করে—ইহা ন্যায়সিদ্ধ। মায়াতীত ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ দর্শন হইল, ইহা মানিতে হইবে। পরমেশ্বর-জীবের স্বরূপগত ভেদও দৃষ্ট হইল। জীব মায়াতীত চিদ্বস্তু হইয়াও মায়ার গুণে মোহিত হন—এই বাক্যে জীবের স্বরূপগত অবস্থায় মায়ার অধিকার থাকে না; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির অধিকার থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্বে অদ্বৈতবাদ সম্যক্ নিরস্ত হইয়াছে।

জীবের ভগবজ্জ্ঞানরূপ বৈমুখ্য দমনার্থে মায়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবকে ক্লেশাবরণে নিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু ভগবান্ জীবের প্রতি দয়া করত মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অভিমুখ হইতে উপদেশ ও সাহায্য করেন। তত্ত্ব এই যে, জীব স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ পরমেশ্বর হইতে বিলক্ষণ। পরমেশ্বর মায়াশক্তির অধীশ্বর; কিন্তু জীব তাঁহার অধীন। জীব-বিচার-সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদিগণ অনেক ছল করেন। কেহ কেহ জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রতিবিম্ব-বাদে দুইটি বিভিন্ন মত আছে অর্থাৎ অনাবিদ্যক ও আবিদ্যক। অনাবিদ্যক প্রতিবিম্ববাদীরা যথার্থ উপাধিদ্বারা জীবের সত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাদের মত এই যে, সামানাধিকরণ্য-জ্ঞান হইলেই উপাধি ভঙ্গ ও অদ্বৈত সিদ্ধ হয়। কিন্তু অবিষয় নির্দ্ধর্ম্মক, ব্যাপক, নিরবয়ব বস্তুর কি-প্রকার উপাধি-সম্বন্ধ সম্ভব হয়, তাহা বুঝাইতে পারেন না। আবিদ্যক প্রতিবিম্ব-বাদীরাও পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্নতা ঘটাইতে অশক্ত হইয়া বাস্তবিক পদার্থ ঘটাকাশাদিতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে, যেহেতু ঘটমান অঘটমানের সঙ্গতি করিতে পারে না। অবিদ্যার অত্যন্ত অযোগে চিন্মাত্রব্রহ্ম শুদ্ধ বস্তু। এবং অবিদ্যা-যোগে জীব এবং ঐ অবিদ্যা-যোগে ঈশ্বরকে মায়াশ্রয় এবং ঐ ঈশ্বরের জীবত্ব এবং ঈশ্বরে বিদ্যা ইত্যাদি অনেক অসমঞ্জস কল্পনা দেখা যায়।

এরূপ অসৎসিদ্ধান্ত ভাগবতে নাই; যেহেতু ভগবানের স্বরূপগত লীলা যদি মিথ্যা হইত, তবে আত্মারাম শুকদেব কি জন্য তাহাতে আকৃষ্ট হইতেন? প্রতিবিম্বাদি শাস্ত্রের গৌণবৃত্তি ও সাদৃশ্য-বিষয়ে অর্থ করিয়া সত্য-তত্ত্ব নির্ণয়

করিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ-শক্তি ও তৎপদার্থের সূর্য্যস্থানীয়ত্ব ও জীবের তদ্রশ্মি-পরমাণুত্বকে ব্যাস-সমাধিলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলিয়া যোজনা করিতে হইবে। ব্যাস-সমাধিতেও সম্বন্ধ ও সাধন-ভক্তিরূপ অভিধেয় ও কৃষ্ণ-প্রেমরূপ ফল দৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ-শব্দে এস্থলে ব্রজেন্দ্রনন্দন বুঝিতে হইবে। ব্যাসদেব এই তত্ত্ব প্রথমে অনুভব করিয়া তদ্দ্বারা শুকদেবের বিরক্ত মনকে অনুরক্ত করিলেন, ইহাতে ব্যাস ও শুকের মনের সমানতা দেখা যায়। যাঁহারা ইহাঁদের হৃদয় আলোচনাপূর্ব্বক ভাগবত বিচার করিবেন, তাঁহারাই কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। যে-যে-স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ালোচনা না হয়, সেই সেই স্থলে মন্দ ব্যাখ্যা নিশ্চয় হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞার বিবেচনা করা যাউক। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন—এই তিনের মধ্যে প্রথমটী সম্বন্ধ। অতএব সামান্যরূপে ঐ তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য দ্বিতীয় শ্লোকে কহিলেন যে, এই গ্রন্থে বাস্তব বস্তু জানা যাইবে। সেই বাস্তব বস্তু সামান্য দ্রব্য-জ্ঞান নহে, কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞান। জ্ঞান চিদেকরূপ এবং তৎসদৃশ অন্য পদার্থ না থাকায় এবং একমাত্র নিজশক্তি-সহায় হওয়ায় তাহাকে অদ্বয় বলা যায়। যদি বল, শক্তির অধীন হইলে অদ্বয় কিরূপ হইল, তাহা নহে; যে-হেতু শক্তি-সকলের আশ্রয়রূপে তাহাদিগের হইতে অভিন্ন জ্ঞানই নিত্য বস্তু। সামান্য জ্ঞানকে ক্ষণিকরূপে দৃষ্ট করায় যথার্থ জ্ঞানকে সেরূপ কহিতে পারে না, যেহেতু **ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণ যে অদ্বয়-জ্ঞান, তাহাই ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের চিদ্রূপে সমানাকারতার জ্ঞানই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।** যেমন জন্ম হইতে গিরিগুহা-রুদ্ধ কোন ব্যক্তিকে সূর্য্যমণ্ডল ধ্যান করিবার জন্য গবাক্ষ-পতিত সূর্য্যাংশু-কণ দেখাইয়া তাহার বিভুত্ব চিন্তা করিতে বলা যায়, তদ্রূপ জীবাত্মাকে প্রথমে বিচার করিয়া পরমাত্মার অনুসন্ধানই অদ্বয়-জ্ঞানের একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব তৎ পদার্থ নিরূপণার্থে ত্বং পদার্থের উপদেশ করিয়াছেন।

ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, **আত্মার প্রাকৃত জন্মাদি ষড় বিকার নাই। মৃত্তিকা হইতে যেমত বৃক্ষের উৎপত্তি, তাহা আত্মার নাই। ঐ প্রকার জন্মের পর যে অস্তিত্ব তাহাও নাই। বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধিও নাই। অতএব তদ্রূপ ক্ষয়, পরিণাম ও নাশও নাই। আত্মা জ্ঞানৈকরূপ এবং উপলব্ধিমাত্র। দেহাদির অবস্থার দ্রষ্টা মাত্র।**

আত্মার জ্ঞানের শাবল্য নাই, কেবল ইন্দ্রিয়-বলে শাবল্যের উদয় হয়। এই ব্যাখ্যাক্রমে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় জড়াবস্থাই আগমাপায়ী, কিন্তু আত্মা তাহাদের অবধি। সমুদায় পদার্থই দৃশ্য ও আত্মা দ্রষ্টা। দেহেরই সমুদায় অবস্থা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার নহে। জাগরাবস্থায় সমুদায় অবস্থাই স্থূল-দেহের এবং নিদ্রাকালে অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম-দেহ ক্রিয়া করে, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার কৈবল্যানুভব হয়। সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম' বলিয়া যে আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহাই কৈবল্য অর্থাৎ আত্মার জড়াতীতত্ব। প্রকাশকারী সূর্য্যের যেমত স্বপ্রকাশতা, পদার্থজ্ঞাতা আত্মারও তদ্রূপ সোপলব্ধি। অতএব বস্তুন্তর না থাকিলে আত্মার উপলব্ধি নষ্ট হয় না। এস্থলে আত্ম সাক্ষ্যও তদন্য সাক্ষী। আত্মা সুখী ও তদন্য দুঃখাস্পদ। **আত্মার কৈবল্য নির্ণয়ে চারিটী তর্ক আছে। প্রথম তর্ক** এই যে—আত্মা অবধি ও তদন্য পদার্থ আগমাপায়ী অর্থাৎ অবস্থার বশীভূত। **দ্বিতীয় তর্ক**—আত্মা দ্রষ্টা, তদন্য পদার্থ দৃশ্য। **তৃতীয়**—আত্মা সাক্ষী, কিন্তু আত্মা ও তদন্য পদার্থ সাক্ষ্য। **চতুর্থ**—আত্মা সুখী ও তদন্য পদার্থ দুঃখাস্পদ। নিমিরাজকে পিপ্পলায়ন এই উপদেশ দিলেন। এই প্রকার অতন্নিরসন দ্বারা আত্মার কৈবল্যানুসন্ধানের ফলরূপ অদ্বয়জ্ঞান পাওয়া যায়। এই প্রকার নির্দ্দেশকে ব্যষ্টি নির্দ্দেশ বলা যায়।

বাস্তব-বস্তু-জ্ঞানই ভাগবতের উদ্দেশ্য। এই বস্তুজ্ঞান দুইপ্রকার উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎব্যষ্টি নির্দ্দেশ ও সমষ্টি নির্দ্দেশ। সম্বন্ধতত্ত্ব-নির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বত্র এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যষ্টি নির্দ্দেশের অনেক উপদেশের মধ্যে দুইটী শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হইল। এক্ষণে সমষ্টি নির্দ্দেশের বিষয় কথিত হইবে। ব্যষ্টি-নির্দ্দেশে যেমত একটী জীবের ব্রহ্ম-সম্বন্ধ নির্ণয় হয়, তদ্রূপ সমষ্টি-নির্দ্দেশে জীবসমূহের সমষ্টির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জড় ও জীবের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাসই সমষ্টি-নির্দ্দেশের অন্তর্ভূত। অতএব ঐ সমুদায় আলোচনা করিবার জন্য সকল বিষয়গত বৃত্তান্তকে দশভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও 'আশ্রয়' এই দশটি বিভাগ। 'আশ্রয়'-তত্ত্বের সুন্দর বোধের জন্য আর নয়টি স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। তজ্জন্য দুইটী প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ তত্ত্বাকারে উপদেশ ও আখ্যায়িকা

দ্বারা অর্থবোধ। এই দশটী তত্ত্বের মূল অর্থ,—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর। সৃষ্টির অন্তর্গত সর্গ ও বিসর্গ। ভগবৎকৃত মূল সৃষ্টিকে **সর্গ** বলা যায়। ভগবৎকৃত নিয়মানুযায়ী অন্যকর্ত্তৃক কৃত সৃজনকে **বিসর্গ** বলা যায়। স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর কথা ও ঈশানুকথা স্থিতির অন্তর্ভূত। বৈধমার্গে জীবের ও সংসারের উন্নতিকে স্থান বলা যায়। ইহাকে বৈকুণ্ঠ বিজয় বা মর্য্যাদা-মার্গ বলা যায়। রাগমার্গে জীবের উন্নতির নাম **পোষণ** অর্থাৎ ভক্ত-পালন। **উতি** জীবের কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি। ইহাতে ঈশ্বর হেতুকর্ত্তা ও জীব প্রযোজ্য-কর্ত্তা। দেখ, জীবের কর্ম্ম-স্বাধীনতাও কত-প্রকারে ঈশ্বরাধীন। কর্ম্মার্থ করণ, সামান্য, নিয়ম ও কর্ম্মান্তে কর্ম্মের সহিত ফল যোজনা ও তদ্দ্বারা জীবের অন্যান্য কর্ম্মে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এ-সকলই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব। মন্বন্তর কথা অর্থাৎ যে যে কালে যে যে মহৎলোক উৎপন্ন হইয়া যে সদ্ধর্ম্মের আচরণ করেন তাহা দ্বিতীয় মহৎ লোকের উদয় পর্য্যন্ত আদরণীয়। **ঈশানুকথা**, অর্থাৎ স্থিতিকালে জীবের সহিত প্রপঞ্চ-মধ্যে ভগবানের যে অপ্রাকৃত লীলা, তদ্বিষয়ক কথা। জীবের অবস্থা-ভেদে ভগবানের উদয়-ভেদ। তদ্রূপ জীব-সমষ্টির কালগত অবস্থা-ভেদে ভগবানের উদয়কে অবতার বলিতে হয়। নিরোধ ও মুক্তি—এই দুইটি লয়ান্তর্গত। ভক্তি-সহকারে জীবের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির নাম **মুক্তি**। হরি-শয়ন-কালে জীবের অচেতন রূপে অনুশয়নের নাম **নিরোধ**। স্বেচ্ছাময় হরি যখন নিজ স্বরূপ-শক্তিতে নিত্য জাগ্রত থাকিয়াও প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন করিবেন, তখন নিরোধ উপস্থিত হইবে। যাঁহা হইতে এই নয়টি অবস্থার উদয় হয়, তিনি **আশ্রয়রূপ** পরব্রহ্ম। এই দশটী লক্ষণে মহাপুরাণ হয়।

শ্রীশুকদেব পুনরায় বাক্যান্তরে এই সকল কথা ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন যে, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তরা ও বংশানুচরিত এই পাঁচটী অঙ্গে সামান্য পুরাণ হয়। বিষ্ণুপরাণাদিতে **এ পঞ্চাঙ্গের বিস্তার থাকায় তাহাদিগকে ক্ষুদ্র পুরাণ বলা যায়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ**। জীবাত্মার কৈবল্যা-বস্থায় যেরূপ সমানাকার পরমাত্মাই আশ্রয়, তদ্রূপ সমষ্টি-জগতেরও মূল-আশ্রয়রূপ পরমাত্মাই অনুসন্ধেয়। এই দুই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞানার্জ্জন হইলে সম্বন্ধতত্ত্ব উত্তম উপলব্ধি হয় এবং জীব দ্বিতীয় তত্ত্ব যে অভিধেয় তত্ত্ব, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। আশ্রয় বিনা সকলই মায়াময় অর্থাৎ মিথ্যা। এইরূপ সমষ্টি অনুসন্ধান দ্বারা বামদেবাদির

অদ্বয়জ্ঞানরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল। এই আশ্রয়-তত্ত্ব বৃহত্ত্ব-প্রযুক্ত ব্রহ্ম, অতএব বামদেবাদি বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানী। আত্মা কেবল চিন্মাত্র প্রাপঞ্চিক পদার্থের বিলক্ষণ। এইরূপ যোগানুসন্ধান দ্বারা দেবহূতির অদ্বয়জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছিল। এস্থলে অনুসন্ধেয় পদার্থ পরমাত্মা। পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও অভিধেয়-যোগ্য ভগবানের বিষয় অন্যান্য সন্দর্ভে আলোচিত হইবে। আমরা ইহার পরেই ভগবৎ-সন্দর্ভের নির্য্যাস প্রকাশ করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-উপলক্ষে

শ্রীশ্রীগৌর-চরণাব্জে দীনের প্রার্থনা

(১)

যে-গৌরসুন্দর-কৃপা-কটাক্ষ-বৈভবে
হইয়া বৈভবশালী গৌরভক্তগণ,
ঈশ্বর-সাজুয্যরূপ কৈবল্য-আনন্দ
নরকের সম ভাবি' ত্যজে অনুক্ষণ ;

(২)

সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত—
ক্ষণস্থায়ী সুখপূর্ণ অমর নগরী,
আকাশ-কুসুম-সম অলীক ভাবিয়া
ফিরিয়া না চান তার প্রতি ঘৃণা করি' ;

(৩)

যাঁহার করুণা-গুণে বিষদন্তহীন
কালসর্প-সম খল ইন্দ্রিয়সকল,
পরিহরি' আপনার কুটিল স্বভাব
বশীভূত থাকে সদা হইয়া দুর্ব্বল ;

(৪)

পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণ সুখময়-
ধামরূপে পরিণত যাঁহার কৃপায়,
কৃষ্ণ-সেবানন্দে ব্রহ্ম-সুরেশাদি-পদ
কীটের পদবী-সম ঘৃণ্য মনে হয় ;

(৫)

সেই প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর।
জীবের উদ্ধার লাগি' তাঁর অবতার।
তিনি হ'ন অহৈতুকী করুণা-সাগর
প্রণমামি শ্রীচরণ-সরোজে তাঁহার॥

(৬)

(যিনি) নবীন-নীরদমালা বিলোকন করি'
করেন উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণ-দরশন,
শিখণ্ডী-শিখণ্ড যিনি দরশন করি'
নিরন্তর ভাবাবেশে আকুলিত হন ;

(৭)

বলয় আকৃতি গুঞ্জামালা দরশনে
যাঁহার শ্রীঅঙ্গ হয় ঘন বিকম্পিত,
(যিনি) শ্রীশ্যামকিশোর নবপুরুষ-দর্শনে
রাধিকার মন-ভ্রমে হইয়া চকিত—

(৮)

ব্রহ্মাণ্ড-মোহিনী শোভা করেন ধারণ,
এ-হেন প্রকার সেই শ্রীগৌরসুন্দর
সর্ব্বত্র স্বপ্রেম করেছেন বিতরণ ;
শ্রীরাধামাধব-সম্মিলিত কলেবর—

(৯)

(সেই) পরম করুণ গৌরহরি কৃপা করি'
অনর্থ হইতে রক্ষা করুন আমারে,
আমি যেন সেই গৌরসুন্দরের বরে
হরিজন-দাসহ'য়ে(থাকি)অবনী-মাঝারে

(১০)

কষিত সোনার উজোর বরণ, জিনিয়া যাঁহার অমল কান্তি,
যাঁহারে হেরিলে মোহ দূরে যায়, উপজে মেদুর-মধুর শান্তি,
বিরাট বিশ্ব রচিত যাঁহার, যাঁহার মায়ায় মোহিত সব,
বিরিঞ্চি, মহেশ, দেবেশ, দিনেশ নিয়ত যাঁহার করেন স্তব,
(যাঁর) চরণকমল হরে পাপ-তাপ, নামে দূরে যায় শমন-ভয়,
(তিনি) গোলোকের নাথ শচীর দুলাল, গাহ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয় ॥

(১১)

কমল-পলাশ-লোচন যাঁহার, ললাট যাঁহার জোছনা শুভ্র,
সুনীল-সুরম্য নয়নের তারা, হেরি' বিমলিন বিষাদে অভ্র,
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত, গলে দোলে যাঁর বনফুল-হার
করীন্দ্র জিনিয়া গমন মধুর, অনন্ত মাধুরী শ্রীঅঙ্গে যাঁর,
তাঁহার চরণে লহ রে শরণ, টুটে যাবে মায়া-মোহের ঘোর
পদ-সরোরুহ-সুধা-সীধু পানে, প্রমত্ত রহিবে মানস-চকোর ॥

(১২)

অতি সযতনে সুরভি-চন্দনে সিক্ত করিয়া তুলসী-দল ।
পূজি' ভক্তিভরে তাহে মিশাইয়া, পতিত-পাবনী সুরধুনী-জল,
(যাঁরে) আনিলা আচার্য্য গোলোক হইতে হেরি' জীবগণ-মলিনমুখ
নিজদাস জীব-দুঃখ নিবারিতে ত্যজিলেন যিনি সংসার-সুখ,
তাঁহারে ভজিতে মোর মূঢ় মন কেন হ'লে এত পরাঙ্মুখ,
তাঁহারে ভুলিয়া সংসারে মজিলে, ভেবেছ কি এ'তে যাবে ভব-দুঃখ ??

(১৩)

(যিনি) ভকতি-আলোকে জীবের হৃদয়-
কলুষ-কলিমা নাশি' অকাতরে
ধর বলি' নাম বিলাইতে যান
কাঙালের বেশে প্রতি ঘরে ঘরে ;

(১৪)

নৈয়ায়িক-শিরোমণি সার্ব্বভৌম—
দর্প বিচারে করিয়া চুর,
(তাঁরে) ষড়ভুজ-রূপ দেখাইয়া যিনি,
মনের আঁধার করিলা দূর,—

(১৫)

পরম করুণ হন সেই প্রভু,
দয়ার তাঁহার নাহিক পার ;
জীবের লাগিয়া হৃদয়ে তাঁহার
বহে অবিরত করুণা-ধার ;

(১৬)

পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী যাঁহার
চরণ-কমলে জনম পা'ন ;
বীণার সুরবে নারদ যাঁহার,
অনন্ত মহিমা করেন গান ;

(১৭)

অরুণ যাঁহার কমল-নয়ন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবের তরে,
গোলোকের ধন বিলান যে' জন
অভয় তাঁহার যুগল-করে ;

(১৮)

তিনি ত অচিন্ত্য, পরম-ঈশ্বর
চির-মনোহর গাহ তাঁর জয়,
চরণে তাঁহার লইলে শরণ
আর কি রহিবে শমনের ভয় ?

(১৯)

দৈন্যে যাঁহার চমকে বিশ্ব
ত্যাগের যাঁহার তুলনা নাই,
যাঁহার ভুবন-মোহন-নাচন
হেরিল পুলকে জগাই-মাধাই ;

(২০)

প্রকাশানন্দে করিয়া করুণা
স্ব-প্রেম যে' জন করিলা দান।
ভেবে দেখ মন, সেই প্রভু হ'ন
কতই দয়াল, কতই মহান্ ॥

(২১)

ভজ ভজ মন, তাঁহার চরণ
সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে ধরি'।
পরম আনন্দে যাইবে তরিয়া
অকূল এ-ভব-বারিধি-বারি ॥

(২২)

শচীসুত ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর।
পদ-রজ-রেণু দিয়ে এদীনে উদ্ধার' ॥
তব পদাশ্রয় করি' এ গোপাল রায়।
কৃতাঞ্জলিপুটে তব গুণ-গাথা গায় ॥

(২৩)

জয় জয় মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
নবদ্বীপ-পূর্ব্বাকাশে পূর্ণ-শশধর ॥
তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি।
থাকে যেন তব পদে অচলা ভকতি ॥

—পরলোকগত গোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ননারমা ; (মেদিনীপুর)

গোপাল-তাপনী (১)

কোন সময়ে মুনিগণ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে ভগবন্! সর্ব্বদেবতা-শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতা ? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হন ? কাহার তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিলে সব কিছু জ্ঞান হয় এবং কাহার প্রেরণায় এই বিশ্ব গতাগতি-চক্রে ভ্রমণ করে ? ব্রহ্মা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দেবতা। গোবিন্দকে মৃত্যু ভয় করে। গোপীজনবল্লভের তত্ত্ব উত্তম-রূপে জানিলে সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। 'স্বাহা' এই মায়াশক্তি প্রেরিত হইয়া বিশ্ব যাতায়াত-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

মুনিগণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কে? গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ এবং স্বাহা কে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন—পাপ-অপকর্ষণকারী (অপহরণকারী) শ্রীকৃষ্ণ। গো, ভূমি এবং বেদবাণীর জ্ঞাতা গোবিন্দ। গোপীজন জীবগণের অবিদ্যাকলা-নিবারক অথবা যাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরূপা ব্রজসুন্দরীগণ গোপীজন, যিনি চৌষট্টী কলা বিদ্যাদ্বারা তাঁহাদিগকে সুনিপুণা করিয়াছেন, তাঁহাদের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণই গোপীজনবল্লভ। স্বাহা তাঁহারই মায়াশক্তি। এসকলই পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মের ধ্যান দ্বারা, জপাদি দ্বারা, তাঁহার নামামৃত আস্বাদন দ্বারা জীব অমৃত-স্বরূপ হইয়া থাকে।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানযোগ রূপ কি-প্রকার? তাঁহার নামামৃত-রস কিরূপে আস্বাদন করা যায় এবং তাঁহার ভজন কিরূপে হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ং শ্বেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নেত্র বিকসিত কমলের ন্যায় সুন্দর, শ্রীঅঙ্গের কান্তি নব-জলধরের ন্যায়, তাহাতে বিদ্যুৎসদৃশ তেজোময় পীতাম্বর পরিহিত, বাহুদ্বয় জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, কণ্ঠ হইতে শ্রীচরণ পর্য্যন্ত লম্বিত বনমালা বিরাজিত, তিনি ব্রহ্মাদি-দেবতাগণের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর, গো-গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষের নিম্নে অবস্থিত, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দিব্যাভরণে ভূষিত, তিনি রত্ন-সিংহাসনে রত্নময় কমলের মধ্যভাগে বিরাজমান। কালিন্দী-সলিলোত্থিত চঞ্চল লহরী-স্পর্শী সুশীতল সমীরণসেবিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে মনে মনে চিন্তা করিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কালবাচক 'কৃ' শব্দ, ভূমির বীজ 'ল', ই এবং চন্দ্রের সমান আকার ধারণকারী অনুস্বার, এ সকলের সমষ্টি 'ক্লীং'—ইহাই কামবীজ। ইহা আদিতে রাখিয়া 'কৃষ্ণায়' পদের উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা একপদ। 'গোবিন্দায়'

দ্বিতীয় পদ, 'গোপীজন' তৃতীয় পদ, 'বল্লভায়' চতুর্থ পদ এবং 'স্বাহা' পঞ্চম পদ। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রকে পঞ্চপদী বলা হয়। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি—এসকলের প্রকাশ অথবা স্বরূপ হওয়ার কারণ এই চিন্ময় মন্ত্র পঞ্চঅঙ্গে যুক্ত।

"ক্লীং কৃষ্ণায় দিবাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় ভূম্যাত্মনে শিরসে স্বাহা। গোপীজন-সূর্য্যাত্মনে শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় চন্দ্রাত্মনে কবচায় হুং। স্বাহা অগ্ন্যাত্মনে অস্ত্রায় ফট্"—এই প্রকার পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিয়া পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিলে সাধক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিবে তাহার শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীকৃষ্ণভক্তিই তাঁহার ভজন। ইহলোক বা পরলোকের ভোগ-কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-সহ মনকে শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই নৈষ্কর্ম্য (বাস্তব সন্ন্যাস)। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ 'গোবিন্দ' নামে প্রসিদ্ধ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। 'গোপীজনবল্লভ' জীবমাত্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ গোপসুন্দরীগণের প্রাণাধার এবং সম্পূর্ণ লোকের পালনকর্ত্তা। তিনি 'স্বাহা' নাম্নী নিজ মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত বায়ুতত্ত্ব প্রত্যেক শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানরূপে বিরাজিত, এই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চনামে প্রতীত।

মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—সমস্ত জগতের আশ্রয়ভূত গোবিন্দের উপাসনা কি-প্রকার? ব্রহ্মা বলিলেন—গৃহ গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে ধৌত পীঠ (পিঁড়ি) স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে সুবর্ণময় অষ্টদল কমল স্থাপন করিবে অথবা চন্দনে অষ্টদল কমল রচনা করিবে। তাহার মধ্যভাগে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে; ঐ ষট্‌কোণের মধ্যভাগে কর্ণিকায় কামবীজ লিখিবে। প্রতি কোণে 'ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ' এক একটী অক্ষর লিখিবে। তৎপরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও কামগায়ত্রী দ্বারা উহা বেষ্টন করিবে। অতঃপর চতুর্ব্যূহ, শক্তি, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং বসুদেবাদি, পার্থ আদি ও নিধি আদি অষ্ট আবরণ-বেষ্টিত পীঠের পূজা করিবে। এই পীঠের ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও পূজা করিলে উপাসকের চতুর্ব্বর্গাদি সব কিছু প্রাপ্তি হয়।

ঋষিগণ পুনরায় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বলেন—আমার দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুর অধিকাংশ সময় শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে থাকিলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপবেশ শ্যামসুন্দর রূপে আমার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। আমি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলে

তিনি সৃষ্টি রচনার জন্য আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তৎপরে আমার হৃদয়ে সৃষ্টি বাসনা জাগিলে ঐ অষ্টাদশ অক্ষরে ভাবীজগতের স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া আমার সম্মুখে প্রকটিত হন। তখন আমি 'ক' অক্ষরে জল, 'ল' অক্ষরে পৃথিবী, 'ঈ' কারে অগ্নি, অনুস্বারে চন্দ্রমা এবং এ সমুদায়ের সমষ্টি 'ক্লীং' এ সূর্য্য, 'কৃষ্ণায়' শব্দ হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে বায়ু, 'গাবিন্দায়' পদ হইতে কামধেনু এবং বেদাদি বিদ্যা প্রকাশ করি। 'গোপীজনবল্লভায়' শব্দ হইতে স্ত্রী-পুরুষাদি রচনা এবং 'স্বাহা'পদ হইতে জড় চেতনময় চরাচর জগৎ রচনা করিয়াছি।

পুরাকালে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রকে ওঁকার সংপুটিত করত জপ করিয়া রাজর্ষি চন্দ্রধ্বজ মোহরহিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও অসঙ্গ হইয়াছিলেন।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে মুনিগণ বলিয়া থাকেন,—প্রথম পদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাব্যাহৃতি-স্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করে। পরম বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, লোভাদি-শূন্য সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ও বাসনাবর্জ্জিত গোলোক ধাম এই পঞ্চ পদের অভিন্ন। বাসুদেব হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষনিম্নে রত্নময় সিংহাসনে সর্ব্বদা বিরাজমান। তাঁহাকে আমি উত্তম স্তুতিদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু নামরূপী ভগবানের এইভাবে স্তব করিয়াছেন—

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ (নামাষ্টক ১)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

শ্রীরূপ-বদনে, শ্রীশচীকুমার, স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।
যো নাম সো হরি, কিছু নাহি ভেদ, সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ॥
সবু উপনিষদ-,রত্নমালা-দ্যুতি, ঝকমকি চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ, দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে॥
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব, ভাগ যাকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিয়ই অনুক্ষণ, ছোড়ত করম গেয়ান॥
নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা, সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর, নাম-বিরহ নাহি জানে॥
সবু রস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর, সবুভাবে করল আশ্রয়।
নাম-চরণে প'ড়ে, ভক্তিবিনোদ কহে, তুঁয়া পদে মাগহু নিলয়॥ (গীতাবলী)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি॥ (নামাষ্টক ২)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম, পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি', জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম, সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর, করি' গায় ভরিয়া বদন॥
ওহে কৃষ্ণ-নামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর, জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু, আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত, হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন, নাহি দেখি অন্য প্রতিকার॥
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়, লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়, প'ড়ে থাকি তুয়া পদ-আশে॥
(গীতাবলী)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়॥ (নামাষ্টক ৫)

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন, নন্দতনয় রসকূপ ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন, শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দ্দন, গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥
কেশি-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন, সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন, যামুনপুলিন-বিলাসী ॥
রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন, রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি, মৎস্যাদিগণে অবতরি ॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন, যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন, রাধাভজন-সুখশালী ॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম, বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি নিজ সম্পদ, ভক্তিবিনোদ ধরি মাগে ॥ (গীতাবলী)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমস্তাদ্ভবে
দাস্তেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ (নামাষ্টক ৬)

বাচ্য, বাচক, এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥
বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম;
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়—এই অপরূপ ॥
নাম নামী ভেদ নাই—বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥

বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধ-নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥ (গীতাবলী)

স্থদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥ (নামাষ্টক ৭)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তবে পদে নতি আমি করি বার বার॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর॥
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণ বপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়॥
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তার।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার॥
সর্ব্বদোষ ধৌত করি তাহার হৃদয়-।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান॥
ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে॥ (গীতাবলী)

নামী হইতে নামের করুণাধিক্যের কথা জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

শ্রীনাম্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং নহি॥

(বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ২।৩।১৮৪)

শ্রীমন্নাম তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হইতেও প্রভুর অতিশয় প্রিয়। সেই নাম জগৎ-হিতকারী, সুখোপাস্য, সরস; অতএব নামতুল্য অন্য কিছুই নাই। তৎকৃত টীকা—

অতঃ শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনমেবাস্মাভির্নিতরাং প্রশস্যতে ইত্যাহুঃ—**শ্রীমদিতি**। সর্ব্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তং সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বধৈব নিজমহিমভরেণ-প্রকাশমানত্বাৎ; অতঃ **শ্রীমূর্ত্তে** নিজবিগ্রহাদপি সকাশাত্তস্য **প্রভোঃ** শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতোঽত্যন্তপ্রিয়ম্ 'ন তথা মে প্রিয়তমঃ' (ভাঃ ১১।১৪।১৫) ইত্যাদৌ নিজ শ্রীমূর্ত্তি-সকাশাদপ্যন্যেষাং শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনাৎ, ন তু কুত্রাপি নায়ঃ সকাশাৎ। শ্রীমত্ত্বমেব বিবৃন্বন্তোঽতিপ্রিয়ত্বে হেতুমাহুঃ—**জগতো হিতম্**-ধিকার্য্য নাপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ কেনাপীন্দ্রিয়েণ সেবনত এব সর্ব্বলোকোপকারিত্বাৎ; যতঃ **সুখেনোপাস্যং** সেব্যং, জিহ্বাগ্রমাত্রেনৈব সেবনাৎ। যতঃ **সরসং** কোমলং মধুরা-ক্ষরময়ত্বাৎ সচ্চিদানন্দ-রসময়ত্বাদ্বা।

শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। নাম শ্রীমৎ। শ্রীনামের মহিমা অধিক কি বর্ণন করিব? যে-হেতু নাম ভগবানের নিজ শ্রীমূর্ত্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম জগতের হিত-জনক বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। নামকে শ্রীমৎ বলার তাৎপর্য্য এই যে—নাম সর্ব্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত হইয়া সদা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বজনবিষয়ে নিজ মহিমারাশি প্রকটনপূর্ব্বক নিজ মহিমায় প্রকাশমান। অতএব শ্রীমূর্ত্তি (নিজ-বিগ্রহাদি) হইতেও শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরের নাম তাঁহার অতি প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ব্রহ্মা আমার তেমন প্রিয় নয়, শঙ্কর তেমন প্রিয় নয়, সঙ্কর্ষণ তেমন প্রিয় নয়, লক্ষ্মীও আমার তেমন প্রিয় নয়; হে উদ্ধব, যেমন তুমি আমার প্রিয়।" শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের নিজ স্বরূপ হইতেও ভক্ত প্রিয়। কিন্তু নাম হইতে ভক্ত প্রিয়—এইরূপ কোন স্থানে বলেন নাই। অতএব নামী হইতেও তাঁহার নাম অতিশয় প্রিয়। এইরূপে 'শ্রীমৎ' তত্ত্বের অর্থ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে অতি প্রিয়ত্বের হেতু বলিতেছেন—জগতের হিতকারী, শ্রীনাম বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারণ এবং কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রবণাদি দ্বারাও নিখিল জীবের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অপি চ শ্রীনাম সুখোপাস্য, কেননা জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইলেই ইহাঁর উপাসনা

সম্পাদিত হইল। নাম সরস, যেহেতু নাম মধুর অক্ষরময় বলিয়া কোমল। অথবা নাম সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সরস।

ভগবান অপেক্ষা ভগবানের নাম অধিক দয়াময়। ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে ভগবন্নাম রক্ষা করেন। কিন্তু সকলের হিতকারী পরমকরুণময় সেই নামের চরণে অপরাধ হইলে বা নামের প্রতি বিশ্বাস না হইলে জীবের আর মঙ্গলের আশা নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮১)

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জগতের উপকারী ও বিশ্বের একমাত্র সেব্য সেই ভগবন্নামের চরণে অপরাধ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।

কৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান ও সর্ব্বাকর্ষক বস্তু। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

(বিদগ্ধমাধব)

এই শ্লোকের অর্থে শ্রীযদুনন্দন ঠাকুর গাহিয়াছেন—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ডে অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাইয়া, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহিব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া, কি জানি গড়িল ইহা, 'কৃষ্ণ' এই দু আঁখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে, তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥

কৃষ্ণ দু-আঁখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপে দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হইতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম-উনমাদ॥
যে কাণে পশয়ে নাম, সে তেজয়ে অন্যকাম, সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্য-স্থান, সব রস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দনদাস কয়॥

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়াই শ্রীনামের কৃপায় পাপ ও সংসার নাশ হয়, চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মহাভাগ্যফলেই এই নাম-রূপী ভগবানে অনুরাগ হয়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও শ্রীনাম-ভগবানের জয়গান করিতেছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জণং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ-শোক॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ!॥

(চৈঃ চ অন্ত্য ২০।২-১৯)

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইঁহাতে যাহার শব্দবুদ্ধি সে নারকী, সে দুর্ভাগা। তাই শাস্ত্র বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, ভগবজ্‌জ্ঞান-প্রদাতা গুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে জল বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সহিত সমবুদ্ধি এবং নিখিল পাপহারী শ্রীহরির নাম ও মন্ত্রে শব্দবুদ্ধি করে, সে নারকী—তাহার নরক অবশ্যম্ভাবী।

শাস্ত্র আরও বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ (মহাভারত)

যাহারা অতি অল্প পুণ্যবান্ অর্থাৎ মহাপাপী, তাহাদের ভগবদ্-বিগ্রহে, ভগবন্নামে, ভগবদ্ভক্তে ও মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ

(সমালোচনা)

প্রণব ও বীজ-পুটিত নমস্, স্বাহা, স্বধা-শব্দাদিযুক্ত ও চতুর্থ্যন্ত ভগবন্নামাত্মক পদকে মন্ত্র বলে। ইহা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য; শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, "বিনীত শিষ্য" কায়মনোবাক্য সংযত করত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মন্ত্রসমূহ সংখ্যাপূর্ব্বক জপ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রসম্মত বিধি। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে—"কর্ত্তব্যত্বেনোপদেশঃ বিধিরিতি"। অর্থাৎ যাহা কর্ত্তব্যরূপে আদেশ করিয়াছেন তাহাই বিধি। এখানেও মন্ত্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্যত্বরূপে আদেশ করিয়াছেন—

সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্র-প্রকাশনম্।
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ১৭৭)

যখনই মন্ত্রের কথা আসিবে, তখনই বিধি, সংখ্যা ও জপের নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে এবং ইহা অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না।

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ১৩৬ সংখ্যাধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন)

শিষ্য গুরূপদিষ্ট মন্ত্র কখনও কাহাকেও উপদেশ করিবেন না; জনসমাজে প্রকাশ করিবেন না। এইরূপ শাস্ত্রের গোপনীয় বিষয়সমূহও কাহাকে উপদেশ করিবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র অপরের নিকট প্রকাশ করিলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়। অতএব স্বমন্ত্র সর্ব্বদা গোপন রাখিবে ও নিজ শরীরবৎ রক্ষা করিবে।

মহামন্ত্র সেরূপ নহে, ইহা মন্ত্র হইতে অধিকতর শক্তিশালী, 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত। মন্ত্র শব্দটি মহৎ-শব্দের যোগে মহামন্ত্র হওয়ার দরুণ ইহা মন্ত্রও বটে, মহামন্ত্রও বটে। তবে বিচার্য্য এই যে, যখন মন্ত্র **বীজ ও প্রণব-পুটিত** হইবে, চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত ও নমস্ প্রভৃতি যোগ হইবে, তখন ইহা সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য এবং যখন ইহা বীজ ও প্রণব-রহিত হইবে, তখন 'মহৎ' বিশেষণে বিশেষিত হউক বা না হউক অথবা নমস্ প্রভৃতি যোগে চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত হউক বা না হউক, তাহা মহামন্ত্ররূপে আখ্যাত হইলেই সাধারণ্যে প্রকাশ্য, এমন কি উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয় বা সংকীর্ত্তনীয়।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, জপ, কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?—

মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপঃ। এই জপ তিন প্রকার :—

ত্রিবিধো জপ-যজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদান্নিবোধতঃ।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়ানাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥

বাচিক, উপাংশু ও মানস এই তিন প্রকার জপ হয়। ইহার মধ্যে পর পরটি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাচিক হইতে উপাংশু, উপাংশু হইতে মানস জপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

উপাংশু জপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ।
সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৫৯ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য)

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত টীকা—

তস্মাচ্ছব্দেন উপাংশু জপযুক্তস্যজপঃ শতগুণঃ স্যাদ্বাচিকাজ্জপাচ্ছতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ। "নাম-লীলা-গুণাদিসমুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্"।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩)

নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্ত্তন বলে। বৈষ্ণব-চিন্তামণি-বাক্যেও "ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনম্"—এই কথা বলিয়া থাকেন। ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলেই কীর্ত্তন হইয়া যায়। আভিধানিক অর্থে সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'সম্-কৃত-ভাবে—অনট্' অর্থাৎ সম্যক্রূপে উচ্চারণ করাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়। অথবা :—

কায়-মন-বাক্যৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্বা বহুভির্মিলিত্বা খোল-করতালাদি-সংযোগেন যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্।

'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ' শ্লোকের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যধৃত ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় দৃষ্ট হয়—'তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি—'সংকীর্ত্তনং' বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ, তথা সংকীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য শ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্।" অতএব এই সমূহ প্রমাণদ্বারা জানা যাইতেছে যে, 'জপ' বলিলে সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য ও বিধিপূর্ব্বক সংখ্যা স্থির রাখার কথাই ব্যক্ত হইতেছে। এবং 'কীর্ত্তন' বলিলে এখানে সাধারণভাবে 'বলার' ও 'সংকীর্ত্তন' বলিলে উচ্চ করিয়া 'বহু লোকে একত্র মিলিয়া বলার' লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এ অর্থ দ্বারা কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তনে 'সংখ্যাত' বা ,অসংখ্যাত' কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন সংখ্যাত বা অসংখ্যাত সর্ব্ব প্রকারেই হইতে পারে। আরও এখানে বিশেষ করিয়া বিচার করা দরকার যে—'সংখ্যাং বিনা মন্ত্র-জপস্তথা মন্ত্র-প্রকাশনম্' বাক্যদ্বারা জপে সংখ্যাপূর্ব্বক অপ্রকাশ্য জপেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিবিধ জপের উপাংশু ও বাচিক জপমধ্যে ওষ্ঠ স্পন্দন থাকা-প্রযুক্ত উপাংশু ও বাচিক জপরূপে কীর্ত্তনে সংখ্যাত বিধি স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু 'সংকীর্ত্তন' শব্দে বৈষ্ণব-চিন্তামণি-বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে :—

ন দেশ-নিয়মো রাজন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥

কালোঽস্তি দান-যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণু-সংকীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবী-তলে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২০৬)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলেন :—

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২০২)

অর্থাৎ দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ ইত্যাদিতে দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, শুচি-অশুচি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ নিয়মাদি রহিয়াছে ; কিন্তু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মাদি নাই।

বদন্ন গচ্ছন্ন স্বপন্নাদ্যৎ কিমপি সংস্মরণঃ।
ন ক্ষুজ্জৃম্ভন-হিক্কাদি বিকলীকৃত-মানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ধৃতনারদ-পঞ্চরাত্র)

অতএব আমরা বহুবিধ শাস্ত্রের বহুপ্রকার প্রমাণমূলক বিচার দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, মহামন্ত্রে যখন স্বতঃসিদ্ধভাবে মন্ত্রত্ব নিহিত আছে, তখন মহা-মন্ত্রই মন্ত্র-নামাত্মকরূপে জপিত হইবার সময় সংখ্যাত ত্রিবিধ জপ হইবে এবং মহামন্ত্ররূপে কীর্ত্তিত হইবার সময় অসংখ্যাত সংকীর্ত্তন হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাই কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে নগরিয়াগণকে উপদেশছলে বলিয়াছেন :—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু কহে,—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ, গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্র-বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভুমুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥

নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণে কায়-মন করি' ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৮৪)

এখানে প্রথম পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'মহামন্ত্র' শব্দে কৃষ্ণ-নামকে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম শব্দে কেবলমাত্র কলিতারণ মহামন্ত্রেরই উপদেশ করিতেছেন বা বলিতেছেন। কিন্তু সংখ্যাত জপ করিবার উপদেশ করিতেছেন না। এই কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রই যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক কলি-কলুষ-নাশক নাম, তাহা এই পয়ারের পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্রের অংশী-স্বরূপ। অতএব ইহাতে মন্ত্রত্ব নিহিত আছে, সেইজন্য পর পয়ারে জপের সময়ে সংখ্যাপূর্ব্বক জপের বিধি "স্বয়ং মহাপ্রভুই" দান করিতেছেন। এবং তৎপরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন যে—

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বল; সর্ব্বক্ষণ জপ—একথা নহে এবং এই বলার মধ্যে জপ-সংখ্যার ন্যায় কোন বিধি নাই, যেহেতু জপ "নির্দ্ধারণে" বিবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

গুরু শ্রীব্যাস-চরণারবিন্দে ঃ—

বদ্ধ-জীবের মুক্তি লাগিয়া নেমে এলে নারায়ণ,
শ্রীব্যাসরূপে হে পরম গুরো বিরাজিছ অনুক্ষণ।
ব্যাসাভিন্ন-গুরু করুণা করি' শ্রীপাদপদ্মে দিয়েছ ঠাঁই,
সাধন-পূজন জানিনা কিছুই, জানিগো শুধু চরণ টাই।
তুমি সেই ব্যাস গুরুরূপে হেথা আগমন বারে বার,
করুণা করি' খুলিতে ভুবনে বদ্ধ-জীবের মুক্তি-দ্বার।
হৃদয়ের তমঃ কর তুমি দূর, জ্ঞানের আলোক করিয়া দান,
জ্ঞান-ভাস্কর চির-ভাস্বর, পরম দয়াল হে মহীয়ান্।

স্বার্থ-কণ্টকে এ হৃদয়খানি হইতেছে জরজর,
হিংসা-গরল প্রবেশি' মরমে করিতেছে মরমর।
উদ্ধারিতে পুনঃ গো এসেছ শুক্লা তৃতীয়া-লগনে—
শ্রীচরণদ্বয় ভরসা মোদের তাইতো জীবনে-মরণে।
জীবমাত্রেই বিষ্ণুর দাস দিয়েছ মোদের দীক্ষা—
তোমার চরণ-ছায়ায় বসিয়া লভেছি পরম শিক্ষা।
'গুরু কৃষ্ণরূপ হন' তাই চিরকাল অভিন্ন,
চরণে তোমার নিয়েছি শরণ ক'রো নাকো বিচ্ছিন্ন।
ভগবন্-নাম কীর্ত্তন ছাড়া ধরম নাহিক আর—
ভুবনে-ভুবনে ভবনে-ভবনে বলিয়াছ বার বার।
চরণ-তীর্থে মুমুক্ষু মানবের মহান্ সম্মিলন—
দিব্য-জ্ঞানের আলোকেতে দু-আঁখি করগো উন্মীলন।
ভক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ তুমি, আমার ধ্যানের ছবি,
তুমি যে আমার প্রিয় পরিজন-বন্ধু-বান্ধব সবই।
আমার আঁধার-জীবন-পথে তুমি যে আলোক-বর্ত্তিকা—
অমৃত-রসে করিলে সরস, মোর কঠিন হৃদয়-মৃত্তিকা।
বিপদে-আপদে সকল সময় তুমি যে আমার প্রিয়,
ভক্তি-পথের আসল সন্ধান দিও গো আমারে দিও।
বিষয়-বাসনার কণ্টক-বেড়ি জড়ায়ে ধরেছে এ'-দুটি পায়,
জানি না কেমনে ছাড়াব তাহারে, তুমি বিনা নিরুপায়।
আচার্য্য হে পরম পিতা! নিয়ে যাও কৃষ্ণলোকে,
সেই লোকের দিশা ব'ল, সাথে থেকো ইহলোকে।
অজ্ঞান আর অন্ধ আমি জানিনাকো চরণ বিনা—
(বল) গৌর-পথের হে পুরোধা! সঙ্গে আমায় নেবে কিনা?
আবির্ভাবের পুণ্য লগনে জানাই তোমারে নমস্কার,
দীন হৃদের ভক্তি-কুসুম লহ আজি এই উপহার।

—কবি শ্রীমদনমোহন হালদার

ধর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা

"নরের মধ্যে নারায়ণ আছেন"—কথাটী অতি সত্য। উক্ত শব্দ-সমষ্টি প্রায় সকলের মুখ হইতে শুনা যায়। ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু"; অতএব কেহই মিথ্যাবাদী নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া নরের সেবা যে নারায়ণের সেবা, এটী কি ধরণের! যুক্তির খাতিরে একটী উদাহরণ ধরা যাউক,—জ্যামিতির ১৬শ উপপাদ্যের প্রমাণের সময় ৯ম উপপাদ্যের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যে ছাত্রের ১৬ উপপাদ্য জানা আছে, সে যে নবম উপপাদ্য জানিবে, এরূপ নয়। কারণ নবম উপপাদ্যের সাধারণ নির্ব্বাচনের সত্যতাই ১৬শ উপপাদ্যের প্রমাণে প্রয়োজন হয়; ৯ম উপপাদ্য বা অন্যান্য প্রমাণাদি তাহার অজানা থাকিতে পারে।

নরসেবার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সেবাকে ভগবানের সেবা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা শাস্ত্রদৃষ্টিতে অমর্য্যাদাকর। ধর্ম্মতত্ত্বের কথা যখন উঠিবে, তখন আমরা কাহারও মৌখিক কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিই শ্রদ্ধার্পণ করিব। শুনা যায়,—"Anything which admits no modification is worse than death." অর্থাৎ যে বস্তু কোন পরিবর্ত্তন স্বীকার করে না, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কথাটী সত্য হইতে পারে; তাই কোন সত্যবস্তুর modification অর্থাৎ রূপান্তর সাধনের সময় আমাদের অসত্য বা মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে, নতুবা সত্যের modification হয় না। আবার যদি সত্যের modification-এর সময় 'আরও সত্য' কথাটীর আশ্রয় লইতে হয়, তবে 'সত্য'র সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়।

অনেকের মতে—আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি allegorically সত্য. কিন্তু বাক্যটী আদৌ সত্য নয়। কারণ আমাদের শাস্ত্রসকল ত্রিকালজ্ঞ মুক্ত মুনি-ঋষিগণ-কর্ত্তৃক রচিত। তাঁহারা কখনও বৃথা অবান্তর শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিতেন না। তাঁহাদের বাক্যের প্রতিটী অক্ষরই ছিল ধ্রুবসত্য। সুতরাং তাঁহাদের রচিত শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির modification করিতে গেলে, সত্যের বিকৃতিই ঘটানো হইবে।

সমস্ত জগৎই যে ভগবানের বিভূতি, তাহাতে দ্বিমত নাই। কিন্তু সেই সত্তা অনুভব করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। জীব-সেবা করিলেই কৃষ্ণসেবা হইল না।—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥"

এইরূপ দর্শন একমাত্র মায়ামুক্ত মহাপুরুষগণের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার-বিশেষ। ইহা উপলব্ধির বিষয়, কেবল মৌখিক যুক্তিসিদ্ধ নহে। সকলেই ভগবান্ হইলে পৃথক্‌ভাবে ভগবানের অন্বেষণ সাধারণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। তাহা হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। অতএব 'allegorically সত্য' কথাটীর অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া পড়ে।

এইসকল বিষয় আলোচনা করিলে, একটী অধিকার ভেদের প্রশ্ন আসিয়া যায়। ইহা হাটে-ঘাটে-মাঠের আলোচ্য বিষয় নয়। সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও শ্রেণীগত বিভেদ আছে। ধর্ম্মজগতের ক্ষেত্রেও একটা অধিকার ভেদের কথা যুক্তিযুক্ত। যাহারা 'সব সমান, সব সমান' বলিয়া চালাইতে চাহে, তাহারা অর্ব্বাচীন, ভ্রান্ত ও ভীরু। 'ধর্ম্ম' কথাটীর মধ্যে তাহারা কোনদিনই মাথা গলাইবার চেষ্টা করে না।

জ্যামিতির একটী স্বতঃসিদ্ধ আছে,—The part equal to the whole whic is absurd অর্থাৎ কোন বস্তুর অংশ সমগ্র বস্তুটীর সহিত সমান হইতে পারে না। অতএব জীবসেবা করিলেই পূর্ণবস্তু যে ভগবান্ তাঁহার সেবা হয় না, পরন্তু পূর্ণবস্তুর সেবা করিলে কোন কর্ত্তব্যই অপূর্ণ থাকে না।—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর॥

বৃক্ষপত্রে জল সিঞ্চন করিলে পত্রের কোন উপকার হয় না, আবার বৃক্ষেরও কোন উপকার দর্শে না, কিন্তু মূলে জল প্রদান করিলে সমস্ত বৃক্ষটীই রক্ষা পায়। সেইরূপ বদ্ধ জীবাত্মার সেবার দ্বারা পরমাত্মার সেবা হয় না, পরন্তু জীবাত্মাকে ক্রমশঃ অধোগতির দিকে টানিয়া লওয়া হয়। সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার সেবাই বিধেয়, জীবাত্মার সেবা নহে। জীবনের এই স্বল্প পরিসরে পরিদৃশ্যমান জগতের কতটুকু সেবা আমরা করিতে পারি, তাহা নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করিলে উত্তর পাই। একের সেবা করিলে যে অন্যের সেবা হইবে, তাহা কোন মতেই স্বীকার্য্য নয়। যে যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করে, সে তাহাকেই পাইবে, অন্যকে পাইবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ২০শে মাঘ ১৩৬৭, ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, শুক্রবার হইতে ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও তাঁহার উপদেশ-নির্দ্দেশ-অনুসারে এবারের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ২০শে মাঘ মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-বাসরে উষঃকাল হইতেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহিমা-সূচক কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয় এবং সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী আলোচনা করা হয়।

বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পূজা-পঞ্চকের অনুষ্ঠান ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন হয়। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব পূজা-মণ্ডপে কৃপাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যথারীতি আচার্য্য-চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত সজ্জন ও মহিলাভক্তবৃন্দকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ হইতে পুনঃ কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ দাসাধিকারী গুরুতত্ত্ব আলোচনা-মুখে বক্তৃতা করেন।

২১শে মাঘ, শনিবার বৈকাল ৫টায় আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব গভীর দার্শনিকতত্ত্ব ও শাস্ত্রীয়যুক্তিপূর্ণ এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ের আবশ্যকতা ও সৎশিষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

২৩শে মাঘ, সোমবার গোবিন্দ-পঞ্চমী-তিথিতে জগদ্‌গুরু পরমহংসস্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অরুণোদয়কাল হইতেই কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। গুরুতত্ত্ব আলোচনামুখে "বক্তৃতাবলী" পাঠ হয়। বেলা ১১টায় প্রভুপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদানাদি আরম্ভ হইয়া ১২ ঘটিকায় শেষ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগাদি আরাত্রিকের পর আহূত, অনাহূত সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুরু-বন্দনা ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত পদ্যে ও গদ্যে লিখিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি সভাস্থলে পঠিত হয়। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী তাহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের চরিতাবলী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর, শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুতত্ত্ব ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উভয়দিনের বক্তৃতাই **"শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম"**—শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বক্তৃতান্তে মৃদঙ্গ-করতালযোগে "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" কীর্ত্তনমুখে অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আরাত্রিক সম্পন্ন হয় এবং পরে মূলমন্দিরে আরতি, তুলসী পরিক্রমান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতামুখে বলেন,—শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর—শ্রীব্যাসপূজা। ব্যাসদেব শিক্ষাদাতা বলিয়াই শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু দ্বিবিধ। অর্চ্চনমার্গের বিচারে গুরুপাদপদ্মের অর্চ্চনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদিও শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু একই—"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ", তথাপি দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়—মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মননধর্ম্ম হইতে যিনি ত্রাণ করেন বা যে বস্তু দ্বারা ত্রাণ করেন, তাহাই মন্ত্র। শব্দব্রহ্ম মননধর্ম্ম হইতে আমাকে ত্রাণ করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে লাভ করিবার মন্ত্র প্রদান করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুর পূজাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বেদব্যাসকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা যিনি প্রদান করেন, তিনি শিক্ষাগুরু।

যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না; কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন

নাই। ঐরূপ উপদেষ্টা তাহার নিজ দীক্ষাগুরুর প্রতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন? তবে যিনি প্রকৃত গুরুপদবাচ্য নহেন তাহার কথা পৃথক্। অসদ্ গুরু সর্ব্বদাই ত্যাজ্য।

বৈষ্ণব-সেবাই গুরুসেবা—"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" বৈষ্ণব যাহা চান, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই বৈষ্ণবসেবা—সেব্য-বস্তুর প্রীতিবিধানই সেবা; তাহা না করিলে সেবা হয় না। এজন্য শাস্ত্রে "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" উল্লিখিত হইয়াছে। নির্ব্বিচারে গুরুর আজ্ঞা পালনই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। "মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা"॥ গুরুর প্রীতি-কামনাই শিষ্যের একমাত্র কাম্য, তাঁহার প্রীতিবিধানার্থ সৎশিষ্য সকল প্রকার দুর্দ্দশাই বরণ করিতে প্রস্তুত।

প্রাকৃত জগতে দেশসেবায় জীবনোৎসর্গকারীর সহিত পারমার্থিক কল্যাণব্রতী সেবকের তুলনা করা হয়। হরিগুরু বৈষ্ণব-সেবার জন্য শিষ্যের জীবনোৎসর্গ শ্রেষ্ঠ ব্রত। ইহা না করিতে পারিলে শিষ্যের শিষ্যত্ব সাধিত হয় নাই জানিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে যাবতীয় সমর্পণই শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ। কেবল নিজে নহে, জগতের সকলেই আমার গুরুদেবের সেবক হউন, এই বিচারই সৎশিষ্যের কাম্য। সৎশিষ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুষ্পসকলকে গুরুসেবায় ডালি দিয়া থাকেন। এইরূপ আত্মসমর্পণের বৃত্তিই গুরুপূজা বা সেবা। এই বৃত্তি অপার্থিব ও বৈকুণ্ঠ-বিচার-প্রসূত। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের পক্ষেই গুরুদেবের সুষ্ঠু সেবা সম্ভব। প্রাকৃত বদ্ধ জীবের প্রাকৃত ভাবধারায় যিনি আবদ্ধ, তাহার দ্বারা গুরুসেবা সম্ভবপর নয়। সূত গোস্বামীর নৈমিষারণ্যে ভাগবত আলোচনাকালে সকল ঋষি তচ্ছ্রবণে সমাগত হন। ব্রহ্মজ্ঞগণও গুরুসেবকের নিকট কৃপাপ্রার্থী। হরিসেবক শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু গুরুসেবক সর্ব্বোত্তম। তাই ৬০ হাজার ঋষি গুরুসেবক সূত গোস্বামীর শরণাগত হইয়া ভাগবত-শ্রবণ-পিপাসু হইয়াছেন। গুরুসেবক ঋষিগণেরও মান্য এবং পূজ্য।

যাহারা অদ্বৈতচিন্তাধারায় স্নাত, তাহারা গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে "অজ্ঞান-বোধিনী" গ্রন্থে লিখিত 'অনবগত স্যাৎ' বলিয়া গুরুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেন বা শিক্ষা করেন। তাহারা গুরুকে অগুরু বা লঘু বলিয়াই বিচার করেন। অনবগত বা অতত্ত্বদর্শী হইলে তিনি কিরূপে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন?

আনন্দগিরির প্রতি শঙ্করের যোগবল প্রকাশের ব্যাপার বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। পদ্মপাদের গুরুসেবক আনন্দগিরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা অসঙ্গত

হইয়াছে। শঙ্করের ইচ্ছায় আনন্দগিরি যেরূপ গুরুর স্তব করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পদ্মপাদ তজ্জন্য গুরুসেবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গুরুসেবাই সকল মঙ্গলের হেতু—এই বিচারই স্মরণ রাখিতে হইবে। পদ্মপাদের গুরুদেবকে কাপালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার —গুরুসেবার আদর্শ। রামানুজাচার্য্যের প্রচারে কৃমিকণ্ঠ রাজার ঈর্ষা ও তাঁহাকে বধের চেষ্টা দেখিয়া শিষ্য কুরেশ বিচারস্থলে গমনপূর্ব্বক রাজাকে পরাস্ত করেন। এইরূপ বিচারধারা যে শিষ্যের, তাহার গুরুসেবা সফলীকৃত। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদেরও এইরূপ ঘটনা ঘটে। শ্রীরামানুজের ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের ধারাই প্রভুপাদ প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া, তাঁহাকে রামানুজের দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হয়। গুরুর সেবার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ—আত্মত্যাগ প্রয়োজন। (নবদ্বীপে কুলিয়ার দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া রামানুজ-কুরেশের লীলা প্রকাশের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্যক্ত করেন। ইহা দ্বারা প্রভুপাদে রামানুজের আবেশ হইয়াছিল এবং ইহাতে গুরুসেবার আদর্শ আছে বলিয়া জানান।)

গুরুসেবা করিলে নিজের সুবিধা হইবে, অলসতার প্রশ্রয় পাওয়া যাইবে, অন্য সেবকের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যাইবে—এইরূপ বিচার সেবকের নহে। ভগবানের প্রিয়সেবক বা প্রিয়জনের সহিত ভজনগোপ্য বিষয় আলোচ্য। শৌনকাদি ঋষিবর্গ তাই চরম মঙ্গলের বিষয়ে সূত গোস্বামীর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বেদ বেদান্ত-উপনিষদাদি আলোচনা করিলেও প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয় না—"আবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্"। প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের "কৈবল্যং নরকায়তে" বিচার নিজেদের জ্ঞানের অসারতা প্রমাণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহাতেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। গুরুকৃপাবলেই শ্রীমদ্ভাগবত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ"॥ পৃথিবী রসাতলে যাক্, আমি গুরুদেবের তুষ্টি বিধানই করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। গুরুদেবের বিরুদ্ধাচরণে শিষ্যের দুরবস্থার জলন্ত উদাহরণ—অনন্ত-বাসুদেব, সুন্দরানন্দাদি। অনন্তবাসুদেব শেষে নাম ভাড়াইয়া পুরীদাস নামে পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছে।

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"। সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত সেবক অপর সেবকগণকে অবশ্যই সম্মান প্রদান করিবেন। গুরুসেবা-শিক্ষাদানকারীই প্রকৃত শিক্ষাগুরু, গুরুসেবার বিরুদ্ধবাদী কখনই শিক্ষাগুরু-পদবাচ্য নহেন, এমন কি 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হইতে পারেন না।

মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতামুখে বলেন,—

আজ শ্রীগুরুপূজা-বাসর। শ্রীগুরুদেব নির্গুণবস্তু—ব্রহ্মবস্তু। নির্গুণ গুরুপাদপদ্মের সেবকই ব্রহ্মচারী পদবাচ্য। পরম কারুণিক নির্গুণ গুরুপাদপদ্মের এরূপ মহিমা যে, তিনি গুণমধ্যে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত সত্তা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়। ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্য প্রকৃতি ও মৌলিক পদার্থসকলও অনুকূল-ভাবাপন্ন হয়। সৎশিষ্য কোনরূপে নির্গুণ গুরুপাদপদ্মের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে আর মায়িক গুণ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

নির্গুণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভৌম জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির অন্তর্গত ধর্ম্ম। 'জন্ম' বলিলে যেরূপ প্রাকৃত চিন্তাধারা মানস-পটে ভাসিয়া উঠে, 'আবির্ভাব' বলিলে ভাষা একটু মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও হৃদয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে। জন্ম-মৃত্যুতে হেয়তা, অবরতা বিদ্যমান। পার্থিব চিন্তাস্রোত হইতে বদ্ধ জীবগণকে উদ্ধারের নিমিত্তই অপার্থিব নির্গুণ তত্ত্বের এ জগতে আবির্ভাব। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদের পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে—নির্গুণ ক্ষেত্রে আবির্ভাব। নির্গুণ বস্তু নির্গুণ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেন।

প্রাকৃত নীতি বা আদর্শ অপ্রাকৃত বস্তু লাভের সহায়ক হয় না। দুনিয়ার বিচারে যাহা চরম দুর্নীতি ও আদর্শবিরোধী, ভগবদারাধনায় তাহাই বিশেষ গুণরূপে পরিগণিত। গোপীগণের ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনই ইহার বাস্তব আদর্শ। পারমার্থিকগণ ভগবৎ-ভাগবত-সেবার অবিরোধে সর্ব্বত্র প্রাকৃত নীতি বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ আসুরিক জাগতিক সমাজের সহিত চিরকাল অসহযোগ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন তিনি কখনই সহিতে পারিতেন না। তাই মুক্ত পুরুষের প্রতি লৌকিক কৌলিক গুরুর অশিষ্ট আচরণে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি মিথ্যার সহিত কখনই আপোষ করেন নাই।

তাই আমাদের সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক শক্তিশালী গুরুপাদপদ্মের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। মায়িক হেয় বস্তুকে কখনই গুরুরূপে বরণ করা উচিত নয়। নির্গুণ বস্তুর সংস্পর্শে হেয়ত্ব বিনষ্ট হয়—মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব ও আবির্ভাব-স্থান নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। মহাজনবর্গের চিত্তবৃত্তির সহিত আমাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ অবিচারে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে; তবেই মঙ্গল, নতুবা "যে তিমিরে, সেই তিমিরেই" থাকিতে হইবে ইত্যাদি।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব

সম্ভোগরসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যধামের ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠ জগজ্জীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া মর্ত্তে অবতরণ করেন। সেই ধাম তাঁহার যাবতীয় চিদ্বৈশিষ্ট্যদ্বারা সুমেধা ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করত সঙ্কীর্ত্তনরসে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ মনুষ্যগণ তাঁহাদের প্রেম-চেষ্টায় আকৃষ্ট হইয়া তদনুসরণে প্রেমভক্তি প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেন। মায়িক ভূমিকা হইতে সেই ধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। মায়িক দর্শনে তজ্জন্য সেই ধামকেও গ্রাম্য জ্ঞান করত ভাগ্যহত ব্যক্তিগণ তাঁহার সেবায় পরাঙ্মুখ থাকেন। তাহারা সেই ধামকে নিজভোগ্য বিচারে নানাপ্রকার অপরাধের আবাহন করে। মায়াদেবী কর্ত্তৃক বিস্তৃত জালের উপরেই তাহারা অবস্থান করিয়া 'ধামে বাস করিতেছি' বলিয়া মিথ্যা অভিমান করে। কিন্তু সুকৃতিশালী জনগণ ঔদার্য্যবিগ্রহাশ্রিত ভক্তগণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নানাপ্রকারে এই ধামের সেবায় নিযুক্ত হন। তজ্জন্য প্রতিবর্ষেই বিশেষ আনন্দ ও উল্লাসের সহিত তাঁহারা এই নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিগত ১৩ই ফাল্গুন ১৩৬৭, ইং ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, শনিবার হইতে ১৯শে ফাল্গুন, ইং ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসবের আয়োজন করেন। তাঁহাদের আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু সুমেধা ব্যক্তিগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সমিতির কেন্দ্রস্থান নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সমিতির নিজস্ব শিবিরগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। সমিতির যাত্রীনিবাস পাকা ইষ্টকালয়গুলিও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণদ্বারা পূর্ব্ব হইতেই অধিকৃত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বৃহৎ-বৃহৎ ত্রিপলের আচ্ছাদনেও শত শত যাত্রী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বারদেশে সুসজ্জিত তোরণটী ভক্ত ও যাত্রীগণের হৃদয়ে বিপুল উৎসাহ ও উল্লাস সৃষ্টি করে। শ্রীমন্দিরের বারান্দা প্রভৃতি নানাবর্ণের বস্ত্রদ্বারা সজ্জাকারীগণ অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া উৎসবের বিশেষ চমৎকারিতা বিধান করেন। নানা বর্ণের ফুল, পতাকা, পল্লব ও মঙ্গল ঘটাদি শোভা পাইতেছিল। সর্ব্বোপরি শ্রীমঠ প্রাঙ্গণটী অকৃত্রিম প্রাকৃতিক তরুরাজীর শাখা-

পল্লব-চন্দ্রাতপে স্নিগ্ধ ও সুশীতল ছায়াবৃত থাকায় আশ্রমের নৈসর্গিক শোভা ভক্ত যাত্রীগণের হৃদয়কে ভক্তিময় করিয়া রাখিয়াছিল।

যদিও পরিক্রমার ৪।৫ দিবস পূর্ব্ব হইতেই পরিক্রমাকারীগণ আগমন করিতে থাকেন তথাপি পরিক্রমার আরম্ভের পূর্ব্বদিবস ১২ই ফাল্গুন তারিখে ট্রেন, নৌকা, বাস ও পদব্রজে দলে দলে যাত্রীগণ শ্রীমঠে সমাগত হইতে থাকেন। সুদক্ষ ও উৎসাহী ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ যথাযথভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারতির পর অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ধাম-পরিক্রমার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যাদি বক্তৃতামুখে অধিবাস-কীর্ত্তন সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে পথশ্রান্ত অতিথি ও যাত্রীগণ মহাপ্রসাদ সেবা করত স্ব-স্ব স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৩ই ফাল্গুন অতি প্রত্যুষে যাত্রীগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করত প্রাঙ্গণে সমবেত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুসজ্জিত শিবিকাখানি আনীত হইলে ভক্তগণ বন্দনা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সঙ্কীর্ত্তনের রোল ও মৃদঙ্গবাদ্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিলে শচীনন্দন গৌরহরির বিজয়-বিগ্রহ ভুবনমঙ্গল রূপ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভক্তমন-মোহনকারী মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে ভক্ত-অঙ্কে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দির হইতে শিবিকায় শুভ বিজয় করিলেন। শত শত কণ্ঠের জয়ধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল। সমিতির আচার্য্যদেব আসিয়া শিবিকা স্কন্ধে তুলিয়া লইলে সহস্রকণ্ঠে মহাহরিধ্বনি উত্থিত হইল এবং সকলে সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া শিবিকার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে যাত্রীগণকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিলেন; যাত্রিগণ এইরূপে তন্ময় হইয়া ভক্তগণ-সঙ্গে পরিক্রমায় বহির্গত হন। শ্রীবেদান্ত সমিতি তাঁহাদের পরিক্রমা-পঞ্জী অনুসারে এবৎসরও গৌরলীলাস্থলীসমূহ দর্শন ও পরিক্রমা করেন।

পঞ্চম দিবস ১৭ই ফাল্গুন—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা হয়। তথায় শ্রীযোগপীঠ, সূতিকাগৃহ, নৃসিংহমন্দির, শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করা হয়। **শ্রীযোগপীঠ-মন্দির-প্রাঙ্গণে, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে ও শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতা প্রদান করেন।** তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত

ওজস্বিনী ও সিদ্ধান্তপূর্ণ অকপট বাণী শ্রবণ করত ভক্তগণ ধন্য হন। মধ্যাহ্নে শ্রীজয়দেবের পাটে প্রসাদ সেবনান্তে যাত্রীগণ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন।

বলাবাহুল্য পরিক্রমাকালে সর্ব্বত্রই শ্রীমদ্ভক্তি জীবন জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীপাদ মোহিনী মোহন দাসাধিকারী, শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী প্রমুখ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে প্রচুর হরিকথা পরিবেশন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীল আচার্য্য-দেব রাত্রিকালে কয়েক দিবসই কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করত যাত্রীগণ এবং সহরবাসী সজ্জনগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও ধন্য হইয়াছেন।

পরদিবস ১৮ই ফাল্গুন শ্রীগৌরাবির্ভাব উপলক্ষে সকলেই উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভগবত পারায়ণমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্য-দেবের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হয়। তাহাতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, অদ্য বহু স্ত্রী-পুরুষ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করত শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে,—অদ্য তারিখেই শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদাম সখা ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী মহোদয়গণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তে যথাক্রমে **শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত হরিজন, শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত সজ্জন** ও **শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ** নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবাব্রত অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১৯শে ফাল্গুন বেলা ৯ ঘটিকা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন, খেচরান্ন, ব্যঞ্জন ও পরমান্নাদি অকাতরে সমাগত আহূত, অনাহূত ও রবাহূত ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিতরণ করা হয়। সারাদিন এইরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ দর্শন করিয়া সহরবাসী অনেকেই শ্রীল আচার্য্যদেবের অকুণ্ঠ জয়গান করিয়া যান। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দ্বীপে পরিক্রমাকালেও সর্ব্বত্রই রবাহূত জনগণকে অকুণ্ঠভাবে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

পরিশেষে এই মহদ্ভক্তি-অনুষ্ঠানে দ্রব্যাদি ও অর্থাদিদ্বারা যাঁহারা কিছুমাত্রও সহযোগিতা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং শ্রীধামেশ্বরের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করুন।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, } বৈশাখ ১৩৬৮ { ৩য় সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়:—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



১৩শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৪ ত্রিবিক্রম, ৪৭৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৮ ; ইং ১৪।৫।১৯৬১ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্" (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
অষ্টমেঽধ্যায়ে—২৮—৩৫)

মন্যে ত্বাং কালমীশাননমনাদি-নিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ॥ ২৮॥

হে কৃষ্ণ, তুমি সকলেরই কালস্বরূপ শুধু দেবকী-পুত্র নহ, কারণ তুমি সকলের নিয়ন্তা ; তোমার কোন আদি বা অন্ত নাই ; তুমি প্রভু, তোমার সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি ; যেহেতু পার্থ-সারথি হইলেও তোমাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়া প্রাণিগণই পরস্পর কলহ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তোমাতে স্বরূপতঃ বৈষম্য নাই॥ ২৮॥

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচি-
দ্দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

হে ঈশ্বর, তোমার কখন কেহই প্রিয় মিত্র অথবা অপ্রিয় শত্রু নাই। অতএব তুমি মানবগণের লৌকিকী লীলানুকরণে উদ্যত হইয়া যাহা সম্পাদন করিতে অভিলাষ কর, তোমার সেই অভীপ্সিত বিষয় কেহই জানিতে পারে না। তোমাতে মানবগণ অনুগ্রহ-নিগ্রহরূপ বিপর্য্যয় বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্ত-বিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

হে জগদন্তর্যামিন্, তুমি অনাদি, নিষ্ক্রিয়; তুমি পরমাত্মা, অন্তর্যামী; তুমি পশুলীলায় বরাহাদিরূপে, নরলীলায় রামাদি-রূপে, ঋষিলীলায় নর-নারায়ণাদিরূপে, জলজন্তু-লীলায় মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছ, তৎসমস্তই কেবল অভিনয় অর্থাৎ লোক-প্রবঞ্চনা মাত্র ॥ ৩০ ॥

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রু-কলিলাঞ্জন-সম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিলীয় ভয়-ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

(হে দামোদর !) গোপরাজ-পত্নী যশোদা, দধিভাণ্ড ছিদ্রীকরণাপরাধে তোমাকে যে মুহূর্ত্তে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করিলেন অমনি তোমার নেত্রাঞ্জন অশ্রু-মিশ্রিত হওয়ায় ব্যাকুল-নয়নে তুমি মুখটী নত করিয়া মাতা তাড়না করিবেন—এই ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলে সাক্ষাৎ মহাকালেরও ভয়স্বরূপ সেই তোমার তৎকালে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আমি এখনও বিমুগ্ধ হইতেছি ॥ ৩১ ॥

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

(হে অজ !) মলয় পর্ব্বতের যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত যেমন চন্দন-বৃক্ষের জন্ম হয়, তদ্রূপ পুণ্যশ্লোক প্রিয় যুধিষ্ঠিরের অথবা পবিত্র-কীর্ত্তি যদুর কীর্ত্তির জন্য তদ্বংশে জন্মরহিত ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥

(হে ভক্তবৎসল !) এই জগতের মঙ্গল এবং অসুর-গণের বধের নিমিত্ত স্বয়ং জন্মরহিত হইলেও, তোমাকে যাঞ্চা করায় পূর্ব্বজন্মে সুতপা পৃশ্নিরূপী ক্ষত্রিয়-দম্পতি বসুদেব ও দেবকীর পুত্রত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরি ভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

(হে ভূভারহারিন্ !) সমুদ্রের মধ্যে বিপুল-ভারবশতঃ মজ্জমান নৌকার ন্যায় প্রবল পাপভারে অবসন্নপ্রায় পৃথিবীর ভার-হরণের জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রার্থনা-ফলেই অবতীর্ণ হইয়াছিলে, ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ।
শ্রবণ-স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

হে গোবিন্দ, এই সংসারে তোমার পরমানন্দ স্বরূপের অজ্ঞানরূপিণী যে অবিদ্যা, তজ্জনিত জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধি হয়, তাহা হইতে কামের উৎপত্তি। সেই কামজাত দগ্ধীভূত জীবগণের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য শ্রবণ ও স্মরণের যোগ্য তোমার যে-সকল লীলা আছে তাহা সম্পাদন করিবে বলিয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত-জনগণকে 'গৌড়ীয়' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের উত্তরাংশসমূহকে 'গৌড়দেশ' বলা হয়। জড়দেশের অনুভূতি অনুসারে গৃহব্রতগণ গৌড়দেশকে পার্থিব ভূমিবিশেষ জ্ঞান করেন। কিন্তু অপার্থিব দর্শনে বৈকুণ্ঠের দ্রষ্টৃবর্গ গৌড়দেশকে চিন্ময় রাজ্য জানেন। সেই চিন্ময় রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আশ্রিত জনগণের নিকট গৌড়ীয়েশ্বর-নামে পরিচিত। তদনুসারে গোলোকপতি **'গৌড়ীয়া-নাথ'** অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও গৌড়ীয়গণের নিত্যারাধ্য। যাঁহারা গৌড়দেশকে প্রাকৃত দেশ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের ধারণায় যাঁহারা গৌড়দেশবাসী, তাঁহারা নিত্যজগতের—চিন্ময় জগতের—আনন্দময় জগতের অধিবাসী নহেন।

সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌর-ভগবানের আশ্রিত সেবকগণ—সকলেই কার্ষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্য সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগকে দেশবিশেষের অধিবাসী জ্ঞান করার পরিবর্ত্তে নিত্য চিদানন্দময় রাজ্যের অধিবাসী জানিতে হইবে। 'গৌড়ীয়' বলিতে কার্ষ্ণকে বুঝাইলেও অনেকেই জড়বিচারে গৌড়ীয়কে অচিদ্‌রাজ্যের অধিবাসী জানিয়া মৎসর ভাবাপন্ন হন; কিন্তু **গৌড়ীয় চিরদিনই নির্ম্মৎসর।** গৌড়ীয়ের বিনাশ নাই—তিনি অমৃত, গৌড়ীয়ের অনভিজ্ঞতা নাই—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, গৌড়ীয়ের কোন দুঃখ নাই—তিনি প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি গোপীভর্ত্তার নিত্যদাসগণের দাসানুদাস।

শ্রীগৌড়ীয়গণ নিত্য। **তাঁহাদের নিত্যবন্ধু সাময়িকপত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।** আবির্ভাব-কাল হইতেই গৌড়ীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিতে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক-তাৎপর্য্যানুসারে আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। পুরূরবঃ-প্রসঙ্গে কথিত দুঃসঙ্গ-নিরূপণ, তাহার পরিত্যাগ এবং সৎসঙ্গ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-নির্দ্দেশে সাধুর নিত্য আনন্দময় চিন্ময় বাক্যসমূহ—অসতের জিহ্বা-ছেদনে খড়্গ-সদৃশ। তাঁহার প্রচারিত সেই বাক্যাবলী ভগবৎসেবা বিমুখ জনগণের গোপনে সংরক্ষিত ভোগ বা ত্যাগ-চিন্তাময়-দেহের ছেদনকারী। গৌড়ীয়ের কৃত্য,—**বদ্ধজীবগণের ভোগানন্দ বিধান-কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ।** তাহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য—তাহাদের অগৌড়ীয় ভাবসমূহ যাহাতে সজীব না থাকে, তজ্জন্য তিনি ঘাতকের কার্য্য করেন। হরিবিমুখ জগতে ঘাতকের হননকার্য্য দোষাবহ, কিন্তু চিন্ময়

বৈকুণ্ঠকথা-রূপ খড়্গ সর্ব্বদাই জীবের নিত্য উপকার বিধান করেন। সাধুর হরিকথা-রূপ খড়্গ হরিসেবা-বিমুখজনগণের গতিশীল কলেবরের পুষ্টি-সাধন করা দূরে থাকুক, তাদৃশী প্রবৃত্তির শিরশ্ছেদনে সতত ব্যস্ত। ভূতাবিষ্ট-জনগণের কলেবরে প্রবিষ্ট ভূতের ওঝার মন্ত্র যেরূপ ভূতের সর্ব্বনাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জনগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে বিতৃষ্ণা-রূপ দেহ-সমূহের শিরোভাগ দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহাদের সজীবতা নাশ করেন। জীব ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইয়া ভোগ বা ত্যাগের কল্পনাকে পশ্চাতে রাখিয়া বৈকুণ্ঠজীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

ভগবৎসেবা-বিমুখতাই অসাধুতা; উহা ভোগ বা ত্যাগের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এই পার্থিব ভূমিদ্বয়ের অবস্থান হইতে বদ্ধজীব উদ্ধার-লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। **সাধুর সঙ্গ-প্রভাবেই বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণে অধিকার হয়।** বৈকুণ্ঠকথায় কি-প্রকার লোকাতীত শক্তি নিহিত আছে, সাধুসঙ্গকারী ব্যক্তির নিকটই তাহার পরিচয় আছে। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই হরিকথা এবং হরির রূপ, হরির ঐশ্বর্য্য, হরির বীর্য্য, হরির যশঃ, হরির শোভা, হরির জ্ঞান, হরিমায়া-বিরাগ প্রভৃতির শ্রবণে অধিকার লাভ হয়।

ভগবান্ শ্রীহরিতেই সমগ্রতা আছে; তাঁহাতে মায়াবদ্ধ জীবগণের খণ্ডিত বিচারের আরোপ বা অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রবণ-মুখে শ্রীহরির ভগবত্তার ছয়টি আদর্শ জীবের লব্ধ হইলেই তাহাকে "হরি-প্রসঙ্গ" বলে। **শ্রবণের পরবর্ত্তি-ক্রিয়ায় জিহ্বার ও ওষ্ঠের সাহায্য পাওয়া যায়।** শ্রবণ হইতেই জানা যায় যে, আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমানকালে হরি-সেবা-বিমুখ হইয়া আমাদের শুভ আকাঙ্ক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে মৎসরধর্ম্মে কাম-ক্রোধাদির সেবা-সূত্রে আমাদের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত আছেন। কেহ বা মৎসরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণানন্তর আমাদের সহিত নিত্য-সৌহার্দ্দ-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। আমাদের সহযোগি-গণ শ্রুত হরিকথা একযোগেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন করিলেই পরস্পরের হরিসেবা-চেষ্টার উদ্দীপন হইয়া থাকে এবং আমরাও পরমোৎসাহে, যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বোত্তম উপকাররূপ দয়ার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই হৃদয় ও কর্ণ পুলকিত হয়।

হরিকথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চিত্ত হরি-রসের তারতম্যক্রমে উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করে। তখন আর অন্য কথা ভাল লাগে না—সহযোগি-কর্ণকে আত্মা

উত্তরোত্তর হরিকথা-শ্রবণকার্য্যেই নিযুক্ত করে। হৃদয়ের ভোগপিপাসার বা ত্যাগৌষধির সন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া আমরা যখন হরিকথাশ্রবণে উৎকর্ণ হই, সেই সময় বৈকুণ্ঠ-বিক্রম আমাদের চিন্তাধারের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে। এই সৎসঙ্গ-প্রভাবে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে—কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের পার্থিব ভোগ-বাসনা বা অপার্থিব ত্যাগ-বাসনায় বিজয়ী হইবার দুষ্পিপাসা বিদূরিত হয়। তখন ইতর কথায় অরুচি হওয়ায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার এবং হরিকীর্ত্তন করিবার আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। যেকালে তৎপ্রতি আগ্রহ শিথিল হয়, সেইকালে কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য প্রকার সাধন-প্রণালীর দাস্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হরিকীর্ত্তনে অনুমোদন লাভ করিলে আমাদের দুরভিলাষ বৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জড়কথায় অশ্রদ্ধা হওয়ায় ও তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়া আমরা হরিসেবা-বিমুখ যাবতীয় কথায় অশ্রদ্ধা-স্থাপনে ব্যস্ত হই। **এই অশ্রদ্ধা বা অপ্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানই আমাদের চরম মঙ্গলপথে আস্থা-স্থাপনের বৃত্তিবিশেষ।** ক্রমশঃ চক্রাকারে এই সকল বৃত্তি উৎক্রমগতিতে দোদুল্যমানরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রদ্ধা হইতেই সাধুসঙ্গ, কীর্ত্তনাত্মক-সঙ্গ, তৎপ্রভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখতা, ক্ষণভঙ্গুর ভোগরাজ্যে ক্রমশঃ উদাসীনতা, ঔদাসীন্যে সর্ব্বতোভাবে অসাধুসঙ্গ-পরিহারেচ্ছা ও অসাধু অনুষ্ঠান হইতে নিত্যবিরতি, সঙ্গে সঙ্গে ভজনে অবিক্ষেপ-নৈরন্তর্য্য, তাহার পরেই ভজনে 'রুচি' এবং রুচি গাঢ়তর হইলেই আসক্তির পর হৃদ্‌গতভাবে সুষ্ঠু সমাস্থিতি,—উহারই অপর নাম 'রতি'। ভগবদ্‌রতির উদয়ে সমগ্র ঐশ্বর্য্যাদির আকর বস্তুতে লোভের উদয় হয়। সেই লোভাশ্লিষ্টা রতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর মিলনে চিন্ময় রসের উদয় করাইয়া জড়রসের নিবৃত্তি করায়। জড়রস-নিবৃত্তিই অনর্থনিবৃত্তি। উহার পরেই চিদ্‌রসপ্রবৃত্তি আমাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত রাখে। এই ক্রমপদ্ধতি সাধন-ভক্তিরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাবসেবায় আত্মনিয়োগ করায়, ইহাই উৎক্রমদশার ক্রম। সাধুসঙ্গের অভাবে জড়জগৎ হইতে উৎক্রান্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই। **ক্রমপদ্ধতিই অবলম্বনীয়; উহা সাধুসঙ্গ হইতেই সম্ভব।** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিতগণ সাময়িকপত্র গৌড়ীয়ের মারফতেই সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া থাকেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

উপদেশামৃতের পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর লক্ষণ—

[বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং, জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ, সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥১॥]

শ্রীশ্রীগৌড়্রমচন্দ্রায় নমঃ ॥

যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি।
শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্ ॥
নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ।
ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ 'পীযূষ-পরিবেশনী'॥
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।১।৯)

এই কারিকা-সম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন-সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধা ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ-শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥"

(শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

এই শ্লোকে প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টি বেগ যে-ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সনর্থ হ'ন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

"শোকমর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা ভবেৎ ॥ (শ্রীপদ্মপুরাণ)

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচনপ্রয়োগদ্বারা ; মানস-বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথ

দ্বারা, ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি-প্রয়োগদ্বারা, জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, কটু, লবণ, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস-লালসাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসদ্বারা ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসাদ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং, চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তি-প্রবণ করিবার জন্য অস্মদাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটীর সর্ব্বাগ্রে অবতারণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্‌বর্গ-নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন, তাহা নহে; কিন্তু, ভক্তিমন্দিরের প্রবেশের যোগ্যতাসাধন-মাত্র। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্‌বর্গ-নিবৃত্তির উপদেশ আছে। তত্তৎ-সাধন-প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ-ভক্তি।

ভক্তির অনুশীলন-সময়ে উক্ত ষড়্‌বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ-নামাপরাধ-দমনচেষ্টার মধ্যে নামবল-কৃপায় এই প্রতিবন্ধকও শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হ'ন। তদাশ্রয় অপরাধ; যথা,—

"শ্রুত্বাপি নাম-মাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥"

(শ্রীপদ্মপুরাণ)

ভক্তগণ যুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ, অর্থাৎ শুষ্কবৈরাগ্যের অধিকারী ন'ন। সুতরাং, বিষয়সংস্পর্শাদি-পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসত্তৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র-বেগ, ঘ্রাণ-বেগ ও শ্রবণ-বেগ নিয়মিত হয়। অতএব, ষড়্‌বেগ-জয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বীজয়ী হ'ন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহিভক্তের পক্ষে; কেন না, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদিবর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে॥১॥

ভক্তির প্রতিকূল ষড়্‌দোষ—

[অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥২॥]

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টি দোষ ভক্তিবিরোধী। অত্যাহার—অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ-নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা, ততোঽধিক সঞ্চয়ে

অত্যাহার ; ভজনপ্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না। প্রয়াস —ভক্তি-বিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প—কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা। নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকারপ্রাপ্তি-সময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ—এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ—শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্যজনসঙ্গ। লৌল্য—নানা-মতবাদিসঙ্গে অস্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি-বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয় ॥২॥

ভক্তির অনুকূল ষড় গুণ—

[উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩॥]

জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন—এই দুইটিই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল-ক্রিয়ার ব্যবস্থা, শেষার্দ্ধে ভক্ত-জীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি হইতে ভক্তি-সিদ্ধ হ'ন। উৎসাহ—ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়—দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য—অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম, বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি —দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ-সুখ-পরিত্যাগাদি—নিষেধ। সঙ্গত্যাগ —অধর্ম্ম, স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন ; গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ-ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম-বিধিসম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি ॥৩॥

ষড়্বিধ প্রীতি-লক্ষণ—

[দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥৪॥]

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল ; সুতরাং ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গ-শোধক শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি

এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্ত-দত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত-বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত-দত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান – এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে ॥৪॥

মধ্যমাধিকারীর ত্রিবিধ-বৈষ্ণব-সেবন—

[কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥]

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)

এই শিক্ষানুসারে সাধক যত-দিন মধ্যম-ভক্ত পদবীতে থাকেন, তত দিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শত্রু-মিত্র, ভক্তাভক্তাদি-ভেদ উত্তম-ভক্তের নাই। মধ্যম-ভক্ত ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার (মধ্যমভক্তের) ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যোষিৎ-সঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য, কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব-হেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল 'বালিশ' জানিয়া মধ্যম-ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবেন। অন্যনিন্দা-শূন্য মহাভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ জানিয়া কৃতার্থ-বোধে আদর করিবেন। এই-প্রকার বৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল ॥৫॥

প্রাকৃত-দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-দর্শন নিষিদ্ধ—

[দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥৬॥]

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়, —ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব

নয়। বপুগত, স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে; যথা—কদর্য্য-লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদি-জনিত কু-দর্শন—এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্ম-প্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্‌বুদ্-ফেন-পঙ্ক-দ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব-দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং, ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তত্তদ্দোষ-দৃষ্টি-ক্রমে হেয় জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন ॥ ৬ ॥

অবিদ্যাবিনাশ ও নামে রুচি-উদয়ের উপায়—

[স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥]

তৃতীয় শ্লোকে যে-সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি-অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু, আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশ করত পরম স্বাদ্বী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপ বিভুচৈতন্য-সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করত স্ব-স্বভাব-ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার, সাধুগুরু-প্রসাদে অনুদিন সেই নাম-চরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে-পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই-পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি-বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা-নাশ হয়। সিতোপলাই তুলনা-স্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না; ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্তের যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব, পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণনামোদিত রূপ-লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে ॥৭॥

শ্রীব্রজভজন-প্রণালী—

[তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥ ৮ ॥]

এই অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি-প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য-সাধনাভিপ্রায়ে নাম-রূপ-চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ-বিধি-যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজ-রসানুরাগি-জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে। এই মানস-সেবায়, মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥

ভজনীয়-স্থানসমূহের তারতম্য—

[বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ ৯ ॥]

ভজন-স্থান-মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্ম-নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণ-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজন-বিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করত পূর্ব্বোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

সাধক ও ভক্তের স্তরভেদ—

[কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ ১০ ॥]

জগতে যত-প্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ড-তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়; তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞান-বিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত-মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয়, সেইরূপ

তদীয় কুণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকাল'-ভজন করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নায়ীর সৌভাগ্য-পরাকাষ্ঠা—

[কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥]

(ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীউপদেশামৃতৈকাদশকং সমাপ্তম্)

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য-প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ, শ্রীরাধাকুণ্ড-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম শ্রীনারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে, সেই কুণ্ড তাহা অনায়াসে প্রদান করেন। সুতরাং, **শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন-পরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী ॥ ১১ ॥**

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ।
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্ম-নিবেদিনঃ ॥
স্বস্য ভজন-সৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ।
ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুম-নিবাসিনা ॥
প্রভোশ্চতুঃশতাব্দে চ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে।
রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ 'পীযূষবর্ষিণী' ॥

॥ শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু ॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরাধাতত্ত্ব

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেবের সার।
লীলাহেতু অনন্তশক্তির বিস্তার॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রিশক্তি প্রধান।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি নাম॥
চিচ্ছক্তির পরিণাম চিন্ময়-ধাম।
সর্ব্বপরিকর-সহ যথা অবস্থান॥
চিচ্ছক্তির আর হয় প্রভাব তিন।
নাম হয়—সান্ধিনী; সম্বিৎ; হ্লাদিনী॥
কৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপ হ্লাদিনী-শক্তি।
যাঁহার কৃপায় লভে দেবী কৃষ্ণভক্তি॥
যখনই কৃষ্ণের সূত্রপাত লীলার।
বামস্কন্ধ হইতে গৌর-তেজ তাঁহার॥
তেজ হইতে আবির্ভূত হইলা লীলা।
তাহাতেই শ্রীরাধা করিল বিচিত্র খেলা॥
রাধিকা করে কৃষ্ণের আনন্দ-বিধান।
সেইহেতু কৃষ্ণের আনন্দময় নাম॥
কৃষ্ণ-সেবার বিগ্রহ, রস-নির্ঝরিণী।
ভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ-বিমোহিনী॥
রাধার সেবা-মাধুর্য্যে ভুলিয়া আপনি।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ হইল রাধারাণী॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের পরে বলে যদি রাধা।
তত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য হয় ভজনেতে বাধা॥
মোহবশে রাধিকায় নিন্দে যদি কেহ।
অনাচার মূর্খ পাপী হরিদ্বেষী তেহঁ॥
রাধিকা কৃষ্ণের দুই হয় একঅঙ্গ।
যেন দুগ্ধ আর ধবলতা নহে ভিন্ন॥

ব্রজগোপী মণ্ডলেহ শ্রীরাধা উত্তমা।
শ্রীকৃষ্ণে করিয়াছিল অধিক আরাধনা॥
সেইহেতু রাসে সব গোপীরে ত্যজিয়া।
আসিয়াছেন গোবিন্দ প্রীতিযুক্ত হঞা॥
বৃন্দাবন-রাসে কৃষ্ণবক্ষ-বিহারিণী।
বৈকুণ্ঠে নারায়ণার্চ্চনে নারায়ণী॥
শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যা বিষ্ণু-বক্ষঃস্থলে।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার পদমূলে॥
গায়ত্রীরূপে রাধা বেদমাতা ভারতী।
ভূতলে হরের জায়া দেবী পার্ব্বতী॥
সর্ব্ব আরাধ্যা সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আকর।
অংশিনী শ্রীরাধা সর্ব্ব শ্রীলক্ষ্মীগণের॥
পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণ চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধা-নাম সংযোগে কৃষ্ণ-নাম-মহত্ত্ব॥
নিত্যকাল শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের অঙ্কে।
আর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে॥
সিন্ধু-উর্ম্মিমালা কভু নাহি হয় ভিন্ন।
রাধা-কৃষ্ণ এক হয় অপরূপ চিহ্ন॥
তত্ত্ববস্তু সদা এক কভু নহে ভেদ।
স্বেচ্ছায় লীলার লাগি প্রকটে দ্বিবিধ॥
ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যথা বৃন্দাবন।
রাধার মিলনে তথা ধন্য গোপীগণ॥
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পরিচর্য্যা, শ্রদ্ধা, ভক্তি।
আর মনোভাব-জ্ঞাতা-রাধা আদ্যাশক্তি॥
শ্রীরাধা-ভজনেতে মতি নাহি যার।
কৃষ্ণ-ভজনের চেষ্টা বৃথা গেল তার॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

গোপাল-তাপনী (২)

এক সময় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রিয়-গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে শ্যামসুন্দর, আমাদের মনোভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—মহর্ষি দুর্বাসাকে ভোজন করান উচিত। তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন--দুর্বাসা যমুনার অপর পারে অবস্থিত। অগাধ যমুনা কিরূপে অতিক্রম করিয়া তাঁহার আশ্রমে যাইব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ শ্যামসুন্দর পূর্ণ ব্রহ্মচারী, এই কথা কহিতে থাকিলে যমুনা তোমাদিগকে পরপারের মার্গ প্রদান করিবে। আমার স্মরণে অগাধ বারি অগভীর হয়, অপবিত্র বস্তু পবিত্র হয়, ব্রতহীন ব্যক্তি ব্রতধারী হয়, সকাম ব্যক্তি নিষ্কাম আত্মারাম হয় এবং বেদজ্ঞানরহিত ব্যক্তি বেদজ্ঞ হয়।

শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মহাদেবের অংশভূত দুর্বাসার স্মরণ ও ভগবৎকথিত নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনার পরপারে দুর্বাসার আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহারা দুর্বাসাকে বিচিত্র সামগ্রী ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিলে দুর্বাসা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা সূর্য্যকন্যা যমুনা কিরূপে পার হইব? দুর্বাসা বলিলেন—দুর্বাসা দূর্ব্বাভোজী, এই কথা স্মরণ করিয়া অনায়াসে যমুনা পার হইবে। তখন গোপীগণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের সহিত নিত্যবিহারশীল কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন? আর বিচিত্র দ্রব্য ভোজন করিয়া দুর্বাসা কি-প্রকারে দূর্ব্বাভোজী হইলেন? দুর্বাসা বলিলেন—আকাশ শব্দগুণযুক্ত, কিন্তু পরমাত্মা শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন হইয়াও ঐ শব্দগুণযুক্ত আকাশে বিরাজিত। ঐ শব্দবান্ আকাশ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মাই আমি। অতএব আমি ভোক্তা কি-প্রকারে হই? বায়ু স্পর্শগুণযুক্ত। পরমাত্মা বায়ু ও স্পর্শগুণ হইতে ভিন্ন হইয়াও বায়ুতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। আমি সেই পরমাত্মা ভিন্ন আত্মা ভোক্তা কিরূপে হইব? তেজ রূপ-গুণে যুক্ত। পরমাত্মা ঐ তেজ ও রূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও অন্তর্যামিরূপে তেজে অবস্থিত। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মা ভোক্তা কি-প্রকারে হইতে পারি? এই প্রকার জল রসগুণযুক্ত এবং পৃথিবী গন্ধগুণ-

যুক্ত। ঐ উভয় হইতে ভিন্ন অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা ঐ বস্তুতে অবস্থিত হইলেও উহারা পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মা কি-প্রকারে ভোক্তা হইতে পারি? মনই আকাশাদি-বিষয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প করে, মনই বিষয় গ্রহণ করে। যখন আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, তখন বিশুদ্ধ আত্মা ভোক্তা হইতে পারে না।

তোমাদের প্রিয়তম শ্যামসুন্দর ব্যষ্টি-সমষ্টি স্থূল-সূক্ষ্ম সকলের কারণ। সর্ব্বদা একত্র অবস্থানকারী দুই পক্ষীর মত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। তন্মধ্যে পরমাত্মার অংশভূত আত্মা ভোক্তা এবং তাহা হইতে ভিন্ন অভোক্তা পরমাত্মা কেবল সাক্ষী। ঐ অভোক্তা পরমাত্মাই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরমেশ্বর। যিনি বিদ্যা-অবিদ্যা উভয় হইতেই বিলক্ষণ, পরন্তু যিনি বিদ্যাময়, তিনি কিরূপে বিষয়ী হইতে পারেন?

যে ব্যক্তি কামনা-পরবশ হইয়া ভোগের অভিলাষ করে সে কামী। কিন্তু যাঁহার কোন অভিলাষ নাই পরন্তু প্রেমবশ্য হইয়া প্রেমিক ভক্তের প্রদত্ত বিষয় ভোগ করেন, তিনি অকামী; কামনা ও আসক্তি তাঁহাতে নাই। তিনি জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদি শারীর-ধর্ম্ম-রহিত। যিনি সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজমান, যিনি গো-সকলে বিরাজিত, যিনি গোপগণের মধ্যে অবস্থিত, যিনি সমস্ত দেবগণ মধ্যে অন্তর্যামী-স্বরূপে বর্ত্তমান, সমস্ত বেদ যাঁহার মহিমা গান করেন এবং চরাচর ভূতে পরমাত্মরূপে যিনি স্থিত, তিনিই তোমাদের স্বামী পরমেশ্বর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তখন গোপীপ্রধানা গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করেন—এই অদ্ভুত অচিন্ত্য মহিমাশালী শ্রীকৃষ্ণ কি-প্রকারে আমাদের নিকট প্রকট হইলেন? আপনিই বা তাঁহার তত্ত্ব কিরূপে জানিলেন? তাঁহার প্রাপ্তিস্বরূপ সাধন কি? তাঁহার নিবাস-স্থান কোথায়? তিনি কিরূপে দেবকী-গর্ভে প্রকটিত হন? তাঁহার অগ্রজ বলরামই বা কে? তাঁহার পূজা কি-প্রকার? প্রকৃতির অতীত বস্তু তিনি কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন?

দুর্বাসা উত্তর করিলেন—এ কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ যে, সৃষ্টির আদিতে এক-মাত্র নারায়ণ ছিলেন, তাঁহাতে সমস্ত লোক ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত ছিল। তাঁহার মানসিক সঙ্কল্পক্রমে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা ভগবানের আদেশে তপস্যা করিয়া ভগবানের তত্ত্ব অবগত হন। ব্রহ্মা ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন—হে ভগবন্! সমস্ত অবতারের

মধ্যে কোন্ অবতার শ্রেষ্ঠ? যাঁহার প্রতি সমস্ত লোক ও সমস্ত দেবতা প্রীতি করেন এবং যাঁহার স্মরণপ্রভাবে মনুষ্যগণ সংসার হইতে মুক্ত হয়? আর এই অবতার-শ্রেষ্ঠের পরব্রহ্মতা কিরূপে সিদ্ধ?

ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেন—যে-প্রকার মেরু শিখরের উপর বিখ্যাত সপ্তলোকপালের সপ্তপুরী আছে। সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যপ্রভাবে যে-সকল পুরীতে গমন করিতে পারে, সেই প্রকার ভূগোলচক্রে সপ্তপুরী বিরাজিত। তাহা সকাম নিষ্কাম সকলেরই সেবনযোগ্য। সে সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপী গোপালপুরী মথুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ভূতলোপরি এই পুরী অবস্থিত। তাহার কর্ণিকার স্থানে এই মথুরাপুরী এবং অন্যান্য দলে মধুবনাদি বন অবস্থিত। এই মথুরাপুরী শ্রীভগবানের চক্রদ্বারা সুরক্ষিত। মধুবন, বহুলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, তালবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন, লোহবন, কাম্যবন ও বৃন্দাবন, এই দ্বাদশবন মথুরাপুরীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। এই-সমস্ত স্থানে দেবতা মনুষ্য গন্ধর্ব্ব নাগ কিন্নরাদি সকলে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। এই দ্বাদশ বনে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, সপ্তঋষি, ব্রহ্মা, নারদ, পঞ্চগণেশ, অম্বিকেশ্বর, বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বিশ্বেশ্বর, গোপালেশ্বর, ভদ্রেশ্বর আদি চতুর্বিংশতি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। এখানে সিদ্ধগণ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে শ্রীবলদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় মূর্ত্তি বিরাজিত। দ্বাদশ-বনে ভগবানের দ্বাদশ অর্চ্চামূর্ত্তি আছেন। যাঁহারা অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করেন তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন—গর্ভবাস, জন্ম, জরাদি তাপ হইতে অতিক্রান্ত হন।

এ বিষয়ে উক্তি আছে—এই ধাম ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত। ভগবানের শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-ধনু নিরন্তর ইহার রক্ষা করে। শ্রীবলভদ্রের মুষলাদিও ইহার রক্ষা করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধসহ এবং নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিসহ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ। তবে প্রণবের মাত্রা (অ, উ, ম ও অর্দ্ধমাত্রা) ভেদে চারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অকারাত্মক বিশ্বরূপ বলরাম, উকারাত্মক তেজরূপ প্রদ্যুম্ন মকারাত্মক প্রাজ্ঞরূপ অনিরুদ্ধ এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক তুরীয় রূপ ভগবান বাসুদেব।

অতএব ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্ম গোপালের ধ্যান করিবে।

ওঁ তৎসৎ পরব্রহ্ম গোপাল আমার আত্মা, তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনি ত্রিকালসত্য।

ভগবান্ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্। মথুরাপুরীতে আমার সর্ব্বদা নিবাস। আমার স্বরূপ সর্ব্বদা চিন্ময়। ইহাতে প্রাকৃতরূপের গন্ধ নাই, কিন্তু স্বপ্রকাশ বস্তু। যে আমার এই রূপের চিন্তন করে, সে নিশ্চয়ই আমার পরম ধামে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জম্বুদ্বীপের যে কোন প্রদেশে অবস্থান করিয়া পূজ্য সামগ্রীদ্বারা আমার বিগ্রহের পূজা করে এবং আমার ধ্যান করে, সে এই ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সর্ব্বাধিক প্রিয়। আমি মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণরূপেই সর্ব্বদা বিরাজ করি। অধিকারভেদে বিভিন্ন যুগে উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমার এই চারি রূপেরই উপাসনা করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে না, যাহারা কলির কবলে গ্রস্ত, তাহারাও মথুরাতে অবস্থান করিয়া আমায় ভজন করিলে নিশ্চয়ই উত্তম গতিলাভ করিবে।

সম্পূর্ণ বিশ্বের আধারভূত ভগবান্ গোপাল 'ওঁ'-রূপে অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণবীজ 'ক্লীং' ও 'ওঁ'-কারে কোন ভেদ নাই। মথুরাপুরীতে যাহারা আমার চতুর্ভুজ-রূপের ধ্যান করে, তাহারা মোক্ষ-সুখ প্রাপ্ত হয়।

ধ্যানের বিধি—ভক্তের বিকশিত অষ্টদল হৃদয়-কমলে শ্রীভগবান্ বিরাজিত। তাহার শ্রীচরণদ্বয় শঙ্খ, ধ্বজা, ছত্রাদি চিহ্নে সুশোভিত। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং কৌস্তুভমণি অদ্ভুত প্রভায় প্রকাশিত। তাঁহার চারিহস্ত শঙ্খ, চক্র, শার্ঙ্গ-ধনু পদ্ম এবং গদাতে সুশোভিত। কণ্ঠে ধৃত বনমালা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক শোভাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। মস্তকে কিরীট এবং কর্ণে কুণ্ডল ঝলমল করিতেছে। হস্তে কঙ্কণ, স্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র পরিহিত। নিজ ভক্তজনকে অভয় প্রদানে উন্মুখ মুদ্রায় অবস্থিত। এই রূপ অথবা দ্বিভুজ মুরলীধর রূপের চিন্তা করিবে।

সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মন্থন করিয়া তাহার সারস্বরূপ মথুরা বলা হয়। এখানে অষ্টদিক্‌পালরূপী অষ্টকমলদল বিভূতি, এই ভূমি জগতের রূপে প্রকাশিত। এই কমল সংসার-সমুদ্রেই প্রকটিত। যাহাদের অন্তঃকরণ রাগ-দ্বেষাদিশূন্য—সর্ব্বতোভাবে সম, তাহারাই এই কমলের সেবা করেন। চন্দ্র-সূর্য্যের দিব্য-কিরণ ইহার পতাকাস্বরূপ এবং সুবর্ণময় মেরু-পর্ব্বত ইহার ধ্বজা। ব্রহ্মলোক ছত্র, সপ্ত পাতাল আমার চরণস্বরূপ। লক্ষ্মীর নিবাসভূত যে শ্রীবৎস, তাহা আমারই স্বরূপ। ঐ শ্রীবৎস (চন্দ্রাকৃতি দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী)

আমার বক্ষে চিহ্নিত। এজন্য ইহার নাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন। ভগবৎ-স্বরূপভূত যে তেজে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি আদি তেজঃপদার্থ প্রকাশিত হয়, তাহা শ্রীভগবানের কৌস্তুভ-মণির আলোক। সত্ত্ব, রজ, তম ও অহঙ্কার এই চারিটী আমার চারি ভুজ। আমার হাতে পঞ্চভূতাত্মক পাঞ্চজন্য শঙ্খ অবস্থিত। অত্যন্ত চঞ্চল সমষ্টি মন আমার হাতের চক্র। আদি মায়া শার্ঙ্গধনু, আর সমস্ত বিশ্বই কমলরূপে আমার হাতে অবস্থিত। সর্ব্বদা অপ্রতিহত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চারিটী দিব্য কেয়ুর (ভুজবন্ধ) আমার চার বাহুতে বিরাজমান। আমার কণ্ঠ নিগুর্ণ, অজন্মা মায়া দ্বারা তাহা আবৃত। এ জন্য তোমার মানসপুত্র সনকাদি মুনিগণ অবিদ্যাকে আমার কণ্ঠমালা বলিয়া থাকে। কূটস্থ সৎস্বরূপই আমার কিরীট। ক্ষর এবং উত্তম জীব আমার কাণের কুণ্ডলস্বরূপ। এই প্রকার আমার ধ্যান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! আমার সগুণ-নিগুর্ণ উভয় রূপেরই বর্ণন করিলাম।

দুর্বাসা শ্রীমতী রাধিকাকে বলিলেন, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এইরূপ উপাসনার কথা উপদেশ করিয়া দৃষ্টি-সামর্থ্য দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমি ব্রহ্মার নিকট এবং তাঁহার মানসপুত্রগণের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই যথাযথ বর্ণন করিলাম। অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

হরিনাম সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ হরিনামকে জীবন বলিয়া বন্দনা করিতেছেন। যথা—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবেদনো বিধিঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৪২ ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই,

অন্য গতি নাই। একবার মাত্র চৈতন্যস্বরূপ হরির নাম উচ্চারণে যে ফললাভ হয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং সহস্রবদন অনন্তও সে ফল বর্ণন করিতে সমর্থ হন না।

ভগাবান্ শ্রীহরি শিবজীকেও বলিয়াছেন—

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদং মম।
মৃত্যু-সঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যমবধারয়॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৬৭ ধৃত বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর)

হে শম্ভো, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার 'কৃষ্ণ' এই নাম অতি গোপনীয়; অধিক কি বলিব, ইহা মৃত-সঞ্জীবনী বলিয়া জানিও।

শ্রীনাম সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮৩ ধৃত পদ্মপুরাণ)

বিষ্ণুর এক একটি নাম সকল বেদ অপেক্ষা অধিক।

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৯৮ ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

উক্ত শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্যেত্যনেন নামনামিনোরভেদাৎ নাম্নোঽপি সর্ব্বার্থযুক্ততা সূচিতৈব।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া শ্রীহরির ন্যায় তাঁহার নামও সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বফল প্রদানকারী। তাই শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন নাম-কীর্ত্তনদ্বারা জীবের ঐহিক ও পারত্রিক সকল মঙ্গল লাভ হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও ভাঃ ৩।৯।১৫ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'অবতারাদিসদৃশানি তত্তুল্য শক্তীনি নামানি।' অর্থাৎ ভগবন্নাম ভগবদবতারাদির ন্যায় তুল্য শক্তিশালী। ভগবন্নাম সর্ব্বশক্তিমান্। তাহা আমাদিগকে জানাইবার জন্য শাস্ত্র আরও বলেন—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ (স্কন্দপুরাণ)

সকল দেবের ও মহদ্‌গণের মধ্যে এবং দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্র, রাজসূয়-অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ও অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে যে সকল সর্ব্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী

শক্তি নিহিত আছে, ভগবান শ্রীহরি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীনামের প্রভাব সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়েচ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্ বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্ব ভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতিজননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥ (পদ্যাবলী)

ভগবন্নাম জীবের যাবতীয় পাপ ও অপরাধ নষ্ট করেন, পুণ্য বা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করিয়া সত্যলোক বা স্বর্গসুখাদি ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আনিয়া দেন। ভগবন্নাম কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীনাম জীবের অবিদ্যা ধ্বংস করিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শন করাইয়া তাঁহার নিত্যদাস্যে নিযুক্ত করেন। পরমকরুণাময় অশ্রিত বৎসল শ্রীকৃষ্ণনাম নিজগুণে কৃপা করিয়া নিজ আশ্রিত ভক্তকে সংসার হইতে মুক্ত করেন এবং তাঁহাকে নিজ শ্যামসুন্দররূপ প্রদর্শন করাইয়া আত্মসাৎ করত নিজের নিত্যপার্ষদ করিয়া তাঁহাকে চিরসুখী করেন। এতই তাঁহার অত্যদ্ভুত মহিমা ও অপরিসীম দয়া!

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয়ে সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্বদেহ জর জর॥

করি এত উপদ্রব,　　চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল,　　মোরে ত বাতুল কৈল,
মোর-চিত্ত-বিত্ত সব হরে॥
লইনু আশ্রয় যার,　　হেন ব্যবহার তার,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়,　　যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম,　　অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন,　　দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা,　　ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া,　　কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া,
এ-দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি,　　অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত,　　সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥ (শরণাগতি)

শ্রীনাম সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ ব্রীভানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৬৮)

যে ব্যক্তি মরণ-সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহার প্রথমোচ্চারিত এক কৃষ্ণনামেই মুক্তি হইয়া থাকে। তবে অন্য যে দুই নাম অবশিষ্ট থাকেন তাঁহারা কোনও কার্য্য করিতে না পারিয়া লজ্জাবশতঃ বদনে ঋণী হইয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

নাম-নামিনোরভেদেন নাম্ন ঋণস্থত্বাৎ নামিনোঽপি ঋণস্থতয়া ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্ঞেয়ম্।

অর্থাৎ শ্রীনাম ঋণী হইয়া থাকেন বলাতে নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী স্বয়ং ভগবান্‌ও যে ঋণী হইয়া থাকেন—বশীভূত হন, তাহা পাওয়া গেল।

নাম সাক্ষাৎ ভগবান্। তাই মহাজনগণ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

হরিঃ কৃষ্ণঃ রাম ইতি নামত্রয়াত্মকো মহামন্ত্রঃ। তস্মিন্ সম্বোধনাত্মকানি ত্রীণি নামানি সন্তি। তত্র ত্রয়াণামর্থা যথা—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
আনন্দৈকসুখঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলনন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ইর্য্যতে॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তলীলাধিদৈবতম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্ নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

ইতি **মাধুর্য্যময়ী ব্যাখ্যা**।

অনুবাদ—'হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' এই তিন নামাত্মক মহামন্ত্র। তাহাতে সম্বোধনময় উক্ত তিনটী নাম আছে। ঐ তিনটী নামের অর্থ এইরূপ; তন্মধ্যে **মাধুর্য্যময়ী ব্যাখ্যা**, যথা—

চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবানের তত্ত্ব জানাইয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যগুলি বিনাশ করেন, এইজন্য জগতে ও শাস্ত্রে তিনি 'হরি'-নামে খ্যাত। একমাত্র আনন্দ-ঘন শোভাময় কমললোচন শ্যাম, গোকুলের আনন্দপ্রদ নন্দনন্দনই 'কৃষ্ণ' নামে কথিত। যিনি সর্ব্বোত্তম চতুর-চূড়ামণি; লীলার মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সর্ব্বদা শ্রীরাধাকে আনন্দ দান করিতেছেন (রময়তি—আনন্দয়তি), তিনি এইজন্য 'রাম' নামে অভিহিত।

হরতি ত্রিবিধং তাপং জন্মকোটিশতোদ্ভবম্।
পাপঞ্চ স্মরতাং যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিতি স্মৃতঃ॥
কৃষির্ভূবাচকশব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে॥

ইতি ঐশ্বর্য্যময়ী ব্যাখ্যা।

তন্মধ্যে **ঐশ্বর্য্যময়ী ব্যাখ্যা**, যথা—

স্মরণকারিগণের শতকোটি জন্মে জাত যাবতীয় ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও অধিভৌতিক) তাপ এবং পাপ হরণ করেন, এই জন্য তিনি 'হরি' নামে কথিত। 'কৃষি' শব্দ 'সত্তা' বাচক এবং 'ণ' শব্দ নির্বৃত্তি বা সুখবাচক; উহাদের ঐক্য পরব্রহ্মই 'কৃষ্ণ'নামে অভিহিত হন। যোগিগণ অনন্ত, চিন্ময় সত্যানন্দস্বরূপে রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এইজন্য সেই পরব্রহ্ম 'রাম' নামে কথিত হন।

তন্মধ্যে **যুগলস্মরণময়ী ব্যাখ্যা**, যথা—

মনো হরতি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী।
ততো **হরা শ্রীরাধৈব** তস্যাঃ সম্বোধনং হরে॥
অপগৃহ্য ত্রপাং ধর্ম্মং ধৈর্য্যং মানং ব্রজস্ত্রীণাম্।
বেণুনা কর্ষতি গৃহাত্তেন কৃষ্ণোঽভিধীয়তে॥
রময়ত্যনিশং রূপলাবণ্যৈর্ব্রজযোষিতাম্।
মনঃপঞ্চেন্দ্রিয়ানীহ রামস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি আনন্দময়ী শ্রীরাধা। কৃষ্ণের চিত্ত অপহরণ করেন, এই জন্য তাঁহার একটী নাম হরা; এই 'হরা'র সম্বোধনে 'হরে' পদ হয়। ব্রজ-রমণীগণের লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও মান বিনাশ করিয়া বেণু-রবে তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে আকর্ষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি স্বীয় রূপ-লাবণ্যে ব্রজ রমণীগণের মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা আনন্দিত করেন, সেইহেতু তিনি 'রাম' নামে কীর্ত্তিত হন।

"একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্।
মনোবাষ্প-নিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

যানি নামানি বিরহে জজাপ বার্ষভানবী।
তান্যেব তদ্ভাবযুক্তো গৌরচন্দ্রো জজাপ হ॥

শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥"

এক সময়ে কৃষ্ণের বিরহে প্রিয়ের মিলন ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরাধা মনের ক্লেশ দূরীকরণার্থ ইহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বিরহে যে নামগুলি জপ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই নামই জপ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ-নির্গত 'হরে কৃষ্ণ' এই বর্ণময় তাঁহার নামসমূহ বিশ্বকে প্রেমে মগ্ন করিয়া বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীল গোপালগুরু-গোস্বামি-প্রভুকৃতা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রস্য ব্যাখ্যা—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
আনন্দৈকসুখঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ইর্য্যতে॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তলীলাধিদৈবতম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্ নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

[সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবত্তত্ত্বকে জানাইয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সংসার হরণ করেন, এইজন্য তাঁহাকে 'হরি' বলিয়া স্মরণ করা হয়।

একমাত্র আনন্দবিনোদী পরম শোভাশালী পদ্মনেত্র গোকুলের আনন্দদায়ক নন্দতনয় শ্যাম 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দে কথিত হন।

সর্ব্বোত্তম রসিক-চূড়ামণি লীলার মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠাতৃদেব যিনি নিত্য শ্রীরাধাকে আনন্দ প্রদান করেন, এইহেতু তাঁহাকে 'রাম' বলা হয়।]

অজ্ঞান-তৎকার্য্য-বিনাশ-হেতোঃ
সুখাত্মনঃ শ্যামকিশোর মূর্ত্তেঃ।
শ্রীরাধিকায়া রমণস্য পুংসঃ
স্মরন্তি নিত্যং মহতাং মহান্তঃ॥
বিলোক্য তস্মিন্ রসিকং কৃতজ্ঞং
জিতেন্দ্রিয়ং শান্তমনন্যচিত্তম্।
কৃতার্থয়ন্তে কৃপয়া সুশিষ্যং
প্রদায় নামপ্রিয়যুক্ত-পথ্যম্॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
ততো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিগীয়তে॥
কৃষির্ভূবাচকশব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥
রাসাদি প্রেম-সৌখ্যার্থে হরের্হরতি যা মনঃ।
হরা সা গীয়তে সদ্ভির্বৃষভানুসুতা পরা॥
ব্রহ্মেশাদীন্মহেন্দ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ।
প্রগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে॥

তথা হি ক্রমদীপিকায়াং চন্দ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ—

মম নামশতেনৈব রাধানাম সমুত্তমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলম্॥

অর্থাৎ—ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য বিনাশার্থ সুখাত্মা শ্যাম-কিশোর-মূর্ত্তি শ্রীরাধারমণকে পরমভাগবতগণ নিত্য স্মরণ করেন।

শ্রীভগবানে রসিক, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, অনন্যচিত্ত স্বীয় শিষ্যকে সাধুগণ তাঁহাদের প্রিয় ও যোগ্য হিতকর শ্রীনাম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন, অতএব 'হরা' শব্দের দ্বারা শ্রীরাধাই কীর্ত্তিত হন।

'কৃষি'-শব্দ 'ভূ' অর্থাৎ আকর্ষক সত্তার বাচক এবং 'ণ'-শব্দ সুখার্থক; ঐ উভয়ের মিলনে যে নিত্য সুখের বাচক কৃষ্ণ-পদ হইয়াছে, তাহাদ্বারা পরব্রহ্মই অভিহিত হন।

যোগিগণ অনন্ত চিন্ময় সত্যানন্দস্বরূপে রমণ করেন, এই হেতু 'রাম'-পদে পরব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকেন।

যিনি রাসাদি প্রেম-সুখের নিমিত্ত শ্রীহরির মন হরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রেষ্ঠা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী 'হরা'-নামে কীর্ত্তিত হন।

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম ও বরুণ প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন (বশীভূত করিয়া রাখেন) বলিয়া এই ত্রিভুবনে তিনি 'হরি' নামে প্রসিদ্ধ।

'ক্রমদীপিকা' নামক গ্রন্থে চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, যথা—

আমার শতনামের তুলনায় 'রাধা' নাম অত্যুত্তম। যিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকে স্মরণ করেন, তাঁহার সেই স্মরণের যে কি ফল তাহা আমিও জানি না।

শ্রীনামই জীবের পিতা, শ্রীনামই জীবের মাতা, শ্রীনামই জীবের পতি, শ্রীনামই জীবের বন্ধু, শ্রীনামই জীবের আত্মীয়, শ্রীনামই জীবের জীবন, শ্রীনামই জীবের ভূষণ, শ্রীনামই জীবের শোভা, শ্রীনামই জীবের ধন, শ্রীনামই জীবের সুখ, শ্রীনামই জীবের আরাধ্য, শ্রীনামই জীবের প্রভু, শ্রীনামই জীবের সর্ব্বস্ব, শ্রীনামই জীবের রক্ষাকর্ত্তা, শ্রীনামই জীবের হৃদয়-দেবতা, শ্রীনামই জীবের পালনকর্ত্তা, শ্রীনামই জীবের নিয়ন্তা, শ্রীনামই জীবের প্রীতির পাত্র, শ্রীনামই জগদীশ্বর। শ্রীনাম নন্দের পুত্র। শ্যামসুন্দর যশোদানন্দনই শ্রীনাম। তাই আদিপুরাণে আমরা পাই, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ॥
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥

ভগবন্নাম, ভক্তি ও ভগবান্ যুগপৎ। নামই সাধন, নামই সাধ্য। নামই উপাসনা, নামই উপাস্য। নামই ভগবান্ এবং নামই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়।

হরিনামই জীবের পরমারাধ্য বা নিত্যোপাস্য; হরিনামই জীবের আদি পিতা, হরিনামই জীবের প্রভু, রক্ষক ও পালক; হরিনামই জীবের একমাত্র গতি বা আশ্রয়। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই। শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শ্লোকার্থ—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
দাঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'কার॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫)

ভগবন্নাম সাক্ষাৎ ভগবান্। মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা ভগবন্নামের শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ। নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার কৃপায় আমরা শ্রীনামের জগদীশ্বরত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, কৃপাময়ত্ব ও রসময়ত্ব অবগত হইবার সৌভাগ্য পাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরবিক্রীত ও চিরঋণী। তাই আজ আমরা সর্ব্বপ্রথমে সেই নাম-প্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিয়া নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রীচরণে কৃপাবল ভিক্ষা করিতেছি। সকলের জীবন-স্বরূপ অন্তর্যামী শ্রীহরিনাম নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করুন—ইহাই তচ্চরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা ও হার্দ্দ নিবেদন।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।২৩)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে
সমগ্র ভারতের তীর্থ দর্শনের
সুবর্ণ সুযোগ

(এক যাত্রায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী ও প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরাদি দর্শন এবং তিন ধাম পরিক্রমা ও তীর্থস্নানাদির বিরাট আয়োজন)

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী-দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ (স্কন্দ পুরাণ)
"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥"

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী), অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও দ্বারকা পুরী (বেট দ্বারকাসহ)—এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া শ্রীব্যাসদেব স্কন্দপুরাণে বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য মোক্ষকামী হিন্দুগণ বহুযত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে এই সপ্ততীর্থে গমন ও পরিক্রমাদি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ বহু পুণ্যবান্ ব্যক্তিরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বসাধারণে এই অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিবার জন্য আগামী **৩০শে ভাদ্র, ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১,** শনিবার দিবসে হাওড়া হইতে **রিজার্ভ-টুরিষ্ট-কার** গাড়ীতে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা এই সপ্ততীর্থ, পুরী, রামেশ্বর ও দ্বারকা—এই তিন ধাম এবং সমগ্র ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রধান প্রধান ৫০টী তীর্থস্থানে গমন করিবেন। **এই সমস্ত** তীর্থস্থানের অধিকাংশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহা সকলেরই বিশেষ আদরণীয়। সুতরাং আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ এই অপূর্ব্ব সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

পরপৃষ্ঠায় দর্শনীয় স্থানের তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

১। **পুরী** ২। সিংহাচলম্ (জিয়ড় নৃসিংহ) ৩। কভুর (রায়রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-স্থান) ৪। মঙ্গলগিরি (**পানা নৃসিংহ**) ৫। **মাদ্রাজ** ৬। চিংলিপুট (**পক্ষীতীর্থ**) ৭। চিদাম্বরম্ (**নটরাজ**) ৮। শিয়ালী ৯। মায়াভরম্ ১০। কুম্ভকোণম্ ১১। পাপনাশম্ ১২। তাঞ্জোর ১৩। **রামেশ্বর** ১৪। **ধনুষ্কোডী** ১৫। **মাদুরা** ১৬। **কন্যাকুমারী** ১৭। **শ্রীরঙ্গম্** ১৮। **বিষ্ণুকাঞ্চী** ১৯। **শিবকাঞ্চী** ২০। **তিরুপতি** ২১। **পাণ্ঢারপুর** ২২। **নাসিক** ২৩। **বম্বে** ২৪। **দ্বারকা** ২৫। **বেট দ্বারকা** ২৬। **ডাকোর** ২৭। **অবন্তিকা** ২৮। **নাথদ্বার** ২৯। **আজমীর** ৩০। **পুষ্কর** ৩১। **সাবিত্রী** ৩২। **জয়পুর** ৩৩। **গলতা পাহাড়** ৩৪। **মথুরা** ৩৫। **বৃন্দাবন** ৩৬। **গোকুল** ৩৭। **রাধাকুণ্ড** ৩৮। **গোবর্দ্ধন** ৩৯। **নন্দগ্রাম** ৪০। বর্ষাণা ৪১। দিল্লী (**হস্তিনাপুর**) ৪২। **কুরুক্ষেত্র** ৪৩। ভদ্রকালী ৪৪। **হরিদ্বার** ৪৫। **নৈমিষারণ্য** ৪৬। **অযোধ্যা** ৪৭। **প্রয়াগ** ৪৮। **কাশী** ৪৯। **গয়া** ৫০। বৈদ্যনাথধাম।

এই তীর্থযাত্রার বৈশিষ্ট্য এই যে, যাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যেই প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজা, মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগ-আরতি ও সন্ধ্যা-আরতি দর্শন, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও অনুক্ষণ সাধুমুখে হরিকথা ও তীর্থ-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ এবং শ্রীবিগ্রহের বাল্য-ভোগ ও ২ বেলা মহাপ্রসাদ সেবা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিবেন।

যাতায়াত **রেলভাড়া**, রিজার্ভ গাড়ীর হল্টিং ও হলেজ প্রভৃতি ভাড়া, **কুলি ভাড়া**, দূরস্থ ক্ষেত্রের জন্য **বাসভাড়া**, ঘরভাড়া, **বাল্য-ভোগ ও দুই বেলা প্রসাদ** প্রভৃতির ব্যয় বাবদ **প্রতি যাত্রীকে ৪৫০৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ২২৫৲ টাকা ১৭ই ভাদ্র, ইং ৩।৯।৬১ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।**

এই পরিক্রমায় প্রায় ২ মাস সময় লাগিবে।

বিশেষ বিবরণ জানিবার ও স্ব-স্ব নাম তালিকা ভুক্ত করিবার জন্য অথবা টাকা জমা দিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌনাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় যোগাযোগ বা পত্র ব্যবহার করুন। ইতি—

বিঃ নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে স্থান-কালাদির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন গ্রহণীয়।

কামনা

(১)

এ পৃথিবী জড়, মায়া অতিবড়, তাহাতে মোহিত ভব।
জগতে যে সুখ, ভরা তাহে দুঃখ, জড়সুখে মত্ত সব॥
পুত্র-কন্যা আর, ভ্রাতা-বন্ধু সার, করিয়া মজিয়া রয়।
ধনাদি-সম্পদ, ভোগের আস্পদ, তাহাতে প্রমত্ত হয়॥

(২)

আজকাল দেশে, ধর্ম্মীয় বেশে, করম আশ্রয় করে।
হ'য়ে একমন, করিছে যতন, স্বরগ-সুখের তরে॥
ভাবে অনুক্ষণ, সুখী হ'বে মন, করম সিদ্ধি হ'লে।
সাধি' চতুর্ব্বর্গ, লভিয়া সে স্বর্গ, পাবে সুখ অবহেলে॥
এ মূঢ় মানব, সদাই জানব, পুণ্যাদি হইলে শেষ।
এই জড় ভবে, জনম লভিবে, অন্ত নাহি হয় ক্লেশ॥
গীতাশাস্ত্রে কয়, পুণ্য হলে ক্ষয়, মর্ত্ত্যলোকে আগমন।
তা'তে কাল নষ্ট, নিত্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, যাতায়াত সার পুনঃ॥

(৩)

হে মোর দেবতা, তুমি পরিত্রাতা, তুমি মোর পরাগতি।
তব সেবা-সুখে, স্বরগের সুখে, মানয়ে তুচ্ছ অতি॥
তুমি সেব্য মোর, মুঞি দাস তোর, সম্বন্ধ মোদের নিত্য।
তব সেবা হ'তে, না কর বঞ্চিতে, যাচে ইহা তব ভৃত্য॥
তুমি মোর প্রভু, তুমি মোর বিভু, সম্মুখে রহিবে তুমি।
ভক্তি-শতদলে, আঁখি-গঙ্গাজলে, পূজিব তোমারে আমি॥
তুমি পালয়িতা, তুমি মাতাপিতা, পতিত-জনের বন্ধু॥
দিব্যচক্ষু কবে, উদিত হইবে, লভিয়া কৃপার বিন্দু।
ধন্য হ'বে ছার, জীবন আমার, স্নেহের আশিষ পেয়ে।
অশেষ কামনা, র'বেনা র'বেনা, শ্রীচরণ-গুণ গেয়ে॥

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী (কুচবিহার)

পরিক্রমার শেষ দিবস—শ্রীধাম-মায়াপুর

(শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত)

শ্রীগৌর-জন্মভিটা—ধন্য ধাম-পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ। ধন্য আপনাদের জীবন। সার্থক আপনাদের জন্ম। নয় দ্বীপের শ্রেষ্ঠ দ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপ। ইহাই আত্মনিবেদনাখ্য দ্বীপ নামে অভিহিত। এই অন্তর্দ্বীপই শ্রীধাম-মায়াপুর নামে জগতে সুপরিচিত। এই মহাযোগপীঠই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। কথিত আছে, নিমবৃক্ষের তলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নাম "নিমাই"। বর্ত্তমানে যে নিমবৃক্ষ দেখা যাইতেছে তাহা প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার নিমবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নবরূপে আমাদের গোচরীভূত হইয়াছেন। আপনারা যে সূতিকাগৃহ দেখিতেছেন ঐ গৃহেই শ্রীশচীমাতার গর্ভ হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। এই স্থান অপ্রাকৃত ধাম। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপানির্দ্দেশ পাইয়া এই অপ্রাকৃত ধাম আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ হইতেই এই ধামের প্রকাশ করেন। তাই কীর্ত্তন ব্যতীত ধাম-প্রকাশ বা ধাম-পরিক্রমা সম্ভবপর হয় না।

পরিক্রমার বিধি—সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব স্থান, ভজনস্থান ও সমাধিস্থান দর্শন হয়। একদা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি ভক্তের এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব আলোক দর্শন দিয়া বলিলেন,—সাধারণ-লোক আমার জন্মস্থান জানে না; সেইজন্য তোমাকে এইস্থান আবিষ্কার করিতে হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার লিখিত বহুগ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "রূপ-গুণ-লীলা" কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মস্থান এই অপ্রাকৃত ধাম আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভেচ্ছা পরিপূরণার্থ শ্রীগৌর-ভূমিতে শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদূরে আপনারা যে "ভক্তিবিজয়-তোরণ" পার হইয়া এই অপ্রাকৃত নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে শ্রীল সখীচরণ রায় মহাশয়ের নাম বিঘোষিত আছে।

এই মন্দির খননকালে "শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি" স্বয়ং প্রকাশিত হন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত মূর্ত্তিই এই বিষ্ণুমূর্ত্তি। ভগবান্ জগতে অপূর্ব্ব

লীলা-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে এই বিচারধারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। শাস্ত্রে আছে,—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের পূজারী ছিলেন। রামের জন্মের বহু পূর্ব্বে তিনি রামের পূজা করিতেন। দক্ষিণ দেশের উড়ুপিতে এখনও রাজা দশরথের পূজিত শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আজ আপনারা যে "অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি" মন্দিরের প্রকোষ্ঠে দেখিতেছেন তাহাও মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত বিগ্রহ। এই বিগ্রহ সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সেবাসৌষ্ঠব প্রদর্শনকল্পে প্রকাশিত হন।

মধ্বাচার্য্য ভীমের অবতার। ভীম কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। মধ্বাচার্য্যকে হনুমান বা প্রভঞ্জনের অবতারও বলা হয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ উভয়েরই উপাসক ছিলেন। জগতে চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে। সেইজন্যই দক্ষিণ ভারত বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠতীর্থ স্থান নামে খ্যাত। কেবলমাত্র এই চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের আবির্ভাব স্থানই নহে, ষড়গোস্বামীগণের মধ্যে চারি গোস্বামীর জন্মস্থান ও পূর্ব্বপুরুষ ঐ দক্ষিণ ভারতে। ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের নাম স্বর্ণাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কানারিজ মাধ্ব-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে মধ্বসেবিত শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকায় তিনি মধ্বসম্প্রদায়ের ষড়ভুজ মহাপ্রভু বলিয়া সিদ্ধ পুরুষগণের নিকট পরিচিত। তজ্জন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত। আমরা মহাজনবাক্যে দেখি —"ভাগবত পড়িয়া কেহ তরে, কেহ মরে।" তাহার কারণ মূল বস্তুর সন্ধান না পাইলে হাবুডুবু খাইয়া মরে। স্বয়ং ভগবান্ এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্ব্বদা আসেন, অভক্তের হৃদয়ে ভগবান কখনও আসেন না। আন্তরিকতাশূন্য বাহ্যিক ভক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ আনুকরণিক বলিয়াছেন। কিন্তু আনুসরণিকই প্রকৃত ভক্ত। অনুকরণ অর্থে বাহ্যচক্ষুতে যাহা ভক্তির ন্যায় দেখা যায়; অনুসরণ অর্থে তাহার বিপরীত অর্থাৎ তাহাতে সেব্যের প্রীতিই মূল, কেবল অনুষ্ঠান মাত্র নহে। জন্মস্থানে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া থাকা অপেক্ষা দূরে থাকিয়াও সেই আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়—

সেইটাই অনুসরণ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—এক পিতার দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র বহুদূরে কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এবং উপার্জ্জিত অর্থ বাড়ীতে পিতামাতার নামে প্রেরণ করে। কনিষ্ঠ বাপ-মায়ের নিকট থাকিয়া অনবরত তাঁহাদিগকে গালাগালি করে বা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, বহুদূরে যে সন্তান থাকে সে-ই প্রকৃত সেবক। নিকটবর্ত্তী পুত্র আনুকরণিক ও দূরবর্ত্তী পুত্র আনুসরণিক ক্রিয়ায় মগ্ন। এই বিষয় বুঝিতে না পারিলে অপ্রাকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের পার্থক্য সাধারণের ধারণার বাহিরে। শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা অনুসরণ করিলে, প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত হয় না, তাহা জানা যায়। শুদ্ধভক্ত দ্বারা নিবেদিত সমস্ত বস্তুই অপ্রাকৃত। বাজার হইতে কোন মুসলমানের বা অভক্তের নিকট হইতে খরিদ করিয়া কোন বস্তু ভগবানকে দিলেই সেই বস্তু অপ্রাকৃত হয়,—এই বিচার শুদ্ধভক্তগণ বলেন না—ইহা ভগবৎ-বিরোধী বিচার। প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত হয় না। মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে? এবং ভগবান্ কোন্‌টি গ্রহণ করেন, তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান কখনও প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন না,—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"

কেহ কেহ যুক্তি দিয়া থাকেন—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি হয়কে নয় ও নয়কে হয় করিতে পারেন। ভগবানের কথা দূরে রাখুন, মনুষ্যেরই নিজের গলায় ছুরি বসাইবার শক্তি আছে; কিন্তু কৈ, কেহই ত তাহা করেন না। যাহা অকরণীয় তাহা ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও করেন না। তর্কস্থলে উক্ত শক্তিরও প্রকাশ তিনি করেন—কোন্ ক্ষেত্রে? যথা—অভক্তের নিকট ভগবান্ নিজের সত্তা লোপ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিবাদের নিকট পূর্ণ সত্তা বিরাজমান। ভগবানের নিকট যদি কোনও বস্তু ভোগ দেওয়া হয়, তাহা ভোগবুদ্ধিজাত বলিয়া প্রাকৃত; সুতরাং ভগবান তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তুই গ্রহণ করেন। অপ্রাকৃত বস্তুই ভগবানের নিকট আসে। অপ্রাকৃত বস্তু 'কাল' বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নয়। যে বস্তু কালের দ্বারা হেয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কখনও অপ্রাকৃত নহে। অপ্রাকৃত হেয়ত্ব-বর্জ্জিত। বাজারে যাহা অপ্রাকৃত-লক্ষণযুক্ত, তাহাই শুদ্ধভক্তের নিকট আসিয়া পড়ে এবং তাহাই ভগবান গ্রহণ করেন। অন্য প্রাকৃতের ন্যায় দেখা গেলেও তাহা প্রাকৃত নহে।

অজবস্তু—স্বয়ং ভগবানের জন্মগ্রহণ একটা হেয় ক্রিয়া। এই জন্মগ্রহণ করা ঈশ্বরের মধ্যে নাই। ভগবানের এইরূপ জন্মগ্রহণ করার উদ্দেশ্য—প্রাকৃত-জগতের হেয়ত্ব-অনুপাদেয়ত্ব অপসারিত, বিদূরিত করত উপাদেয়ত্ব প্রকাশ। তিনি পার্থিবজগতের হেয়ত্ব দূর করিয়া জগতে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠজগতে তিনি নিজে 'মা' করিয়াছেন একজনকে; কিন্তু তাঁহার জন্ম নাই। মা-যশোদা তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পুত্রস্নেহ করিবেন বলিয়াই তাঁহার জন্ম। ভগবান মৌলিক বস্তুস্বরূপে জগতে আবির্ভূত হন মাত্র। অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান না হইলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তিরোহিত হইলেন—তাহা অপ্রাকৃত তিরোভাব অর্থাৎ মহাপ্রভু জগৎকে হেয়ত্বযুক্ত ও হেয়ত্ব-বর্জ্জিত বস্তুর তারতম্য বুঝাইবার জন্য এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপর কোনও স্থানে অদৃশ্য হইলেন। মৃত্যু হেয়ত্বযুক্ত, কিন্তু অদৃশ্য হেয়ত্ব-বর্জ্জিত।

প্রভুপাদের সমাধি—

আমরা এখন যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেটি শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি। তিনি জগতে 'ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে খ্যাত। সিদ্ধান্ত বলিতে ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যথা—কু-সিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত, হেয়-সিদ্ধান্ত, আংশিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকেও বুঝায়। বেদ-পুরাণ, উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ভক্তি-সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মজগতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের প্রাকৃত কালগত বিচার অপেক্ষা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের বিচার অপেক্ষা অনেক উন্নত, ইহা এই মহাপুরুষই প্রচার করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সমগ্র আচার্য্যগণের "মুকুটমণি"। ইহা পারিভাষিক, Sentimental বা ভাবপ্রবণ কথা নহে—ইহাতে পারমার্থিক যুক্তিই অধিক। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের প্রাকৃত যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই মহাপুরুষের ধর্ম্মবল, ক্রিয়ানৈপুণ্য, নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা ইহজগতের মধ্যে লক্ষিত হয় না। শাস্ত্রে জগতের মঙ্গলের জন্য বহু কথাই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু কালপ্রবাহে তাহা সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। প্রামাণিক হিসাবে গোস্বামীবর্গ বলিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাগবত)

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম গোস্বামীবর্গ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই, কিন্তু দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মক্ষেত্রে এই মহাপুরুষ একা দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তিনি উদ্ধারকর্ত্তা ও সমাজের সংস্কারকর্ত্তা। আমরা যাহা আচরণে অসমর্থ, এই মহাপুরুষই তাহা আচরণ করিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজকে তিনিই উদ্ধার করিয়াছেন। তিনিই জাগতিক ব্রাহ্মণ-সমাজের কর্ম্মজড়তা, অনুদারতা ও কুসংস্কারাদি বিমর্দ্দিত করিয়া ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহার সত্য সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন এখনও তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তিনি ছিলেন ধর্ম্ম-প্রচারে একনিষ্ঠ সেবক।

আজ এই মহাপুরুষের নিকট আমাদের প্রার্থনা—"হে গুরুপাদপদ্ম! আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন যেন আমরা ভগবানের পাদপদ্মে ও আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় পাই।"

শ্রীচৈতন্য মঠ—

আমাদের সম্মুখে গগনস্পর্শী যে বিরাট মঠ দৃষ্ট হইতেছে ইহাই জগতে 'চৈতন্য মঠ' নামে প্রচারিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সরস্বতী ঠাকুর এই মন্দিরের চারিদিকে চারি প্রকোষ্ঠে চারি সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-দ্বারা ক্রম-পর্য্যায়ের বিচারধারা প্রচার করিয়াছেন। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীগিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিক্ষগুরুবর্গ মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্যাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য নিজ নিজ প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উক্ত চারি প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন। এই আচার্য্যবর্গের শ্রীমন্দিরে অবস্থান—শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভুপাদের এক অনুচর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ পরবর্ত্তীকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচার অগ্রাহ্য করিয়া ভিন্নমত পোষণপূর্ব্বক নিজের মত প্রচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী হইয়া বিষ্ঠার কীট হইতেও ঘৃণার্হ হইয়াছেন। ঐ একই কারণে শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের অধঃপতন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের" বিচার-ধারা তাঁহাদের লেখার মধ্যে বা চিন্তাস্রোতের মধ্যে ছিল না। ভণ্ড পাষণ্ডের মুখে 'হরিনাম' বাহির হওয়া উচিত নয়—ইহাই বিচার। কলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র পথ 'মহামন্ত্র', কিন্তু শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায়

তাঁহাদের মুখে মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে না। ইহাও ভগবানের জগৎ-শিক্ষায় একপ্রকার লীলা।

ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে কলিকালে উক্ত চারি আচার্য্যের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই আচার্য্যবর্গের মধ্যে মধ্বাচার্য্যই প্রধান। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের অনুমোদিত পথ আশ্রয় করিয়া "শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়" নামে জগতে খ্যাত।

একাধারে মহাপ্রভু, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র; এবং অপরপক্ষে মহাপ্রভু স্বয়ং। মধ্বাচার্য্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-আচার্য্য। যাঁহারা সিদ্ধান্ত সরস্বতীর অনুগত নহেন, তাঁহারা রূপানুগ বৈষ্ণব হইতে পারেন না। আজকাল অনেক গোস্বামী আছেন যাঁহারা ধাম-পরিক্রমা করেন না এবং সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিচারধারার কোন অনুমোদন বা সহযোগিতা করেন না। জাত-গোঁসাই বা বাবাজী-মাতাজীর দল ভক্তি-সিদ্ধান্তের বাহিরের আবর্জ্জনা বহন করিয়া চলিতেছেন। শুদ্ধভক্তি-পথে চলিবার সংসাহস তাঁহাদের নাই। সিদ্ধান্ত সরস্বতী ধর্ম্মের সার বা চতুঃসম্প্রদায়ের সার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বলদেব-ভাষ্যকেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গ সমগ্র বেদ-বেদান্তের সার-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়শ্রীশ্চৈতন্য-কুলরক্ষক।
গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো বলদেবো মহামতিঃ॥
(শ্রীল আচার্য্যদেব)

মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রী বলিতে একমাত্র গৌড়ীয়। এই গৌড়ীয়-কুলের রক্ষক গৌড়ীয়-বেদান্ত-আচার্য্য-শার্দ্দূল—বলদেব। এ মতের বিচার না জানিলে ভক্তিসিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি—এই চৈতন্য মঠের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে যে সমাধি দেখা যাইতেছে, তাহা গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি। ইনিই জগদ্‌গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের গুরুদেব। সিদ্ধান্ত সরস্বতী সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ-পণ্ডিত নামে সুবিখ্যাত। ইনি নিরক্ষর গৌরকিশোর-দাস গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন। কারণ

প্রভুপাদ মনে করিতেন—"আমার পাণ্ডিত্যের মধ্যে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অধিক এই বাবাজী মহারাজের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেইজন্যই গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পাদপদ্মে আমার মস্তক লুণ্ঠিত হইয়াছে।" ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত। ভক্তিহীন পার্থিব জগতের লেখাপড়াই বড় নহে। "যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।"

আজ আমাদিগকে একটি বিশেষ বিষয় জানিতে হইবে। জগতের প্রায় সর্ব্বত্র মূর্ত্তি, বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেই বিগ্রহই জীবন্ত বিগ্রহ যাহা মুক্ত পুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহের নিকটেই আমাদের সব কিছু সমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, মূর্ত্তি ও বিগ্রহ এক কথা নহে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আনুগত্যে ধাম-পরিক্রমাকারী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ এই শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য করিলেন, আর ধন্য করিলেন পরিক্রমাকে। সার্থক হউক আপনাদের জন্ম।

বৈষ্ণবপদরজাকাঙ্ক্ষী দাসানুদাস
—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

আসামে শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ আসাম-প্রদেশে সমিতির গোলকগঞ্জস্থিত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ বহুদিন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তথায় দুইদিন হরিকথা পরিবেশনের পর, **শ্রীযুত নরোত্তম দাসাধিকারী প্রভুর** সাদর আহ্বানে ৩রা এপ্রিল **চড়াইখোলায়** শুভাগমন করেন।

৪ঠা এপ্রিল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং পরদিন সাধারণের আয়োজিত এক বিরাট সভায় **'বৈষ্ণব ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীগোলোকগঞ্জ মঠের রক্ষক **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত সজ্জন মহারাজ** ছায়াচিত্রে গৌরলীলা আলোচনা করেন।

৭ই এপ্রিল চড়াইখোলা হইতে গোলকগঞ্জ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া **টোকরের ছড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্তাহরণ রায়** মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব গ্রামবাসীগণের আগ্রহে **'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান'** সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে তদীয় নির্দ্দেশ মত **শ্রীযুত গজেন্দ্রমোহন ব্রহ্মচারী 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা'** সম্বন্ধে এবং **শ্রীযুত চিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভার পূর্ব্বে ও পশ্চাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ কর্ত্তৃক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৯ই এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ডিংডিঙ্গা গ্রাম নিবাসী **শ্রীযুত কৈলাসনাথ রায়** মহাশয়ের অত্যন্ত আগ্রহে তথায় শুভাগমন করেন। সপরিবার কৈলাসবাবু এবং তথাকার গ্রামবাসীগণ বিবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া ধূপ-দীপাদি দ্বারা আরতি করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে কৈলাসবাবুর বাসভবনে লইয়া যান। বৈকালে স্থানীয় জুনিয়র হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। তথায় তিনি **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত সজ্জন মহারাজ 'মনুষ্য-জীবনের করণীয় কি ?'—সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রায় ৪০০০ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। পর দিন ১০ই এপ্রিলও শ্রীকৈলাসনাথ রায় মহাশয়ের নিজগৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার পর শ্রীমৎ সজ্জন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্য লীলা বর্ণন করেন।

ডিংডিঙ্গা হইতে গোলকগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া **১২ই এপ্রিল,** শ্রীল আচার্য্যদেব ধুবড়ী শহরের অন্তর্গত শান্তিনগর কলোনীতে সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত অদ্বৈত চরণ দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে আগমন করেন এবং সহরের বিশিষ্ট অধিবাসীগণের আগ্রহে স্থানীয় হরিসভায় **১৩ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত** তিন দিবসব্যাপী **'বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে এক তুলনা-মূলক গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করেন। ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল দুইদিন বক্তৃতান্তে শ্রীমৎ সজ্জন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা আলোচনা করিয়া সকলকেই বিশেষ আনন্দিত করেন।

শহরবাসীগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে স্থানীয় কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে **'ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারবৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্যে কয়েকজন তাহাদের স্ব স্ব ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া গিয়া উৎসব করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা আলোচনা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীমৎ সজ্জন মহারাজ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের হেড্ ক্যাশিয়ার **শ্রীযুত হরিদাস দাস,** বিশিষ্ট ব্যবসায়ী **শ্রীযুত বিষ্ণুপদ পাল** এবং **শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ সাহা** ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, **শান্তিনগরের অদ্বৈত প্রভুর গৃহ** ১৫ দিন যাবৎ সর্ব্বদাই হরিকথায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তাঁহারা সপরিবারে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় আচার্য্যদেব ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রচুর সেবা করিয়া সকলেই আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সেবা প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই মহাজন পদটী কীর্ত্তন করিতাম—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"। অদ্বৈত প্রভুর গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন ভাগবত পাঠ ও অন্য আর একদিন সজ্জন মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আলোচনা করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-মুখে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ { ৪র্থ সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক – ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৬ ত্রিবিক্রম, ৪৭৫ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ; ইং ১৫।৬।১৯৬১ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্" (৩)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
অষ্টমেঽধ্যায়ে—৩৬-৪৩)

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভব-প্রবাহো পরমং পদাম্বুজম্॥ ৩৬॥

(হে ভগবন্!) যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরিত-কথা বারংবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন, তাঁহারাই জন্মপরম্পরা-নিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন॥ ৩৬॥

অপাদ্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥

হে নিজ কর্ম্মসম্পাদনেচ্ছু ভগবন্, রাজগণের দুঃখোৎপাদন করায় তাঁহাদের বিদ্বেষ-ভাজন আমাদের তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত অপর আশ্রয় নাই, সেই বন্ধু ও অনুগত আশ্রিত আমাদিগকে অদ্য তুমি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর না কি ? ॥ ৩৭ ॥

কে বয়ং নাম-রূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥

(হে প্রাণনাথ !) যেমন ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা জীবাত্মার অদর্শনে জড় নাম এবং রূপ কিছুই থাকে না, তদ্রূপ যদি তোমার অদর্শন ঘটে অর্থাৎ তুমি যদি আমাদিগকে না দেখ তাহা হইলে খ্যাতি ও সমৃদ্ধিশালী যদুগণের সহিত যুক্ত হইলেও পঞ্চ-পাণ্ডব ও আমি —আমাদের মূল্য কতটুকু অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। শত বলে বলী হইলেও তোমার অভাবে সকলই নিষ্ফল ; কারণ তুমিই আমাদের একমাত্র বল ও সম্বল—এই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩৮ ॥

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণ-বিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ, এক্ষণে যে-প্রকার আমাদের এই পাল্যভূমি অসাধারণ ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নযুক্ত তোমার পদযুগলের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া শোভা পাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে আর তদ্রূপ শোভা পাইবে না ॥ ৩৯ ॥

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্বৌষধি-বীরুধঃ।
বনাদ্রি-নদ্যুন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ ৪০ ॥

(হে জগৎ-জীবন্ !) তোমার দর্শন-প্রভাবে এই দেশসকল উত্তম ফলবান্, এই ঔষধি ও লতাসকল এবং এই বন, গিরি, নদী, সাগর-সমূহ সুসমৃদ্ধ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ॥ ৪০ ॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহ-পাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ ৪১ ॥

এক্ষণে তুমি প্রস্থান বা অবস্থান যাহাই কর না কেন, হে জগদীশ, হে সর্ব্বান্তর্যামিন্, হে বিশ্বরূপ, আত্মীয় পাণ্ডবগণ এবং যাদবগণের প্রতি আমার এই গভীর স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া দাও ॥ ৪১ ॥

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ৪২ ॥

হে মাধব, গঙ্গা যেমন কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করিয়া নিজ স্রোতকে সাগরাভিমুখে প্রেরণ করে, তদ্রূপ আমার অব্যভিচারিণী সাধ্বী-মতি ব্যবধান-মুক্ত হইয়া তোমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎ প্রীতি লাভ করুক ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রু-
গ্রাজন্য-বংশ-দহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গো-দ্বিজ-সুরার্ত্তিহরাবতার
যোগেশ্বরাখিল গুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ৪৩ ॥

হে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনসখ, যাদবশ্রেষ্ঠ, তুমি পৃথ্বীদ্রোহী নৃপতিকুল-বিনাশকারী; তুমি অক্ষয় প্রভাবি-বৈকুণ্ঠ-গোলোকাধিপতি, গো-ব্রাহ্মণ দেবতাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার অবতার। হে জ্ঞানেশ, হে বিশ্বগুরো, হে ঈশ্বর, তোমায় প্রণাম করি ॥ ৪৩ ॥

সৎশিক্ষার্থীর বিবেচ্য

১। হরিসেবা-বিমুখ জনগণ চিরদিনই হরিমায়ার প্রদত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। সুখ-দুঃখ ভোগের ভূমিকা স্থূলদেহ ও মন। বিচারকগণ বলেন,—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ যাহার, তাহার কোন ভোগ করিতে হয় না। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহই যাবতীয় সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। **জীবাত্মা সুখ-দুঃখ ভোগের মালিক নহে।** তাঁহারা সুপ্ত অবস্থায় স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণদ্বয়ই সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে।

২। **যাঁহারা** স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ এবং সেই দেহদ্বয়ের মালিক **দেহীকে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা স্বয়ং মুক্ত হইয়া হরিসেবা করেন।** আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত হওয়ায় যে-সময় হরিসেবা আরম্ভ হয়, সেই সময়েই মন ও স্থূল দেহ প্রভুর ইচ্ছার সাহায্য করে। প্রভু-আত্মা যে-কালে নিদ্রিত হইয়া অধীন মন ও দেহকে শাসন না করেন, তৎকালে দেহ ও মন তাহাদের প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া প্রভুর জাগতিক উপকরণ-সমূহের দ্বারা নিজ নিজ অপস্বার্থ পোষণ করে।

৩। মন যখন জাগতিক বিষয় গ্রহণ করে, সেইকালে মনের প্রভুকে বঞ্চনা করিবার দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়। যখন নীতিবিশারদ উপদেশক-সম্প্রদায় ব্যক্তিবিশেষ চিন্তা-স্রোতের অধিকারী মনকে নিজ প্রভুর মঙ্গল সংগ্রহ করিবার জন্য উপদেশ দেন, তখন মন রজস্তমো-গুণতাড়িত হইয়া প্রভুর সুবিধার জন্য যত্ন দেখান না। বিশুদ্ধসত্ত্ব বা **নির্গুণ জীবাত্মা এইপ্রকার মনোরূপ ভৃত্যের দ্বারা তাঁহার নিজস্বার্থে বঞ্চিত হইয়া ভূতগ্রস্ত হন।** উপদেশক তখন বলেন,—'তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে, তোমার স্বতন্ত্রতার উপর যখন তোমার ভৃত্য আক্রমণ করিয়াছে, তখন সেই শঠবরকে দমন করিতে না পারিলে তুমি তোমার কোন মঙ্গলই লাভ করিতে পারিবে না।' কিন্তু মনোধর্ম্মজীবি-সম্প্রদায় উক্ত চেতনময় উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অসুবিধা আনয়ন করেন এবং স্বয়ং ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকেন।

৪। বিকার রাজ্যে তাপত্রয় আসিয়া দেহ ও মনকে বিপন্ন করে এবং তাহাদিগেরই বোধশক্তিতে আঘাত করিয়া স্বর্গ-নরকাদি ভূমিকায় গমনাগমন করায়। **দেহ ও মন উপদেশকের বাক্য শ্রবণ করিলেই জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয়** এবং দেহ ও মন সেই সময় জাগ্রত প্রভুর সুবিধার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। মন যখন দেহের অনুকূলে কার্য্য করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করে, তখনই তাহার মনিবকে ফাঁকি দিয়া ঘুম পাড়াইবার যত্ন হয়। উপদেশকের বাণী কপটতার সাহায্যে বিকৃত করিবার প্রয়াস করে। ভগবদ্দাস্য না করিয়া মনের তাৎকালিক গতি বহির্জগতের বিষয়ভোগে নিযুক্ত হয় এবং বিষয়ী উপদেশকগণকেই প্রকৃত উপদেশক মনে করায়।

৫। **ভগবদ্ভজনোপদেশকারী—জীবের স্বরূপের উদ্বোধক।** তিনি যখন ব্যক্তিবিশেষের মনের নিকট মুক্তবাণী প্রচার করেন, যখন মনের চাকরী

যাইবে, দেহ ও বিশ্বের জমিদারী নষ্ট হইবে ভাবিয়া সে হঠাৎ সেইসকল কথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না, পরন্তু উপদেশকের নিকট ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগের পরামর্শ পাইবার জন্য ব্যগ্র হন। আবার কোন কোন সময়ে বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য উপদেশককে বাধ্য করান।

৬। শাস্ত্র বলেন,—**গুরুর উপদেশ ব্যতীত চঞ্চল ভ্রাম্যমাণ মন নিজের অধিকার বুঝিতে পারে না।** তিনি যে জীবাত্মার চাকর তাহা ভুলিয়া যান। জীবাত্মা যে পরমাত্মার কিঙ্কর—এই ধারণাকে বাধা দিবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করেন। পরমাত্ম-ভগবানের বৃহত্বের উপলব্ধির অভাবে অণু জীবাত্মার স্বরূপ সর্ব্বদা তন্দ্রাগ্রস্ত। আত্মাকে ঘুম পাড়াইতে পারিলেই মন অনাত্ম বস্তু ভোগ করিতে সুযোগ লাভ করেন। তখনই তিনি পার্থিব আকাশে বিচরণ করিবার পক্ষদ্বয় লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে পক্ষদ্বয়সম্পন্ন পক্ষিদ্বয়ের কথা উল্লিখিত আছে। বিষয়-ভোগমত্ত পক্ষী সর্ব্বদা ভগবানকে খাটাইয়া লয়। যখন সে জানিতে পারে যে, পরমাত্মা-পক্ষীকে তাহারই সেবা করা কর্ত্তব্য, তখনই সে মায়াবান অথবা কর্ম্মফল-ভোগবাদের গগনে উড়িবার চেষ্টা করে না। তখন সে স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং মনরূপ চাকরের সাহায্যে ভোগী কর্ম্মী হইবার চেষ্টাকে দমন করিতে সমর্থ হয়।

৭। **ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—অদ্বয় জ্ঞানবস্তু।** সুতরাং জীবের অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত স্বতঃই অবস্থিত। ব্রহ্মজ্ঞানে বৃহৎ প্রতীতির অণুত্ব বা খণ্ডত্ব যেকালে অপর অণু বা খণ্ডের সহিত বিবাদ করে না, সেইকালে সে বুঝিতে পারে যে, পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত অবস্থায় আত্ম-প্রতীতি অধোগতি লাভ করায় পরস্পরের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যোগী হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। মিলিত হইলে সেই যোগধর্ম্ম ভজনে পরিণত হয়। ভজনীয় বস্তুর অবাধ দর্শনে, অবাধ শ্রবণে, অবাধ ঘ্রাণে, অবাধ আস্বাদনে, অবাধ স্পর্শনে ও অবাধ চিন্তনে চিদ্বিলাস-সেবা সংযুক্ত থাকায় অধঃস্থিত পার্থিব বিচারে সে মায়াবন্ধনের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করে,—ইহাই ভক্তের আত্মপ্রতীতি। তজ্জন্যই সে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। অপরা-শক্তির আশ্রয়ে তাহার ভোগবৃত্তি ও পরা শক্তির আশ্রয়ে পরবিদ্যায় পারঙ্গতি।

৮। **অবিকৃত জীবাত্মা বা বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য—হরিসেবা;**

উহার অপর নাম 'চিদ্বিলাস'। মন সম্প্রতি অচিদ্বিলাসে জড় বা জড় হইতে জড়ভাব-গ্রহণে, পূর্ণ সত্য হইতে কোন স্থলে আংশিক সত্যে এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ অসত্যে নিযুক্ত থাকে। যেখানে অচিদ্বিলাস প্রবল, সেখানেই মনোধর্ম্ম। যেখানে চিদ্বিলাসের সাহচর্য্য, সেখানে নিত্যভজনীয় বস্তুর নিত্য-ভজন ও নিত্যভজনকারীর বিচরণ-ভূমি; উহা ভূতাকাশ নহে, জড়পিণ্ডগত পাত্র নহে বা সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের জড় বিলাসমাত্র নহে। সেখানে স্থূল-সূক্ষ্মের অদ্বয়ত্ব জীবাত্মায় একীভূত হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত। তজ্জন্যই ভক্তির উপদেশকগণ জীবের স্বরূপতঃ বৈষ্ণবতার কথাই মনকে উপদেশ দেন। সেইজন্যই প্রহ্লাদ-মহারাজ বলেন,—নিত্য চিদিন্দ্রিয়ের গতি ভগবৎসেবাপর হইয়া থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গতি মনোধর্ম্মজীবীর নিকট বহির্জগতে ধাবিত। তজ্জন্যই সচ্চিদা-নন্দময় উপদেশ বিভিন্ন গুণতাড়িত জীবের অনুভূতির বিষয় হয় না।

৯। মন কোন সময়ে তটধর্ম্মে অবস্থিত; প্রভু আত্মার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবল বহির্জগতে আনন্দ-সংগ্রহার্থ জড়েন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করে এবং মনিবের নিত্যকালের সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আপাত-প্রয়োজন-জ্ঞানে নিজের লাভ-কল্পনায় প্রভুর ক্ষতি করায়। ভজনের উপদেশকারী যখন দয়াপরবশ হইয়া প্রত্যুপকারের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি কৈতব-নাশের উপদেশ দেন, তখন সে তাদৃশ উপদেশকের কথায় কান না দিয়া অন্য ভাবপ্রকাশ করে বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর "নাম্নামকারি"-শ্লোকে সৎশিক্ষা দিয়াছেন। যখন মন কৃষ্ণসেবার উপযোগী হয় এবং আত্মশাসন শ্রবণ করে, তখনই জীবাত্মা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জগৎ হইতে ভোগবিচ্ছিন্ন হইয়া সেবাপর-নিত্যবৃত্তির পরিচালনা করেন—ইহাই সাধনের ফল। **জীবন্মুক্তের প্রপঞ্চে অবস্থান ও দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ-বিধান-চেষ্টা ও নিজের নিত্যমঙ্গল-সংগ্রহোদ্দেশ্যে মাত্র।**

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

দশমূল-তত্ত্ব

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার কৃপায় জগতের স্থানে স্থানে বিদ্যার অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহুতর পণ্ডিত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সকল পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ চিন্তা-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সর্ব্বদেশে বিদ্যার্থীদিগের চিত্তের অন্ধকার দূর করিতেছে। অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ ঐ সমস্ত পার্থিবজ্ঞান বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করিয়া সহজেই চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বহুতর আলোচনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ-বিদেশবাসী ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের গ্রন্থাদি অনুশীলনপূর্ব্বক ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীশচীনন্দনের ন্যায় উপদেষ্টা আর কেহ হন নাই এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মও কুত্রাপি নাই। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোটি কোটি মানব নানা উপায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা কি ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মই বা কি—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইবার বাসনা করিতেছেন। বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এই একটি বিশ্বাস হইয়াছে যে, মানবগণের ধর্ম্ম কখন বহুবিধ ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তর কেন্দ্র বা দক্ষিণ কেন্দ্রভেদে পৃথক পৃথক কখনই হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তবে ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুইপ্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনই দেশভেদে পৃথক হয় না। জড়োপাধি-প্রাপ্ত জীবের দেশকাল-পাত্রভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে ও কালভেদে সহজেই পৃথক হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উক্ত নিত্যধর্ম্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই ধর্ম্মের নামই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ কথিত আছে, আদি ৭ম (১৬৪-১৬৬)—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥

নিত্যানন্দ গোঁসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে॥
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ॥

মহাপ্রভু স্বয়ং ও প্রেরিত সেনাপতিগণদ্বারা জগৎকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শুনুন্। শ্রীচরিতামৃতে, আদি ৯ম (৩৬ ও ৪১)—

অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

হে পাঠকবৃন্দ! কৃতবিদ্য পুরুষেরা যে অন্যধর্ম্ম-প্রচারক-সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বাসনা করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই সময়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসমুদয়কে যথাযথরূপে জগৎকে প্রদান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কতকগুলি ক্ষুদ্রবুদ্ধিব্যক্তি এই সুযোগ পাইয়া নানাবিধ স্বকপোল-কল্পিত মত প্রচারপূর্ব্বক কৃতবিদ্য পুরুষগণকে ভ্রান্তিপথে লইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ সরল পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন একটি দুরূহপথ অবলম্বন করত জগৎকে ও আপনাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে। এসময়ে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য যুবকদিগের উপকারার্থে আমরা যথাসাধ্য সরলরূপে যত্ন করিব। সমস্ত শুভকার্য্যে স্বার্থের ন্যায় আর প্রতিবন্ধক নাই। অনেকেই স্বার্থপরবশ হইয়া জানিয়া শুনিয়াও অবিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন। হে পাঠকবৃন্দ! আমাদের কোনপ্রকার স্বার্থ নাই। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, আচার্য্যাভিমান প্রভৃতি কোনপ্রকার অনর্থ আমাদের আশাপথে নাই। আমাদের কেবল এই ইচ্ছা যে, আমরা সাধুদিগের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত যেরূপ পান করিয়াছি, সেইরূপ সকলেই পান করুন্।

কয়েক দিবস হইল, "শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী" বলিয়া একটি নবীন পত্রিকা আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। সেই পত্রিকার লেখকগণ জগৎকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ মত শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সঙ্কল্পটি মন্দ নয়, কিন্তু যে-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রভুশিক্ষা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাবনা করিয়াছেন,

তাহা নিতান্ত ভয়াবহ। লেখকগণ গোস্বামিদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর শিক্ষিত মত বাহির করিবেন মনে করিয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, গোস্বামিদিগের গ্রন্থাবলীর সারাংশ সংগৃহীত হইয়া বঙ্গভাষায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ দেদীপ্যমান আছেন। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সকল জগৎকে দিতে পারিলে যথেষ্ট হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত আজকাল কেহই নন। যদি কেহ এমত অভিমান করেন যে, আমি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা গোস্বামী-কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এমত সার বাহির করিব যে, কবিরাজ গোস্বামীও তাহা পারেন নাই, তিনি নিতান্ত অসার ও হেয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাই স্থির হয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষাগুলি বিশদরূপে জগৎকে দিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। তবে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে অনেক কথা গূঢ়রূপে বর্ণিত আছে। সেই সব স্থলে গোস্বামী-কৃত সন্দর্ভ, রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মূলবাক্য অবতারণ করিয়া ভালরূপে তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতে পারিলে অতিশয় উপাদেয় হয়। 'চৈতন্যমতবোধিনী'র উদ্দেশ্যটি কেবল ঘোড়াকে ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া মাত্র। আমরা এই প্রবন্ধে যথাযথ মহাপ্রভুর উপদেশামৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিশদরূপে প্রকাশ করিব। হে পাঠকবৃন্দ, আপনাদের চরণে আমাদের একটি নিবেদন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। শিক্ষা সমস্তই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব। শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলে এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব পূর্ব্ব কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসহকারে এই সিদ্ধান্ত-দশমূলক প্রবন্ধটি আলোচনাপূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যত-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিভাগক্রমে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন, যথা, মধ্য ২০শ (১৪৩ ও ১৪৬)—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥

গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদশাস্ত্রই শাস্ত্র। বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধুগণের কর্ত্তব্য। সেই বেদশাস্ত্র কোনস্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে অন্বয়ভাবে, কোনস্থলে ব্যতিরেকভাবে একমাত্র কৃষ্ণকে প্রকাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ উক্ত হন না। বেদশাস্ত্রের অভিধেয় বিচার করিলে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রয়োজন-বিচারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। আমরা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত প্রথমে একটি শ্লোক-আকারে দেখাইয়া ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিব। শ্লোকটি এই :—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন।

১। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।

৬। তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত।

৭। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। ১০। শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়-তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়—এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরিস্ফূর্তি। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীব-তত্ত্বের পরিস্ফূর্তি। অষ্টম সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ-বিচার। ভেদাভেদ-শব্দে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। পাঠকবর্গ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করুন্।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে

দীনের পদ্যাঞ্জলি

গুরুরূপে হরি, ভবে অবতরি', জীবের দুর্দ্দশা হেরে।
প্রভাবের দ্বারা, আলোকিত ধরা, অবিদ্যা-তিমির হরে॥
তোমার প্রকটে, এ' মর ভূলোকে, ভক্ত-জয়ধ্বনি উঠে।
দেখে শুনে হায়! বজ্রসম প্রায়, পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥
তুমি ভক্তিদাতা, পতিতের ত্রাতা, আচার্য্যপ্রবর স্বামী।
উদ্ধারিলে কত, পাপী-তাপী যত, পড়িয়া রহিনু আমি॥
সেবিব তোমার, চরণ-কমল, তব আজ্ঞা ধরি শিরে।
এমন করুণা, কর দীন দাসে, সেবি যেন অশ্রু-নীরে॥
জড়সুখ-আশে, চরণ ত্যজিয়া, কত না পাইনু ব্যথা।
নিজ কর্ম্মদোষে, হায় অবশেষে, আপনি খাইনু মাথা॥
ভজিব বলিয়া, এদেশে আসিয়া, পড়েছি সংসার-মাঝে।
নিত্যধর্ম্ম ভুলি, অনিত্যে মজিনু, মরমে পড়েছি লাজে॥
মম সম পাপী, নাহিক ভুবনে, পড়িয়া রহিনু ভবে।
শ্রীচরণ-সেবা, কবে বা জাগিবে, অভয় পাইব তবে॥
শ্রীচরণ-আশা, আমার ভরসা, অন্য নাহিক উপায়।
কৃপাকণা পেলে, ডুবিবে না কভু, এ সংসার-দরিয়ায়॥
জন্মান্ধ হইয়া, ভূতলে এসেছি, সকলি করম-দোষ।
সংসার-জ্বালায়, অস্থির হৃদয়, বন্ধ হয়ে আসে শ্বাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, হয়ে কুতূহলী, যাইব স্বদেশ-পথে।
দিয়া চক্ষুদান, কর পরিত্রাণ, মায়ার কবল হ'তে॥
চরণ-কমলে, প্রণতি আমার, লহ গুরু-মহারাজ।
তব দরশনে, দেহ-প্রাণ-মন, জনম সফল আজ॥
এ 'হরিসাধন', কাদে সর্ব্বক্ষণ, চঞ্চল হইল হিয়া।
শীতল হইবে, চরণ লভিবে, পদ্যাঞ্জলি সমর্পিয়া॥

—শ্রীহরিসাধন খুটিয়া, চকগাড়ুপোতা, (মেদিনীপুর)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে প্রার্থনা

জয় জয় গুরুদেব পতিত-পাবন।
যাঁহার প্রসাদে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥

অগতির গতি তুমি অধম-তারণ।
তোমার চরণে মোর অনন্ত প্রণাম॥

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে মম অসংখ্য প্রণতি।
অপরাধ ক্ষমা কর আমি মূঢ়মতি॥

বৈষ্ণব ঠাকুর তুমি দয়ার সাগর।
অনন্ত, অসীম যাঁর মহিমা অপার॥

অনন্ত তোমার গুণ, অনন্ত মহিমা।
ব্রহ্মা-নারদাদি যাঁর দিতে নারে সীমা॥

শুনিয়াছি সাধু-শাস্ত্রে তব পরিচয়।
শ্রীকৃষ্ণে প্রদানিতে তোমার শক্তি হয়॥

আমি ক্ষুদ্র, অতি মূর্খ কি বর্ণিতে পারি।
দুষ্টবুদ্ধি-দোষে সদা দম্ভ মাত্র করি॥

তুমি ত করুণাসিন্ধু দয়ার সাগর।
সংসার-সমুদ্র হ'তে মোরে কর পার॥

এ অধমে দয়া কর নিজজন বলি।
জন্মে জন্মে প্রার্থনা মোর ও' চরণ-ধূলি॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-নিকট সদা মোর বাস।
প্রার্থনা কয়য়ে এবে শ্রীকেশবের দাস॥

গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিলাষী
—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী
উচিতা (আসাম)

নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় (১)

বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়া সংসার-সমুদ্রে পতিত এবং নানা দুঃখে জর্জ্জরিত। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। বদ্ধজীব স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবানই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ভগবানের অধীন ও সেবক। পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবানই জীবের আশ্রয়। ভগবানাশ্রয় ব্যতীত মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতির অন্য রাস্তা নাই। এ জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)

আমার সত্ত্ব-রজস্তমো গুণময়ী দৈবী মায়া নিজ চেষ্টায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করে তাহারা এই মায়া জয় করিতে পারে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাগত হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

ভগবদাশ্রিত ব্যক্তিই ভগবানের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষা করে এবং ভগবানের কৃপাতেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৭৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

'ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।' অর্থাৎ ভগবৎ কৃপাতেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয় এবং ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে।

ভগবন্নামই সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবন্নাম ভগবানের অবতার। কলিকালে শ্রীহরি 'নাম'-রূপে অবতীর্ণ। হরিনাম আনন্দাবতার, হরিনাম পরংব্রহ্ম, হরিনাম জগদীশ্বর। সুতরাং **নামাশ্রয়ই ভগবদাশ্রয়**। হরিনাম হইতেই

জগতের লোকের উদ্ধার হইবে—জগদ্বাসী চিরসুখী হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এ জন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে জানাইয়াছেন যে—কলিকালে হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্য। হরিনামই সাধনা, হরিনামই সাধ্য। হরিনাম যুগপৎ ভগবান্ ও ভক্তি। কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন শুন—স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩০)

নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টকম্ ১)

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন॥
চিত্ত-শুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (শিক্ষাষ্টকম্ ২)

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণমন্ত্র দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয় এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন। কলিকালে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। যিনি নিজ জীবনে শুদ্ধভাবে হরিনাম করিয়া অপরকে হরিনাম কীর্ত্তন করান, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনিই প্রকৃত দাতা, তিনিই প্রকৃত দয়ালু, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচারক, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩-৭৪,৮৩)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

অবতার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার'-'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০০-১০৩)

জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কুর্ব্বন্ কারয়তে ধর্ম্মং যঃ স ধার্ম্মিক উচ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।১২৬)

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্মযাজন করেন ও অন্যকে ধর্ম্মযাজন করান তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলে।

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, কলিযুগ-পাবনাবতারী ও মহাবদান্য। তিনি 'তৃণাদপি' শ্লোকে চারিটী বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা সতত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম হরি হইতে অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে এবং কৃষ্ণ-জ্ঞান ও কৃষ্ণ-প্রেম দিতে পারেন।

"তৃণাদপি সুনীচ হয়ে কৃষ্ণনাম করতে হবে। **'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবটী 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী।** কীর্ত্তনকারী ভক্ত নিজকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানেন। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য এবং প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন।

"শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপক্ষয় ও সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনের অধিকারী হন। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিল রসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে তিনি তাহাতে উদিত হন।

"শ্রীকৃষ্ণনাম অশেষ বাধা-বিঘ্ন-হর। হৃদয়ে যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নামোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধনাম উচ্চারণ হয় না বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ-প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

"কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্বসুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে।

কৃষ্ণনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অভিধেয় হউক।

"যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। যে যে-অবস্থায় থাকে থাকুক, সকলের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। একাঙ্গ নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র গতি বা আশ্রয়। এতদ্ব্যতীত সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি বা চিরশান্তি লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি অষ্টাঙ্গযোগ, কি দান, কি যাগ-যজ্ঞ, কি তপস্যা, কি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, কি দেব-দেবী পূজা, কি বিদ্যাদান, কি জনহিতকর কার্য্য, কি বিভিন্ন পুণ্যকার্য্য, কি দেশসেবা ও জনসেবা কোন কিছুর দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না। কলিকালে কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় অকুতোভয় এবং অব্যর্থ পন্থা। The only royal road approved by Sreemad Bhagabat is নাম-কীর্ত্তন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত alternate কিছু আছে, ইহাই তর্কপথ বা অশ্রৌতপথ। তাই শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত উক্ত শ্লোকের অর্থ, যথা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগত-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার ॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥

অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত 'এব' কার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫)

সজ্জনবর শ্রীতপন মিশ্র সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

প্রভু বলে—বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাই সেই সে সর্ব্বথা ॥
ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার ॥
চারিযুগে চারিধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি-তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজধামে চলে ॥
কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন বিপ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩২-১৩৪, ১৩৭-১৪৩)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও বলিয়াছেন—

ভক্তি সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৪১)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ

(সমালোচনা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

এইস্থলে কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চেলা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার লিখিত "মহামন্ত্র" নামক পুস্তকে উল্টা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিটাও হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ শাস্ত্রে শুনিতে পাই,—যাঁহারা গুরুর উপর গুরুগিরির চাল চালাইতে যান বা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর অভ্রান্ত বাক্যে অযথা ভ্রম দর্শাইয়া অন্যমত পোষণ করিতে বা প্রচার করিতে চান, তাঁহারা 'গুরুষু নরমতির্যস্তু বা নারকী সঃ'—বিচারে অধঃপতিত হন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধে বলিয়াছেন—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ (ভাঃ ১০।৪।৪৬)

[সাধুগণের উৎপীড়ন—উৎপীড়নকারীর আয়ু, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, মঙ্গলসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভ বিষয় বিনাশ করিয়া থাকে।]

মহৎ অতিক্রম দোষ যে কি ভয়ানক তাহা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রে রামচন্দ্র খানের দৃষ্টান্তে উপলব্ধি করা যায়—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হইল অসুর সমান॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪৬)

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও গুরু-বাক্যের উপর চাল্ চালিতে গিয়া অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ দোষ দেখিতে গিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।"—এই কথা বলার পরই 'দশে পাঁচে মিলি' এই পয়ারের গৌড়ীয় ভাষ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন যে, 'নির্ব্বন্ধ' শব্দে বিধিমতে সংখ্যা নাম গ্রহণকেই লক্ষ্য করিয়াছে। মহামন্ত্র কেবল জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। পাঁচ দশজন মিলিয়া হাতে তালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল জপ্য নহেন; আবার মহামন্ত্র সম্বোধনের সহিত কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। "সর্ব্বক্ষণ বল" এই পদদ্বারা জপ্যতার নিরাস করিয়া অসংখ্যাত কীর্ত্তনের কথা স্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু

দশ পাঁচ মিলি হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে হইলে তালের সহিত হাত, মন ও স্বরের সামঞ্জস্য রাখিয়া কীর্ত্তন করিতে হয়। অতএব এখানে দুই হাতে তালি দেওয়ার জন্য সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনের আদেশ বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। আবার পর পয়ারে বিচার দেখাইতেছেন যে, চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত মন্ত্রও যদি প্রণব ও বীজ-রহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মন্ত্রও উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাত কীর্ত্তনীয়। মহামন্ত্রের কথা আর কি বলিব ?

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, "হরি হরয়ে" এই পয়ারের সহিত 'দশ-পাঁচ-মিলি' এই পয়ারের পূর্ণ সংযোগ রহিয়াছে ও ইহাকেই অসংখ্যাত কীর্ত্তন করিতে বলা হইয়াছে—মহামন্ত্রকে নহে। তদুত্তরে বলা যায় যে, ৮২ সংখ্যক পয়ারে 'প্রভুমুখে মন্ত্র পাই', ৮৩ সংখ্যক পয়ারে 'নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম' ও ৮৪ সংখ্যক পয়ারে 'সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি। 'কীর্ত্তন' করেন সবে দিয়া করতালি'॥—ইহা কি তবে উপরিউক্ত "হরি হরয়ে" নাম মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ? প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, কারণ 'হরি হরয়ে' কীর্ত্তনটী ত কেহ কোনদিন জপ করেন না বা শ্রীমন্মহাপ্রভুও উহা জপের আদেশ দেন নাই। কাজেই 'মন্ত্র পাই' শব্দে এখানে 'ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র' ও 'হরি হরয়ে নমঃ' এই উভয় মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই মহামন্ত্র ও 'হরি হরয়ে' এই উভয় নামকে লক্ষ্য করিয়া ৭৭ সংখ্যক পয়ার হইতে ৮৫ সংখ্যক পয়ার পর্য্যন্ত উভয়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জপের সময় মহামন্ত্র সংখ্যাত জপ্য ও সর্ব্বক্ষণ বলার সময় 'হরি হরয়ে নমঃ' মন্ত্র ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাত কীর্ত্তনীয়, ইহাই সূচিত হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কলিকালের যুগোচিত নাম কি ? বা কোন্ নাম জপিলে বা কীর্ত্তন করিলে কলিহত জীব উদ্ধার হইতে পারিবে ? তদুত্তরে বলা যায় যে—

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীব-তারণে॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(অনন্ত-সংহিতাধৃত)

এই চতুর্থযুগে কেবলমাত্র "মহামন্ত্রই" ভব-সমুদ্র-পতিত জীবনিচয়ের উত্তরণীয় তরণী-স্বরূপ।

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষ-নাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

তাহা হইলে একথা আমাদের জানা উচিত যে, এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নামটিই কলিযুগের যুগধর্ম্ম-স্বরূপ। এই মহামন্ত্র হইতে আর শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। সর্ব্ববেদের মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুনাদিনা।
কলি-সন্তরনাখ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরে ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্ম-শিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেন ব্রহ্মণঃ ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্র-গুরু-লঙ্ঘিনঃ ॥

(অনন্ত-সংহিতা)

এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম। এই নাম জপ ও সংকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।৭৩)

এখানে একই মহামন্ত্রকে জপ ও কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।৭৪)
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার ॥

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম **নামের প্রচার**।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

'প্রচার' শব্দে কেবলমাত্র জপের কথা বলেন না বা হইতে পারে না, অথবা সংখ্যাপূর্ব্বক নির্দ্দেশিত হয় না। 'প্রচার' শব্দে সর্ব্বজীবের নিকট উপদেশ ছলে কীর্ত্তনের আদেশ।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "মহামন্ত্র" নামক পুস্তকে মহামন্ত্র জপ সম্বন্ধে যে সকল পয়ার ও শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, সেগুলি যে-শাস্ত্র সম্মত

এবং জপ ও কীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রামাণ্য—ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সমূহ শাস্ত্রবাক্যে অসংখ্যাত কীর্ত্তনের নিষেধসূচক কথাগুলি কোথা হইতে উদ্ধার করিলেন?—একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? অনন্ত-সংহিতা-ধৃত বচনে বলিয়াছেন যে, "মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ।" সুতরাং অন্য "ছড়া" নামকে 'মহানাম' বলিয়া গান করিলে শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী হইতে হইবে। এই বচনদ্বারা পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে, মহামন্ত্রই গান করিতে হইবে। এখানেও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'গান' শব্দে সংখ্যাত জপ নির্দ্দেশ করেন না কি? তাই যদি নির্দ্দেশ করেন তবে এখানে সংখ্যাত নাম গ্রহণ ও অসংখ্যাত কীর্ত্তন বর্জ্জনের নিগ্‌দর্শন কোথা হইতে পাইলেন?

ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

(পঃ পুঃ উঃ খঃ ৪২)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তবচনে 'সংকীর্ত্তন' অর্থে অসংখ্যাত কীর্ত্তনের ইঙ্গিত কোথা হইতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দর্শাইবেন?

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নাম-সংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪)

হে মন, তুমি যদি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎ-পাদপদ্মের সদা সঙ্গ লাভ আশা কর, তবে তদীয় নাম-সংকীর্ত্তন-বহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর। শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের) ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—

"যদ্যপ্যন্যা ভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্। "যতঃ যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস" ইতি "তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নাম-কীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্॥"

কলিকালে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই স্থাপন করিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—"কলৌ নাস্ত্যেব

নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। 'সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর'।

সংকীর্ত্তন-পিতা "গৌরসুন্দর" সংখ্যাত অসংখ্যাত সর্ব্বভাবেই সংকীর্ত্তনের আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য ॥

সেই ধন্য যে-জন সংকীর্ত্তন সহযোগে গৌরসুন্দরের ভজন করেন।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।২৯)

এই মন্ত্রে দ্বাপরে, করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন' কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৩৯)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্য পুরুষগণ কলিকে এইজন্য "ধন্য" বলিয়া থাকেন, যেহেতু সংকীর্ত্তন দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত বাণী শিক্ষাষ্টকেও বলিয়াছেন, 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'। নাম সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন —

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৮)

সুতরাং মহামন্ত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহাতে সর্ব্বজীবের অধিকার বর্ত্তমান। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন

স্কুল-কলেজের শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা ?

শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আবার জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে মানুষের তারতম্য হয়। মানুষকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—মুক্ত ও বদ্ধ। মানুষের সংসার দশাই বদ্ধ দশা। এই বদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত মানুষ কখনও শুদ্ধ-ধারণা মনের মধ্যে আনিতে পারে না। বদ্ধ জীবের ধারণা বদ্ধ বই আর কি হইতে পারে ? একমাত্র মুক্ত পুরুষই শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ-ধারণা পোষণ করেন। বদ্ধ ধারণাবশেই মানুষ এই স্কুল-কলেজের জড়ীয় শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করে। এক্ষণে

স্কুল-কলেজের শিক্ষার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্কুল-কলেজে গণিত, রসায়ন, আইন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষালাভ হয়, তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা যায় না। আমরা আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করত যে দুর্লভ মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, সে মানব-জন্মের সার্থকতা কিসে? মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ব্যতীত অর্থাৎ মানুষের মত মানুষ হইতে না পারিলে এ মানব-জন্মের কি মূল্য থাকিতে পারে? দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক্ হইতে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকসকল পাঠের কিছুটা প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, উহা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না এবং উহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়কও নহে। যেমন উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—সমাজে থাকিতে হইলে শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয় এবং সেইজন্যই আইন বিদ্যা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন; আবার যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহে লিপ্ত না হইয়া সৌহার্দ্দপূর্ণ অবস্থায় সুশৃঙ্খলে বাস করা যায়, তজ্জন্য একটি শাসনপ্রণালীর আবশ্যক বিধায় রাজনীতি বিদ্যা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

এইরূপ স্কুল-কলেজমাত্রেই জড় বিদ্যাদানের নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু তথাপি ঐ সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতির চরম প্রয়োজনীয়তা নাই,—যেহেতু ঐ সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা কোথাও কোথাও আশু শৃঙ্খলা রক্ষা হয় অর্থাৎ জড়ীয় নৈতিক জ্ঞানমাত্রই কিছুটা আশু শুভপ্রদ হইতে দেখা গেলেও,—তদ্দ্বারা পরিণামে অশুভফলই প্রকাশ পায়। জড়ীয় শিক্ষাদ্বারা পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা কোনক্রমেই বজায় থাকিতে পারে না। দেশ যত উন্নত হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে, দেশে যত তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই হিংসার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে;—অশান্তি লাগিয়াই আছে। বর্ত্তমান দুনিয়ায় মানুষ যেন সরলতা ভুলিয়া কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ জানে—জানিয়া শুনিয়াও ইতর প্রাণীকুল অপেক্ষা নীচ মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় মানুষের যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। ভালভাবে ইংরেজী ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিলে অথবা কোন এক বা ততোধিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেই কাহাকেও পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তাহাকে পারদর্শী বা দক্ষ বলা যাইতে পারে। নিছক কতিপয় গ্রন্থ পাঠেই পাণ্ডিত্যলাভ হয় না। আত্মশুদ্ধির দ্বারাই পাণ্ডিত্যলাভ হয়। পণ্ডিত কাহাকে বলা যাইবে, তদুত্তরে গীতার বাণী—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ **পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ**॥"

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

"পঠকাপাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্র-চিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খাঃ **যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ**॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥"

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ॥"

অতএব ধর্ম্মাচরণকারী অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত-পদবাচ্য।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, পুত্র তাহার পিতাকে মান্য করে না; অনুরূপ জায়া পতিকে, ভৃত্য প্রভুকে, ছাত্র শিক্ষককে, বালক বৃদ্ধকে মানে না। অশিক্ষিত শিক্ষিতের মত, নির্ধন ধনীর মত, ভৃত্য প্রভুর মত, বালক বৃদ্ধের মত সমান সম্মান অথবা ততোধিক সম্মান দাবী করে।—ফলে অশিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। স্কুল-কলেজে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতে গিয়া শিক্ষাগুরুর প্রতি যদি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করে, তাহাকে কি শিষ্টাচার বলা যায়? ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, স্কুল-কলেজে এবম্বিধ ধর্ম্মহীন নীতিবর্জ্জিত শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা কেমন করিয়া উত্তম নাগরিক গঠিত হইবে? একমাত্র পরমার্থ-শিক্ষা ব্যতীত উত্তম নাগরিক গঠন সম্ভব নহে। সকল মানুষের স্বার্থ যদি একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই দেশে শান্তি আসিতে পারে। স্কুল-কলেজের জড়ীয় বিদ্যা ব্যতিরেকেও মানুষ প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহৎজনের নামোল্লেখ করা যায়। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যকুলে জন্মিয়াও দৈত্য নহেন,—পরন্তু তিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া মহাভাগবত। শাস্ত্র বলেন—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

অর্থাৎ,—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, মদ্ভক্তিযুক্ত সদাত্মনিষ্ঠ যোগী বিনা-জ্ঞানে ও বিনা-বৈরাগ্যে ইহলোকে শ্রেয়োলাভ করেন।

ধর্ম্ম-চিন্তা করিবার অধিকার মানুষমাত্রেরই আছে এবং মনুষ্য-জন্মই ধর্ম্ম-চিন্তার প্রকৃষ্ট পথ। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি কার্য্য পশু-পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই মানুষের বিশেষত্ব। ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান। সুতরাং মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয়। আধ্যাত্ম-জ্ঞানের নিত্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

"আধাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥"

প্রকৃত বিদ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অবিদ্যা-বৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন, বিদ্যা-বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ডাজীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই তাহার বিদ্যা-বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যে-পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া।"

ভগবানে ভক্তি ও ভগবৎকথায় রতি না জন্মান পর্য্যন্ত বিদ্যালাভ হইতে পারে না। বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা,—তদ্দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। আর অপরা বিদ্যা বা জড় বিদ্যায় শুধু ঐহিক উন্নতি ও অবনতি হয়। মুণ্ডক বলেন,—

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ ॥"

বস্তুতঃ এই ব্রহ্মবিদ্যা সাধনালব্ধ ও বহু ভাগ্যে ইহা লাভ হয়। ঐহিক সুখ-দুঃখের অনিত্যতা উপলব্ধি করিলে জড় বিদ্যার প্রতি মোহ আর থাকে

না। জীবনান্ত না হওয়া পর্য্যন্তই জড় বিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যার স্থায়িত্ব। একজন হাইকোর্টের ন্যায়াধীশ কি মৃত্যুর পরেও ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার বাঞ্ছা পোষণ করিতে পারেন ? যখন এই মনুষ্য-জন্ম চিরস্থায়ী নহে এবং আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিব না, তখন জড় বিদ্যার মোহে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিব কেন ? আমরা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিধাতার সৃষ্ট জীব-জাতির মধ্যে সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমান্ প্রাণী হইয়াও যদি নিঃশ্রেয়সঃ লাভে যত্নবান না হই, তাহা হইলে এ-জন্মের সার্থকতা থাকে না।

আজকালকার বিদ্যা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; যথা—অর্থকরী বিদ্যা ও যশকরী বিদ্যা। অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যার্জ্জনকে অর্থকরী বিদ্যা এবং যশবৃদ্ধির আশায় বিদ্যার্জ্জনকে যশকরী বিদ্যা বলা যায়। আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ অর্থ-উপার্জ্জন করা। অর্থ উপার্জ্জন ও যশোলাভের জন্য স্কুল-কলেজে বড় বড় উপাধি লাভ করা আজকাল সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে শুদ্ধ জ্ঞান লাভ সুদূর-পরাহত। 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

'জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যা কলা।'

কেবল জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ও যশোলাভের জন্য বিদ্যাকে বিদ্যা বলা যায় না। কেননা তদ্দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ তো হয়ই না, পরন্তু অনুরূপ অবিদ্যার আশ্রয়ে মায়ার নফর হইয়া ঘুরিতে হয়। মহাজন-কথিত 'অর্থম্ অনর্থম্'—এই নীতি বাক্যটি ভুলিয়া অযথা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যগ্রতা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। আবার যশোলাভেচ্ছু শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যশ বা প্রতিষ্ঠা 'শূকরী-বিষ্ঠা' তুল্য ঘৃণ্য জানিয়া যশলাভের আশা করা উচিত নহে। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চাকুরী পাইবার আশায় নিছক বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করা ও যশ লাভের নিমিত্ত বড় বড় উপাধি বা ডিগ্রী লাভ করাও নিতান্তই হেয় ও অকিঞ্চিৎকর। এই সমস্ত লৌকিক বিদ্যা অভ্যাসের জন্য মহাজনগণ বলেন নাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় বলেন,—"লৌকিক জ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্য সম্বন্ধ আছে ? বরং লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। একথা মানি যে, লৌকিক জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে—ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।"

এই সমস্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষায় 'অমি দেহ' এই বুদ্ধির অভ্যাস করান হয় না কি? আজকালকার শিক্ষিত মানুষকে 'আমি দেহ নই,—আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস'—একথা বলিতে যাওয়া নিরর্থক হইবে। "অহংতা" 'মমতারূপ' দুশ্ছেদ্য রজ্জুর বন্ধন যাঁহারা ছেদন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কেমন করিয়া চিন্তা করিবেন যে,—'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'; কৃষ্ণ-বহির্মুখতাই জীবের মায়ার বন্ধন বা অবিদ্যা? তাই পচা হাড়-মাংসের দেহটার প্রতি মমতাবশে 'আমি অমুক,—আমি এমন'—এরূপ অহঙ্কার করিয়া বসেন। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় দান করে; কিন্তু কয়জন শিক্ষিতের মধ্যে এই বিনয়ভাব পরিদৃষ্ট হয়। বৃক্ষ যেমন বহু সংখ্যক ফলভারে নত হইয়া যায়, তেমনি যে গুণী ব্যক্তি অশেষগুণাবলীর অধিকারী, তিনি নিশ্চয়ই বিনয়ে নম্র হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তৎস্থলে 'বিনয়' শব্দটি লুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে কন্ট্রা মেজাজ্, অহংতা প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর গুণাবলীরূপে স্থান পাইয়াছে; এ যেন বিদ্যার স্থলে অবিদ্যা আসিয়া বসিয়াছে। জড় বিদ্যা লাভে এই দেহের প্রতি মমত্ববোধ জাগরিত হয় ও এই সংসারের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই শাস্ত্র অনুরূপ মায়াগ্রস্ত জীবকে 'গোখরঃ' অর্থাৎ 'গরুদিগের মধ্যে গাধা' বলিয়াছেন;—

"যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

পরমার্থ শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের জন্যই আজ এত অশিষ্টাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বহু বিবেচনা করিয়াই কুমার বয়স হইতে ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন;—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতবানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়াই বিদ্যার উদ্দেশ্য। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

"তাঁহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥"

শ্রীভগবান ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পাইতে হইলে

পৃথক্ লৌকিক-জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—'যান্তি মদ্‌জাযিনোঽপি মাম্'। ভক্তই ভগবানকে লাভ করেন। শাস্ত্রের অর্থ না জানিয়াও ভক্তিরস-পরিপ্লুত হৃদয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ভগবানের কৃপা লাভ হয়। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মিলন-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হৈয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাহাতে শ্যামল-সুন্দর ॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
প্রভু কহে, গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥"

কেহ মহাজ্ঞানী হইয়া জ্ঞানের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥"

'শ্রীমদ্ভাগবতে' শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥'

হৃদয়ে ভক্তিরস না থাকিলে জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বীরও নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যথা শাস্ত্র-প্রমাণ,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কর্ম্ম-জ্ঞান প্রভৃতি ত্যাগ করিবার উপদেশচ্ছলে গাহিয়াছেন,—

"জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে গেলে ভক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না, ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই দ্বিপদ পশু মধ্যে পরিগণিত।"

গারুড়ে বর্ণিত আছে—

'অন্তর্গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বেত্তপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥'

জড়ীয় পাণ্ডিত্যের কোনই মূল্য নাই। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তম অধ্যয়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

অতএব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পূজন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নবধা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাজন করাই শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের মতে উত্তম অধ্যয়ন। ভক্তি

ব্যতীত যখন শিক্ষা নাই, তখন শিক্ষা ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে সে শিক্ষার সার্থকতা থাকে না। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তিই যে প্রকৃত বিদ্যা, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সুপরিস্ফুট।—

"প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে'ও উক্ত হইয়াছে—

"পড়ে কেন লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ॥"

বর্ত্তমান স্কুল-কলেজের শিষ্টাচার-বর্জ্জিত ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন ঋষি-প্রবর্ত্তিত-ধারায় পারমার্থিক শিক্ষার প্রচলন করা বিশেষ প্রয়োজন। বাল্যকালে আমরা গ্রন্থে পড়িয়া থাকি,—'সদা সত্যকথা বলিবে'। —কিন্তু তাহার অভ্যাস করি কই ? কাজেই শুধু পাঠ মুখস্থ করিলেই হইবে না, গ্রন্থের উপদেশ মানিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়দিগকেও প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে। সচ্চরিত্রতাই বিদ্বানের একটি বিশেষ গুণ। চরিত্ররত্ন যিনি একবার হারাইয়াছেন, বহু-উচ্চশিক্ষিত হইলেও তিনি অশিক্ষিত, —মূর্খ। শিক্ষক মহাশয়গণ শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী আচরণ করিলে ছাত্রগণও ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিতে শিক্ষা করিবে ও তাহাদের নৈতিক-চরিত্র উন্নত হইবে। সৎছাত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য সৎশিক্ষকের প্রয়োজন। পরা-ভক্তিলাভের জন্য তীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। ভগবৎসেবা ব্যতীত প্রকৃত বিদ্যা লাভ হইতে পারে না। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-বাণী—

'সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥'

অতএব বিদ্যার নামে অবিদ্যাকে গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত হইবে না। পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেই প্রকৃত-শিক্ষার অনিবার্য্য অংশরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমর্থনক্রমে ও আনুগত্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ আধুনিক স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে প্রকৃত-শিক্ষা বলা যায় না।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস

একদিন গৌরহরি মুকুন্দে ডাকিয়া।
আপনার দুঃখ ক'ন বিরলে বসিয়া ॥ ১ ॥
মুকুন্দ হে! তোমরা কি ভাবহ আমায়?
কি ক'ব দুঃখের কথা, মরমে পাইনু ব্যথা,
এত বলি' কাঁদে গৌররায় ॥ ২ ॥
গোলোক-সম্পদ ছাড়ি', আসিলাম ধরণী প'রি,
নিজ-রস প্রচার-কারণ।
ঘুচাতে জীবের দুঃখ, ছাড়িলাম সব সুখ,
(এখন) দেখি, সব হৈল পণ্ডশ্রম ॥ ৩ ॥
পাইলাম দুঃখ যত, তোমরা পাইলে তত,
কি করিব ভাবিয়া না পাই।
যাহা লাগি আইনু হেথা, সকলি হইল বৃথা,
চিন্তা তাই জাগিছে সদাই ॥ ৪ ॥
পণ্ডিত-পড়ুয়া যারা, আমারে না মানে তারা,
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি' আমি বুদ্ধিহারা, কেমনে তরিবে তা'রা,
(তাদের) কিসে যাবে নরকের ভয় ॥ ৫ ॥
অনেক চিন্তার পর, ভাবি' আমি অতঃপর,
স্থির কৈনু পথ এক আছে।
ধরিব সন্ন্যাস-বেশ, মুড়াইব চিকুর-কেশ,
দণ্ড-কমণ্ডলু লইব হাতে ॥ ৬ ॥
(মোর) দেখিয়া সন্ন্যাসী-রূপ, নমস্কার করিবে সব,
অপরাধ হইবে খণ্ডন।
হৈলে অপরাধ ক্ষয়, সুবুদ্ধি হ'বে উদয়,
করিবেক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ॥৭॥
(তখন) তোমরা হইবে সাথী, নামে ভাসাইব ক্ষিতি,
ডুবাইব প্রেম-বন্যা আনি।

উঠিবে কীর্ত্তন-রোল,　　হরিবোল হরিবোল,
নামে পূর্ণ হইবে অবনী ॥৮॥
নিত্যানন্দ মহাজন,　　করিবেন বিতরণ,
হরিনাম মহাপ্রেম-ধন।
(তার) সঙ্গী হবেন হরিদাস,　　পূরিবে মনের আশ,
আপামরে করিবে কীর্ত্তন ॥৯॥
করিব অদ্ভুত কর্ম্ম,　　বিলাইব প্রেমধর্ম্ম,
(যাহা) যোগী-ঋষিগণ নাহি পায়।
গোলোক-সম্পদ নাম,　　হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
বিলাইব সব নদীয়ায় ॥১০॥
দীন-হীন পতিত যা'রা,　　এ প্রেম পাইবে তা'রা,
দাম্ভিকের হ'বে দম্ভ নাশ।
করি নাম-পরিবেশ,　　উদ্ধারিমু সব দেশ,
পূরিবেক মনের উল্লাস ॥১১॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী,　　ভক্তগণ অনুমানি,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।
অন্তরে বুঝিল সবে,　　গুণনিধি ছেড়ে যা'বে,
ন'দে হ'বে আঁধারে মগন ॥১২॥
এ দাস মোহিনী কয়,　　শুন গৌর দয়াময়,
মোরে যেন কৃপা তব হয়।
তোমার দাসের দাস,　　হ'ব এই অভিলাষ,
অন্যবাঞ্ছা মনে নাহি হয় ॥১৩॥
নিজ-কর্ম্মদোষে মুই,　　সদা হাবুডুবু খাই,
উদ্ধারিতে নাহিক উপায়।
(তুমি) অপার করুণাসিন্ধু,　　বিতরিয়া একবিন্দু,
কৃপা করি' স্থান দিও পায় ॥১৪॥

—পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী,রাগভূষণ

ধর্ম্ম-সম্মেলন

শ্রীপুরবাজার, বলাগড়, (হুগলী)

স্থানীয় সচ্চিদানন্দ সেবাশ্রমের উদ্যোগে বিগত ১৩৬৭ সালের ১১ই ফাল্গুন হইতে ১৩ই ফাল্গুন, ইং ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার দিবসত্রয় বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রচার-পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন—

প্রথম দিবস—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে "ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিই জাতি-গঠনের মূলভিত্তি"** সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে। এই দিবস শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ—অধ্যাপক সংস্কৃত টোল, স্বামী সমাধি-প্রকাশ অরণ্য—দিনাজপুরের সমাধি মঠের অধ্যক্ষ প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইবেন এবং স্বামী মহাস্থবীর ধর্ম্মকীর্ত্তি—মহাবোধি সোসাইটি ও ডাঃ শ্রীযুত মতিলাল দাস (কলিকাতা) অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বক্তৃতা করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—মহামহোপাধ্যায় **শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য**—সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন আচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে **"মানব-জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের উপায়-স্বরূপ আর্য্য-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম"** সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে। এই দিবস স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইবেন।

তৃতীয় দিবস—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী শনিবার—**স্বামী সমাধি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজের** সভাপতিত্বে **"জাতি-গঠনে যুগে যুগে মহাপুরুষগণের অবদান"** সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

প্রথম দিবসের কার্য্যক্রম ঃ—

প্রথম দিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রচার-পত্র অনুসারে ১১ই ফাল্গুন ১৩৬৭, বৃহস্পতিবার দিবস নবদ্বীপ হইতে বেলা ১২টার ট্রেনে বলাগড় ষ্টেশনে অবতরণ করিলে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও তাঁহার সহিত সমাগত বিংশতি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণকে শ্রীপুরের সচ্চিদানন্দ আশ্রমে লইয়া যান। তথায় সমাগত বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরিত হইতেছে দেখিয়া

শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিকটস্থ জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের বাসভবনে বিশ্রামার্থ যান। তথায় ক্রমশঃ বক্তা, প্রধান অতিথি প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সভাপতি মহোদয়কে লইয়া আসা হয়। সভাস্থলের তোরণে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত হইলেই ৫০।৬০ জন মহিলা একসঙ্গে সমস্বরে শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রণতি-জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা **শ্রীযুত বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে তোরণ হইতে সভা-মণ্ডপ পর্য্যন্ত লইয়া যান এবং তাঁহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক সভামণ্ডপে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অতিথি স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য ও শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং বক্তা স্বামী মহাস্থবীর ধর্ম্মকীর্ত্তি এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুত মতিলাল দাস, শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি,—চেয়ারম্যান হুগলী জেলাবোর্ড, শ্রীগাড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ, ও বহু গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ সভামণ্ডপের (ডায়াস) উপর স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

ডাঃ শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে পরমহংসস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন** এবং উক্ত মহোদয়দ্বয় প্রধান অতিথি সম্বন্ধেও প্রস্তাব ও অনুমোদন করিলে স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পর সচ্চিদানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূপানন্দ পুরী মহারাজের পক্ষে শ্রীতারক-গতি মুস্তৌফী সম্মেলনের উদ্দেশ্য পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে ডাঃ মতি-লাল দাস মহাশয় বেদ ও উপনিষদের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর মহাবোধি সোসাইটির স্বামী মহাস্থবীর ধর্ম্মকীর্ত্তি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয় ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বিশেষ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জগতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতি-স্বরূপে ভাষণ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, আচার্য্যদেবের ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। সভাপতি মহোদয় বর্ত্তমান রাষ্ট্রের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, সমাজের ধর্ম্ম-বিরোধিতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার হেয়তা, ভারতীয় কৃষ্টির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বক্তৃতা চলিতে থাকায় রাত্রি ৮টার অধিক হইলে সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ-সঙ্ঘের সম্পাদক মহোদয় সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রদর্শনী উন্মোচনের কথা সভায় জানাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, তখন সভা হইতে শ্রোতৃমণ্ডলী মন্তব্য জানান যে, আমরা এক্ষণে স্বামীজীর বক্তৃতা আরও শ্রবণ করিব, প্রদর্শনী উন্মোচনের কার্য্য পরে করা হউক। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদর্শনীর উন্মোচনের কার্য্য বক্তৃতার শেষে করা হইবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্ম-যাজনই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন এবং

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

—এই শ্লোকটি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান ইহা বুঝাইয়া দেন। পরে সভাভঙ্গ হইলে শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি—চেয়ারম্যান হুগলী জেলাবোর্ড মহোদয় প্রদর্শনী উন্মোচনের কার্য্যে অগ্রসর হইলে সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব বলাগড় ষ্টেশনে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু শ্রোতৃমণ্ডলী এবং ধর্ম্ম-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক দূর পর্য্যন্ত সভাপতি মহারাজের অনুগমন করেন এবং শ্রীল আচার্যদেবের বক্তৃতা আলোচনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

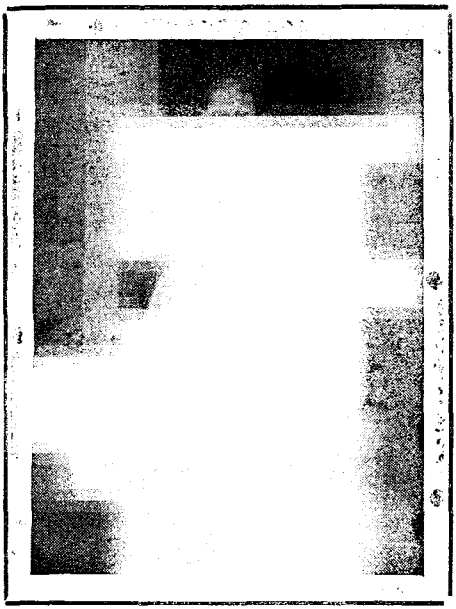
—প্রচার-সম্পাদক

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার ১৯শ পঙ্‌ক্তিতে 'গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো' স্থলে 'বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো' হইবে অর্থাৎ 'গৌড়ীয়'-শব্দ হইবে না।

—প্রকাশক

পরলোকে রসরাজ ব্রজবাসী



আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সুযোগ্য সেবক শ্রীযুত রসরাস ব্রজবাসী 'ন্যায়-কোবিদ' প্রভু বিগত ১২ই বৈশাখ ১৩৬৮, ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯৬১, মঙ্গলবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় হঠাৎ হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হওয়ায় নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণের সমক্ষে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ সকলেই এই আকস্মিক সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমবেত হন, তৎপরে গঙ্গাতীরে কীর্ত্তনমুখে তাঁহার পারলৌকিক অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করা হয়।

সামাজিক জীবনে শ্রীযুত রসরাজ প্রভু একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন যোগ্যব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল—শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর অধিকারী। তিনি ভূসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের কৌলিক রীতি-অনুসারে দেবসেবায় নিয়োজিত থাকাহেতু 'অধিকারী' পদবীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি পুরুলিয়া-শহরে অবস্থিতি কালে পুরুলিয়ার পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) একজন প্রধান সভ্য

(কমিশনার) ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার হিন্দুমহাসভার সম্পাদক-পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে মহাত্মা গান্ধীজীর আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কারাবরণও করিতে হইয়াছিল।

পার্থিব কর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি করিয়া এবং সংসারিক জীবন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিষময় বোধ হইলে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি, আত্মীয়-স্বজন, বিত্ত-সম্পত্তি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া একবস্ত্রে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। ক্রমশঃ তিনি হরিদ্বারে কোন এক আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া পরে বদ্রীনারায়ণে গিয়া শ্রীযুত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। পরে তাঁহার আনুগত্যে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সহিত পরিপ্রশ্নমুখে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। বৃন্দাবনে কিছুদিন মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং উক্ত ব্রহ্মচারীজীর সহায়তায় দিন যাপন করেন। তথা হইতে মথুরায় শ্রীরঙ্গেশ্বরজীর মন্দিরের সন্নিকট একটী কক্ষে অবস্থান করিয়া মাধুকরীর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকাকালীন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উক্ত সমিতির আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তদবধি বেদান্ত সমিতির আচার-বিচার ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া মথুরা মঠে পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া হরিনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার রসিক-স্বভাব লক্ষ্য করিয়া **'রসরাজ'** নাম রাখেন এবং বিচার-বুদ্ধির কুশলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে **'ন্যায়কোবিদ'** উপাধিতে ভূষিত করেন। মাত্র ৫।৬ বৎসর সমিতিতে যোগদান করিলেও তিনি সমিতির সকলেরই আদরের পাত্র হইয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীবেদান্ত সমিতি ব্যতীত অন্যান্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্যবর্গও রসরাজ প্রভুর গুণে, ব্যবহারে ও সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক ও শ্রীভাগবত-পত্রিকার (হিন্দী) কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা তাহার এই আকস্মিক প্রয়াণে বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত।

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ ; ইং ১১।৬।৬১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ২৭শে আষাঢ় ১৩৬৮, ইং ১২ই জুলাই ১৯৬১, বুধবার হইতে ৬ই শ্রাবণ ১৩৬৮, ইং ২২শে জুলাই ১৯৬১, শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২৭শে আষাঢ়**, ১২ই জুলাই, বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৮শে আষাঢ়**, ১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৯শে আষাঢ়**, ১৪ই জুলাই, শুক্রবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **৩০শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই, শনিবার **হইতে ১লা শ্রাবণ**, ১৭ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিক-অন্তে ৮টা **হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২রা শ্রাবণ**, ১৮ই জুলাই মঙ্গলবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা **হইতে** ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **৩রা শ্রাবণ**, ২০শে জুলাই, বুধবার **হইতে ৫ই শ্রাবণ**, ২১শে জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা **হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৬ই শ্রাবণ**, ২২শে জুলাই, শনিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পার্যাত্রা**, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } আষাঢ় ১৩৬৮ { ৫ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়:—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | বাসুদেব, ১৮ বামন, ৪৭৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৬৮ ; ইং ১৬।৭।১৯৬১ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীভীষ্মদেব-কৃতং "শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রৈকাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—৩২-৪২)

শ্রীভীষ্ম উবাচ,—

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি॥
স্ব-সুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ॥ ১॥

নির্য্যাণ-সময়ে শরশয্যায় শায়িত শ্রীভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—কখনও লীলাবিলাস করিবার জন্য যে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-পরম্পরা প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই মায়ার প্রতি ঈক্ষণ স্বীকার করিলেও জীবের ন্যায়

যিনি আবৃতস্বরূপ বা পরতন্ত্র হন নাই, যাঁহা অপেক্ষা বিরাট আর কেহ নাই, সেই পরাৎপর স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দময় যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাধর্ম্মাদি উপায়ে আমার কর্ম্মবুদ্ধি সমর্পিতা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ত্রিভুবন-কমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌর-বরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ২ ॥

ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর, তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মল-পীতবসন-বিভূষিত, কুন্তল-রাশিদ্বারা আবৃত-মুখপদ্ম-শোভিত শরীরধারী এই অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অহৈতুকী ফলাভিসন্ধি-রহিতা চিত্তবৃত্তি হউক ॥ ২ ॥

যুধি তুরগরজো-বিধূম্র-বিষ্বক্-
কচ-লুলিত-শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিত-শরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩ ॥

যুদ্ধে অশ্ব-খুরোত্থিরত ধুলি-ধূসরিত ইতস্ততঃ বিস্রস্ত-কুন্তল-বিকীর্ণ ঘর্ম্মজালে যাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত এবং আমার বাণসমূহে যাঁহার গাত্রত্বক্ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক্ ॥ ৩ ॥

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৪ ॥

"হে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর, যাহাতে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত যুযুৎসু এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করিতে পারি"—সখা অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম ও

শত্রুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করত কালদৃষ্টি-প্রভাবেই শত্রু দুর্য্যোধনের পক্ষীয় যোদ্ধগণকে ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার ছলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ু অপহরণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের জয়লাভ সম্পাদন করাইয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ॥ ৪ ॥

ব্যবহিত-পৃতনা-মুখং নিরীক্ষ্য
স্বজন-বধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা ।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥ ৫ ॥

দূরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীরগণকে দর্শন করিয়া পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জ্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক ॥ ৫ ॥

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথ-চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৬ ॥
শিত-বিশিখ-হতো বিশীর্ণ-দংশঃ
ক্ষতজ-পরিপ্লুত আততায়িনো মে ।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং
স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

'আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব' এইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব' আমার এই প্রতিজ্ঞা যাহাতে সত্য হয়, তদ্রূপ বিধান করিবার জন্য যিনি অর্জ্জুনের রথে অবস্থান করিতে করিতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধবশে প্রবল-বেগে ধাবিত হওয়ায় স্বীয় নরলীলাভিনয় বিস্মৃতি-বশতঃ উদরস্থিত নিখিল প্রাণী ও ব্রহ্মাণ্ডের ভারে প্রতিপদক্ষেপে

পৃথিবীকে কম্পিত ও বিচলিত করিয়া পথিমধ্যে উত্তরীয় বসন ফেলিয়া, হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহ যেমন প্রবলবেগে ধাবিত হয় তদ্রূপ, আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং যিনি তৎকালে বিস্ময়াপন্ন ধনুর্দ্ধারী আমার তীক্ষ্ণশরে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় বিধ্বস্তকবচ হইয়া রুধিরব্যাপ্ত-কলেবরে অর্জ্জুনের নিষেধসত্ত্বে তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে আমাকে বধ করিবার জন্য আমার অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি লোকদৃষ্টিতে অর্জ্জুনপক্ষীয় লোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার অবলম্বন হউন ॥ ৬-৭ ॥

বিজয়-রথ-কুটুম্ব আততোত্রে
ধৃতহয়-রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে ।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ৮ ॥

আমি দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে দেখিলাম যে, এই যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা সকলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্যনামক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনের রথের রক্ষাকারী, কশাধারী, অশ্ববল্গাধারী সারথিরূপে শোভমান, প্রাকৃত দৃষ্টিতে অন্যায়াচরণ হইলেও অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যু-সময়ে আমার প্রীতি হউক্ ॥ ৮ ॥

ললিতগতি-বিলাস-বল্গুহাস-
প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্পিতোরুমানাঃ ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সুচারু মঞ্জুগতি, রাসাদিবিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুর মান বর্দ্ধিত হওয়ায় যাঁহারা উৎকট মদবিহ্বল হইয়া তদেকচিত্ততাহেতু তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই গোপবধূগণ যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক্ ॥ ৯ ॥

মুনিগণ-নৃপবর্য্য-সঙ্কুলেঽন্তঃ-
সদসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ১০ ॥

মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ-ব্যাপ্ত সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যিনি সেই মুনিগণ প্রভৃতি সমবেত জনগণের সবিস্ময়ে অবলোকনের পাত্র হইয়া পূজা পাইয়াছিলেন, সেই এই বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আছেন; অহো! আমার কি সৌভাগ্য !! ১০ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্ম-কল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোস্মি বিধূত-ভেদ-মোহঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং প্রকটিত প্রাণিগণের প্রতি-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া একই সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান-ভেদে বহুবিধরূপে প্রতিভাত হন, তদ্রূপ সেই অনাদি জন্মরহিত সম্মুখস্থিত এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাকৃত-ভেদজ্ঞান-প্রসূত মোহমুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

নিম্ব-ভাস্কর

'বেদার্থসংগ্রহে' শ্রীরামানুজাচার্য্য ভাস্কর-মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্কর মতটি কি, তাহাও সংক্ষেপে তাঁহার লেখা হইতে "পরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদমিতি"-বাক্যে জানা যায়। ভাস্করভাষ্য-নামে বেদান্তদর্শনের একখানি নিবন্ধও কিছুদিন হইতে প্রচারিত হইয়াছে। সহ্যাদ্রিনিবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করের কথাও গণিতশাস্ত্র-কোবিদ-জনগণের অপরিচিত নহে। ভাস্করাখ্য কোবিদগণের প্রতিভা ভারতের ঐতিহাসিকগণের নিকট অভিনব ব্যাপার নহে। তামিল ভাষায় "তিরুভাষগম্" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ শৈব কবি মাণিক্যভাস্করও ভাস্করাখ্যগণের অন্যতম।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নিম্ব-ভাস্কর ঐতিহাসিক মধ্যযুগের চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। নাভদাস-কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁহার কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তিসর উসর ভরিয়া।
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জু হরিয়া॥
দোঁহা
রমা পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদিকা মধুকর গুরুমুখচারি॥"

নাভদাসের ব্যাখ্যাতৃবর্গও তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; যথা বাত্তিকপ্রকাশে—

"শ্রীনিম্বার্কজী মহারাজ জনোঁ কে অজ্ঞানরূপী কুহেসে কো নাশ কর্‌কে উন্‌কে হৃদয় মেঁ জ্ঞান-কথা ভক্তিপ্রকাশ কর্‌নেবালে সূর্য্য। * * তথা শ্রীসনকাদিক্ পদ্ধতি কে গুরু আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী হৈ। * * ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক স্বামী শ্রীনিম্বাদিত্যজীকে গ্রাম মেঁ একসময় একদণ্ডী স্বামী আয়ে; আপ্‌নে উন্‌কা নেওতা কিয়া। সন্ন্যাসীজী ইন্‌কে স্থান্‌মে আয়ে। কিসী কারণ সে রসোই মে সন্ধ্যা (অধিক বিলম্ব) হো গই। যতিজীনে বেদবচনকা প্রমাণ দেকর্ কহা কি—"রাত্রি মে রত্তীমাত্র ভী মেঁ পাতা নহিঁ হুঁ। য়হ শুন, আপ্‌কো দয়া আই কি মেরে য়হাঁ অতিথি উপবাস করে, (ঔর মেরীহী অসাবধানতা সে) য়হ বিচারকর আপনে কহা কি—'ইস্ আঙ্গন মেঁ জো "নিম্ব" কা বৃক্ষ হৈ, উস্‌পর দেখিয়ে কি অভী অর্ক য়া আদিত্য দেব বিরাজতে হৈঁ', ঔর এসাহি দেখাকে দণ্ডীজী কো সন্তুষ্টতা পূর্ব্বক প্রসাদ পবা দিয়া। পীছে (দো তিন ঘড়ী) রাত্রিকে চিহ্ন পাকর্ দণ্ডীজীনে আপ্‌কা প্রভাব প্রকট দেখা। তথা জগৎ মেঁ সর্ব্বত্র ইন্‌কী ভক্তিভাব কী দাব এবং মহিমা প্রখ্যাত হো গই, ঔর ইসীসে আপ্‌কা য়হ নাম (নিম্বার্ক) বিখ্যাত হুয়া।

আপ্ দক্ষিণমেঁ শ্রীগোদাবরী গঙ্গাকে তট মুঙ্গের নামকে গ্রামকে বাসী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অরুণজী ঔর মাতা জয়ন্তীকে পুত্র হৈ।

ভগবান্ নে শ্রীহংস অবতার লেকে শ্রীসনকাদিক কো উপদেশ কিয়া; ঔর শ্রীসনকাদিক সে শ্রীনারদজীনে পায়া, জিস্‌সে য়হ সম্প্রদায় "সনকাদিক সম্প্রদায়" কহলতা হৈ। উসীকো স্বামীজীনে শ্রীনারদজীসে পাকে প্রচলিত কিয়া; জিস্‌সে বহী শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়কে নামসে বিখ্যাত হুয়া। গোলোক-

বাসী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ কী মাধুর্য্য উপাসনা ইস্ সম্প্রদায়কী মুখ্য বাত হৈ। আপ্ কী গাদী সলেমাবাদ ইত্যাদি নগরোঁ মে হৈঁ। নিম্বার্ক সম্প্রদায়কী শ্রীগুরু-পরম্পরা—শ্রীহংস ভগবান্জী, শ্রীসনকাদিক, শ্রীনারদজী, শ্রীনিম্বাদিত্যজী।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে এবং বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্যে' তাঁহার সাম্প্রদায়িক আচার্য্যত্বের কথা পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধার রিয়াছেন, (প্রমেয়রত্নাবলী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে)—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্ব্যাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের টিপ্পনীতেও এইরূপ উদ্ধৃত আছে। বাহুল্যভয়ে পুনরুক্তি করা গেল না।

ইম্‌লিতলার আখড়ার লালদাস কিম্বদন্তীমূলে তাঁহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাও এখানে লিখিত হইল—

"নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য আয়োজন পাকে সন্ধ্যা আসি' হৈলা॥
যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্র্যে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজভক্তিবলে সাধু সৃজিলা উপায়।
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি' বৃক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি'।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি'॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্য-বোধ তখন জন্মিলা॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য-প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ হইয়া॥

সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখয়ে অদভুত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি' জ্ঞানমত॥"

ভক্তিরত্নাকরের লেখকও নিম্বার্কের ও তাঁহার অধস্তনগণের শিষ্যপারম্পর্য্য এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

গুরুপরম্পরা

১। শ্রীনারায়ণ	২। হংস	৩। সনকাদি চতুঃসন
৪। নারদ	৫। নিম্বাদিত্য	৬। শ্রীনিবাসাচার্য্য
৭। বিশ্বাচার্য্য	৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য	৯। বিলাসাচার্য্য
১০। স্বরূপাচার্য্য	১১। মাধবাচার্য্য	১২। বলভদ্রাচার্য্য
১৩। পদ্মাচার্য্য	১৪। শ্যামাচার্য্য	১৫। গোপালাচার্য্য
১৬। কৃপাচার্য্য	১৭। দেবাচার্য্য	১৮। সুন্দর ভট্ট
১৯। পদ্মনাভ ভট্ট	২০। উপেন্দ্র ভট্ট	২১। রামচন্দ্র ভট্ট
২২। বামন ভট্ট	২৩। কৃষ্ণ ভট্ট	২৪। পদ্মাকর ভট্ট
২৫। শ্রবণ ভট্ট	২৬। ভূরি ভট্ট	২৭। মাধব ভট্ট
২৮। শ্যাম ভট্ট	২৯। গোপাল ভট্ট	৩০। বলভদ্র ভট্ট
৩১। গোপীনাথ ভট্ট	৩২। কেশব ভট্ট	৩৩। গোকুল ভট্ট

৩৪। কেশব কাশ্মিরী।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে সাধারণ চলিত বাংলা ভাষায় 'নিমাই' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও চলিত ভাষায় 'নিতাই' বলা হয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে 'গদাই' বলা হয়। ভক্তিরত্নাকরের রচনা হইতে জানা যায় যে, "নিমানন্দ-সম্প্রদায়" নামে শ্রীগৌরসুন্দরের কতিপয় অনুগ জন একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগোপাল-গুরু-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই নিমানন্দ-সম্প্রদায়ের কথা বিস্তার করিয়াছিলেন। নিমানন্দ হইতে পৃথক্ বিচারে নিম্বার্ক বা নিম্ব-ভাস্করকে কোন কোন লেখক 'নিয়মানন্দ' বলিয়া তাহাদের শাখা কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, নিম্বার্ক 'নিয়মানন্দ'-নামে পরিচিত ছিলেন।

ডাক্তার সার ভাণ্ডারকর এই নিম্বার্কের আদিস্থান বেলারি-জেলায় অবস্থিত বলিয়া অনুমান করেন। ভাণ্ডারকরের মতে,—নিম্বার্কের পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী এবং নিম্বার্কের নিবাস নিম্বগ্রামে ছিল। বেলারি জেলায় এখনও 'নিম্বপুর' বলিয়া গ্রাম আছে। তিনি এই সংবাদ হরিব্যাসদেবের

দশ-শ্লোকীর "টীকোপোদ্ঘাত" হইতে লাভ করিয়াছেন। হরিব্যাসদেব শিষ্য-পারম্পর্য্যে দ্বাত্রিংশৎ অধস্তন। ভাণ্ডারকর বলেন,—হরিব্যাস হইতেই নিম্বার্ক-সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সম্প্রদায়ে জনৈক গোস্বামী দামোদরকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধস্তন বলিয়া বর্ণন করেন। নিম্বাদিত্যের অধস্তন কোন কোন পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জনগণের নিকট জানা যায় যে, আন্ধ্রদেশে নিম্বাদিত্য স্বামী উদিত হইয়াছিলেন।

আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের কতিপয় সেবক বলেন,—দাক্ষিণাত্যে 'মুঙ্গের-পত্তন'-নামক গ্রামে বহু পূর্ব্বে জয়ন্তীদেবীর গর্ভে আরুণি-ঋষির ঔরসে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। 'আরুণি-ঋষি' হইতে 'আরুণি ঘট্ট' বা 'আড়ংঘাটা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে উৎকল-দেশে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে; লোকনাথে যাইবার পথে, 'দুঃখীশ্যাম বাবা' নামে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একজন প্রাচীন ভক্তের আস্তানা বিরাজিত ছিল। এখনও উহা বর্ত্তমান, কিন্তু 'দুঃখীশ্যাম-বাবা' নাই। তিনি রুক্মিণীশ কৃষ্ণের উপাসক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে রামদাস বাবাজী নিমায়েৎ-সম্প্রদায়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

জয়পুরের মহারাজগণ, বর্দ্ধমানের ভূপতিগণ, কৃষ্ণগড়-রাজ্যাধিপগণ এবং অন্যান্য অনেক অর্থশালী ব্যক্তি নিম্বাদিত্য-শাখার অধস্তন বিরক্ত পুরুষগণের নিকট হইতে ন্যূনাধিক লব্ধ কৃপ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। কৃষ্ণগড় রাজ্যের 'সালিমাবাদ'-নামক স্থানে ইঁহাদের প্রধান গাদী অবস্থিত। জয়পুর-প্রদেশের কতিপয় বলশালী ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কটকে গোপালজীউর মঠ, বঙ্গদেশে উখড়ায়, আড়ংঘাটায়, চন্দ্রকোণায় এবং আরও কতিপয় স্থানে অদ্যাপি ইঁহাদের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কতিপয় গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। সুর-ধর্ম্মমঞ্জরী, 'ধর্ম্মাব্ধবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও প্রসিদ্ধি আছে। নিম্বার্ক-রচিত 'দশ-শ্লোকী' ও 'পারিজাত-ভাষ্যে'রও কিছু কিছু প্রচার আছে। অধ্যাপক ঘাটে মহোদয়-প্রমুখ অনেকেই নিম্বার্কের 'পারিজাত-ভাষ্য', শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'পারিজাত-সৌরভ', তথা কাশ্মীর-দেশীয় কেশবাচার্য্যের 'কৌস্তুভ' টীকার কথা অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহাদের শাখাস্থিত ভক্তগণের বিচার-প্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীনিম্বার্ক-ধারার বহুল প্রচার সম্প্রতি লক্ষিত হয় না। 'পরপক্ষগিরি'বজ্র নামক বিচারগ্রন্থে 'মুকুন্দ' নামক জনৈক লেখক অন্য মত-সমূহের খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার প্রতিভা ন্যূনাধিক আলোচ্য। সুন্দর ভট্টের নামে লিখিত বাদরায়ণ-সূত্রের অন্তর্গত প্রথম কতিপয় সূত্রের অর্থাৎ অধিকরণ-ত্রয়ের বৈদান্তিক নিবন্ধ প্রচলিত আছে। ভক্তিরত্নাকর-লিখিত তাঁহাদের গুরুপারম্পর্য্যে এই সুন্দর ভট্টের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। *

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

* কেহ "কেহ নিম্বার্ক" স্বামী'কে 'নিম্বাদিত্য'স্বামী হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কারণ নিম্বার্ক নারদমুনির সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না; ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নিম্বাদিত্যের নাম পদ্মপুরাণে অন্যান্য আচার্য্যত্রয়ের সহিত উল্লেখ আছে; কিন্তু নিম্বার্ক—এই নাম উল্লেখ নাই। যদিও 'আদিত্য' ও 'অর্ক' একার্থবোধক, তথাপি উহারা এক নহেন। নিম্বাদিত্যের কোনও ভাষ্যাদি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-নিবন্ধ নাই। এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেই নাই। এমন কি, কোনও গোস্বামি-গ্রন্থেও নিম্বার্কের উল্লেখ নাই। তাহার কারণ এই যে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরই নিম্বার্কাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার গুরু বলিয়া বর্ণনা করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে নিম্বার্কের পরিচয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে অপরিচিত ছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক অক্ষয় দত্তগুপ্ত মহাশয়ের একখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ বা ইহার প্রাচীনতা স্বীকৃত হয় নাই। আধুনিক 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ-লেখক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—কেশব-কাশ্মিরী শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। এই কেশব-কাশ্মিরী দিগ্বিজয়কালে নবদ্বীপে আসিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হন এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। এই শিক্ষা অনুসারেই শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হইয়া বেদান্তের 'পারিজাত'-ভাষ্য, বেদান্ত-কৌস্তুভাদি রচিত হয় এবং ইহা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক-রচিত বলিয়া ঘোষিত করেন।

আম্নায়-বাক্যই মূল প্রমাণ

(১) **আম্নায়-বাক্য** কাহাকে বলি? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কারিকা;—

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে **গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত** ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতি-সকলকে আম্নায় বলা যায়। যথা—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥
(মুণ্ডক ১।১।১ ও ১।২।১৩)

বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন।—

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদাথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥ (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে—রামায়ণ, মহাভারতাদি। **পুরাণ-শব্দে**—শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। **উপনিষদ-শব্দে**—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। **শ্লোক-শব্দে**—ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। **সূত্র-শব্দে**—প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য-কৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। **অনুব্যাখ্যা-শব্দে**—সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত। **আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ।**

অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায়—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা হইতে স্বতঃ প্রমাণতা হানি॥ (৭।১৩২)

মধ্যলীলায়;—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥

স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে॥ (৬।১৩৫ ও ১৩৭)

গোস্বামিদিগের ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বোক্ত অনুব্যাখ্যার মধ্যে গণনীয়। অতএব বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষৎ, বেদান্ত-সূত্র, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যগ্রন্থাদি সমস্তই আপ্তবাক্য। এই সমস্ত আপ্তবাক্যের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে লিখিত আছে, যথা—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মো মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।

* * * *

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—**বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।** তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। **সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা।** প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় **সৃষ্টি-সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিত বাণী প্রাপ্ত হন।** ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। **সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।**

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, **ব্রহ্মসম্প্রদায়-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।** সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে-সকল লোক **"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো**

ব্রহ্মা জগৎপতি" * ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ পাষণ্ড-মতপ্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরু-পরম্পরা সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি ?

সে যাহা হউক, সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আপ্তবাক্য-রূপ আম্নায়কেই প্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা।

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—

অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণ-বাচ্য বাচকতা-লক্ষণ-সম্বন্ধ-তদ্ভজন-লক্ষণ-বিধেয়-তৎ-প্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানামর্থানাং নির্ণয়ায় প্রমাণং তাবদ্বি-নির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্টত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যা-লৌকিক-বস্তু-স্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি। ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-"সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাসু" সর্ব্ব-লৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃত-বচনে-লক্ষণো বেদ এবা-স্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তু বিবি-দিষতাং প্রমাণম্। (তঃ সঃ ৯ম ও ১০ম)

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ, তদ্ভজন-লক্ষণ বিধেয় ও তৎ-প্রেম-লক্ষণ প্রয়োজন যাহা—সূচিত হইয়াছে—সেই তিনটী অর্থনির্ণয়ের জন্য প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি। মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ—নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি (নির্দ্দোষ) প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরা-প্রাপ্ত সার্ব্ব-লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণ 'বেদবাক্য'ই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তু-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণ-শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ,

* বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের আদি শিষ্য বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা।

ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। **যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?**

আপ্তবাক্য-বিচার-সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা আছে। আপ্তবাক্য সমস্তই স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে লক্ষণাবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। শব্দ-কদম্ব শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। **"অয়ং শচীনন্দনঃ সাক্ষাৎ নন্দনন্দন এব।"** এই কথা শুনিবামাত্র প্রতীত হয় যে, শ্রীগৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষপল্লী এই শব্দের অভিধাক্রমে প্রাপ্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হয় না, অতএব লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী আছে, ইহা বুঝিতে হয়। বেদবাক্যে লক্ষণার প্রয়োজন নাই। ছান্দোগ্য (৮।১৩।১) বলিয়াছেন—**"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"**—[শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী সার ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ **আশ্রয় করি**]। অভিধাবৃত্তির দ্বারা এই বেদবাক্যের যখন ন্যায়সিদ্ধ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন **শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত 'শ্যাম'-শব্দের "হার্দ্দ ব্রহ্মত্ব" কেন অনুমান করি ?** মুক্তপুরুষেরা স্বভাবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহাই এই বেদবাক্যের সিদ্ধ অর্থ। অতএব চরিতামৃতে "লক্ষণা হইতে স্বতঃ প্রমাণতা হাণি"—এই উক্তি দৃষ্ট হয়। লক্ষণা অনেক প্রকার ; জগদীশ 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা'য় বলিয়াছেন,—

জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থ-নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভির্লক্ষকং স্যাদনেকধা ॥

যত প্রকার লক্ষণাই থাকুক অর্থাৎ জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া ও আধুনিকা প্রভৃতি সকলপ্রকার লক্ষণাই অপ্রাকৃত বস্তুনির্ণয়ে কোন কার্য্য করে না, বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য

কাইয়াছেন যে, অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বে অভিধাবৃত্তি কার্য্য করে না, অতএব লক্ষণা দ্বারা বেদার্থ নির্ণয় করা উচিত। শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য্য তাহাতে এই প্রকার আপত্তি করিয়াছেন—

নাঙ্গীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণা তস্য নো ভবেৎ।
নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী ২২)

শব্দশক্তি-বিচারে ইহাই নির্ণীত আছে যে, যে-স্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তর্ক কেন? জনক ব্যতীত পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে যখন অভিধাদ্বারা শব্দ কার্য্য না করে, তখন অভিধার সহায়-স্বরূপ লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণাদিবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপ্তবাক্যের অভিধা-শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বস্তু অন্বেষণ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য।

উপসংহারে নিম্নলিখিত কারিকা প্রদত্ত হইল,—

যঃ আদিকবয়ে তেনে হৃদা ব্রহ্ম সনাতনম্।
স চৈতন্যঃ কলৌ সাক্ষাদমার্জ্জীত্তন্মতং শুভম্॥
বিপ্রলিপ্সা প্রমাদশ্চ করণাপাটবং ভ্রমঃ।
মনুষ্যাণাং বিচারেষু স্যাদ্ধি দোষ-চতুষ্টয়ম্॥
তদধোক্ষজ-তত্ত্বেষু দুর্নিবার্য্যং বুধৈরপি।
অপৌরুষেয় বাক্যানি প্রমাণং তত্র কেবলম্॥
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ তদধীনতয়া ক্বচিৎ॥

যে চৈতন্য আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সনাতন-বেদবাক্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনিই এই কলিকালে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বেদোদিত শুভমতকে কালদোষ হইতে মুক্ত করিয়া সুপবিত্র করিয়াছেন। বিপ্রলিপ্সা, প্রমাদ, করণাপাটব ও ভ্রম এই চারিটী দোষ মানব-মাত্রের বিচারে অবশ্য প্রবেশ করে। অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববিচারে মহামহা-পণ্ডিতগণও উক্ত দোষ-চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববিষয়ে অপৌরুষেয়-বেদবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ঐতিহ্য প্রভৃতি অন্যপ্রকার প্রমাণসকল শব্দ-প্রমাণের অধীন হইয়া কখন কখন কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আত্মকথা

আপন বলিয়া যে ভুল হয় গো
পরও বলিতে তাই।
আপন পরের অতীত যে তুমি
তোমারে ধরিতে চাই ॥১॥
অতীব নিকটে অতিশয় দূরে
লুকোচুরি খেল তুমি।
জনমে জনমে তোমারে খুঁজিয়া
হয়রাণ হ'নু আমি ॥২॥
তুমি কি নিঠুর অথবা মধুর
কি বলি তোমায় স্বামী।
বলিবার যাহা সকলই যে তুমি
ভাষা গেছে হার মানি' ॥৩॥
জনম জনম ঘুরায়ে ঘুরায়ে
করুণা হইল তব।
নিজ প্রিয় পাশে নিয়ে এলে শেষে
ঘুচাতে মরণ ভব ॥৪॥
পরশ কাঠির পরশ লাগায়ে
ভাঙ্গিলে কি মোর ভুল !
তোমার মায়ার কঠিন বাঁধন
কাটি' কি দানিলে কূল ॥৫॥
তোমাতে আমাতে অনুপম ভাব
তাঁ' হ'তে জানিলু আমি।
বৈরাগী হইয়া অনুরাগী হ'নু
একি তব হাতছানি ॥৬॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

(মেদিনীপুর জেলান্তর্গত গোপালপুরে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা)

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। শুধু 'প্রেম' ব'ললেও কৃষ্ণপ্রেম বুঝায়। কারণ প্রেম-শব্দ অন্যত্র ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। যে শব্দের যা' অর্থ, তাকে সেইরূপে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য; নতুবা বাণীর শ্রীচরণে অপরাধ হয়। কিন্তু আধুনিক জগৎ সেটা বুঝে না, বিশেষতঃ **এই কয়টা শব্দের বিশেষভাবে অপব্যবহার চল্‌ছে। যথা—জয়ন্তী, প্রেম, হরিজন ও নারায়ণ।**

প্রেম-বিষয়ে জানতে হ'লে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করতে হয়। তিনি তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রেম-জিনিষটি একচেটিয়া রেখেছেন, অন্যত্র গৌর-গণ বাদ দিলে আর কারো নিকট এটা পাওয়া যাবে না। শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা-মধ্যে আমরা প্রেমের সংজ্ঞা এই রকম পাই—

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ **প্রেমা** নিগদ্যতে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৭)

যে-ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করে, অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়-স্বরূপ হয়, তখন তাকে পণ্ডিতগণ **প্রেম** ব'লে উক্তি করেন। 'ভাব' কা'কে বলে?—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।১)

প্রেম-সূর্য্যের কিরণ-স্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ যে তত্ত্ব রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, তা'কে ভাব বলে। এই ভাবও সাধারণ ভাব নহে। এর উৎপত্তির নাম—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

প্রেমের আস্বাদ সবাই জানে না বা জানবে না—যার এদিকে শ্রদ্ধা নাই। এজন্য ভগবান্ গৌরচন্দ্রের বাক্যে প্রথমে শ্রদ্ধার কথা পাই—"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"॥ এই শ্রদ্ধা যার

হ'বে, সে সাধুসঙ্গ ক'রবে। সাধু ব'লতে অনন্যাশ্রয়, অনন্যসঙ্গ বৈষ্ণব অর্থাৎ যাঁরা একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত অন্যের আশ্রয় করেন না, কৃষ্ণ-কথা ছাড়া অন্য কথা চর্চ্চা করেন না, অন্য সঙ্গ ত্যাগ ক'রে কেবল শ্রীহরিভক্তের সঙ্গ করেন। তাদৃশ সাধুর নিকট ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ করতে হবে। কেবল শ্রবণ করতে করতে ভজনস্পৃহা জাগবে, তখন দীক্ষাদি গ্রহণ ও ভজন-ক্রিয়ারম্ভ। প্রথম ভজনারম্ভে কতকগুলি দশা আসবে। প্রেম কখনও সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না। শ্রবণাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধ হলেই প্রেমের উদয় হয়। এজন্য ভক্তির কারণ-নিরপেক্ষতা আছে। অর্থাৎ কোন কারণকে অপেক্ষা না ক'রে শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় ভক্তিরও উদয় হয়। যদি বলা যায়, শুভকর্ম্মের ফলে ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে ভক্তিকে কর্ম্ম-পরতন্ত্র বলতে হবে। যদি অকারণসম্ভূত বলা হয়, তবে সেটা অনির্বাচ্য। যদি বলা যায়, ভগবৎ-কৃপাই কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বত্র ভগবৎ-কৃপা হয় না কেন? এজন্য শ্রীভগবানে বৈষম্য-দোষ আসে। কিন্তু বেদান্তে সেটার নিষেধ আছে—"বৈষম্য-নৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) অর্থাৎ কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় পরব্রহ্মের সমদর্শিতার অভাব ও নির্দ্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হয় না। কারণ উহা জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ। যে জীব শুভকর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে সুখী, আর অশুভ-কর্ম্মকারীকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন। যদি বলা যায়, পক্ষপাতরূপ বৈষম্য ভগবানে আছে। সেটা সত্য। দুষ্ট নিগ্রহদ্বারা শিষ্টের পালনে যে বৈষম্য, সেটা দোষযুক্ত নয়। ভক্তবাৎসল্য গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

কৃষ্ণভক্তির চরমাবস্থাকেই প্রেম বলা হয়। এজন্য কৃষ্ণভক্তি কিরূপে পাওয়া যায়, তাই দেখতে হবে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্য—"কৃষ্ণভক্তি জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।" সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্ম-মূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মূল অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত।—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

অতএব সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায় যাতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হ'বে। সেই সাধুসঙ্গ করতে হ'লে অসাধুসঙ্গ, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হ'বে।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ করার কথা ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বলেছেন। দুঃসঙ্গ কি?—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

দুঃসঙ্গ মানে কপটতা, আত্মবঞ্চনার কার্য্য। কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় ক'রেও অনেক সময় দুর্ভাগ্যফলে দুষ্টসঙ্গবলে কৃষ্ণভক্তির বদলে নিজ সুখকামনাদি এসে উপস্থিত হয়। এজন্য পূর্ব্বেই বিচার করা উচিত যে, আমার কাম্য কি? —আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি, না কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি? আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই কাম। সেটার জন্য কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠান অত্যন্ত অপরাধজনক ব্যাপার। প্রভুর সেবা না ক'রে প্রভুকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেওয়া। যেমন হরিনাম ক'রে বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করা। সেটা হচ্ছে অতি বড় অপরাধ। নাম করবো প্রভুর কৃপার জন্য, তা না ক'রে প্রভুকে বিক্রী ক'রে খাব! অতএব সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে। উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ পেলে সবটাই সুবিধা হবে। না হ'লেই বঞ্চিত হ'তে হ'বে।

সাধুসঙ্গ করতে করতে—সাধু-মুখে ভগবদ্বাণী শ্রবণ করতে করতে ভগবৎ-সেবাবাঞ্ছার উদয় হবে। তখন উপযুক্ত ভজন-বিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় নিয়ে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হবে। এখানে কৌলিক-গুরুর অপেক্ষা নাই। ভজন-বিজ্ঞ গুরু কৌলিক হউন বা না হউন। ব্যবহারিক গুরু-ত্যাগ করে পরমার্থ-গুরুর আশ্রয় করতে হবে। তাতে কোন অপরাধ হবে না।

শুদ্ধা ভক্তি করতে হবে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি মিশ্রিত বা অন্য বাঞ্ছাযুক্ত না হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যই ভক্তির প্রাণ। ভক্তির স্পর্শে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাকৃত চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে চিন্ময় বস্তু লাভ করার দিকে অগ্রসর হয়। লতা যেমন প্রথমে অঙ্কুরিত হ'য়ে দুইটী পাতা প্রসব করে তদ্রূপ ভক্তিও সাধনাবস্থায় অঙ্কুরিত হ'য়ে দুইটী পত্র (ক্লেশঘ্নী ও শুভদা) প্রকাশ করেন।

ক্লেশ বলতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও জড়াভিনিবেশ এই পাঁচটীকে বুঝায়। প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় ও বীজ নামক পাপাদি ঐ ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত।

আর বিষয়-বিতৃষ্ণা, ভগবদ্‌বিষয়ক সতৃষ্ণত্ব, আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সাম্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব, সর্ব্বসুভগত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলকেই শুভ বলা যায়। ঐ সকল গুণে ভক্ত মণ্ডিত হন।

ভক্তি-অধিকারীর প্রথমেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। ভক্তি-শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শাস্ত্র বিশ্বাস করলে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে চিত্তের দৃঢ়তাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা কারো স্বাভাবিকী, কারো বা শ্রবণ করতে করতে জন্ম হয়। শ্রদ্ধার পরে গুরু-চরণ আশ্রয় ক'রে সদাচার শিক্ষা ও ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ। ঐ ভজন-ক্রিয়া দুই প্রকার—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। অনিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়া ক্রমে উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গ-রঙ্গিণী ভেদে ছয় প্রকার দেখা যায়।

প্রথম অধ্যয়নকালে বালক যেমন মনে করে, আমি পণ্ডিত হলাম এবং একটা নূতন উৎসাহ নিয়ে পাঠ আরম্ভ করে, সেইরূপ সাধকও ভক্তিমার্গে প্রথম প্রবেশে নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ বা নামগ্রহণাদি করতে থাকে, এটাই **'উৎসাহময়ী'**।

আবার কিছুদিন শাস্ত্রাভ্যাস করতে করতে বালকের যেমন কখনও উহা গাঢ় হয়, কখনও বা শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় উৎসাহ কিঞ্চিৎ শিথিল হয়, সাধকেরও তদ্রূপ অবস্থা হয়। তাকে **'ঘনতরলা'** বলে।

'ব্যূঢ় বিকল্পাবস্থায়' সাধকের মনে নানা প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প এসে উপস্থিত হয়—আমি স্ত্রী-পুত্রদিগকে বৈষ্ণব ক'রে নিয়ে সপরিবারে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকবো, অথবা সংসার ত্যাগ করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে একাকী ভজনে আত্মনিয়োগ করবো। যদি ত্যাগ করি, তবে কিছুকাল ভোগের পর কিম্বা এখনই? অতৃপ্তাবস্থায় ত্যাগ করলে আবার যদি ভোগের বাঞ্ছা হয়, তবে নরক গমন করতে হবে—ইত্যাদি চিন্তা মনে উদয় হবে।

'বিষয়-সঙ্গরা' অবস্থায়—বিষয় ত্যাগের নিশ্চয়তা জন্মে। যখন বিষয় ত্যাগ ভিন্ন ভজন হবে না, তখন ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হলেও সময়ে সময়ে বাধা-বিপত্তি এসে মাঝে মাঝে জয়-পরাজয় দেখা দেয়। ত্যাগ করতে দেয় না, ঘৃণার সহিত বিষয়-ভোগ করতে হয়।

'নিয়মাক্ষমা'—যে অবস্থায় নিয়ম ক'রে ভজন করার সঙ্কল্প হ'লেও তাতে অক্ষম হয়। যেমন, আমি আজ থেকে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ, এক অধ্যায় ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ এবং দশটী করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবো; কিন্তু সে

নিয়ম কোন কারণে রক্ষা করা যায় না। 'বিষয়-সঙ্গরায়' বিষয় ত্যাগে অক্ষমতা আর 'নিয়মাক্ষমা' নিয়ম পালনে অক্ষমতা দেখা যায়।

সর্ব্বশেষ **'তরঙ্গ-রঙ্গিণী'** অবস্থায় লোকে ভক্তের প্রতি অনুরাগী হয়। তজ্জন্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি আসে। ঐ সকল তরঙ্গে রঙ্গ করিতে থাকিলে ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু উপশাখা বিচারে ঐ সকলকে ত্যাগ করতে হয়; তবে গিয়ে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে ঐ সকল বস্তুকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত কোরে কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগী হওয়া কর্ত্তব্য।

ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হ'লে কিছুদিন ভজন করতে করতে অনর্থ নিবৃত্তি হবে; তবে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হবে। এই অনর্থ ৪ প্রকার—দুষ্কৃতোথ, সুকৃতোথ, অপরাধোথ ও ভুক্ত্যুথ। দুরভিনিবেশ, রাগ-দ্বেষাদি দুষ্কৃতোথ, ভোগে অভিনিবেশ সুকৃতোথ। অপরাধোথ অনর্থসকল নামাপরাধাদি। নিরন্তর নাম-গ্রহণ, স্তোত্রপাঠাদি ক্রিয়াদ্বারা নামাপরাধ নাশ হয়। ভক্ত্যুথ অপরাধসকল মূল শাখাতে উপশাখার ন্যায় ভক্তিদ্বারা ধনাদি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎপাদন কোরে সাধকের চিত্তকে তত্তৎ বিষয়ে আকৃষ্ট করে। সেজন্য এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যাতে উপশাখা না বাড়তে পারে। অতএব অকপটে ভক্ত-সেবা ও নাম-সেবা করতে পারলে উপশাখা বাড়তে পারবে না। তখন লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটি আভ্যন্তরিক বিঘ্ন বিনষ্ট হোলে **নৈষ্ঠিকী-ভক্তির** উদয় হবে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণকালে নিদ্রার আগমনই লয়। কীর্ত্তনকালে ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কই বিক্ষেপ। লয় বিক্ষেপ না থাকলেও কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্যকে **অপ্রতিপত্তি** বলে। ক্রোধ-লোভ-গর্ব্বাদির সংস্কার—কষায়। আর বিষয় সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নাম **রসাস্বাদ**। এই সকল বিঘ্ন নিষ্ঠার উদয়ে বিলম্ব ঘটায়। কিন্তু অভ্যাসরূপ অগ্নিদ্বারা দীপিত ভক্ত-চিত্তে উহা অবস্থান করতে পারে না। ক্রমে রুচি উৎপাদিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সময়ে অন্যত্র কোন বিষয়ে চিত্ত না যাওয়াই রুচি। উহা উৎপন্ন হোলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে শ্রমগন্ধও থাকে না। কিন্তু ভক্তের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ভজন-বিষয়া রুচির প্রৌঢ়তমাবস্থাই **আসক্তি**। প্রথমে ভক্তের নিজ চেষ্টায় বিষয়াক্রান্ত চিত্তকে শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদিতে প্রবেশ করাতে হয়,

কিন্তু আসক্তি জন্মালে বিনা চেষ্টায় ভক্ত-চিত্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে প্রবেশ করে। নিষ্ঠিত ভক্তের চিত্ত ভগবচ্চিন্তা করতে করতে কখন বিষয়ে প্রবেশ করে জানতে পারা যায় না, কিন্তু আসক্তি জন্মালে বিষয়ান্তর থেকে চিত্ত কখন যে ভগবানে নিবিষ্ট হয় সেটাও লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ সকল সময় ভগবদ্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় ভক্তের অমানী-মানদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল স্বতঃই উদিত হয়। কিরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করবো এই চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হয়। উৎকণ্ঠায় দিন-রাত অতিবাহিত হয়।

ঐ আসক্তিই পরিণামে **ভাব** আখ্যা লাভ করে। উহা মোক্ষকেও তুচ্ছ করে। ভাব-বাসিত চিত্ত দ্রবীভূত হোলে শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহযুক্ত করতে পারে। ভাবের আবির্ভাবে চণ্ডাল ব্যক্তিরও সর্ব্বনমস্যত্ব গুণ উদিত হয়। কখন সর্ব্বদা ভগবদ্‌রস আস্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রবল হয়। বুদ্ধি তখন জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সর্ব্বদশায় ভগবৎ-স্মৃতিপথে অবস্থিত থাকে। তখন অহন্তা জড়-শরীরে অভিমানযুক্ত থাকে না, কিন্তু যেন উহা ত্যাগ করতে উন্মুখ হয়েছে, সিদ্ধদেহে প্রবেশকাল উপস্থিত ইত্যাকার অবস্থার আগমন হয়।

এই ভাব—রাগভক্ত্যুত্থ এবং বৈধ ভক্ত্যুত্থ দুই প্রকারের। ভক্তের চিদ্বাসনার তারতম্যহেতু এই দুই প্রকার ভাবের উদয় হয়। রাগভক্ত্যুত্থ ভাবেরই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি অবস্থা। এই ভাবসকল হোতে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারাদি ভাবরূপ প্রকৃতিসকল প্রকাশ পায়। ভাব স্থায়ী প্রকৃতির মিলনে রসতা প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ভগবানই ঐ রস। **এই ভাবেরই আকস্মিক পরিণাম-দশা প্রেম।** কখন কাহার সে দশা হবে তার কোন নিয়ম নাই। কিন্তু মহাসৌভাগ্যশালী না হোলে এর উদয় অত্যন্ত কঠিন। প্রেমের উদয়ে ভক্তের মমতারজ্জু আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন ছেদন কোরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্মে আবদ্ধ হয়। উহাই সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি। এই ভক্তি ক্ষণে নব নব রস আস্বাদন করায়, ভক্ত-চিত্ত উন্মাদের ন্যায় ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট থাকে। বন্ধু-বান্ধবকে শত্রুর ন্যায়, গৃহ কণ্টকপূর্ণ অরণ্যের ন্যায়, আহার প্রহারের ন্যায়, প্রশংসা সর্প-দংশনের ন্যায়, নিদ্রা যন্ত্রণার ন্যায় বোধ হ'তে থাকে। ঐ প্রেম চুম্বকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ ক'রে ভক্তের নয়নগোচর করায়। আর অধিক বর্ণনে আমার রসনা অক্ষম।

—নিজস্ব-সংবাদদাতা

নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

সত্যযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর যজ্ঞ, দ্বাপরের যুগধর্ম্ম শ্রীহরির পূজা আর কলিযুগের ধর্ম্ম—শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইহা কলিযুগবাসী সকলেরই অবশ্য করণীয় ধর্ম্ম। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি সধবা, কি বিধবা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যবন, কি খ্রীষ্টান, কি কুকর্ম্মী, কি সৎকর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি যোগী, কি ভোগী, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই ধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিযুগবাসী কাহারও পরমা শান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই বা থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া পুরুষ যাহা লাভ করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া যে ফল হয়, দ্বাপরযুগে শ্রীহরি পূজা দ্বারা যে ফল হয়, কলিযুগে হরিনাম-কীর্ত্তন হইতে সেই সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ-নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

(ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলের পক্ষে অনুক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তনই নিত্য কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। হরিনাম-কীর্ত্তন অকুতোভয় পন্থা অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সাধনে কোন ভয় বা হতাশার কিছু নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগে পূজার দ্বারা যে ফল হয়, কলিকালে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সে-সমস্ত ফল হইয়া থাকে।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিকালে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কলিকাল সকল দোষের আকর হইলেও এইটীই (নাম-কীর্ত্তনই) মহদ্‌গুণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ কলিযুগে কেবল নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম) লাভ হয়।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ভাঃ ১১।৫।৩৭)

সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের এই নাম সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভ-জনক অন্য কিছুই নাই, যেহেতু নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই পরমা শান্তি লাভ এবং সংসার দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিনাম সংকীর্ত্তনই যে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারাই যে জীবের সংসার হইতে মুক্তি হইবে তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনও বলিতেছেন—

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।' (বেদান্ত সূত্র ৪।১।১)
'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' (ঐ ৪।৪।২২)

শ্রীনারায়ণ-সংহিতাও বলেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমন্ত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন। কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীহরির আরাধনা হইয়া থাকে।

কলিকালে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই যে মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদও বলিতেছেন—

হরিঃ ওঁ ॥ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা—'সাধু পৃষ্টোঽস্মি। সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি-সংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদি পুরুষস্য

নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি।' নারদ পুনঃ পপ্রচ্ছ—**'তন্নাম কিমিতি।'** স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

—ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণ-বিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ—**নাস্য বিধিরিতি। (যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষৎ)**

অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে শ্রীনারদ নিজপিতা জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে প্রভো! ঘোর কলিকাল উপস্থিত। পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কি-উপায়ে এ কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহাদ্বারা কলিকালে উদ্ধার লাভ করা যায় সেই সর্ব্বশ্রুতিরহস্য গোপ্যকথা বলিতেছি শ্রবণ কর—**'কেবল আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নাম উচ্চারণ-দ্বারাই জীব কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে।'** এই কথা শুনিয়া নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো, সেই নাম কি?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই ষোলনাম কলিকল্মষনাশন অর্থাৎ সর্ব্ব-পাপহারী। এই নামকীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় বেদে দেখা যায় না। নাম কীর্ত্তনের দ্বারা জীব মায়া-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থ হয়।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো, **এই নাম-কীর্ত্তনের কি বিধি?'** তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—**'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কোন বিধি নাই।'**

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত 'শ্রীচৈতন্য-উপনিষদে'ও আমরা পাই—

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি। মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ। নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমং রহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই 'হরি-কৃষ্ণ-রাম' অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।

এই আট আট ষোল নাম পরম সুন্দর; যাঁহারা এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারেন না। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণ এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

"কৃত ত্রেতা-দ্বাপরেষু ধ্যান-যজন-সেবাভির্যদাপ্নুতে তৎ কলৌ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা।"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিকালে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা সে-সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে।

পরমকরুণাময় শ্রীহরি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য চঞ্চল-চিত্ত কলিহত জীবগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া অতি সহজ স্বভজনরূপ পরমগোপ্য হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছেন। এই হরিনাম সংকীর্ত্তন মঙ্গল লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবদারাধনা মহাভাগ্য সাপেক্ষ। হরিনাম-কীর্ত্তকারীই প্রকৃত ধার্ম্মিক বা সাধু। হরিনাম-কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এমন কি, **শ্রীহরির পূজাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহও নাম-কীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত না হইলে সুষ্ঠু ফলদায়ক হয় না।** কেননা, হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগ-ধর্ম্ম। এজন্য জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তি-সন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ (কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি) সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্ (ভাঃ ১১।৫।৩২) 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নাম-কীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৩ অনুচ্ছেদ)

যদিও কদর্য্য-স্বভাব, বিক্ষিপ্তচিত্ত, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের জন্য অর্চ্চনাদির আবশ্যকতা আছে, তথাপি সেই অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তন সহকারেই করিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্‌-ভাগবত বলিতেছেন,—সুবুদ্ধিমান জনগণ কলিকালে সংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্ত্যঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ নিরন্তর হরিনাম-সংকীর্ত্তনমুখে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই কলিযুগে স্বতন্ত্র নাম-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্য-জাতি-গুণ-ক্রিয়াভির্দীনজনৈক-

বিষয়াপার-করুণাময়ীতি শ্রুতি-পুরাণাদি-বিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥ ইতি

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লেকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তস্যৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষ ভবতি—

তথা চৈবোক্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥
ইতি স্কান্দ-চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্যানুসারেণ। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭০ অনুচ্ছেদ)

যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া-বিষয়ে দীন অর্থাৎ অযোগ্য বা অসমর্থ, ভগবান্ তাহাদের একমাত্র অবলম্বনরূপে অপার করুণারূপিণী এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন; ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই কলিযুগে মানবগণের দীনত্ব বা অযোগ্যতা বর্ণিতও হইয়াছে, যথা—তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কলিযুগে সুনিপুণ পুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইলেও তাহা সুষ্ঠু হয় না। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতিদীন-ভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই নাম-সংকীর্ত্তনরূপা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগগত মহাসাধন-সমূহের ফল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যেহেতু হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগে বিশেষভাবে ভগবানের সন্তোষ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যেও এইরূপ উক্তি আছে যে,—শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই উত্তম-তপঃস্বরূপ। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য কলিযুগে বিশেষরূপে তাহার অনুষ্ঠান জগতে করা কর্ত্তব্য।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব প্রভু আরও বলিয়াছেন—

ন চ কলাবন্যসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি, ন তু তস্য গরীয়স্তেনেতি মন্তব্যম্। "যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥"—ইতি সমাধি-পর্য্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্ত্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অতএবোক্তম্—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" ইত্যাদি। তথাচ—

"অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥" ইতি

বৈষ্ণব-চিন্তামণৌ।

'যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

ইত্যন্যত্র। "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদি নামাপরাধস্তোত্রে চ, তস্মাৎ **সর্ব্বত্রৈব** যুগে শ্রীমৎ কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র প্রশংসেতি স্থিতম্। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৩ অনুচ্ছেদ)

কলিযুগে অন্য সাধন বিষয়ে মানবগণের সামর্থ্য নাই বলিয়াই অল্প-সাধন-স্বরূপ হরিনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই মহাফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, পরন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন নহে—এইরূপ মনে করা উচিত নহে। যেহেতু—"যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে পুরুষ নরকগামী হয় না, যাঁহার ধ্যানে স্বর্গ-সুখও বিঘ্নরূপে অনুভূত হয়, যাঁহার প্রতি আত্ম-মনঃসংযোগ করিলে পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্ম-লোক ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন হইতে যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি?" এই বাক্যে সমাধি পর্য্যন্ত স্মরণ হইতেও কৈমুত্যন্যায়ানুসারে বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠসাধনত্ব দর্শিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে—"এ অভয় হরিনাম-কীর্ত্তনই সংসার-বিরক্ত, কামী ও যোগী সকলের পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত আছে"—এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে পাওয়া যায়—"বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপ-বিনাশন উহা বহু প্রয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু **ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রদ্বারা যে কীর্ত্তন তাহা উক্ত স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।**" শাস্ত্র আরও বলেন—"যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতজন্ম বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বিরাজমান থাকেন।" নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রেও "শ্রীহরির চরণে অপরাধ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট হয়"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীহরি-কীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জানিতে হইবে। পরন্তু কলিযুগে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে উহা গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাহার প্রশংসা শুনা যায়; ইহাই সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

স্বরগে গোপনে ছিলা দেবের সদনে।
ভক্তের করুণ বাণী পশিল শ্রবণে॥

আসিতে চাহিলা দেবী অবনী মণ্ডলে।
(কিন্তু) বেগ ধরিবে তাঁর কে আছে ভূতলে॥

ভগীরথ কহে,—মাতঃ ঐরাবত আনি।
ধরিবে তোমার বেগ মনে অনুমানি॥

ইন্দ্র-করী ঐরাবত মাথা পাতি দিল।
বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা প্রবাহিত হৈল॥

এক ধারা পড়া মাত্র হাতী ভাসি' যায়।
ভগীরথ দেখি' তাহা করে হায় হায়॥

তবে তারে গঙ্গা বলে,—ভজ পশুপতি।
তিনি বিনা আর কারু না আছে শকতি॥

শুনিয়া বসিল ধ্যানে দিলীপ-নন্দন।
সন্তুষ্ট হইলা স্তবে দেব ত্রিলোচন॥

আশীর্ব্বাদ করি' কহে, শুন নরপতি।
কি লাগি করিলে পূজা কহ কিবা মতি॥

ভগীরথ কহে,—প্রভু, শুন হে শঙ্কর।
মোর পূর্ব্ব বংশ আছে পাতাল ভিতর॥

কপিলদেবের স্থানে করি' অপরাধ।
ভস্মীভূত হইয়াছে ঘটেছে প্রমাদ॥

মুনিবাক্য আছে যবে গঙ্গা পরশিবে।
সগর-বংশের তবে উদ্ধার হইবে॥

তুমি প্রভু মম বংশ উদ্ধার-কারণ।
কৃপা করি' গঙ্গা-বেগ করুন ধারণ॥

'তথাস্তু' বলিয়া শিব মাথা পাতি' দিলা।
জটার মধ্যেতে গঙ্গা প্রবেশ করিলা॥

বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, শিব শিরে ধরি'।
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি' কৃষ্ণ হরি॥

বহুদিন হৈল গঙ্গা বাহির না হয়।
তাহা দেখি' ভগীরথ চিন্তিত হৃদয়॥

পুনঃ শিব আরাধিয়া গঙ্গা প্রবাহিল।
পুরোভাগে শঙ্খবাদ্য করিয়া চলিল॥

ভগীরথ পাছে গঙ্গা বহি' চলি' যায়।
সম্মুখে যা কিছু পড়ে সকলি ভাসায়॥

যাইতে সম্মুখে পড়ে জহ্নুর আশ্রম।
পূজাদ্রব্য ভাসাইয়া লইল তখন॥

কুপিত হইয়া মুনি গঙ্গা পান করি'।
নিশ্চিন্তে বসিয়া ধ্যান করেন শ্রীহরি॥

পশ্চাতে চাহিয়া দেখে দিলীপ-নন্দন।
গঙ্গা পান করিয়াছে সেইত ব্রাহ্মণ॥

দশনেতে তৃণ ধরি' করযোড়ে বলে।
মোর বংশ মুক্তি পায় গঙ্গাকে লইলে॥

এত শুনি মুনি তাঁর জানু চিরি দিল।
তদবধি গঙ্গার 'জাহ্নবী' নাম হৈল॥

প্রবল বেগেতে গঙ্গা পাতালে চলিল।
সগরের বংশ যত উদ্ধার করিল॥

—শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌর সারস্বত মঠ (ঝাড়গ্রাম)

কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ

(সমালোচনা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

কলিকালে সংকীর্ত্তন বলিলেই মহামন্ত্রকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন এবং এই মহামন্ত্র খাইতে শুইতে সর্ব্বসময় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। এখানেও ত কই সংখ্যাত কোন নাম-সংকীর্ত্তনের ইঙ্গিত নাই? এস্থলেও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সংখ্যাত কীর্ত্তনের কথা নির্দ্দেশ করেন কি? দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন :—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥ (ভাঃ ৮।২৩।১৬)

আপনার নাম-সংকীর্ত্তন-মাত্রই সকল কার্য্য পরিপূর্ণ হয়, সেজন্য কলিযুগে নামই সর্ব্বসিদ্ধিদ বলিয়াছেন।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের আকর হইলেও একটি মাত্র মহান্ গুণ আছে। কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রই জীব বন্ধন-মুক্ত ভগবৎ-পাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শাস্ত্রের মধ্য হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জপ সম্বন্ধে বাণীসমূহ যথাযথভাবে উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীমহামন্ত্র যে অসংখ্যাত উচ্চ-সংকীর্ত্তনীয় সে সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং প্রমাণগুলি শঠতাপূর্ব্বক প্রদর্শন করেন নাই; ইহার মূলে হইতেছে, তিনি নির্ব্বিশেষ-বাদপর বিচার গ্রহণজন্য অপরাধে শুদ্ধা সরস্বতীদেবীর কুটিল কটাক্ষে পতিত হইয়া হৃতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিতারণ মন্ত্র জপ এবং কীর্ত্তন করিয়াছেন—এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রাদিতে রহিয়াছে। আরও বিশেষ করিয়া জানাই যে, শুদ্ধা-ভক্তির প্রচারধারার ভগীরথ গৌড়ীয় মুকুটমণি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুস্থলে মহামন্ত্রকে কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন ও তাঁহার স্বকৃত কীর্ত্তনের মধ্য দিয়াও আদেশ করিয়াছেন যে—

হরে কৃষ্ণ হরে।
নিতাই কি নাম এনেছে রে;

নাম এনেছে, নামের হাটে
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ রে,

ইত্যাদি কীর্ত্তনে মহামন্ত্রকে কীর্ত্তন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ জানাই যে, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "প্রকটকালে" শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পাঠের আদিতে ও অন্তে সর্ব্বত্রই মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে কলিতারণ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাইতেন। বর্ত্তমানেও তাঁহার অনুগত জনগণ তৎপ্রবর্ত্তিত ধারানুসরণপূর্ব্বক মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও প্রচার করিতেছেন, অধিক আর কি বলিব! বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যাহার বিকৃত-বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইতেছেন সেই অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার পরেও বহু বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সুর ও তাল সংযোগে মহামন্ত্রকে অসংখ্যাত উচ্চসংকীর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থিত ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতিতে বহুবার শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও অবদান সম্বন্ধে প্রচার-সভা হইয়াছিল। সেই সভায় বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও গৌড়ীয়ের বিশিষ্ট প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া "মহামন্ত্র" খোল, করতাল সহযোগে উচ্চসংকীর্ত্তন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। আজ কেন তবে এ বিপর্য্যয়বুদ্ধি! রাতারাতি ভোল ফিরাইবার কারণ কি? অতএব ইহাদ্বারা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র অনুভব করিতেছেন যে, শ্রীবিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়দ্বয় অত্যন্ত অসৎসঙ্গ প্রভাবেই পতিত হইয়া এইরূপ অসৎ সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মৎসরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইহাদের ধারণা, "শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সময় যে প্রেমবন্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সংপ্লাবিত করিয়াছে তাহাতে তাঁহারই নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে।" তাহাতে আমাদের কি হইল! বা আমরা কি করিলাম! ইহারা বুঝিল না যে :—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম ॥

এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন মানসে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীময় মূর্ত্ত-বিগ্রহ

অতিমর্ত্য মহাপুরুষ নিত্যানন্দাভিন্ন-তনু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইহজগতে অবতরণ করিয়া ঔদার্য্যময় বিগ্রহের উদার লীলায় পরমোদার বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িল।—এক রজকের একটি গর্দ্দভ ছিল। সে খুব ভার বহনে পটু, সেজন্য রজকটি তাহাকে খুব ভালভাবে খাওয়াইত, এমন কি তাহার শরীরের উৎকর্ষ-সম্পাদনের নিমিত্ত কৃষকদের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। শস্য নষ্ট করিলে কেই বা সহ্য করে! কৃষকগণ গর্দ্দভকে প্রহার করিত। তাই রজক তাহাকে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করাইয়া ক্ষেতে ছাড়িয়া দিল। সেইজন্য আর কেহ তাহাকে ভয়ে কিছু বলিত না—তাড়াইতে গেলে হয়ত ব্যাঘ্র প্রাণ নাশ করিতে পারে। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান কৃষক বলিল যে, ব্যাঘ্র কেন শস্য খাইবে? ইহা ব্যাঘ্র নয়,—বলিয়া সকলে লাঠি লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করায় জানিল, ইহা সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ। সকলেই তাহাকে পিটাইয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় দিল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়েরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইনিও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চেলা হইয়া ভারবাহী হইয়াছেন :—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের মত প্রায় শাস্ত্র বহি মরে॥"

শুদ্ধভক্তি-স্রোতস্বতী ধারায় সিঞ্চিত গৌড়ীয়ের নন্দনকাননরূপ ধর্ম্ম-ক্ষেতের সৎসিদ্ধান্তরূপ তৃণরাশির ধ্বংস-মানসে "প্রাকৃত ভারবাহী সাহজিক বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া" গৌড়ীয়ের বেশরূপ ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বরাবৃত হইয়া বিবিধ অপধর্ম্ম-ছলধর্ম্মাদি চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এ অসতী চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইবার আশা সুদূর-পরাহত। যেহেতু গৌড়ীয়-কাননের সৎসিদ্ধান্ত পরিবেশনকারী তত্ত্ব-বেত্তাগণ এখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর চরণরজে অভিষিক্ত ও মুখ-নিঃসৃত বাণী-সুধাপানে রত থাকিয়া বিপুল উদ্যমে গৌড়ীয়ের বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র উড়াইয়া চলিয়াছেন।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।১০৭)

ঋষি, বিজ্ঞ, মহাজন ও ঈশ্বর-বাক্যে দোষ-চতুষ্টয় থাকিতে পারে না। একথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় নিজ পরিচয় প্রদান

করিতেছেন। পূর্ব্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সাহচর্য্যে থাকিয়া এক সময় মহামন্ত্র সর্ব্বত্র খোল-করতাল সহযোগে অসংখ্যাত উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, আজ তিনি স্বার্থান্বেষী অসৎ বিচারপরায়ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চেলাগিরি করিতে গিয়া অজ্ঞরূঢ়ী বৃত্তির আশ্রয়ে প্রকৃত গুরুদেবের বিচারের অযথা বিরুদ্ধাচরণে সাহস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সব দুর্ব্বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া ৺অনন্ত বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ দাসবর্গ অজ্ঞানান্ধকারের অতলতলে তলাইয়া যাইতেছেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানা যায় যে—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ (ভাঃ ৫।৫।২)

মহৎ সেবাই বিমুক্তির দ্বার স্বরূপ এবং যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার বলিয়াছেন। অনন্তবাস বিদ্যাভূষণ একজন প্রসিদ্ধ যোষিৎসঙ্গী এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াই বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহারই একান্তানুগত হইয়া যোষিৎ-সঙ্গি-সঙ্গে পতিত হইয়াছেন। ইহাদের সঙ্গ সুধী-সমাজে সকলেরই দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সুধী পাঠকবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দের নিকট সকাতর আবেদন এই যে, তাঁহারা বাক্‌চাতুর্য্যে পটু অতিবাড়ী বিদ্যাবিনোদের বাক্য-বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া যেন ভ্রমবশতঃ "কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ" এই বাণী বিস্মৃত না হন এবং সনির্ব্বন্ধ জপ ও সংখ্যাত অসংখ্যাত-সংকীর্ত্তন হইতে বিরত না হন।

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৭-১৪৬)

সংকীর্ত্তন দ্বারা সাধ্য-সাধন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রাত্রি দিন খাইতে শুইতে সর্ব্বক্ষণ নাম-কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" শাস্ত্রাদিতে বহু বহু প্রমাণমূলক বিচার রহিয়াছে এবং নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রচার-ধারায় শ্রীমহামন্ত্রই যে সর্ব্বক্ষণ অসংখ্যাত উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনীয়, তাহা আমি ও আমার সতীর্থগণ, এমন কি, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রভৃতি সকলেই প্রত্যক্ষ কীর্ত্তন, শ্রবণ ও দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ও করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বশেষ নিবেদন এই যে—ইঁহারা সকলেই কলিতারণ মহামন্ত্র "শ্রীহরেকৃষ্ণ নাম" অসংখ্য বার অসংখ্যাত উচ্চ কীর্ত্তন করিয়াছেন ও সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লেখনীদ্বারা বহুল প্রচার করিয়াছেন। আজ তাঁহার বিপরীত বুদ্ধির কারণ হইতেছে—অসৎসঙ্গ-প্রভাবে মহদতিক্রম নামক মহাপরাধ। তাই সর্ব্বতোভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সকাশে প্রার্থনা জানাই—যেন আমাদের এপ্রকার গুর্ব্ববজ্ঞারূপ মহৎ অপরাধ না হয়।

—**পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী** ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন

'রবি-লাগা'

(যুগান্তর পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

বাংলার ছয় ঋতুর মধ্যে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্ম-ঋতুর প্রচণ্ডতা সবচেয়ে পীড়াদায়ক। এ-বছর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে রবি-ভক্তির আধিক্য বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তা জানলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো গ্রীষ্মকালটা বাদ দিয়েই ধরাধামে আবির্ভূত হতেন।

ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি বলে, সর্দির কোনও ওষুধ এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। সম্ভবতঃ সর্দি-গর্মি বা সান-ষ্ট্রোকেরও। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হালফিল্ বাড়াবাড়িকে অনায়াসে 'রবি-লাগা' বা 'সান-ষ্ট্রোক' বলা চলে। এ-রোগের কোন ওষুধ নেই। অলিতে-গলিতে, পথে-ঘাটে-মাঠে-বাটে অজস্র বঙ্গ সন্তান 'রবি-লাগা'য় ভুগছে। 'কর্ষণ' কথাটা থেকে যদি কৃষ্টি কথার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বলা চলে এঁরা সারাটা বাংলাদেশ চষে ফেলছেন,—কলার চাষে কাব্যলক্ষ্মী পরিত্রাহি ডাক ছাড়লেও তার ছাড়ান্ নেই কোন মতে।

এই 'হুজুগে-বাঙ্গালী' ইতিপূর্ব্বে নেতাজীকে নিয়েও এভাবে মেতেছিল। সেলুন-ডাইং ক্লিনিং-মিষ্টির দোকান তাঁর নামাঙ্কিত করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—শ্রদ্ধার নামে শ্রাদ্ধ করেছে ষোড়শোপচারে। রান্নাঘরেও নেতাজীর ছবি টাঙ্গানো হয়েছিল, নেতাজীর বাণী সুন্দর দামী ফ্রেমে টাঙ্গানো হয়েছিল, জন্মতিথি পালিত হয়েছিল—প্রথম ক'বছর,—সগৌরবে, সাড়ম্বরে। তারপর কি জানি কেন, ভাঁটা পড়লো নেতাজীর প্রতি; ধরা হোল রামকৃষ্ণকে। অচিন্তনীয় কাণ্ড-কারখানার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মনের গহনে হারিয়ে গেলেন। এখন এসেছে রবীন্দ্রনাথের পালা। পকেট সংস্করণ গীতাঞ্জলি গীতার মত ঘরে ঘরে রাখা হচ্ছে, ভক্তির ভাব যতখানি, তারও বেশী ষ্টাইলের প্রয়োজনে। যেহেতু সস্তা দাম, সেহেতু একসেট সরকারী রবীন্দ্র রচনাবলী পাবার জন্য গ্রাহকদের সে কি হৈ-হুল্লোড়! যেন,—এর পরে রবীন্দ্র রচনাবলী কেনা বা পড়া মহা অপরাধের হবে!

বলা বাহুল্য, সত্যিকারের রবীন্দ্র-ভক্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, এবং ভাগ্যিস, আছেন বলেই রক্ষে। না হলে রবীন্দ্রসংগীতে সিনেমার লারে-লাপ্পার ধাপ্পা চলতো, রবীন্দ্র কাব্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সব কিছুই স্থান পেতো।

কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় রবীন্দ্রানুরাগীদেরও আজ অসহায় বোধ করার সময় এসেছে। তাঁরা চোখের সামনেই দেখছেন—সরস্বতী পূজার প্রাচুর্যের মত অলিতে-গলিতে, পল্লীতে-পল্লীতে, থানায়-থানায়, স্কুলে-স্কুলে রবীন্দ্র উৎসবের প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। চাঁদার খাতা ঘুরছে পকেটে-পকেটে। আপনি বিরক্তি প্রকাশ করবেন, সে উপায় নেই,—আপনি তাহলে সংস্কৃতির বাহক ও ধারক হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নি। আর বিষম ব্যাপার এই, সকলেই চান 'স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা' করতে। এই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসটায় কেবল পাথর-পোঁতা, মানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনই চলবে,—ভগবান জানেন, এর মধ্যে কতগুলি প্রতিষ্ঠানে সত্যিকারের কাজের কাজ হবে। আমরা তো হুজুগে বাঙ্গালী, এখন 'রবি-পাওয়া'য় ভুগছি, জ্যৈষ্ঠ চলে যাবে, শ্রাবণের ধারা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে—এত ভক্তি মুহূর্ত্তে ভেসে যেতে হয়তো বেশীক্ষণ লাগবে না।

'ভূতে-পাওয়া'র ওষুধ রয়েছে, কিন্তু 'রবি-পাওয়া'র ওষুধ নেই। আর, ওষুধ বাৎলাবেই বা কে? খোদ্ ওঝারাও যে অনুরূপ অসুখে ভুগছেন। তাঁদের চার মাস আগে থেকে নাওয়া-খাওয়া, বিশ্রাম সব কিছু বন্ধ, আজ

আসাম, কাল জামসেদপুর, পরশু ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর ছুটাছুটি করতে করতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে, ব্লাডপ্রেসার চড়্-চড়্ করে বাড়ুক,—সভাপতিত্ব করে তারপর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করুন, আপত্তি নেই; কিন্তু দোহাই, তার আগে (এদিকে বাংলা বানানের ছেরাদ্দ করা হচ্ছে) আমাদের বঙ্গবাসীকে কলা দেখাবার আপনার কোন অধিকার নেই। আপনি সভাপতিত্ব করতে না গেলে 'পপুলারিটি' হারাবেন।—কোন কোন সংস্থা হয়তো চাঁদা চাইবার সময় যেমন পকেটে বোমা নিয়ে যায়, তেমনি পকেটে বোমা নিয়ে সভাপতিত্ব চাইতে আসতেও পারে। নিজের পাড়াকেও সন্তুষ্ট রাখার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য সাহিত্যিকবৃন্দ এখন 'চতুর্মুখ' সেজে গেছেন; ওদিকে বাংলা পত্র-পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যাগুলিতে লেখা চলেছে, এদিকে বক্তৃতায় সভা সরগরম, কাগজে-কাগজে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতো বিভিন্ন সভার রিপোর্ট ছাপা।—সুতরাং পাব্লিশিটি, তথা পপুলারিটি ঠ্যাকায় কে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, কত না পঁচিশে বৈশাখ বাংলায় এলো-গেলো, কই এ-হেন মাতলামিতে তো বাঙালীকে পায় নি! এই শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র-ভক্তির এত প্রাবল্য, এত প্রাচুর্য কেন? —তবে কি আমরা এ্যাদ্দিন রবীন্দ্রনাথকে অবহেলা করে এসেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে উঠে-পড়ে লেগেছি?—এর উত্তরে বলা যায়, রবীন্দ্র-ভক্তি যাঁদের থাকবার, তাঁদের ঠিকই ছিল এবং আছে, থাকবেও,—কিন্তু হুজুগে মাতা বাঙালী জাতটাকে রাতারাতি 'রবিতে পেয়েছে', এবং তার ফলে আজ এত হৈ-চৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার। একে ঠ্যাকানো দুঃসাধ্য।—যেমন দুঃসাধ্য মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ম্যাচের দিন বাঙালীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা।

তবু সান্ত্বনা এই, ভক্তির ভাণ করতে করতেও অজান্তে কখন ভক্তি এসে যায়, মন-প্রাণ কোন্ এক অভাবিত মহিমায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, অন্তরের অন্তস্তল প্লাবিত হয়ে যায় সেই মহামানবের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলনে। *

—প্রবুদ্ধ

যুগান্তর, আট পৃষ্ঠা, বৃহস্পতিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৮;
৪ঠা মে, ১৯৬১ (১৪ই বৈশাখ, ১৮৮৩ শকাব্দ)

---

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা পরে সমালোচনা করিব।— সম্পাদক

সুন্দরবন আইপ্লটে প্রচার

সুন্দরবনস্থিত **আইপ্লট অষ্টমখণ্ড** অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের সাদর আহ্বানে **পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব** চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে বিগত **১৬ই জুন,** শুক্রবার কতিপয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রপুরস্থ শৈলবালা দেবীর গৃহে অবস্থান করেন এবং পর দিন ১৭ই জুন শনিবার বেলা ১১টায় বাস ও নৌকাযোগে রাত্রি ৯ ঘটিকায় সুন্দরবন অঞ্চলের **লক্ষ্মীজনার্দ্দনপুর-নিবাসী শ্রীযুত লক্ষ্মী-জনার্দ্দন দাসাধিকারী** মহাশয়ের বাসভবনে শুভবিজয় করেন। তথাকার ভক্তবৃন্দ প্রচার-সঙ্ঘকে সংকীর্ত্তন সহযোগে নৌকাঘাট হইতে উক্ত লক্ষ্মীবাবুর গৃহে লইয়া যান।

১৮ই জুন বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করিলে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে সর্ব্বাগ্রে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে এবং ক্রমান্বয়ে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী** যথাক্রমে **'ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা'** এবং **'ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?'**—এই সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে **শ্রীল আচার্য্যদেব 'বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতের অবস্থা'** সম্বন্ধে এক সারগর্ভ দার্শনিক-বিচার-সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরদিন ১৯শে জুন পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে পুনঃ সভার আয়োজন হয় এবং শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তদীয় আদেশমত যথাক্রমে **শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুত চিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'ভগবত্তত্ত্ব', 'জীবের স্বরূপ কি ?' এবং 'জীবের চরম প্রয়োজন কি ?'**—সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে **সভাপতি-মহারাজ 'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারপূর্ণ এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর সভার কার্য্য শেষ হইলে সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে সুললিত-কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

২০শে জুন শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের অত্যন্ত আগ্রহে

শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী তদীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

২১শে জুন শ্রীল আচার্য্যদেব জনসাধারণের ধর্ম্ম-বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের আহ্বান করিলে সভাস্থল হইতে বহু ভদ্রলোক বহু প্রশ্ন করেন এবং তাহার সদুত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

পরদিন ২২শে জুন প্রাতে তথা হইতে যাত্রা করিয়া কাশীনগরে বেলা ১২টায় উপস্থিত হন। ২২শে ও ২৩শে জুন স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশক্রমে শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী রাত্রে ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে মুগ্ধ করেন।

২৪শে জুন তথা হইতে যাত্রা করিয়া বৈকাল ৫ ঘটিকায় সপার্ষদ আচার্য্যদেব চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এক সপ্তাহকাল প্রচারে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন।**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই প্রচারে আইপ্লট অঞ্চলের বাসিন্দা **শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত অনন্ত কুমার দাসাধিকারী, শ্রীযুত হৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীযুত অর্জ্জুন দাসাধিকারী, শ্রীযুত অনন্ত কুমার গিরি ও শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মাইতি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সেবাসৌষ্ঠব প্রশংসনীয় এবং কাশীনগর নিবাসী শ্রীযুত মধুসূদন দাসাধিকারী ও পরলোকগত মতিলাল ময়রার বিধবা সহধর্ম্মিণীর সেবাযত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।**

—নিজস্ব-সংবাদ

সমগ্র ভারতের তীর্থ দর্শনের

সুবর্ণ সুযোগ

(এক যাত্রায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী ও প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরাদি দর্শন এবং তিন ধাম পরিক্রমা ও তীর্থস্নানাদির বিরাট অয়োজন)

দর্শনীয় স্থানের তালিকা

১। **পুরী** ২। সিংহাচলম্ (জিয়ড় নৃসিংহ) ৩। কভুর (রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-স্থান) ৪। মঙ্গলগিরি (**পানা নৃসিংহ**) ৫। **মাদ্রাজ** ৬। চিংলিপুট (**পক্ষীতীর্থ**) ৭। চিদাম্বরম্ (**নটরাজ**) ৮। মায়াভরম্ ৯। কুম্ভকোণম্ ১০। পাপনাশম্ ১১। তাঞ্জোর ১২। **রামেশ্বর** ১৩। **ধনুষ্কোডী** ১৪। **মাদুরা** ১৫। **কন্যাকুমারী** ১৬। **শ্রীরঙ্গম্** ১৭। **বিষ্ণুকাঞ্চী** ১৮। **শিবকাঞ্চী** ১৯। **তিরুপতি** ২০। **পাণ্ডারপুর** ২১। **নাসিক** ২২। **বম্বে** ২৩। **ব্রোচ** (বলিরাজের বামন ভিক্ষার স্থান) ২৪। **প্রভাস** (ভিরাভেল) ২৫। **পোরবন্দর** (সুদামাপুরী) ২৬। **দ্বারকা** ২৭। **বেট-দ্বারকা** ২৮। **ডাকোর** ২৯। **অবন্তিকা** ৩০। **নাথদ্বার** ৩১। **আজমীর** ৩২। **পুষ্কর** ৩৩। **সাবিত্রী** ৩৪। **জয়পুর** ৩৫। **মথুরা** ৩৬। **গোকুল** ৩৭। **বৃন্দাবন** ৩৮। **রাধাকুণ্ড** ৩৯। **গোবর্দ্ধন** ৪০। **বর্ষাণা** ৪১। **নন্দগ্রাম** ৪২। **দিল্লী** (**হস্তিনাপুর**) ৪৩। **কুরুক্ষেত্র** ৪৪। ভদ্রকালী ৪৫। **হরিদ্বার** ৪৬। **হৃষীকেশ** ৪৭। **নৈমিষারণ্য** ৪৮। **অযোধ্যা** ৪৯। **প্রয়াগ** ৫০। **কাশী** ৫১। **গয়া**। হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন।

যাতায়াত **রেলভাড়া**, **বাসভাড়া** ইত্যাদি এবং **দুই বেলা প্রসাদ** প্রভৃতি বাবদ **প্রতি যাত্রীকে ৪৫০৲ ভিক্ষা দিতে হইবে**। ৩০শে ভাদ্র, ইং ১৬।৯।৬১ তারিখে হাওড়া ষ্টেশনের ১২নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময় স্পেশাল রিজার্ভ গাড়ী ছাড়িবে। যাত্রিগণকে বেলা ৩টার মধ্যে হাওড়ার উক্ত প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। **এই পরিক্রমায় প্রায় ২ মাস সময় লাগিবে।**

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসে পত্র লিখুন।

বিঃ দ্রঃ ঃ—অনিবার্য্য কারণে স্থান-কালাদির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন গ্রহণীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

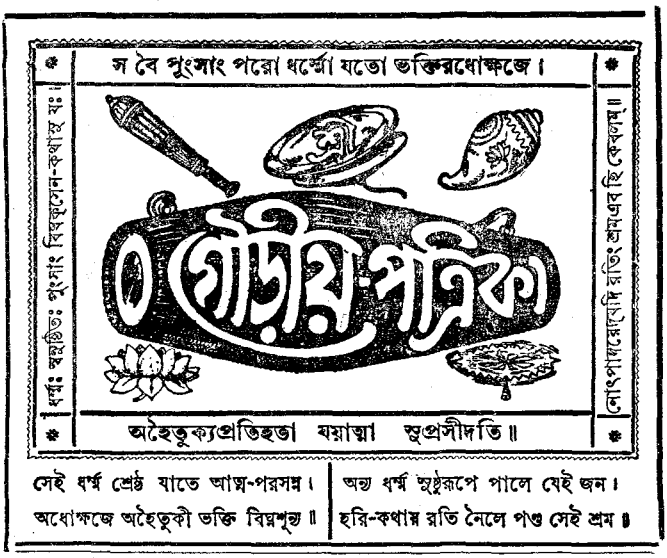
১৩শ বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৬৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২১ শ্রীধর, ৪৭৫ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬৮ ; ইং ১৭।৮।১৯৬১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

কৌরবেন্দ্র-পুরস্ত্রী-কৃতং সংজল্পময়-শ্রীকৃষ্ণস্তব-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমেঽধ্যায়ে—২১-৩০)

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্ নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥১॥

(ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণ-পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলে তদ্গতচিত্ত কুল-রমণীগণ পরস্পর শ্রুতিগণ-কীর্ত্তিত কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন,—)

সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয়ের সৃষ্টি বা তৎক্ষোভের পূর্ব্বে এবং প্রলয়-

কালে উপাধিভূত সত্ত্বাদি শক্তি সুপ্ত হওয়ায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-অন্তর্যামী পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বরে অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী ঈশ্বর বিষ্ণুতে জীবগণ লীন হইয়া অবস্থান করিলে, প্রপঞ্চাতীত নিজরূপে যে অদ্বিতীয় অনাদি, আদি-পুরাণ-পুরুষ বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১॥

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্য-চোদিতাং
স্ব-জীব-মায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনাম-রূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥২॥

এই ভগবানই স্বীয় অচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিবশতঃ পুনরায় জীবগণের ভোগের নিমিত্ত জড়ীয় নাম-রূপ-বিহীন জীবাত্মার নাম ও রূপ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ কালশক্তি-প্রেরিত নিজের অংশভূত জীবগণের মোহিনী অতএব সৃষ্টিকরণাভিলাষিণী বহিরঙ্গাশক্তিতে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং কর্ম্মসমূহ বিধান করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥২॥

স বা অয়ং যৎপদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিত-মাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥৩॥

এই সংসারে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত এবং প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিয়া জ্ঞানী সাধুগণ ভক্তিজাত উৎকণ্ঠা-সহকারে নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে যাঁহার পরম পদ বা স্বরূপ দর্শন করেন, ইনিই সেই বিষ্ণু; হে সখি, ইনিই সকলের বুদ্ধি শোধন করিতে সমর্থ; যোগাদি দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। অহো, ইঁহার পক্ষে আমাদিগের জ্ঞান নাশপূর্ব্বক দূরে চলিয়া

গিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত হওয়া উচিত নহে ; অতএব ইঁহার সহিতই গমন করা কর্ত্তব্য ॥৩॥

স বা অয়ং সখ্যনুগীত-সৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥৪॥

হে সখি, সমস্ত বেদশাস্ত্রে এবং রহস্যপূর্ণ আগমসমূহে রহস্য-নিরূপণকারিগণ যাঁহার সাধু পবিত্র কথাসমূহ এইভাবে গান করিয়া থাকেন,—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নিজ যদৃচ্ছা লীলাবিলাস-হেতু এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, কিন্তু তাহাতে স্বয়ং লিপ্ত হন না ; তিনিই এই আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান ॥৪॥

যদা হ্যধর্ম্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্‌যুগে যুগে ॥৫॥

হে সখি, তমোবুদ্ধিসম্পন্ন নরপতিগণ যখন অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেবল প্রাণ পোষণ করিতে থাকে, তখন এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের স্থিতির নিমিত্তই বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া প্রতি যুগাবসর-কালে বিবিধ অবতাররূপ ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য, সত্য প্রতিজ্ঞতা, ভক্তকৃপা এবং অদ্ভুতকর্ম্মতা প্রভৃতি বিবিধ লীলাবিক্রম দেখাইয়া থাকেন ॥৫॥

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥৬॥

অহো কি আশ্চর্য্য, যদুবংশ পৃথিবীতে ধন্যাতিধন্য। অহো ! মথুরা পুণ্যতর হইতে পুণ্যতম তীর্থ ; কেননা, এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মী-

পতি শ্রীহরি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া যদুবংশকে এবং লীলাবিহার করিয়া মথুরাকে পরম সৎকার করিয়াছেন ॥৬॥

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্য-যশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥৭॥

উঃ কি আশ্চর্য্য! দ্বারকাপুরী স্বর্গের কীর্ত্তিকেও তিরস্কার করিতেছে, অতএব স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট, এবং ইহা পৃথিবীর পবিত্র কীর্ত্তি বিধান করিতেছে; কেননা, সেই দ্বারকাবাসী প্রজাবৃন্দ আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-নিমিত্ত তাঁহার অভীষ্ট সহাস্য নয়ন সর্ব্বদা দর্শন করেন ॥৭॥

নূনং ব্রত-স্নান-হুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ং সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥৮॥

হে সখি, যে অধরামৃতের আশায় ব্যাকুলচিত্ত ব্রজবনিতাগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অধর-সুধাই যাঁহারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়া থাকেন, ইঁহার সেই সকল পাণিগৃহীতা পত্নীগণ এই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিবিধ বহুব্রত, স্নান ও হোমাদিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়াছেন ॥৮॥

মা বীর্য্য-শুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ।
প্রদ্যুম্ন-সাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥৯॥

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্ত-পেশলং
নিরস্ত-শৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাংগৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥১০॥

স্বয়ম্বর-সভায় বলিষ্ঠ শিশুপাল-প্রমুখ রাজগণকে পরাজিত করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অমিত-প্রভাববলেই প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও আম্বের জননী রুক্মিণী, জাম্ববতী ও নাগ্নজিতী প্রভৃতি যে-সকল রাজকন্যাগণকে হরণ করিয়াছিলেন এবং ধরণী-তনয় নরকাসুরের বধকালে অন্যান্য যে-সহস্র সহস্র রাজপুত্রীগণকে হরণ করিয়াছিলেন, অহো! সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্র অবলা স্ত্রীজাতিকেও সম্পূর্ণরূপে ধন্য করিয়াছেন, যেহেতু প্রাণেশ্বর ইন্দীবরলোচন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্যবহারে পারিজাতাদি প্রিয়বস্তু আহরণ দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া গৃহ হইতে কখনও অন্যত্র নির্গমন করেন না ॥৯-১০॥

অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম-কথা

অজ্ঞ—আমি গৌড়ীয় মঠের কোন কথা জানি না। নানা লোকে নানা কথা বলে, তাহা শুনি। যখন যে যাহা বলে, আমি তখন উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেও পরক্ষণে অন্য কথা শুনিলে আমার বিচার তফাৎ হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞ—গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে কথা না শুনিলে নানাপ্রকার লোকের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের কোন কথা বুঝিতে পারা যায় না। আবার, যিনি শুনেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অধিকারের উপর সত্যগ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।

অ—গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ে আমি অনভিজ্ঞ বলিয়াই আপনার নিকট কএকটি কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি। আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু যখন অন্য বিপরীত কথা শুনি, তখন সেইসব কথারও কিছু মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আপনি বলিলেন যে, আমার অধিকার ও শক্তি অনুসারে আমি কথাগুলি বুঝিতে পারিব। সুতরাং আপনি এরূপ কথা বলুন—আমি স্বীয় অধিকার ও শক্তি অনুযায়ী যাহাতে গৌড়ীয় মঠের সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারি।

বি—অনেকে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিবার সময় অন্যমনস্ক হন, অধিকার কম থাকায় উত্তরের ভাষা বুঝিতে পারেন না এবং বিকৃত ধারণা করিয়া বসেন; সেজন্য কেবল অজ্ঞতা পোষণ করিলে গৌড়ীয়

মঠের সকল কথা বুঝা যায় না। আপনার বর্ত্তমান শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—অগৌড়ীয় কথায়, সুতরাং আমার প্রতি আপনার যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন, সে বিশ্বাসটি ওজনে কম আছে বলিয়া বিপরীত কথা শুনিলে, আপনি সেই সকল কথায় কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন।

মানুষ যেরূপ সঙ্গে বাস করে, সেরূপ ধরণের বিপরীত কথা শুনিতে তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। **জন্ম-জন্মান্তরে যেরূপ সঙ্গলাভ হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কার মানুষের সহিত কমবেশী দেখা যায়।** আবার বর্ত্তমান জীবনে যে-সকল রুচি পরিবর্ত্তন করিবার কারণ হয়, তাহাও সঙ্গের প্রভাবে।

অ—আপনার কথা বুঝিলাম, এখন গৌড়ীয় মঠ কি ব্যাপার, তাহা বলুন।

বি—**শিক্ষার্থিগণ শিক্ষালাভের জন্য যেখানে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বাস করেন, সেই স্থানকে 'মঠ' বলে। অন্যাভিলাষীর-মঠ**—গৃহব্রতের গৃহ, দেশ প্রভৃতিতে অবস্থিত; **কর্ম্মিগণের মঠ**—সুনীতি ও সুষ্ঠু ভোগের বিচারকদিগের শাসনে অবস্থিত; কর্ম্মি-মঠে গৃহব্রত আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে সুখলাভ করিবার আশ্রমসমূহ অবস্থিত। আবার, **কর্ম্মিগণের মঠান্তরের পরোপকারের নামে মৃতদেহের সৎকার,** শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের বিচারদ্বারা ইহ-জীবনের উৎকৃষ্ট গৃহস্থালি করিতে করিতে পরলোকে ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সূক্ষ্ম ফল-লাভ; আবার, সত্য, তপ, জন ও মহর্লোক প্রভৃতি লোক লাভের আশায় কর্ম্মি-মঠের অনেক প্রকার ব্রত, হঠযোগ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মিউনিসিপ্যাল আইন, সামাজিক নীতিমাত্র প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়; তদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ইহ-জগতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিলাভ এবং নিজ পক্ষের লোকদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণলাভ ঘটে। তামসিক, রাজসিক ও মিশ্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বশে যাহা যাহা ফলরূপে আশা করা যায়, উহাদিগের সিদ্ধির জন্য যত প্রকার কপটতা আছে, তাহা কুকর্ম্মকারী বা যথেচ্ছাচারীর মঠে পাওয়া গেলেও কর্ম্মি-মঠে সেইগুলির কোন আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম্মি-মঠ স্বদেশ-হিতৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, আয়ুষ্কাম, দ্রবিণ-কাম প্রভৃতি নানাপ্রকার চেষ্টার অনুকূলে যে-সকল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন, উহাদিগকে তাঁহারা স্বাধ্যায়, ব্রত, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি সংজ্ঞায় এবং কখনও কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

মোটের উপর, ফলকাম এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপক-সূত্রে কামী হওয়াই কর্ম্মি-মঠের লক্ষণ। কর্ম্মিগণ গো-মাতা

বধ করিয়া কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে জুতা দান করিয়া থাকেন; কখনও বা বটবৃক্ষের তলে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া মানবের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করেন এবং বাহিরের দিকে অহিংসা-নীতির কথা বলিয়া ফল-কালে হিংস্র-নীতিতেই পর্য্যবসান করেন। **কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ বন্যা-প্রপীড়িত লোকগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন, মূর্খদিগের বোধের জন্য কর্ম্মি-মঠ স্থাপন করেন;** দেহ ও মনের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহাতে অপরের ক্ষতি যতদূর না হইতে পারে, এরূপ বাঁচাইয়া অন্যের বিত্ত-দারাদির প্রতি বাহিরে লোভ না দেখাইলেও উহার অপহরণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, প্রকাশ করেন। যখন কর্ত্তার ক্রিয়াসমূহ অপব্যবহারে পরিণত হয়, তখন তিনি কর্ম্মি-মঠ ছাড়িয়া অন্যাভিলাষীর মঠে চলিয়া যান এবং কর্ম্মি-মঠের প্রচুর নিন্দাবাদ করেন।

অ—আপনার কথায় কর্ম্মি-মঠের সম্বন্ধে যে-সকল বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমার অনেক প্রশ্নের উদয় হইতেছে। একেবারে সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না; সুতরাং আপনার কথিত বিষয়ে যে-সকল প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তাহা প্রথম-মুখে একেবারে না বলিয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে জানাইব। আপনার কথায় বাধা দিলাম বলিয়া আমার প্রতি প্রসন্নতার লাঘব করিবেন না। আমার নিকট অন্যাভিলাষ-মঠ ও কর্ম্মি-মঠ ছাড়া অন্য প্রকারের মঠের কথা বলুন। গৌড়ীয় মঠ কি কর্ম্মি-মঠ?—এ কথা জানিবার হঠাৎ ইচ্ছা হইতেছে।

বি—গৌড়ীয় মঠ অন্যাভিলাষীর বা কর্ম্মীর মঠ নহে। অন্যাভিলাষি-মঠের অধিবাসীর ও কর্ম্মি-মঠের বাস্তব্য স্থাপনকারী ব্যক্তিগণের অর্ব্বাচীনতায় গৌড়ীয় মঠকে যদি অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মীদিগের মঠের সমশ্রেণীতে গণ্য করিবার ভ্রমের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় মঠের কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কংসের অজ্ঞা মাতা পদ্মাবতী অন্যাভিলাষি-মঠে বাস করায় এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মি-মঠের উপদেশ লাভ করায় গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য শ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার দলের লোকেরা কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন না। অজ্ঞার দলের লোকেরা তাঁহার নিকট অজ্ঞতা শিক্ষা করেন বলিয়া গৌড়ীয় মঠের অনুভূতি তাহাদের দুষ্প্রাপ্য বিষয়। গৌড়ীয় মঠের পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'-নামক গ্রন্থে এই অজ্ঞার কথা ও অজ্ঞার

সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীর কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই সকল কথা ক্রমশঃ বিস্তার করিব। এক্ষণে জ্ঞানি-মঠের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

অ—উগ্রসেন-পত্নী পদ্মাবতী কেবল অপস্বার্থ-পোষক কংসকে প্রসব করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। সেই কংস কৃষ্ণ-বিরোধী ছিল। অজ্ঞা পদ্মাবতী কংসকে নিজ-মঙ্গল-সাধনের উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, আপনি কি তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন?—না, কংস-বধের পর দ্বারকায় অবস্থানকালে পদ্মাবতী কৃষ্ণ-ধারণায় বঞ্চিতা হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মানব মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের যে প্রাপ্য হিসাব-নিকাশ করাইতেছিল, তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন?

বি—ব্রজবাসিগণের ধারণা বুঝিতে অসমর্থা হইয়া মেপে-নেওয়া ধর্ম্মে পদ্মা দ্বারকাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি উহাকেই "পদ্মা-ন্যায়"-শব্দে বলিয়াছি। পদ্মা ইহলোকে আত্ম-সুখলাভ ও আত্মীয়-স্বজনের তাৎকালিক সুখ-লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করায় ঐরূপ হিসাব-নিকাশের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সেই ফল-লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। প্রেয়ঃপন্থীর অর্থাৎ 'আমার যাহা ভাল লাগে' ইত্যাদি কূপমণ্ডূকের বিচার লোকে গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হউক, অজ্ঞার দলের লোকেরা এরূপ চিন্তাস্রোতই পোষণ করে। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা—ব্রজবাসীর অনুগত, সুতরাং অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মি-মঠের সেবিকা পদ্মার ন্যায় উপদেশক নহেন। **গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে যে-সকল অর্ব্বাচীন নিজ-নিজ স্বভাবোচিত বিকৃত ধারণা পোষণ করে, সেই সকল অর্ব্বাচীনের দল গৌড়ীয় মঠকে যে উপদেশ দিতে আসে, তাহা দুরন্ত শিশুর কলভাষণ মাত্র।** গৌড়ীয় মঠের লোকেরা তাহা অনায়াসেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সেই সকল অর্ব্বাচীনগণ বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে পতিত হইতেছে দেখিয়া গৌড়ীয় মঠ দয়া-পরবশ হইয়া যে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহার মর্ম্ম অন্যাভিলাষী বা প্রেয়ঃপন্থীর বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না।

গৌড়ীয় মঠ তাহাদের শিক্ষক-সূত্রে ইছাপুরের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারের কথা জানিতে পারিয়া তাহার মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করেন। চাঁপাহাটিতে গৌড়ীয় মঠের পরিক্রমাকালে কপটতাশ্রয়ে যে ব্যক্তি দুই ঘণ্টাকাল কর্ম্মের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া গৌড়ীয়-মঠ-সেবক সাজিতে গিয়াছিল, যে-ব্যক্তি তাহার মাটিয়া চক্ষু

দিয়া হরিকে (?) দেখিবার কল্পনার যাবতীয় দার্শনিক তথ্য জর্ডন-নদীর জল-পানে পবিত্রীভূত ব্যক্তির নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছিল, সে গৌড়ীয় মঠের কোন সংবাদই রাখিবার শক্তি ধরে না। সে-ব্যক্তি পদ্মা-ন্যায়ের আশ্রয়ে বার-বনিতার মুখে নিজেরই ঐরূপ বৃত্তির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ আমি সুষ্ঠুভাবে ক্রমশঃ তোমাকে বলিব। **অন্যাভিলাষী শ্রীরাধা-গোবিন্দ লীলা বুঝিতে পারে না বলিয়া কপটতা-দ্বারা দশায় পড়িয়া যায়** এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবৈধভাবে পরিচালনা করে। সেই সকল লক্ষণ অন্যাভিলাষি-মঠের কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের স্বভাব। ভক্তিমঠ—উহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

অ—আমি দেখিতেছি, আপনি গীতার পদ্ধতি অনুসারে আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মকাণ্ড, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানিমঠের উপদেশ, আর মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তি-কাণ্ডের কথা বুঝাইতেছেন।

বি—গীতার মধ্য ছয় অধ্যায় ভগবদ্ভক্তির কথা বলিয়াছেন। প্রারম্ভ ও শেষ ছয় অধ্যায়—এই দুইটি আবরণের কার্য্য করিয়াছে—ইহা সত্য; কেহ যেন মনে না করেন—আবরণের একপ্রান্ত প্রারম্ভ ও অপর প্রান্তই শেষ সীমা। বহির্দ্দর্শনে প্রারম্ভ ও শেষ আবরণ-দ্বয়ই অন্তঃস্থিত বস্তুকে নিত্যকাল রক্ষা করে। বস্তুর আবরণ—বস্তুর সহিত বৈশিষ্ট্য-বিচারে পৃথক্। জন্ম ও নাশ তাৎকালিকতায় প্রতিষ্ঠিত; তজ্জন্য **কর্ম্মি-মঠ ও জ্ঞানি-মঠ উভয়ই অনিত্য মঠ, কিন্তু ভক্তি মঠ—নিত্য।** ভক্তি-মঠের অধিবাসিগণ—নিত্য; তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা-বৃত্তি নিত্যা। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ অনিত্য; কর্ম্মি-মঠের সেব্য ফল-লাভও—অনিত্য। জ্ঞানি-মঠের অধিবাসিগণের প্রারম্ভ অনিত্য; মুখে তাঁহারা নিত্যের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইলেও প্রাপ্যাবস্থা ও প্রাগবস্থার ভেদহেতু পূর্ণনিত্যতার অভাব-ধর্ম্মেই অবস্থিত। কালের অভ্যন্তরে তাঁহাদের বদ্ধপ্রতীতি এবং অবশিষ্ট কালে তাঁহাদের মুক্তপ্রতীতি নিত্যত্বের বিরোধী হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অনিত্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। যদিও বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিয়া জ্ঞানি-মঠের অধিবাসিগণ স্বীয়-নিত্যত্বের প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের জ্ঞান অদ্বয়-জ্ঞানে অবস্থিত নহে; যেহেতু বিবর্ত্তাশ্রিত জ্ঞান ও বিবর্ত্তমুক্ত জ্ঞান স্বীকার করিতে গিয়া তাঁহারা ন্যূনাধিক অধ্যাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ বিবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শক্তি-পরিণামের বিচার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বস্তু-বিকার-বাদ স্বীকৃত হয় না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই আম্নায়-বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

গৌণ মুখ্যবৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৬)

বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধা-বৃত্তিযোগে, কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণা-বৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাৎ ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান বাক্যের সহিত একমাত্র কৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—তিন তাঁর রূপ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬, ৬৫, ২৪-২৬)

শ্বেতাশ্বতর (৫।৪ মন্ত্র) বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয়; তিনি জন্ম-স্বভাব-প্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান। যথা—

একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

অতএব ভাগবতে,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (১।৩।২৮)

[পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।]

ভগবদ্‌গীতায় কহিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ইত্যাদি।

(গীঃ ৭।৭ ও ১৫।১৫)

[হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই।]

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

(গোপালতাপনী ২১ মন্ত্র)

[সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে তাঁহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে, এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববশ-কর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্য-কূর্ম্মাদি, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি, কারণার্ণব-গার্ভোদকাদি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে-সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখ-লাভে সমর্থ হন; অন্য কেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না।] তত্র কারিকা,—

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।
পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই; যেহেতু বেদাদি-শাস্ত্র ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং। পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥ (তৈঃ উঃ ২।১)

[সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই **'ব্রহ্ম'**। চিত্ত-গুহায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত-তত্ত্বই **'পরমাত্মা'**। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত-তত্ত্বই **'নারায়ণ'**। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি **'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম'** অর্থাৎ পরব্রহ্ম-কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণগুণ প্রাপ্ত হন।]

এইস্থলে **বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ**। ভাগবতেও "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং," বিষ্ণুপুরাণে **'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিং"**, ও গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-বচন-সহস্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরংব্রহ্ম বলিয়া **উক্তি** করা হইয়াছে। **'বিপশ্চিৎ' শব্দে পণ্ডিত** অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি-গুণের মধ্যে পাণ্ডিত্যই একটী প্রধান গুণ। চতুঃষষ্টি গুণ। যথা,—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ **সুপাণ্ডিত্যো** বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরীশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ॥
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষীমুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীঃ বিস্মাপিতচরাচরঃ।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১১-১৭)

[এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত (৩) সুন্দর (৪) মহাতেজা (৫) বলবান্ (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ (৮) সত্যবাক্ (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু (১১) সুপণ্ডিত (১২) বুদ্ধিমান্ (১৩) প্রতিভাযুক্ত (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়ব্রত (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত (২১) শুচি (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান্ (২৮) সমদর্শন (২৯) বদান্য (৩০) ধার্ম্মিক (৩১) শূর (৩২) করুণ (৩৩) মানদ (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল উদার (৩৫) বিনয়ী (৩৬) লজ্জাযুক্ত (৩৭) শরণাগত-পালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্তবন্ধু (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্ব্বসুখকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্ত্তিমান্ (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগভাজন (৪৫) সজ্জন-পক্ষাশ্রিত (৪৬) নারীমনোহারী (৪৭) সর্ব্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত।]

উক্ত চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটী গুণ জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর-বর্ণিত পাঁচটী গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটী গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ও পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক

গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারিটী অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না—অর্থাৎ (১) **লীলা-মাধুর্য্য** (২) **প্রেম-মাধুর্য্য** (৩) **রূপমাধুর্য্য** ও (৪) **বেণুমাধুর্য্য**। অতএব স্বরূপসংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী মাত্র গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম—পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব **ব্রহ্মাণ্ডরূপ গুহা বা জীব-হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা**। ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র সহস্র নাম। তিনিই জগতে অবতাররূপ রাম-নৃসিংহ-বামনাদি হইয়া পালনকার্য্য করেন। "পরমে ব্যোমন" অর্থাৎ পরব্যোমধাম কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্য বিরাজমান। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও পরব্যোমপতি ভগবত্তত্ত্ব ভালরূপে আলোচনা করিয়া যে রসিক পণ্ডিত সেই সব তত্ত্বের পরমাশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপশ্চিৎ-ব্রহ্মকে সেবা করেন, তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রসগত সমস্ত অপ্রাকৃত কাম তাঁহার সহিত নিত্য ভোগ করেন। পরমাত্মা যে কৃষ্ণের অংশ, তাহা কৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন, যথা—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
(গীঃ ১০।৪২)

[হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব—আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।]

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহা ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে, যথা—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং ৫।৪০)

[যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদোক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

কারিকা,—

দেহ-দেহি-ভিদা নাস্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভিদা তথা।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণেঽদ্বয়জ্ঞানাত্মকে কিল ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয় শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ—সে-ই দেহী, যে ধর্ম্ম—সে-ই ধর্ম্মী। কৃষ্ণস্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত। যথা বৃহদারণ্যকে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ (৫ম অধ্যায়)

[পূর্ণরূপ অবতারী হইতে পূর্ণরূপ অবতার স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণজন্য পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। আবার অবতারের প্রকট লীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।] যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে,—

নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণ বিগ্রহাত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদ-মুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা ॥

[ভগবান্ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণপূর্ণ বিগ্রহ-বিশিষ্ট। জড় শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ধর্ম্মত্রয়-বিশিষ্ট, ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে। পরন্তু দেহ চৈতন্য-বিশিষ্ট এবং প্রাকৃত-গুণ-রহিত অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনন্দমাত্র। সর্ব্বত্র দেহ-দেহী ও গুণ-গুণী এবং স্বগত-ভেদ-বর্জ্জিত পরমাত্ম-স্বরূপ।]

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ইহা প্রদর্শিত হইল। এখন বেদ যেরূপ তাঁহাকে গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে উদ্দেশ করেন, তাহা বিচার করা আবশ্যক। মুখ্য বা অভিধা-বৃত্তিদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন, যথা,—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥ (৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ-প্রপত্তি-ক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সারভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। শ্যাম-শব্দের অভিধা-বৃত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও আরুণেয়্যুপনিষৎ ৫ম মন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা ;—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

(১।২২।২৩ ঋক্)

পণ্ডিতসকল নিত্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। সেই বিষ্ণুপদ—চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব।

পুনরায় ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি-ভুবনেষ্বন্তঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

দেখিলাম,—এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে—কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদবাক্য-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধা-বৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন,—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

(১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

[(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ—ভক্তেচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।]

এই বেদমন্ত্রে গোকুলবীর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন অতি সুন্দর দেখা যায়। এইরূপ মুখ্যবর্ণন বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে,—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। (শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন—

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ (২।২।৯) ইত্যাদি।

[যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমন একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই 'প্রতিবিম্ব' বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্বস্বরূপ হয়েন না ; তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণুস্থানীয়।]

ঈশাবাস্য বলেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

(১৫শ মন্ত্র ও বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)

[শুদ্ধভক্তি-ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না ; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় না ; এইজন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন দ্বারা সত্যরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।]

বৃহদারণ্যক বলেন—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি ॥ (২।৫।১৪-১৫)

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয় দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। আত্মা শব্দে কৃষ্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, যথা ;—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্। (১০।১৪।৫৫)

হে রাজন্! কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। অন্বয়-ক্রমে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—

তচ্চেদ্‌ব্রূয়ু র্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ইতি। এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি॥ (৮।১।১, ৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্র)

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্প-সন্নিভ একটী অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্॥ (৫।২)

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরা-মরণাদি নাই। যে-সকল চিৎকণ জীব তথায় আছেন বা গমন করেন, তাঁহারা পাপপুণ্য-শূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প; এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয়, সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এ স্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

ব্যতিরেকক্রমে বেদ অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেন।

কঠে বলিয়াছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ (২।২।১৫)

[সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাগণ এবং এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না এবং অগ্নি যে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার কথা অধিক আর কি বলিব। কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।]

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
সর্ব্বতঃ পাণি-পাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।৮, ১৬)

[এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই। তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন।]

শ্বেতাশ্বতরে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ (৪।২০)

[ইঁহার রূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চক্ষু দ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যান দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।]

বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকার গৌণ ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন আছে। কেবল চিচ্ছক্তিপ্রকাশ-অবসরে মুখ্য ও অন্বয়রূপে বর্ণন দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষ-গৃভীত-গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ-সমস্তভগঃ।
অগ-জগদোকসামখিল-শক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

শ্রুতিগণ কহিলেন,—**হে কৃষ্ণ, যাঁহার গুণসকলও দোষ বলিয়া গৃহীত হয়, সেই মায়াশক্তি-নাম্নী অজাকে তুমি বিনষ্ট কর।** তুমি আত্মশক্তি-দ্বারা সর্ব্বদা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তুমি স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই শক্তি অববোধন করিয়া থাক। বেদসকল তোমাকে দুই প্রকারে বর্ণন করেন অর্থাৎ **যখন তুমি মায়াশক্তির চালনা কর, তখন একপ্রকারে বর্ণন করেন এবং যখন আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলা কর, তখন আর এক প্রকারে বর্ণন করেন।** কারিকা,—

ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদি-দমনে রাসমণ্ডলে।
গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্য্যং যৎপ্রকাশিতম্ ॥
নান্য-প্রকাশ-বাহুল্যে তাদৃষ্টং শাস্ত্রবর্ণনে।
অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং সতাং মতে ॥

শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনে, ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্রাদি-দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্র-সমানয়নাদি-কার্য্যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতর-প্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে, কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। অতএব শ্বেতাশ্বতরে বলিয়াছেন ;—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ (শ্বেঃ ৬।৭)

[তুমি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর-(শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।]

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রবণ-মাহাত্ম্য

সচ্চিদানন্দময় শ্রীনন্দের নন্দন।
নববিধা ভক্তিদ্বারে হয় তাঁ'র সাধন॥
সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
ইহা বৈ সাধ্যবস্তু লাভের নাহি শক্তি॥
ভক্তি বলি' আখ্যা যত যোগ-জ্ঞান-কর্ম্ম।
তুষাঘাতের ন্যায় তাহা বৃথা পরিশ্রম॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—তিন হয়।
পাদসেবন, অর্চ্চন—পঞ্চবিধ কয়॥
বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
নববিধা ভক্তি—ভক্তের মহাধন॥
নিত্যসিদ্ধ ভাব যাহার যেই হয়।
শ্রবণের ফলে করে তাহার উদয়॥
সাধনের প্রারম্ভে প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি।
অপেক্ষা ভগবন্নাম শ্রবণ অবধি॥
বিষয়-মল বিমুক্ত হইলে চিত্তের।
রূপ-সম্বন্ধী কথা শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণের॥
তার ফলে হৃদয়েতে রূপের উদয়।
রূপ উদয়ে তা'র যোগ্যতা লাভ হয়॥
শ্রবণ-প্রভাবে সম্যক্ উদয় রূপের।
তার পর স্ফূর্ত্তি লাভ হইবে গুণের॥
গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে হৃদয়ে।
পরিকর-সেবা-লীলা-বৈশিষ্ট্য স্ফুরয়ে॥
এইরূপে নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্ফুরণে।
সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা হেরে ভাগ্যবানে॥
ভক্ত, ভগবান, শ্রীহরির কথামৃত।
যত্নে শ্রবণপুটে করিয়া সংস্থাপিত॥

বিষয়-দূষিত হৃদয় করিয়া পূত।
শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগে হয় উপনীত॥
ভব-কূপে নিপতিত তাপক্লিষ্ট জন।
শ্রবণ করয়ে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন॥
লব মাত্রে উদ্ধারিয়া পাইবে বিষ্ণুগতি।
জন্ম-মৃত্যুর তাহাতে নাহিক বসতি॥
শ্রবণ-মহিমা যত কিবা বলি আর।
ভাগবতে পাদ্মে তাহা আছে সুবিস্তার॥
পরীক্ষিৎ, ধুন্ধুকারী আর যত যত।
সকলেই করিয়া শ্রবণ অবিরত॥
উদ্ধার হলেন তাঁরা শ্রবণের ফলে।
রমাপতি জ্বলে' মরে কাম-বিষানলে॥

—শ্রীরমাপতি দাস অধিকারী, ভক্তসুহৃদ্

পাষণ্ডী কে ?

একদিন দেবী মহামায়া মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—হে ভগবন্! আপনি পাষণ্ডীদের সঙ্গ বর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন। তাহারা কিরূপ এবং তাহাদের চিহ্ন কি, এই বিষয়টী আপনি সরলভাবে কীর্ত্তন করুন। তাহা শুনিয়া জগদ্‌গুরু শম্ভু বলিলেন—

যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
কপাল-ভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটা-বল্কল-ধারিণঃ॥
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা।
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ॥
রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ॥
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতং।
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ॥

স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্ম্মসু।
স্বাতন্ত্র্যাৎ কুরুতে যস্তু কর্ম্মবেদোদিতং মহৎ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥
অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽপ্যবৈষ্ণবাঃ।
ন স্প্রষ্টব্যা ন দ্রষ্টব্যা ন বক্তব্যা চ কদাচনঃ॥

(পদ্মপুরাণ উঃ ৯১ অঃ)

যাহারা পরতত্ত্ব জগন্নাথ নারায়ণের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানমোহিত হইয়া অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহারা পাষণ্ডী। কপাল-ভস্মাস্থি-ধারণাদি অবৈদিক-চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তি এবং বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি জটা ও বল্কল ধারণ করে, সে পাষণ্ডী। শ্রীহরির প্রিয়তম চিহ্ন শঙ্খ-চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি যে দ্বিজগণ ধারণ না করে, তাহারা পাষণ্ডী। শ্রুতি-স্মৃত্যুদিত আচার যাহারা আচরণ করে না এবং সমস্ত যজ্ঞভোক্তা ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-দানাদি করে না, কিন্তু স্বতন্ত্র কর্ম্মকারী, তাহারা পাষণ্ডী। যাহারা নারায়ণদেবকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সমানদর্শনকারী, তাহারাও পাষণ্ডী। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা বাসুদেবকে জানে না, তাহারা পাষণ্ডী। অধিক কি বলিব, যে ব্রাহ্মণগণ অবৈষ্ণব, তাহারাই পাষণ্ডী। তাহাদের স্পর্শ, দর্শন ও আলাপ, সম্ভাষণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

মহাদেবী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—ভগবন্! পরমগুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার সংশয় নিরাস করুন। আপনি কপাল-ভস্মাস্থি-ধারণকে পাষণ্ডী বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তবে আপনি স্বয়ং কেন উহা ধারণ করেন?—স্ত্রী-চাপল্যবশে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। মহানুভব আপনি কৃপা করিয়া সদুত্তর প্রদান করুন।

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তোমাকে পরমগুহ্য কথা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অন্যের নিকট ইহা প্রকাশ করিও না।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নমুচি প্রভৃতি কয়েকজন মহাবলবান বিষ্ণুসেবাপরায়ণ সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত দৈত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইন্দ্রাদি-দেবগণ তাহাদের

সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া ভীতচিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। তাঁহারা বিষ্ণুপাদপদ্মে নিবেদন করেন—হে দেব! তপঃ প্রভাবে নিষ্পাপ অসুর সকলকে আমরা জয় করিতে পারিতেছি না, আপনি কৃপাপূর্ব্বক উহাদের বিনাশ করুন। শ্রীভগবান তখন আমাকে আদেশ করিলেন,—হে রুদ্র! তুমি ঐসকল অসুরগণের মোহনার্থ পাষণ্ডাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উহাদিগকে মুগ্ধ কর। কারণ তাহারা বৈদিক ক্রিয়া দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া বল লাভ করিয়াছে। তামসিক শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত কর। কণাদ, গৌতম, উপমন্যু, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব, শক্তি ও জমদগ্নি—এই দশজন ভক্তকেও তুমি নিজ শক্তিদ্বারা তামসিক ভাবাপন্ন কর এবং ইহারাও জগতের হিতার্থ তোমাকে সহায়তা করিবে। কপাল-ভস্মাস্থি-চিহ্নাদিও তুমি ধারণ করিয়া উহাদিগকে মোহন কর। শৈব-পাষণ্ডাদি পাশুপত শাস্ত্র করিয়া উহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বেদবাহ্য করিয়া দাও। তাহা হইলে উহারা ঐ সকল চিহ্ন ধারণ করিয়া তোমাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করিবে। আমিও তামস-প্রকৃতি জনগণের মোহনার্থ যুগে যুগে তোমার আরাধনা করিব। এতদ্দ্বারা উহারা মুগ্ধ হইয়া পতিত হইবে।

আমি ভগবানের আদেশ শুনিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পরমেশ্বরকে নিবেদন করিলাম—হে প্রভো! যদি আপনার এই আজ্ঞা আমি পালন করি, তাহা হইলে আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপনার আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—দেবগণের হিতের নিমিত্ত তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। ইহাতে তোমার যে অপরাধ হইবে তাহার ক্ষালনের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। তুমি নিত্য আমার সহস্র নাম জপ কর এবং আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিও; তাহা হইলে তুমি অমল হইতে পারিবে। ভস্মাস্থি-ধারণহেতু তোমার যে পাপ হইবে, তাহাও আমার মন্ত্র জপ-প্রভাবে নষ্ট হইবে। আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার আজ্ঞা পালন করিলে তোমার সর্ব্বপ্রকারে শুভ হইবে।

হে দেবি! এই জন্যই দেব-হিতার্থে বিষ্ণুর আজ্ঞা পালন-নিমিত্ত আমি কপাল-ভস্মাস্থিচিহ্ন ধারণ করি এবং গৌতমাদি ব্রাহ্মণকে আমার শক্তিতে বাধ্য করিয়া বেদবাহ্য মত প্রচার করাইতেছি। আমার এই মত অবলম্বন

করিয়া সেই ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ ভগবদ্বিমুখ হইয়া তামস শাস্ত্রকেই অবলম্বন করিয়া ফেলিল। অতঃপর তীব্র তমোগুণ-প্রভাবে মাংস-রক্ত-অমেধ্যাদি-দ্বারা আমারই পূজা করিয়া মদ-বলোদ্ধত হইয়া আমার নিকট বর গ্রহণপূর্ব্বক কাম-ক্রোধাদি-যুক্ত বিষয়াসক্ত ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। যাহারা আমার এই মত অনুষ্ঠান করিবে তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া নরকে গমন করিবে।

এখন তামস-শাস্ত্রসকলের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বাগ্রে শৈব-মত-বিশিষ্ট পাশুপত-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি। তৎপরে আমার শক্তিতে আবিষ্ট করিয়া কণাদের দ্বারা বৈশেষিক, গৌতমের দ্বারা ন্যায়, কপিলের দ্বারা সাংখ্য এবং চার্ব্বাকের দ্বারা অতিগর্হিত মত প্রচার করাইয়াছি। আর দৈত্যগণের নাশার্থ আমিই ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, অসৎ মায়াবাদ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি। শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধার্থ প্রচার দ্বারা জীব ও বিষ্ণুর একত্ব এবং ব্রহ্মের নির্গুণত্ব অবৈদিক মত প্রচার করিয়াছি; আবার জৈমিনীদ্বারাও নিরীশ্বরবাদ প্রচার করাইয়াছি।

এইরূপে পঞ্চদর্শনকার ঋষিগণও অবৈদিক মত প্রচার করিয়াছেন। তজ্জন্যই ভগবান্ ব্যাসদেব ঐ সমস্ত মত খণ্ডনার্থ ষষ্ঠদর্শন—'উত্তর-মীমাংসা' নামক ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করিয়া জগজ্জীবের হিতসাধন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত এই গুহ্য বিষয় যাঁহারা অবধানপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসক হইবেন, তাঁহারাই বাস্তব মঙ্গল লাভের অধিকারী হইবেন।

সাত্ত্বিক পুরাণের অন্যতম **পদ্মপুররাণের উত্তর খণ্ডে ৯৩ অধ্যায়ে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।** সুতরাং ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় (৩)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন নিখিল সাধন-শিরোমণি। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ স্বভক্তি ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন ॥'—(চৈঃ ভাঃ আদি ২।২২)। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া সকলকে হরিনাম সংকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-

প্রভু সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও নাম-প্রেমপ্রদাতা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহাই সংকীর্ত্তন-পিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ। আমরা নিম্নে তাঁহার আরও কতিপয় অমূল্য উপদেশ উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে বলিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৫-৭৮)

গৃহস্থভক্তগণকেও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন—

প্রভু কহে,—কৃ-ষ্ণেসবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৪)
প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (ঐ ১৬।৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী-ভক্তগণকেও বলিয়াছেন—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজ রাধা-কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ (ঐ অন্ত ৬ষ্ঠ ১৩।১২১)

শ্রীচৈতন্যদেব আরও বলিয়াছেন—

কি ভজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।২৮)

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন॥ (ঐ মধ্য ২৫।১৪৭)

সিদ্ধমহাত্মা নামাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি, তাঁহার আজ্ঞা পালনে তাঁর তত চেষ্টা। জীবনটী কৃষ্ণনাম-ময় করাই প্রভুর উপদেশ। শ্রীমহাপ্রভুতে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কৃষ্ণনামে তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কৃপাভিখারিণী বেশ্যাকে বলিয়াছেন—

নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১০৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীনারদও নিজ শিষ্য ব্যাধকে বলিয়াছেন—

তুসলী পরিক্রমা কর, তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন॥ (ঐ মধ্য ২৪।২৫৫)

গৌর-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভুও স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র, ব্রজরমণী-জীবন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর।
এক কৃষ্ণনামে হয় কোটি গ্রন্থ ফল॥
মুখে বাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তেঞি জীব সংসারে ভ্রময়ে অবিরাম॥
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে-জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে॥

কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আন।
কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ॥

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—এ সম্বন্ধে নামাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদাম্ভোপাসনাৎ পরম্।
নাম-সংকীর্ত্তন প্রায়াদ্বাঞ্ছাতীতফলপ্রদাৎ॥
* * কিঞ্চিন্নাস্ত্যেব সাধনম্॥ (বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৪-১০৫)

শ্রীমদনগোপালের শ্রীচরণকমলের 'নাম-সংকীর্ত্তন'-বহুল উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন উপাসনা নাই। এই নাম-সংকীর্ত্তন আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বাঞ্ছাতীত ফল অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহা এবং তাহার অতীত মনের অগোচর পরমদুর্লভ ফলও প্রদান করিয়া থাকেন।

সঞ্জাত-প্রেমকাচ্চাস্মাচ্চতুর্বর্গ-বিড়ম্বকাৎ॥
তৎপাদাব্জ-বশীকারাদন্যৎ সাধ্যং ন কিঞ্চন॥ (বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৬)

এই নাম-সংকীর্ত্তন হইতে প্রেমলাভ হয়; তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীমদন-গোপালকে বশীভূত করা যায়। সুতরাং, এই উপাসনা শ্রীকৃষ্ণের বশীকারক। অতএব ইহা হইতে অতিরিক্ত সাধ্যও কিছু নাই।

নাম-সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥ (ঐ ২।৩।১৬৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তি লাভের বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর স্বকৃত টীকা—

সর্ব্বোৎকর্ষ-চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তঃ ফলবিশেষঃ সংকীর্ত্তনাদেব সিধ্যতীত্যুক্তমেব। তচ্ছ্রোষ্ঠ্যে হেতুং পুদরতিহর্ষেণ অভিব্যঞ্জয়ন্তি—নামেতি। পরমাকর্ষকো মন্ত্রো যথা দুর্লভতরমর্থং দূরাদাকৃষ্য ঘটয়তি তথেতি। অতএব—"শৃন্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৯)—ইত্যুক্ত্যাপি প্রেম-সম্পদা-বির্ভাবেঽন্তরঙ্গত্বেন—'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি॥' (ভাঃ ১১।২।৪০)—ইত্যত্র পুনঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা ইত্যুক্তমিতি।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলবিশেষ নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই লাভ হইয়া থাকে। তাই অতীব হর্ষের সহিত পুনর্ব্বার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতার হেতু বলিতেছেন। প্রেম-সম্পৎ লাভের পরম অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন অতীব বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা মন্ত্রবৎ ভগবদাকর্ষক। সরলভাবে ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তের সম্মুখেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে **শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরমাকর্ষক সিদ্ধ-মন্ত্রের ন্যায় দুর্লভতর বস্তুকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।** তাই শ্রীমদ্ভাগবতে—'শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় সুমঙ্গল নামসকল ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা গীত হইয়া থাকে। ঐ সকল ভগবন্নাম শ্রবণপূর্ব্বক লজ্জা-শূন্যচিত্তে তাহা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিরপেক্ষভাবে বিচরণ করিবে।' ইহা বলিয়া আবার প্রেম আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ সাধন বলিতেছেন—'শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্রত ভক্ত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন দ্বারা প্রেমলাভ করত ভগবৎ সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।' অতএব স্বপ্রিয় নামকীর্ত্তনই পরম অন্তরঙ্গ ও বলিষ্ঠ সাধন।

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫)

ভক্তি-রসিকগণ নাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ নাম-সংকীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, ইহার কখনও অন্যথা হয় না।

টীকা—অহো কিং বক্তব্যং শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব কৈশ্চিন্মন্যতে ইত্যাহুঃ—তদেবেতি, নামসংকীর্ত্তনমেব। তত্র রসিকৈর্নামসংকীর্ত্তন-লম্পটৈঃ। নন্থ সর্ব্বেষামপি সাধনভক্তি-প্রকারাণাং প্রেমৈব ফলমিত্যভিপ্রেতম্? সত্যং, নামসংকীর্ত্তনে সতি প্রেম্ণঃ সম্পত্তৌ সম্পন্নায়াং সদৈব নামসংকীর্ত্তনস্য অব্যভিচারত আবশ্যকহেতুত্বাদিত্যর্থঃ।

অহো! সাধনশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা অধিক আর কি বর্ণন করিব? ভক্তিরসিকগণ ইহাকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন,—সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তির ফল ত প্রেম? সত্য, নাম-সংকীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে প্রেম উৎপাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনে প্রেম-লাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু উপচাররূপে নামসংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নিয়মের কখনও ব্যভিচার হয় না। এজন্য

সাধুগণ নাম-সংকীর্ত্তকেই ভক্তির ফল বলিয়া থাকেন। নামসংকীর্ত্তন করিলেই প্রেম স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে। তাই নাম-সংকীর্ত্তনই সাধ্য।

যে সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সংকীর্ত্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২১)

যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষা-রহিত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীমন্মদন-গোপালদেবের পরম-মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধাদেবীর দাস্যের অভিলাষী তাঁহারা প্রীতির সহিত রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণ পরম-মহাসাধন।

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নাম সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮)

নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ, তাঁহার নামসংকীর্ত্তনই শীঘ্র প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

টীকা—শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব সেব্যমিত্যাশয়েন আহুঃ—কৃষ্ণস্যেতি। **নানাবিধেষু** বেদ-পুরাণাদি-পাঠঃ কথা-গীত-স্তুত্যাদিভেদেন বহুপ্রকারকেষু **কীর্ত্তনেষু মধ্যে** তস্য কৃষ্ণস্য **নাম-কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্**। কুতঃ? দ্রাক্ অবিলম্বেনৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেমসম্পদো জননে আবির্ভাবণে স্বয়মন্য-নৈরপেক্ষ্যেণেব শক্তং সমর্থম্। ততস্তস্মাদ্ধেতো তৎ শ্রীকৃষ্ণসংকর্ত্তনমেব শ্রেষ্ঠতমং মতং সদ্ভিরস্মাভির্বা।

শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনকেই পরম সেব্য বলিয়া মনে করি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য। অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদি-পাঠ, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাকথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি ভেদে বহুপ্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কি জন্য মুখ্য?** এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই স্বয়ং অন্য নিরপেক্ষভাবে প্রেম-সম্পত্তি-উৎপাদনে সমর্থ। তাই শ্রীনামসংকীর্ত্তন সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম, সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমান-মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬১)

যদিও সকল ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি নিজের প্রিয়-নাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই অনায়াসে সুখে শীঘ্র স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নাম-সংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর ॥
তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে।
যয়া সুখং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্ ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪-১৪৫)

কেবল শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সঙ্গ আশা করিয়া ভক্তির মধ্যে প্রধান শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনরূপা ভক্তির নিরন্তর আচরণ করিবে। নাম-সংকীর্ত্তনবহুল ভক্তিপ্র-ভাবে শীঘ্রই প্রেমধন লাভ করত সেই প্রেম-সম্পদের বলে সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ হইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিমমুখ ভাগবত মহারাজ

মোহ ও সার

ভেক এক করে বাস গর্ত্তের ভিতরে।
দারা-পুত্র ল'য়ে থাকে আনন্দ-অন্তরে ॥
একদিন সেই ভেক আহার-কারণ।
গৃহ হ'তে বাহিরেতে করিলা গমন ॥
ভেকেরে দেখিয়া এক অহি যে তখন।
'ভাল খাদ্য মিলিয়াছে ভাগ্যেতে এখন' ॥
ইহা বলি' যায় সর্প ভেকেরে ধরিতে।
দৈবযোগে এক ময়ূর আইল ত্বরিতে ॥
ময়ূর দেখিয়া এক ব্যাধ যে চলিল।
ভাগ্যক্রমে ভাল শিকার মনেতে করিল ॥
শরাসন ল'য়ে ব্যাধ ধায় কৌতূহলে।
সংহারিবে ময়ূরে সে আনন্দ-বিহ্বলে ॥
ব্যাধে দেখি' এক ব্যাঘ্র ধাইয়া আইল।
ভাল খাদ্য মিলিয়াছে মনেতে করিল ॥

এ জগতে কেহ কারো ভাল নাহি চায়।
কেবল ভোগের আশে জীব সদা ধায়॥
তাই জগদ্বাসীরে মুঞি করি নিবেদন।
এইরূপ মোহগ্রস্ত মোরা বর্ত্তমান॥
কি হইবে গতি মোদের নাহি ভাবি মনে।
ভাল মন্দ-কর্ম্মের সাক্ষী রবির নন্দনে।
সর্ব্বাসক্তি ত্যাগ করি' শ্রীনামে সুমতি।
রাখিলে করিবেন দয়া গোলোকের পতি॥
আসক্তি থাকিতে কভু কৃষ্ণ-প্রাপ্তি নয়।
জড়াসক্তি ছাড়িলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়॥
কিশোরী প্রার্থনা করে কেশব-চরণে।
কুসঙ্গে পড়িয়া জন্ম যায় অকারণে॥
অসৎ-সঙ্গ দূর করি' পতিতে উদ্ধার'।
সম্পদে-বিপদে তব শ্রীচরণ সার॥

—শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামী
শিমুলিয়া (মেদিনীপুর)

গুরু কাহাকে বলা হইবে ?

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে জানিতে পারি,—অযোগ্য ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া স্থাপন করিলে অসুবিধা হইয়া যায়। শিষ্যের বিত্ত-হরণকারী চোরকে 'গুরু' করিতে হইবে না। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে—একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যে-গুরু নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন, তিনি চোর হইয়া যাইবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি করিয়া আপন ভোগে লাগাইলে আর গুরুপদবাচ্য হইবেন না। যে-সকল গুরু শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন তাঁহারা লঘু; তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে আরও লঘু হইতে হইবে। আমরা যদি প্রকৃত গুরু-পদাশ্রয় করিয়া থাকি তাহা হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি হয় কেন ? তাহার পরিবর্ত্তে নিজে 'ভোক্তা' এই অভিমান আসে

কেন ? সমস্ত বস্তুই যদি কৃষ্ণের সেবোপকরণ হইয়া থাকে, তবে নিজেরা ভোগ করে কেন ? ইহা কি গুরু-পদাশ্রয়ের লক্ষণ ?

শাস্ত্র বলেন,—গুরু তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া জগতের লোককে শিক্ষা দিবেন—ইহাই গুরুর লক্ষণ। নিজেকে 'ভোক্তা' অভিমান করা বা নিজেকে 'ভগবান্' বলা আসুরিক বিচারমাত্র। যে-সকল গুরুর মধ্যে এইরূপ ভাব দেখা যায়, তাহারা গুরুপদবাচ্য নহেন, তাহারা অদৈব আসুর-শ্রেণীভুক্ত। অর্থের লোভে লোকে দাসত্ব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। যদি কোন গুরু অর্থের লোভে শিষ্য করেন, তাঁহাকে গুরু না বলিয়া চোর বলিতে হইবে। তবে প্রকৃত গুরু কাহাকে বলা হইবে ? তাহার উত্তরে আমাদের জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে,—

১। যিনি আমাদের কপটতা ধরিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনিই প্রকৃত গুরু।

২। যে কর্ম্মফলের বৃহৎ প্রস্তর আমরা টানিয়া আনিয়া নিজেদের স্কন্ধে চাপাইয়াছি, সেই প্রস্তর-ভার স্কন্ধ হইতে নামাইবার জন্য আমাদিগকে যিনি প্রচুর শক্তি প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ গুরু।

৩। যে গুরুপাদপদ্মে বিষয়-বিগ্রহের সেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, অন্য কোন বুদ্ধি নাই, অন্য কোন দর্শন নাই, তিনিই বাস্তব গুরু।

৪। যিনি কর্ণের দ্বারা স্বীয় প্রতিষ্ঠা শ্রবণের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন, নিজের খাদ্যনলীর মধ্যে ভাল ভাল ভোজ্য দ্রব্য পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তিনিই উপযুক্ত গুরু।

৫। যিনি একমাত্র হরিকথা ছাড়া অন্য কোন কথা কখনও বলেন না, অন্য ধর্ম্মের পরামর্শ দেন না, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সেকেণ্ডও ভগবৎসেবা চিন্তা ব্যতীত অন্য কার্য্য করেন না, তিনিই সত্যনিষ্ঠ গুরু।

৬। যিনি আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বরূপ-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-তোষণপর বাক্য না বলিয়া অপ্রিয় সত্যকথা বলেন, শ্রেয়ঃ-পন্থী করিবার জন্য যিনি প্রতি পদক্ষেপে আমাদিগকে শাসন করেন, তিনিই যোগ্য গুরু।

৭। যাঁহার প্রতিটি বাক্যই বেদবাক্য-স্বরূপ, প্রত্যেক বাণীই সংশয় ছেদনের শাণিত অস্ত্র এবং যাহার বাণী কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মকাণ্ডীয় ভোগ-বাসনা সমূলে উৎপাটিত হয়, তিনিই প্রবীণ গুরু।

৮। যিনি অন্যের তোষামোদে মুগ্ধ নহেন এবং লোকের কটুবাক্যেও যিনি রুষ্ট হন না, তিনিই বহুদর্শী গুরু।

৯। যিনি একদিকে যেমন স্নিগ্ধ-সেবকের প্রতি কুসুমের ন্যায় কোমল, অপর দিকে ভক্তবিরোধিগণের নিকট বজ্র-স্বরূপ, তিনিই হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু।

১০। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় এবং একমাত্র কৃষ্ণসেবাই পরম ধর্ম্ম—এই উপদেশ যিনি নিরন্তর আমাদিগকে প্রদান করেন, তিনিই বিজ্ঞ গুরু।

১১। বেদের সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম বাণী যিনি আমাদিগকে শিক্ষা দেন এবং যিনি স্বয়ং বাণী-স্বরূপ, যিনি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের অতীত, তিনিই সমর্থবান্ গুরু।

১২। ভোগি-সম্প্রদায় ভোগে উন্মত্ত হয়, আর ত্যাগি-সম্প্রদায় অন্যদিকে ত্যাগের ছলনা প্রদর্শন করে; কিন্তু যিনি আমাদিগকে ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তিনিই দক্ষ গুরু।

১৩। যিনি আমাদিগকে শ্রেয়ঃ-পন্থী করিবার জন্য অনিত্য প্রেয় বস্তুগুলির মধ্যে নানাপ্রকার অসুবিধা ও অমঙ্গলের কথা জানাইয়া দেন, তিনিই সুনিপুণ গুরু।

১৪। ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণের বাঞ্ছিত ধন, এমন কি লক্ষ্মীরও দুর্লভ যে বস্তু অর্থাৎ গোলোকের গুপ্তধন যিনি অকাতরে আপামরে প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন, সেই উদার-প্রকৃতি সজ্জনই বদান্য গুরু।

১৫। যিনি আমাদিগকে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন কিন্তু নিষ্কপটে দয়া করেন, গুণজাত-জগতের হাত হইতে আমাদের উদ্ধারের জন্য যিনি সর্ব্বদা অপ্রাকৃত স্নেহশীল, তিনিই দয়াল গুরু।

১৬। যাঁহার কৃপামৃত লাভ করিলে, ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠ সেবকের গৃহে আগুন লাগিয়া ছাই হইয়া গেলেও বা লক্ষ লক্ষ বন্ধু-বান্ধব নিপতিত হইলেও ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ থাকে না, তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু—আমরা সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম নিত্যকাল স্মরণ করি।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে
স্নান-যাত্রা-মহোৎসব

এবৎসরও বিগত ১৩ই আষাঢ়, ইং ২৮শে জুন, বুধবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে এক বিরাট্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস ইন্দ্রদেব প্রাতঃকাল হইতেই প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে থাকিলেও ভক্তগণ যথাসময়ে মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন এবং স্নানজল ও শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ-আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সর্ব্বসাধারণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। জয়ধ্বনি-সহকারে সকলেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতৃপ্ত হন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-সহযোগে নগর-সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় আরতি ও তুলসী পরিক্রমান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ দৈব-দুর্যোগহেতু এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য মঠবাসী সেবকগণ বিশেষভাবে তাঁহাদের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সর্ব্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার সেবায় সকলকেই আকর্ষণ ও নিয়োজিত করুন—ইহাই তাঁহার নিকট একান্ত প্রার্থনা। চুঁচুড়াস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত ব্রহ্মচারী-চতুষ্টয়ের সেবা-চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে এই উৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির চুঁচুড়াস্থ প্রচার কেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বিগত **২৭শে আষাঢ়** ১৩৬৮, ইং ১২ই জুলাই ১৯৬১, বুধবার **হইতে ৬ই শ্রাবণ** ১৩৬৮, ইং ২২শে জুলাই ১৯৬১, **শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী** গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহামহোৎসব** সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের

এই বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল।

২৭শে আষাঢ়, বুধবার—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তে শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত 'উদিল অরুণ', 'ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ' এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'যে আনিল প্রেমধন' ইত্যাদি গীত কীর্ত্তনের পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত ও উপদেশ পাঠ করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এতদুপলক্ষে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে অনেক শিক্ষিত জনসাধারণের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর "শ্রীল ভক্তিবিনোদ-দশকম্" সংস্কৃত গীতিটি কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত 'যদি তে হরিপাদ-সরোজ-সুধাম্' এবং আরও কয়েকটি গীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত ভাগবতদাস ব্রজবাসী, শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত বংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত যদুবর দাসাধিকারী, এম. এ., বি. টি., শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল ঠাকুরের পূতজীবন এবং তদীয় আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার পর উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত গূঢ় চরিত্র এবং উপদেশাবলী গভীরভাবে আলোচনা করেন। তদনন্তর সভার কার্য্য ভঙ্গ হয়।

২৮শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—বিরাট্‌নগর সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে যাত্রা করা হয় এবং তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন**-রহস্যের কিয়দংশ পাঠমুখে কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের পর গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

২৯শে আষাঢ়, শুক্রবার—সকাল ৯টায় **রথযাত্রা-দিবসে** মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুরম্য রথে আরোহণ করিয়া বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনযোগে

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন। সমস্ত পথে ভক্তবৃন্দের নৃত্য-কীর্ত্তন-উল্লাসে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দের 'জয় জগন্নাথদেব কি জয়, জয় জগন্নাথদেব কি জয়' ইত্যাদি ধ্বনি নিনাদিত হইয়া আকাশ-বাতাস কম্পিত করিতেছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সহরের প্রধান প্রধান সরণিসমূহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-পরিদর্শক শ্রীযুত মণিমোহন দত্ত মহাশয়ের গৃহসমীপে উপস্থিত হন, তখন সস্ত্রীক শ্রীযুত মণিবাবু শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বিশেষভাবে ভোগরাগাদির আয়োজন করেন। ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রায় এগার ঘটিকার সময় শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন।

৩০শে আষাঢ়, শনিবার হইতে ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার পর্য্যন্ত—শ্রীমঠে প্রত্যহই নিয়মিতভাবে কীর্ত্তন-পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ এবং শেষ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে উচ্চ দার্শনিক ভাগবতত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জল-ভাষায় পরিবেশনপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা' এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যের 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-রহস্য' বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং প্রত্যহ রাত্রে ক্রমান্বয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, শ্রীরামলীলা ও পারমার্থিক শিক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী প্রভুর ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতাও প্রশংসনীয়।

২রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার হেরাপঞ্চমী দিবসে—নগর-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্যামসুন্দরমন্দিরে (গুণ্ডিচাবাড়ী) গমনপূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'লক্ষ্মীবিজয়' প্রসঙ্গ পাঠ করা হয় এবং রাত্রে শ্রীমঠে চারিশতের অধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

৬ই শ্রাবণ, শনিবার পুনর্যাত্রা দিবসে বেলা ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীজগ-ন্নাথদেব সুসজ্জিত রথোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান পথসমূহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় মহোদয়ের বাসগৃহ সমীপে উপস্থিত হন তখন সপরিবারে শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বাবু ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীবিগ্রহের যে সুন্দর আরাত্রিক ও বিচিত্র ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অনন্তর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নৃত্য-কীর্ত্তনরত অগণিত ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্র ৯ ঘটিকায় উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাবেশে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব সুরম্য রথস্থিত শ্রীজগন্নাথ দেবকে পুনঃ পুনঃ পরিক্রমা করিতে থাকেন। তখনকার অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত। পাঠ-কীর্ত্তন-আরাত্রিকান্তে রাত্র ৯ ঘটিকায় আহূত-অনাহূত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রথযাত্রা মহোৎসব, বিশেষতঃ যাত্রাকালে রথাদি নিয়মনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীবিগ্রহ ও রথ-সজ্জায় শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারীর পারদর্শিতা এবং কীর্ত্তনাদিতে শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও ভোগ-রাগাদির ব্যবস্থাপনায় শ্রীনৃপঞ্চাস্য ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই রথযাত্রা মহামহোৎসবে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়া উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদার্হ।

—নিজস্ব সংবাদ

তারিখ পরিবর্ত্তন

যাত্রিগণ অবগত হইবেন,—সমগ্র ভারতের তীর্থ ভ্রমণের রিজার্ভড্ টুরিষ্ট কার্ ১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর ১৯৬১, মঙ্গলবার হাওড়ার ৭নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টায় ছাড়িবে। ৩০শে ভাদ্র, যাওয়া হইবে না। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাদ্বয়ে সংশোধিত নিমন্ত্রণ-পত্র দ্রষ্টব্য। —প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে
সমগ্র ভারতের তীর্থ দর্শনের
সুবর্ণ সুযোগ

(এক যাত্রায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী ও তিন ধাম পরিক্রমা এবং প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরাদি দর্শন ও তীর্থস্নানাদির বিরাট আয়োজন)

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী-দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ (স্কন্দ পুরাণ)

"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী), অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও দ্বারকা—এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া শ্রীব্যাসদেব স্কন্দপুরাণে বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য মোক্ষকামী হিন্দুগণ বহুযত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে এই সপ্ততীর্থে গমন ও পরিক্রমাদি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ বহু পুণ্যবান্ ব্যক্তিরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বসাধারণে এই অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিবার জন্য আগামী **১৬ই আশ্বিন, ইং ৩রা অক্টোবর ১৯৬১, মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ-টুরিষ্ট-কার** গাড়ীতে যাত্রা করিবেন। সুতরাং **যাত্রিগণ ঐ দিবস বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।** তাঁহারা উক্ত সপ্ততীর্থ এবং পুরী, রামেশ্বর ও দ্বারকা—এই তিন ধামসহ সমগ্র ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রধান প্রধান ৫২টী তীর্থস্থান ভ্রমণ করিবেন। এই সমস্ত তীর্থস্থানের অধিকাংশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়াছে। সুতরাং আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ এই অপূর্ব্ব সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

এই তীর্থযাত্রার বৈশিষ্ট্য এই যে, যাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যেই প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, পূজা, মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগ-আরতি ও সন্ধ্যা-আরতি দর্শন, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও অনুক্ষণ সাধুমুখে হরিকথা ও তীর্থ-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ এবং শ্রীবিগ্রহের বাল্য-ভোগ ও দুই বেলা মহাপ্রসাদ সেবা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিবেন।

পরপৃষ্ঠায় দর্শনীয় স্থানের তালিকা ও নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল ঃ—

দর্শনীয় স্থানের তালিকা

১। বিষ্ণুপুর (শ্রীমদনমোহন) ২। **পুরী** ৩। সিংহাচলম্ (জিয়ড় নৃসিংহ) ৪। কভুর (রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-স্থান) ৫। মঙ্গলগিরি **(পানা নৃসিংহ)** ৬। **মাদ্রাজ** (পার্থসারথি প্রভৃতি) ৭। চিংলিপুট **(পক্ষীতীর্থ)** ৮। চিদাম্বরম্ **(নটরাজ)** ৯। মায়াভরম্ ১০। কুম্ভকোণম্ ১১। পাপনাশম্ ১২। তাঞ্জোর ১৩। **রামেশ্বর** ১৪। **ধনুষ্কোডী** ১৫। **মাদুরা** ১৬। **কন্যাকুমারী** ১৭। **শ্রীরঙ্গম্** ১৮। **বিষ্ণুকাঞ্চী** ১৯। **শিবকাঞ্চী** ২০। **তিরুপতি** ২১। **পাণ্ঢারপুর** ২২। **নাসিক** ২৩। **বম্বে** ২৪। **ব্রোচ** (বলিরাজের নিকট বামনদেবের ভিক্ষা গ্রহণ-স্থান) ২৫। **প্রভাস** ২৬। **সুদামা-পুরী** ২৭। **দ্বারকা** ২৮। বেট-দ্বারকা ২৯। **ডাকোর** ৩০। **অবন্তিকা** ৩১। **নাথদ্বার** ৩২। **আজমীর** ৩৩। **পুষ্কর** ৩৪। সাবিত্রী ৩৫। **জয়পুর** ৩৬। **মথুরা** ৩৭। **গোকুল** ৩৮। **বৃন্দাবন** ৩৯। **রাধাকুণ্ড** ৪০। **গোবর্দ্ধন** ৪১। **বর্ষাণা** ৪২। **নন্দগ্রাম** ৪৩। দিল্লী **(হস্তিনাপুর)** ৪৪। **কুরুক্ষেত্র** ৪৫। ভদ্রকালী ৪৬। **হরিদ্বার** ৪৭। **হৃষীকেশ** ৪৮। **নৈমিষারণ্য** ৪৯। **অযোধ্যা** ৫০। **প্রয়াগ** ৫১। **কাশী** ৫২। **গয়া**। পরে **হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন**।

নিয়মাবলী

যাতায়াত **রেলভাড়া,** রিজার্ভড্ গাড়ীর হল্টিং ও হলেজ প্রভৃতি ভাড়া, কুলি ভাড়া, দূরস্থ ক্ষেত্রের **জন্য বাসভাড়া,** ঘরভাড়া, বাল্য ভোগ ও **দুই বেলা প্রসাদ** প্রভৃতির ব্যয় বাবদ **প্রতি যাত্রীকে ৪৫০৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ৩০শে ভাদ্র, ইং ১৬।৯।৬১ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে ২২৫৲ টাকা** সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অগ্রিম দিতে হইবে; বাকী টাকা নিম্ন ঠিকানায় বা হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফর্ম্মে বেলা ২টা হইতে ৭টার মধ্যে দিলেও চলিবে।

যাত্রিগণ সামান্য শীতবস্ত্র, বিছানা, ১টী ঘটী ও ১টী বাটী সঙ্গে আনিবেন।

যাত্রিগণ অতি সত্বর নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা পত্রদ্বারা নিম্ন ঠিকানায় রেজেষ্টারী করিবেন। **এই পরিক্রমায় প্রায় ২ মাস সময় লাগিবে।**

বিশেষ বিবরণ জানিবার ও স্ব-স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য অথবা টাকা জমা দিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলা)**—ঠিকানায় সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার করুন।

বিঃ নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে **স্থান-কালাদির** পরিবর্ত্তন গ্রহণীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, } ভাদ্র ১৩৬৮ { ৭ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | বাসুদেব, ২২ হৃষীকেশ, ৪৭৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৮ ; ইং ১৭।৯।১৯৬১ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশুকদেব-কৃতং শ্রীশ্রীঋষীকেশ-স্তব-ত্রয়োদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থেঽধ্যায়ে—১২-২৪)

শ্রীশুক উবাচ—

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভব-স্থান-নিরোধ-লীলয়া।
গৃহীত-শক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে॥ ১॥

(মহারাজ পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক হরিগুণ কীর্ত্তনের জন্য প্রার্থিত হইয়া শ্রীশুকদেব গুরুবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন—)।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। তিনি

পুরুষাদি অবতারসমূহ দ্বারা অপরিমিত ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রথম-পুরুষাবতার-লীলায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ-স্বরূপ, ব্রহ্মাদিরূপে রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ—এই শক্তিত্রয় গ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতার-লীলায় ব্রহ্মাদি-সমষ্টি-ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। তাঁহাকে জানিবার ভক্তি-যোগরূপ একমাত্র বর্ত্ম যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয় ॥ ১ ॥

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিল-সত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্য-দাশুষে ॥ ২ ॥

তাঁহাকে পুনরায় নমস্কার। তিনি রাম-কৃষ্ণাদি অবতাররূপে নিজ ভক্তগণের দুঃখ নিবারণকারী। তিনি অভক্ত, রাক্ষস, অসুরাদিকে হনন করিয়া তাহাদিগের পুনর্জন্ম বিমোচন করিয়া থাকেন। তিনি অপ্রাকৃত শুদ্ধ-সত্ত্ব বপু-বিশিষ্ট এবং তিনিই পরমহংস আশ্রমে অবস্থিত ভক্তি-মিশ্রজ্ঞানী ও শুদ্ধ ভক্তগণের অন্বেষণীয় ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্ত-সাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ৩ ॥

সেই ইষ্টদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। তিনি ভক্তগণের পালক এবং ভক্তিহীন মানবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই। তিনি সেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যদ্বারা স্বধাম মথুরামণ্ডল এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ গোপালপুরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।

লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহার বিষয় কীর্ত্তন ও স্মরণ, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার বিষয় শ্রবণ এবং যাঁহার অর্চ্চন সদ্য সদ্যই লোকসমূহের অনর্থ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গলকীর্ত্তি মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪ ॥

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

অনর্থনিবৃত্ত বুদ্ধিমান্ জ্ঞানিগণও যাঁহার চরণ উপাসনা করিয়া ইহ-পরত্র উভয় কালেই অন্তঃকরণের আসক্তি নিরসনপূর্ব্বক ক্লেশশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপা গতিপ্রাপ্ত হন, সেই সুমঙ্গল যশোযুক্ত ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৫ ॥

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহাতে কর্ম্মার্পণ না করিলে তপস্যাপরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ত্তৃগণ, মনস্বী বা যোগিগণ, জপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেহই মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তিমান্ ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৬ ॥

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীর-শুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭ ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খস প্রভৃতি যে-সকল লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, ইহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত-স্বরূপ সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতাসম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার ॥ ৭ ॥

স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজ-শঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ৮ ॥

তিনিই অধীশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি জ্ঞানী ও যোগিপুরুষ-গণেরও আত্মতত্ত্বরূপে উপাস্য। তিনি দেবময়, ধর্ম্মময় এবং তপোময় অর্থাৎ তত্ত্বৎ-মার্গদ্বারা উপাস্য। কৈতবযুক্ত জ্ঞানী ও যোগী পুরুষগণের কথা দূরে থাকুক, নিষ্কপট ব্রহ্মা-শঙ্করাদিও নিশ্চিতরূপে যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই ভগবান্ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮ ॥

শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ৯ ॥

সেই পরমেশ্বর সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি; তিনিই যজ্ঞেশ্বর, তিনি সকল প্রজাবর্গের অধীশ্বর; তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী পুরুষ, তাহাদের ভোগ্য ভুবনসমূহেরও একমাত্র ভোক্তা; তিনি কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া ধরাপতিত্ব লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভক্তগণের একমাত্র পালক ও আশ্রয়-স্থল। সেই সাধুসকলের পতি শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৯ ॥

যদঙ্ঘ্রাভিধ্যান-সমাধি-ধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।

বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ১০ ॥

একমাত্র যাঁহার শ্রীচরণকমলের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ-সমাধিদ্বারা বুদ্ধি শোধিত হইলে অর্থাৎ মনোধর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত হইলে সূরিগণ নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন; পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্য-বলে স্ব স্ব রুচি-অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপকে সাকার-নিরাকার, জীবাত্মস্বরূপকে অণুপ্রমাণ বা সর্ব্বগত, বিশ্বকে মিথ্যা, সত্য বা নিত্য যাহা কিছু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা সকলই মনোধর্ম্ম; কারণ তাহাদের বুদ্ধি ঈশাশ্রয়া নহে বলিয়া শোধিত হয় নাই। অতএব তাহারা যে ভগবানের তত্ত্ব দর্শন করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১০ ॥

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ১১ ॥

কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়া স্মৃতি প্রকাশ করত যাঁহা-কর্ত্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সরস্বতী যে শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানপ্রদাতৃগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১১ ॥

ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পুরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলঙ্করিষ্টাখিলবিদ্ বচাংসি মে ॥ ১২ ॥

যে বিভু পুরুষ মনুষ্যাদ্বি-শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্যামি-রূপে স্বয়ং বাস করত ঐ সকল শরীরের সফলতা বিধান করেন, পুরে বাস করেন বলিয়া যিনি পুরুষ নামে আখ্যাত হন, এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতরূপে ষোড়শগণের চৈতন্য-প্রকাশক আত্মারূপে

বিরাজিত থাকিয়া সাক্ষী-স্বরূপ ও নির্লেপভাবে কেবল দৃষ্টিদ্বারা উহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি আমার বাক্যসকলকে অলঙ্কৃত করুন। অর্থাৎ শুকদেবের কথার তাৎপর্য্য এই যে—দেহে আত্মা না থাকিলে যেমন বহুমূল্য-বস্ত্রাদি-অলঙ্কারযুক্ত-দেহও সাধু-লোকের অস্পৃশ্য, তদ্রূপ আমার বাক্যাবলী যেন ভগবদধিষ্ঠানশূন্য না হয় ॥ ১২ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ১৩ ॥

ভক্তগণ যাঁহার মুখপদ্মের জ্ঞানময় মকরন্দ পান করিয়াছিলেন, ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশ অবতার সেই বেদব্যাসকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

কন্‌ফুঁচোর বিচার

ভারতে যে-কালে শাক্যসিংহ তপস্যায় নিরত ছিলেন, সেই সময়েই ভারতের উত্তরে অবস্থিত চীনরাজ্যে কন্‌ফুঁচোর আবির্ভাব-কাল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে কন্‌ফুঁচো চীনরাজ্যে স্বধর্ম্ম প্রচার করেন। শাক্যসিংহ ভারতীয় তপঃপ্রধান বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক বোধি-তরু-তলে তপস্যা সাধন করিয়া কৃচ্ছ্র তপঃ প্রভৃতির অনুশীলনের কথা সারনাথাদি কাশীর সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে গান করিয়াছিলেন।

গুরুবর্গের কীর্ত্তন শ্রবণ করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শিষ্যসজ্জায় গুরুকে সমস্তরে বা নিম্নশ্রেণীতে রাখিয়া তাঁহার মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করা শিষ্যব্রুবের অবৈধ কৃত্য। তজ্জন্যই শ্রীরামচন্দ্রপুরী ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর-স্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়াছিলেন। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতঃ যে-কালে কীর্ত্তিত গুরু-বাক্যের সহিত ভেদ স্থাপন করিয়া প্রেমধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, সেই কালেই তাহার শ্রৌতপথে গমনবাধ উপস্থিত হওয়ায় বিপথ-গমনরূপ তর্কপথাশ্রয়ের উপযোগিতা লাভ হয়।

কন্‌ফুঁচো বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া বাহ্যবিরোধ প্রশমনার্থ কতিপয় উপদেশ

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অনুগত জনগণ সেইসকল কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ঐ গুলিকে আকর উপদেশ-জ্ঞানে কতিপয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। যে-কালে কন্‌ফুঁচো চীনরাজ্যে উপদেশকের বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালেও রাজদণ্ড-প্রকোপের অভাব ছিল না। রাজাকে চীনদেশবাসীরা "স্বর্গের পুত্র" নামে অভিহিত করিতেন। কন্‌ফুঁচোর পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক উপদেশক যে-ভাবে আধ্যাক্ষিকজ্ঞানে চালিত হইয়া উপদেশের নিদর্শন দিয়া গিয়াছিলেন, কন্‌ফুঁচোর পরবর্ত্তিকালেও বহু শিষ্য তাঁহার ধারণার পুষ্টি-সাধন করিয়া চীনদেশে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চীনদেশবাসিগণের চীনদেশ অতিক্রম করিবার কোন সুযোগই কোনদিন দেখা যায় নাই। সেজন্য কন্‌ফুঁচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রণালী চীনের অধিবাসিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

চৈনিক ইতিহাস বলেন,—ভারতীয় ব্রহ্মার নামের ন্যায় চীনদেশবাসীর আদি দেবতার নাম ছিল, "প্যানকু"। কন্‌ফুঁচোর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমতের মধ্যে রাজনীতির সম্মান, পিতৃপুরুষগণের পূজা ও প্রাকৃতিক দ্রব্য-সমূহের পূজার বিধান ছিল। আর চীনরাজ-বংশে পিতৃপূজা-মূলক সমাধি-কবচাদি ও প্রস্তর-ফলকাদির সম্মান প্রবর্ত্তিত ছিল; এখনও তাহাই আছে।

সংরক্ষণশীলতা মানবের মধ্যে চিরদিনই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। তাহাই জনমতের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ব্যক্তিগত উপদেশকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। গণসমষ্টির বিচার-প্রণালীকে প্রধান অবলম্বন স্বীকার করিয়া অনেকে ব্যবহারিক প্রথাগুলিকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ধ্যান করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মহত্তম উপদেশক আচার্য্যগণ সেই গণমতের শোধন-কল্পে যে-সকল সত্যের প্রচার ও ধারণা সরল শ্রদ্ধালুগণের হৃদয়ে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করেন, তাহাতে গণমতের বিরুদ্ধ চেষ্টাই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। উপদেশক আচার্য্যের প্রকট-কালে সত্যের প্রবল প্রচারের সম্ভাবনা অল্প থাকায় এবং শ্রোতৃবর্গের সেই সকল কথা গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে বিলম্ব-সাপেক্ষ বলিয়া মনে করায়, প্রচারকগণের সমসাময়িক কালেই, সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধারণ জনগণের মধ্যে সত্যের ধারণা স্থান লাভ করে না।

কন্‌ফুঁচোর ব্যক্তিগত বিচার-প্রণালীর পক্ষেও তাৎকালিক প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের উপর অধিকার বিস্তার করিতে কিছু বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছিল। সমগ্র জনমতকে একেবারেই উপেক্ষা না করিয়া তিনি রাজভক্তির প্রাধান্য, পূর্ব্বপুরুষ-

গণের পূজা ও সম্মানের ব্যবস্থাদি স্বধর্ম্মের প্রচার একেবারেই বাদ দেন নাই। তৎকালে সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচলিত পিতৃপুরুষগণের পূজা-প্রণালী ঠিক ভারতীয় শ্রাদ্ধ-পদ্ধতির অনুগত না হইলেও কন্‌ফুঁচোর নীতির মধ্যে ন্যূনাধিক পিতৃ-পূজার সমর্থন একেবারে অনাদৃত হয় নাই।

কন্‌ফুঁচো যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা পাঁচপ্রকার জড়রসের আবৃত্তিই সন্দর্শন করি। স্বামীর প্রতি ভার্য্যার প্রীতি, অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি অনুজের মর্য্যাদা, মাতৃপিতৃবর্গের প্রতি সন্তানের স্নেহ-মমতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর মিত্রতা, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের পূজ্য-বুদ্ধি, প্রভৃতি পাঁচপ্রকার উপদেশই কন্‌ফুঁচোর উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিচক্ষণ ভক্তগণ যে-প্রকার সেবা-পদ্ধতির কথা অবগত আছেন, সেই প্রকার সেবার কথা পার্থিব সামাজিক কালক্ষোভ্য-বিচারে বিকৃতভাবে কন্‌ফুঁচোর বিচার-মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সাহিত্যাচার্য্য কাব্যপ্রকাশ-লেখক, সাহিত্যদর্পণ-লেখক বিশ্বনাথ প্রভৃতি জড় কবিকুলের মধ্যে পাঁচপ্রকার রতি ও রস-ভেদের কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রহ্ম-রস-রসিক মর্য্যাদা-পথের ভগবদুপাসকগণ, মাধুর্য্য-পথের রসিকগণ ও ঔদার্য্য-পথের রসিকগণের রসাত্মক বাক্যাবলীর পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও বিষয়-বিচারে আমরা উভয় রসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিষম সমুদ্রের অবস্থান লক্ষ্য করি। উভয়ের অভেদরূপ সমসমুদ্রের দর্শনকারী চিজ্জড-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায় ঐ প্রকার বৈষম্য-জলধিকেও সমভূমি-রূপে গণনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, চন্দ্রালোক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগবতটীকা-প্রারম্ভ প্রভৃতি চিদলঙ্কার-শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনানৈক্য জড়বাদীর লক্ষ্য হইতে নিশ্চয়ই পার্থক্য স্থাপন করিবে।

জাগতিক নীতি বা সামাজিক প্রয়োজন-মূলে উদ্ভাসিত নীতি-সমূহ পার্থিব খণ্ডিত বস্তুর সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। অপরিচ্ছিন্ন নিখিলগুণাকর বৈকুণ্ঠবস্তুর আলোচনাকে পার্থিব চেষ্টার অন্যতম জ্ঞান করিলে বিপৎ-সঙ্কুলতার বৃদ্ধি বই ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। জড় রস—ক্ষণভঙ্গুর ও বিবদমান বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর আক্রমণযোগ্য; কিন্তু ব্রহ্মরস বা চিদ্‌রস তাদৃশ আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষধর্ম্মের নিত্য সাপেক্ষতায় বর্ত্তমান। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাভাব বা অজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি বৈকুণ্ঠ কথায় স্থান পায় না।

কন্‌ফুঁচো চীনদেশের চাউ বংশের রাজত্বকালে জনৈক নরপতি ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ধর্ম্মনীতি রাজনীতির সৌষ্ঠব-সাধনেই ন্যূনাধিক কল্পিত হইয়াছিল। 'সামন্তরাজগণের ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম ও অধীন কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম সুষ্ঠুতা লাভ করিলেই শান্তি স্থাপিত হইবে'—ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু ছিল। তিনি পাঁচপ্রকার জাগতিক নীতিকে বিভক্ত করিয়া সামাজিক মানবগণের সৌখ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চীনদেশের লোকেরা "কুংফুজি" অর্থাৎ "জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার ধর্ম্ম-মত বিজ্ঞসমাজের আরাধ্য বলিয়া কথিত। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন না করিয়া আপনাকে প্রাচীন মতের পুনঃস্থাপন ও প্রচলনকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতেন। তাঁহার মতে—জ্ঞান-নৈপুণ্যের সহিত ব্যবহারিক বল-লাভোপযোগী বিচারপর জ্ঞান, নিজত্ব-সংস্থাপক বৈভব, সরলতা বা সত্যপ্রিয়তামূলক নিষ্কপটতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিচারমূলক ধর্ম্মপ্রাণত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি-গুণমূলে মানব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—এই পাঁচপ্রকার নীতিকেই তিনি সকল দেশবাসীর অবশ্য পাল্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি বিদ্রোহীর দমন, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতির সদ্‌গুণসমূহেরও উপদেশক ছিলেন।

মোটের উপর, আধ্যক্ষিক সাহায্যে যে-প্রকারে অচিরস্থায়ী শান্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সেই সকল কথায়ই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মত আবদ্ধ ছিল। সুতরাং যাঁহারা ঐহিক ও আমুষ্মিক ধর্ম্মবিচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা তাঁহাকে অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত উপদেশকমাত্র জানিবেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকৃদ্‌গণ ও জৈমিন্যাদি কর্ম্মনিপুণ মীমাংসকগণ যে-প্রকার আধ্যক্ষিক ও আমুষ্মিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তত্তদ্‌বিচার দেশভেদে ও কালভেদে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই কন্‌ফুঁচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালীতে দেখা যায়।

কন্‌ফুঁচোর পরলোকগমনের কিঞ্চিদধিক দুইশত বর্ষ পরে চীনদেশের সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে সুবৃহৎ প্রাচীর-নির্ম্মাণ প্রারব্ধ হয়। তথাপি ভারতবর্ষ হইতে শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় উত্তরা-পথের সরণী অবলম্বন-পূর্ব্বক চীনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কন্‌ফুঁচোর বিচার-প্রণালীর ন্যূনাধিক সমর্থনমুখে জাগতিক দয়া-দাক্ষিণ্যাদির বিচারের সহিত শুষ্ক নৈষ্কর্ম্মবাদের প্রয়োজনীয়তা তথায় স্থাপন করেন। বৌদ্ধবিচার প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে চীনদেশে 'লাউজী'-সম্বর্দ্ধিত 'তাও' ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত ছিল। 'তাও'-মত মায়াবাদেরই

একটি প্রকার-বিশেষ। আধ্যক্ষিক বিচারের নিত্যদুঃখবাদ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবল থাকিলেও লাউজীর 'তাও'-মত বৌদ্ধ-মতের সহিত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু কন্‌ফুঁচোর সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে উহার কোন কথাই ভারতে সমাগত হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্রের নীতিই ন্যূনাধিক চীনদেশে প্রবেশ করায় কন্‌ফুঁচোর ধর্ম্মপ্রণালীতে সেই সুনীতির পার্থিব আভাসমাত্র লক্ষিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষিবর্গ রাজা রামচন্দ্রের সুনীতিকে 'আধুনিক' বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, অর্থাৎ তাঁহাদের খর্ব্বদৃষ্টি কালবিচারে শ্রীরাম-নীতিকে 'আধুনিক' বলিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র; পরন্তু, বৌদ্ধ কন্‌ফুঁচোর নীতিকে তাঁহারা 'অতি প্রাচীন' বলিয়া মনে করেন। আমাদের মনে হয়,—নিরপেক্ষ বিচারই এই সকল বিষয়ের মীমাংসা আনয়ন করিবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন

বহুকাল হইতে শক্তি ও শক্তিমানের বিষয় আলোচনা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে যত প্রকার অনুভব আছে, সে সমুদয়ই শক্তির অনুভব। শক্তি ব্যতীত কেহ শক্তিমান আছেন কিনা সন্দেহ। শক্তিই বস্তুর পরিচায়ক ও প্রকাশক; অতএব বস্তুর অনুভূতি কিছুমাত্র হয় না, কেবল বস্তু-শক্তির অনুভূতি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে উদাহরণ দেন, তন্মধ্যে একটী উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইতেছে—"পৃথিবীতে আকৃতি-বিস্তৃতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, তাহা কেবল ঐ সকল গুণগণের সমষ্টিমাত্র। গুণগণ পৃথক্ হইয়া গেলে পৃথিবীর আর কিছু থাকে কিনা বলা যায় না। গুণ ও ধর্ম্ম—সমস্তই শক্তি। অতএব শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব।" আবার কেহ কেহ এরূপ বিতর্ক করেন যে—"শক্তি কিছুই নয়, বস্তুর অপৃথক্ ধর্ম্মমাত্র। বস্তু যাহা প্রকাশ করে, তাহাকেই শক্তি বলে।" এই বিতর্কে সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ এইমাত্র স্থির করিয়াছেন যে—**শক্তি একটী তত্ত্ব এবং শক্তিমান্ একটী তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্।** মানব-চিন্তা সর্ব্বদা সীমাবিশিষ্ট; অতএব শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর নিগূঢ়-

সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে না। বস্তুতঃ পৃথক্ হইয়াও **বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্। পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক স্বভাব।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ

(আঃ ৪র্থ, ৯৬-৯৮)

বেদ-বেদান্তেও এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, **"শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ।"**

বস্তুতত্ত্ব-বিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর বস্তু নাই। এই জন্যই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মপর বা পরমাত্মপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপ-বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সহসা সাহস করেন না। বস্তু 'একমাত্র' হইলেও বস্তু-লক্ষ্যকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে বস্তু তিন প্রকারে প্রকাশ পান। একটী পর্ব্বতকে তিন দিক্ হইতে তিন জনে লক্ষ্য করিতেছেন। পর্ব্বতের উত্তরভাগে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকা-আবৃত বৃহৎ শিলা-খণ্ডকেই পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে। যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় শৈল-প্রাচীর বলিয়া পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই, সেই দিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপে দেখিয়া পর্ব্বতের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। অদ্বয়বস্তু-নির্দ্দেশেও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিগ্‌ভেদে বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের অনুশীলন-পূর্ব্বক বস্তু নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা জড়াস্তিত্বের বিপরীত ভাবকে একটী বিশেষ-রহিত-বস্তুজ্ঞানে অনুসন্ধেয় বস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তি ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া

গেল না। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করিলেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। যাঁহারা নিরুপাধি-ভক্তিযোগে বস্তু নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা সেই অদ্বয়বস্তুর স্বরূপ-লাভ করত সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ একটী পৃথগ্‌ভূত পরম-তত্ত্বরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। কঠে লিখিত আছে যে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা-শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(১।২।২৩)

[এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি বা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই 'একমাত্র প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।]

ভাগবতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৮)

[হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের কৃপালেশ-মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমাতত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।]

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময়-ভগবৎ-স্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়। ভগবৎ-স্বরূপই বস্তু ও ভগবচ্ছক্তিই শক্তিতত্ত্ব। শক্তিরহিত করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকেই চরমদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ নিঃশক্তি, নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবানই স্বরূপতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-জ্যোতিঃ। পরমাত্মাও তাঁহার জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ,

নির্ব্বিশেষ-সন্ধানে ব্রহ্মরূপে প্রতিফলিত হইয়াও ভগবান্ স্বীয় সবিশেষ অচিন্ত্য-স্বরূপে জগৎ ও জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে নিত্য-বিরাজমান। অতএব ভাগবতে বলিয়াছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥
(ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয়-বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রতীতি 'ভগবান্'।]

অদ্বয়জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই 'ব্রহ্ম'। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই 'পরমাত্মা'। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই 'ভগবান্'। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**শ্রীপতি নারায়ণ**। মাধুর্য্যপ্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম—**রাধানাথ কৃষ্ণ**। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্" এই পদ্য যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সার্থক।

ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যধর্ম্ম-দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অদ্বয় বস্তু। অতএব শ্বেতাশ্বতর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥
(শ্বেঃ ৬।৮)

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। **কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্য শক্তির আধার।** তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম—পরাশক্তি।

এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা; অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়জ্ঞান।
যা'র হয়, তা'র নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
চিচ্ছক্তি-স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ॥
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥

(আঃ ২।৯৬, ১০১-১০৪)

অন্যত্র শ্রীমৎপ্রভুবাক্যে,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥

(মঃ ২০।১১১)

অত্র কারিকা,—

শক্তিঃ স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে।
সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্‌জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া॥
শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সারসংগ্রহঃ।
তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্য্যতঃ॥
সন্ধিন্যা সর্ব্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্।
চিন্মায়াভেদতোভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল॥
সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ।
চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধং হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্॥
হ্লাদিনী শ্রীস্বরূপা যা সৈব কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী।
মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী॥

[শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। 'বল' (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন —ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। **চিদ্গত-সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনী-ভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।** চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্‌ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্গত-হ্লাদিনী ও মায়াগত-হ্লাদিনী-ভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও 'মায়িকসুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়-দাসী শ্রী-স্বরূপিণী। তিনি মহাভাব-স্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা।]

কৃষ্ণে স্বাভাবিকী একটী পরাশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। তাহা বিচিত্র-বিলাসময়ী ও বিচিত্র-আনন্দসম্বন্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাব-ত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বেদবাক্যে অনেক স্থলে এই পরাশক্তির প্রভাব-ত্রয়ের বর্ণন আছে, যথা ;—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদু স্ত ইমে সমাসতে ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র)

[ঋগ্বেদে যে অক্ষর-পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন ? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।]

অত্র কারিকা,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা।
সা চৈবাত্রাত্মশক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে ॥

[বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরাশক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের 'স্বরূপশক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।]

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর ১।৩ মন্ত্র)

[এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজপ্রভাবদ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।]

মায়াশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা যা বৈষ্ণবেহনুবর্ণ্যতে।
মায়াখ্যয়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে॥

[বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা' নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহাই **'মায়া-নাম্নী-শক্তি'** বলিয়া কথিত।]

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র)

[বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।]

তটস্থ জীবশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।
জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা॥

[(বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকে) যে **ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী** শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই **'তটস্থা'** বলিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। তাহাকেই **'জীব-শক্তি'** বলে। সে শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ॥
(শ্বতাশ্বতর ৪।৫)

[সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহুপ্রকার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজ পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।]

শ্রীভগবদ্গীতায়—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ (গীঃ ৯।৮)
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ (গীঃ ৯।১০)
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

[আমি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া এই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। হে অর্জ্জুন! আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি। সেই সব কার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। এজন্য এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। হে অর্জ্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা-প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীব-সমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।]

উক্ত তিন শক্তি-প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। **চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। **চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। **চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। **জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী**—তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। **তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি**—তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়। **তাহাতে যে হ্লাদিনী**—তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ

ক্রিয়ালাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধি-সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। **মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি আছে,** তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোক-গতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য সমুদায়ই তদ্ভূত। **মায়াতে যে সম্বিদ্বৃত্তি** তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদায় উদিত হয়। **মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি**—তদ্দ্বারা স্থূল-জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরূপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমুদায় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

এস্থলে কয়েকটী কারিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

বিরোধ-ভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ।
বর্ত্তন্তে যুগপদ্ধর্ম্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ॥
সরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্ত্তিরেব চ।
নির্লেপত্বং কৃপাবত্ত্বমজত্বং জায়মানতা॥
সর্ব্বারাধ্যত্বং গোপত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যং নর-ভাবতা।
সবিশেষত্ব-সম্পত্তিস্তথা চ নির্ব্বিশেষতা॥
সীমাবদ্-যুক্তিযুক্তানামসীম-তত্ত্ব-বস্তুনি।
তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা॥

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য বিরোধভঞ্জিকা নাম্নী একটী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্য ও নর-ভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত-বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন

আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবাসাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নর-যুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অবএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আম্নায়বাক্য-সকল অনেক। দুই একটী এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ মন্ত্র)

[ভগবানের প্রাকৃত হস্ত পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।]

ঈশাবাস্যে চ,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
(৫ম ও অষ্টম মন্ত্র)

[সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।]

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

[পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যপদার্থ-সকলকে তত্তদ্বিশেষ দ্বারা পৃথগ্রূপে বিধান করিয়াছেন।]

সেই অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়ে তলবকার বলিয়াছেন, যথা,—

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥
(৩।৬ মন্ত্র)

[দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"]

বিভুত্বে মূর্ত্তত্ব কথিত আছে, ছান্দোগ্য,—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (৮।১৩।১)

[ইহার অনুবাদ ২য় পৃঃ ১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

গোপালোপনিষদি চ,—

গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ (পূর্ব্ব ১৩।১)

[গোপবেশ, প্রফুল্ল-পদ্মলোচন, নীরদকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজ, মৌন-মুদ্রাযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত নন্দনন্দনকে আমরা বন্দনা করি।]

শক্তিতত্ত্ব-বিচারে শ্রীচরিতামৃতবাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়,—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থ কহি যা'রে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যা'রে জ্ঞান করি' মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী-কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তা'র প্রেম-নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥

প্রেমের পরম-সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ (মঃ ৮।১৫১-১৬০)

সেই অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তির কার্য্যক্রমে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ধাম ও পরিকর সহিত প্রাপঞ্চিক-জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। স্বীয় অসীম কৃপাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত ধাম, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের গোচরে প্রকাশ করেন। জড়েন্দ্রিয়ে স্বীয়-অধিকারবলে ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কিন্তু অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচর করিতে সমর্থ। কখন বা স্বাংশ-বিলাসক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। এ সকল বিষয়ে তত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং আর সমস্ত প্রকাশই অবতার। স্বয়ং বা স্বাংশ-অবতার সকলেই চিন্ময়। কেহই মায়ার সহায়তা গ্রহণ করত প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন না। **কখন কখন বা উপযুক্ত জীবে কৃষ্ণশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শক্ত্যাবেশ-অবতার প্রকাশ করেন।** শ্রীচরিতামৃতে অবতার সম্বন্ধে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—

'প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ।'
'প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার ॥'
প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥
'সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।'
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥
গুণাবতার আর, মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর, শক্ত্যাবেশ-অবতার ॥

(মঃ ২০।১৬৭, ১৮৫, ২৪৩-২৪৬)

এই সমস্ত অবতার-বিবরণ ও তত্ত্ব মধ্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে এবং শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গুণাষ্টক

পূর্ণ পরাৎপর, কৃষ্ণ-শক্তিধর, অনাদি অনন্ত-জ্ঞান।
সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥১॥
বেদ-অগোচর, আদি মূলাধার, অপরূপ অবর্ণন।
অখণ্ড অদ্বয়, অশোক অভয়, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥২॥
ত্রিগুণ-রহিত, অশেষ অমৃত, পরম সুখদ ধন।
চিদানন্দময়, করুণা অব্যয়, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৩॥
চির-সহচর, জ্ঞানের আকর, ভব-তারণ-কারণ।
শিবদ বরদ, করুণা-বারিদ, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৪॥
দিব্যদৃষ্টি-দাতা, ভক্তি-প্রসবিতা, জীব-দুর্গতি-খণ্ডন।
সুকৃতি-দায়ক, দুষ্কৃতি-নাশক, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৫॥
পতিত-পাবন, আরাধ্য-রতন, চিত্ত-দর্পণ-মার্জ্জন।
কলুষ-নাশন, কল্যাণ-কারণ, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৬॥
অজ্ঞান-নাশক, জ্ঞান-প্রকাশক, সদা অবিদ্যা-হরণ।
নির্ম্মল-কারক, অন্তর-শোধক, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৭॥
তুমি মাতা-পিতা, সুখ শান্তিদাতা, বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন।
ভব-ভয়ত্রাতা, সর্ব্বাভীষ্ট-দাতা, নমি শ্রীগুরু-চরণ ॥৮॥

শ্রীশ্রীগুরুকৃপাকণাকাঙ্ক্ষী
— **শ্রীমুরারিমোহন প্রধান** (পিছলদা)

শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বপূজ্যত্ব

এক সময়ে রাজা দিলীপ **বশিষ্ঠ ঋষিকে** জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ত্রিপুরহন্তা রুদ্র **যোনিলিঙ্গ-স্বরূপ** প্রাপ্ত হইলেন কেন? শূলপাণি ত্রিলোচনের এই নিন্দিত রূপ ধারণের কারণ কি?—তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিতে লগিলেন,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে মুনিগণের দীর্ঘকাল সত্র হইয়াছিল। সেখানে নানাশাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ঋষিগণের মধ্যে এক সংশয় উত্থিত হইয়াছিল যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ? এই তিন মূর্ত্তির মধ্যে কাঁহার পাদোদক ব্রাহ্মণগণ-সেব্য? বিপ্রগণের কাঁহার আরাধনা

কর্ত্তব্য এবং কাঁহার প্রসাদে পিতৃগণের মুক্তি হয়? তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ হইতে থাকিলে সকলে **ভৃগুমুনিকে** ইহার মীমাংসার্থ নিবেদন করেন।

ভৃগু সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। কৈলাস-দ্বারে নন্দীশ্বরকে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন যে, আমি হরের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান কর। নন্দী বলিলেন—বর্ত্তমানে মহাদেব দেবীসহ ক্রীড়াসক্ত আছেন। যদি জীবনের ইচ্ছা কর তবে এই মুহূর্ত্তে প্রস্থান কর। কিন্তু ভৃগুমুনি সেখানে কতিপয় দিন অপেক্ষা করিয়া শঙ্করের দর্শন না পাওয়ায় এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন—

নারী-সঙ্গম-মত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং বৈ তস্মাত্তস্য ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণং মাং ন জানাতি তমসা সমুপাগতঃ।
অব্রহ্মণ্যত্বমাপন্নো হ্যপূজ্যোঽসৌ দ্বিজন্মনাং॥
তস্মাদন্নং জলং পুষ্পং তস্মৈ দত্তং হবিস্তথা।
নির্ম্মাল্যমস্য তৎ সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া নারীসঙ্গম-মত্ত আছেন বলিয়া **যোনি-লিঙ্গ স্বরূপ ধারণ করিবেন**। তমোগুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণ আমাকে অনাদর হেতু অব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া **দ্বিজগণের অপূজ্য হইবেন**। অতএব **ইহাঁর উদ্দেশে অর্পিত অন্ন, জল, পুষ্প, হবি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অগ্রহণীয় হইবে**, সন্দেহ নাই। পুনরায় নন্দীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে ভস্মলিঙ্গাস্থিধারিণঃ।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্না বেদবাহ্যা ভবন্তু বৈ॥

ভস্ম-অস্থি-ধারণকারী রুদ্রভক্তগণ অবৈদিক পাষণ্ডত্বপ্রাপ্ত হইবে—এই বলিয়া ভৃগুমুনি পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তথায় গিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিন্তু রজোগুণ-প্রভাবিত ব্রহ্মা ভৃগুর সৎকার করিলেন না। তখন তাঁহাকেও এই কথা দ্বারা অভিসম্পাত করিলেন—

রজসা মহতোদ্রিক্তো যস্মান্মামবমন্যসে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বলোকানামপূজ্যত্বং সমাপ্নুহি॥

যেহেতু মহান্ রজোগুণের প্রভাবে আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আপনি সর্ব্বলোকের অপূজ্যত্ব প্রাপ্ত হউন।

অতঃপর তথা হইতে সহসা ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর তটে বিষ্ণুলোক মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তঃপুর জনগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও কোপপ্রভাবে নাগপর্য্যঙ্কে শায়িত শ্রীভগবানের বক্ষে বামপদ স্থাপন করিলেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শ্রীহস্তদ্বারা ভৃগুর চরণ মর্দ্দন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—

ধন্যোঽস্ম্যদ্যৈব বিপ্রর্ষে কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বদা।
ত্বৎপাদস্পর্শনাদ্দেহে মঙ্গলং মে ভবিষ্যতি ॥
সমস্তসম্পৎ সমবাপ্তিহেতবঃ সমুত্থিতাপৎকুলধূমকেতবঃ।
অপার-সংসার-সমুদ্রসেতবঃ পুনন্তু মাং ব্রাহ্মণ-পাদপাংসবঃ।
বিপ্রপাদরজো যস্য দেহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি তস্য-তিষ্ঠন্ত্যসংশয়ম্ ॥

হে বিপ্রর্ষে! আজ আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য। তোমার পাদস্পর্শে আমার অবশ্য মঙ্গল হইবে। সমস্তসম্পৎ প্রাপ্তির হেতু-স্বরূপ, সমুত্থিত আপৎ-সকলের ধূমকেতু-স্বরূপ এবং অপার-সংসার-সমুদ্রের হেতুস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পাদরজঃ আমাকে পবিত্র করুন। যাহার দেহে ব্রাহ্মণের পদরজঃ সর্ব্বদা বিরাজিত তথায় গঙ্গাদি তীর্থসকল নিরন্তর অবস্থান করে। এই বলিয়া উত্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীসহ একত্রে দিব্যমাল্য-চন্দনাদিদ্বারা ভৃগুর পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া ভৃগুমুনি হর্ষাশ্রুপূর্ণ-নেত্রে দয়ানিধি ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—

অহো রূপমহো শান্তিরহো জ্ঞানমহো দয়া।
অহো সুনির্ম্মলা কান্তিরহো সত্ত্বগুণো হরেঃ ॥
নৈসর্গিকং শুভং সত্ত্বং তথৈব গুণবারিধেঃ।
নান্যেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ত্বমেব পুরুষোত্তম।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ ॥
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দ্দন।
নান্যঃ কশ্চিৎসুরাণাং চ পূজনীয়ঃ কদাচন ॥
অনার্চ্চ্যা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা রজস্তমোবিমিশ্রিতাঃ।
ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োঽগ্রজন্মনাম্ ॥

ত্বৎপাদসলিলং সেব্যং পিতৃণাং চ দিবৌকসাম্।
সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাঞ্চ মুক্তিদং কল্মষাপহম্ ॥
তদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃণাং চ দিবৌকসাম্।
ভূসুরাণাঞ্চ সদাসেব্যং স্যান্নান্যেষাং তু কদাচন ॥
ইতরেষাং তু দেবানামন্নং পুষ্পং জলং তথা।
অস্পৃশ্যং তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্ম্মাল্যং সুরয়া সমম্ ॥
তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনং।
ত্বত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বুধঃ ॥
নান্যং দেবং তু বীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ।
নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যস্যায়তনং বিশেৎ ॥
ন দদাতি যো হি বিপ্রঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
তদভুক্তমন্নং তীর্থং চ তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পূয়শোণিতে ॥
নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ তৃপ্তিমানন্ত্যমশ্নুতে ॥
তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোস্তি কশ্চন।
মাহাত্ম্যঃ পূজয়েদন্যান্ স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি ॥

হে জনার্দ্দন! বেদজ্ঞ বিপ্রগণের আপনিই একমাত্র পূজ্য। অন্য কোন দেবতা কদাপি পূজনীয় নহেন। ব্রহ্মা-রুদ্র রজস্তমোগুণযুক্ত, সুতরাং তাহারা ব্রাহ্মণগণের অপূজ্য। কিন্তু আপনি শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্, এজন্য অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণেরও পূজ্য। আপনার পাদসলিল এবং আপনার উচ্ছিষ্ট শ্রীমহাপ্রসাদ দেব-পিতৃগণের সকলেরই সেব্য এবং সকলের পাপ-বিনাশকারী। অন্য দেবগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন-জলাদি অস্পৃশ্য এবং তাঁহাদের নির্ম্মাল্য সুরাসম। অতএব ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য একমাত্র আপনার পূজা ও আপনার শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদ সম্মান করা। তাঁহারা অন্য দেবতাকে দর্শন করিবেন না, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না বা তাঁহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না। যে বিপ্র পিতৃশ্রাদ্ধে ভগবৎপ্রসাদ পিতৃগণকে অর্পণ না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং তাহার পিতৃগণ কোটিসহস্র ও কোটিশত কল্প (ব্রহ্মার দিন) পুঁযরক্তযুক্ত নরকে পতিত হয়। আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা জল ও অন্ন দেবতা ও পিতৃ-

গণকে অর্পণ করিলে অনন্তফল লাভ হয়। অতএব একমাত্র আপনিই বিপ্রগণের পূজ্য; যাহারা মোহবশতঃ অন্যের পূজা করে তাহারা পাষণ্ডী হইবে। আমি ঋষিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনার গুণাদি জ্ঞাত হইতে আসিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছি তাহা কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করুন। এই বলিয়া ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ঋষিসভায় আসিয়া শ্রীবিষ্ণুর মহিমা দৃঢ়ভাবে কীর্ত্তন করেন।

এই উপাখ্যানটী বেদব্যাস-রচিত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৯৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় (৪)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর)

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—'শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তিবৎ কোন্ ভক্ত্যঙ্গটী মুখ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই ভক্ত্যঙ্গ-সম্রাট্—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিমত। সমস্ত **ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের মধ্যে আবার কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তন নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ভেদে বহুবিধ। নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।**" নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্মরণ অপেক্ষা যে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং
লোলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ।
বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা
দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৮)

আমাদের মতে **স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই মানসযুক্ত হইয়া থাকেন। পরিশেষে সেই কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া**

থাকে। আর সেই কীর্ত্তন আত্মীয়ের ন্যায় শ্রোতৃবর্গকেও কৃতার্থ করেন।

তদীয়-টীকা—

লোলাত্মকে চঞ্চলস্বভাবে একস্মিন্নেব অন্তরে স্মরণাৎ, হৃদি মনস্যেব স্ফূরন্ত্যাঃ স্মৃতেঃ স্মরণাৎ সকাশাৎ সত্তমং শ্রেষ্ঠতরং কীর্ত্তনমেব বয়ং মন্যামহে। তত্র হেতুঃ—বাচি বাগিন্দ্রিয়ে দীব্যৎ পরিস্ফূরৎ তথা মনসি চ দীব্যৎ। কথম্? স্বযুক্তে স্বয়মেব বাগিন্দ্রিয়েণ সহ সংযুক্তে, সূক্ষ্মরূপেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ক-সহজ-মানস-সংযোগবৃত্তেঃ অন্যথা বিষয়গ্রহণাসম্ভবাৎ, তথা শ্রুতৌ শ্রবণেন্দ্রিয়ে চ দীব্যৎ কীর্ত্তনধ্বনেঃ স্বত এব কর্ণয়োঃ প্রবেশাৎ, তথা আত্মবৎ নিজ-সেবকমিব পরান্ শ্রোতৃনপ্যুপকুর্ব্বৎ, ন তু স্মরণাদেবং সিধ্যতি, অথচ মনসচঞ্চলস্বভাবাপনয়নেন বশীকরণানুপপত্তেঃ স্মরণমপি ন সম্যক্ সিধ্যতীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ।

এবমেব পরাশরেণোক্তে—'যস্মিন্ন্যস্তমতির্নৃ যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে, বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমননসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ, কিং চিত্রং যদয়ঃ প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥' ইত্যত্র অঘঃ অজামিলাদিতুল্যঃ পাপাত্মা বিলয়ং মুক্তিং প্রাপ্নোতীতি কিং চিত্রমিত্যেবং ব্যাখ্যায়াঃ কৈমুতিক-ন্যায়েনোক্তঃ স্মরণাদধিকঃ কীর্ত্তনস্য মহিমা সঙ্গচ্ছেত। কিঞ্চ 'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥' ইত্যাদি-বচনৈঃ ধ্যান-যোগ-পূজাফলং সর্ব্বং কীর্ত্তনফলেঽন্তর্ভবতীতি যদভিহিতং তচ্চ ঘটেত।

আমাদের মতে স্মরণাঙ্গ ভক্তি হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ, কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয় জিহ্বায় স্ফূর্ত্তি বা নৃত্য করে এবং মনেও বিহার করে। কেননা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণকালে মনের সহজ-সংযোগ থাকেই। অন্যথা বিষয় গ্রহণই অসম্ভব হইত। এজন্য কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ স্বতঃই হইয়া থাকে। পুনশ্চ কীর্ত্তনধ্বনি স্বতঃই কর্ণে প্রবেশ করে বলিয়া তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করে। কীর্ত্তনের মহিমা অধিক আর কি বলিব? সেই কীর্ত্তন নিজ সেবক শ্রোতৃবৃন্দকেও উপকৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। অপি চ কীর্ত্তনই চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ। কীর্ত্তনাঙ্গ ব্যতীত চঞ্চল মন অন্য উপায়ে স্থির হয় না বলিয়া স্মরণও সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না।—ইহাই গূঢ়

অভিপ্রায়। এজন্য বিষ্ণুপুরাণে পরাশর বলিয়াছেন যে—যাঁহার পাদপদ্মে মতি দিলে নরকে গমন করিতে হয় না, যাঁহার চিন্তা করিলে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছবোধ হয় এবং যিনি নির্ম্মল-চিত্ত পুরুষের হৃদয়ে অবস্থিত হইলে মুক্তিদান করিয়া থাকেন সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিলে যে অজামিলাদির তুল্য পাপাত্মা মুক্তিলাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এখানে কৈমুতিক ন্যায়ে স্মরণ হইতে কীর্ত্তনেরই মহিমা অধিকতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে—"সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগে পূজা করিয়া যে ফল লাভ হইয়া থাকে কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সেই সব ফল অনায়াসে লাভ হয়।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজাদির ফল কীর্ত্তন-ফলে অন্তর্ভূত রহিয়াছে বলায় কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মরণ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সিধ্যতি।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১। ১৩৬ ধৃত বৈষ্ণবচিন্তামণি-বাক্য)

সর্ব্বপাপবিনাশক বিষ্ণুর স্মরণ বহু প্রয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দন-মাত্রেই যে কীর্ত্তন তাহা উক্ত স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বিষ্ণু-ধর্ম্মোক্ত এক চঞ্চলচিত্ত মহাপাপী ক্ষত্রবন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আমাদের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে—যাহারা সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য বা অসমর্থ তাহাদের পক্ষেও শ্রীগোবিন্দের নামকীর্ত্তন মঙ্গলপ্রদ ও ভরসার স্থল।—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলনাদিষু॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৩ অনুচ্ছেদ)

তুমি উত্থান, নিদ্রা, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও স্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা গোবিন্দ এই নাম কীর্ত্তন করিবে।

স্মরণ হইতে নাম-সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

একাকীত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিধ্যতি।
সংকীর্ত্তনং বিবিক্তেঽপি বহূনাং সঙ্গতোঽপি চ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৭)

টীকা— ধ্যানং তু একাকীত্বেন তত্র বিবিক্তে নির্জ্জনপ্রদেশ এব সিধ্যতি। খল্বিতি এবমেব সিধ্যেৎ নান্যথেতি নিশ্চিনোতি। এবং বহুবিঘ্নসত্তয়া তত্তদভাবে সতি তস্যাঃ সিদ্ধিরুক্তা। কীর্ত্তনন্তু সদৈব সিধ্যতি ॥

নির্জ্জন ও একাকী না হইলে ধ্যান কখনও সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সংকীর্ত্তন নির্জ্জনেও হইতে পারে, বহু লোক মধ্যেও হইতে পারে। বহুজন-সঙ্গে বা সর্ব্ববিঘ্নময় স্থলেও সংকীর্ত্তন সিদ্ধ হয় বলিয়া **ধ্যানসিদ্ধি বিঘ্নবহুলা, আর সংকীর্ত্তন-সিদ্ধি সরলা।**

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্ত্তনং সদা ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৮৩)

ভগবানের ধ্যান তাঁহার পরোক্ষে অর্থাৎ অসাক্ষাতেই সঙ্গত হয়, ধ্যান সাক্ষাতে সঙ্গত হয় না, কিন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষে (সাক্ষাতে) বা পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) সর্ব্বদা যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে।

টীকা—মহাপ্রভোর্ধ্যানং সাক্ষাদপরোক্ষে ন তু যুজ্যতে সর্ব্বত্র লোকরীত্যনুভব-প্রামাণ্যাৎ, সংকীর্ত্তনং তু সদৈব যুক্তম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৩৩।৭) রাসক্রীড়ায়াম্—'গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ' ইতি। বিষ্ণু-পুরাণে চ—'কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥' ইতি। তথা 'রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়তধ্বনি। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ইতি। পরোক্ষে চ কীর্ত্তনং সুপ্রসিদ্ধমেব দশমস্কন্ধাদৌ গোপিকাগীতানুগীতোদ্ধব-যানাদিষু ॥

ভগবানের ধ্যান তাঁহার অসাক্ষাতেই যুক্তিযুক্ত হয়। তাঁহার সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু কীর্ত্তন ভগবানের সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে দুই-ভাবেই হইতে পারে। ইহা লোকরীতি অনুভব-প্রমাণেও জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত রাসপঞ্চাধ্যায়েও আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই গোপীগণ সংকীর্ত্তন করিলেন—'গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া গান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন।' বিষ্ণুপুরাণেও পাই—'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চন্দ্র, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও কুমুদবন সম্বন্ধীয় গান করিতে লাগিলেন। আর গোপীসকল কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণ রাসের উপযোগী গান যতদূর উচ্চস্বরে করিলেন, গোপীসকল কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাহার

দ্বিগুণতর উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।' ভগবানের সাক্ষাতে কীর্ত্তন যুক্তিযুক্তও হয় এবং শাস্ত্রে এইরূপ দেখাও যায়। আর অসাক্ষাতে কীর্ত্তন ত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে এবং দশমস্কন্ধে গোপিকাগীতাদিতে ও উদ্ধবাগমন-কালাদিতেও তাহা দেখা যায়।

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬২)

টীকা—কথমপি সেবিতং ভগবন্নাম সর্ব্বসুখং জনয়তীত্যাহুঃ—একস্মিন্নিতি। নিজৈঃ স্বকীয়ৈঃ স্বাভাবিকৈর্বা মধুরৈ রসৈঃ সুখবিশেষৈঃ সর্ব্বাণ্যাপ্লাবয়তি নিতরাং সংযোজয়তি॥

হরিনামকীর্ত্তন সহজসাধ্য সর্ব্বফলপ্রদ ও সকল ইন্দ্রিয়ের উন্মাদক। ভগবন্নাম কোনপ্রকারে সেবিত হইলেই সর্ব্বসুখজনক হইয়া থাকেন। নাম এক বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজ স্বাভাবিক মধুর সুখবিশেষের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্লাবিত করিয়া থাকেন।

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্ব-পরহর্ষদঃ।
তৎপ্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নামসংকীর্ত্তনং বরম্॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৩)

টীকা—তস্য সংকীর্ত্তনমেব শ্রদ্ধয়া কার্য্যমিত্যাহুঃ—মুখ্য ইতি। নাম্ন উদয়ঃ স্ফূর্ত্তিঃ বাগিন্দ্রিয় এব মুখ্যঃ; বর্ণময়ত্বাৎ। এবমেব স্বেষাং স্বসেবকানাং পরেষাঞ্চ শ্রোতৃণাং হর্ষং দদাতীতি তথা সঃ। তত্তস্মাদুক্তন্যায়াৎ প্রভোর্ধ্যানতোঽপি নাম-সংকীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্॥

নাম-সংকীর্ত্তন শ্রদ্ধার সহিত করাই উচিত। বাগিন্দ্রিয় জিহ্বাই শ্রীনাম-কীর্ত্তনের মুখ্য উদয়-স্থান, যেহেতু শ্রীনাম বর্ণময়। আর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনকারীর নিজের ও শ্রোতাগণের উভয়েরই সুখপ্রদ হয়—নিত্য মঙ্গল লাভ হয়। **স্মরণে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয়। আর শ্রীনামকীর্ত্তনে নিজের ও পরের উপকার ও আনন্দ হয়। তাই শ্রীহরির স্মরণ হইতে শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।**

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—"রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি **স্মরণস্য কীর্ত্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব** কীর্ত্তনস্যৈব এতদ্‌যুগাধিকারত্বাৎ সর্ব্বভক্তিমার্গেষু সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদনাচ্চ।"
(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা)

রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ তাহাও কীর্ত্তনাধীন, অর্থাৎ **কীর্ত্তন-সহকারেই স্মরণ কর্ত্তব্য**। কারণ এই কলিযুগে কীর্ত্তনেরই অধিকার বা প্রাধান্য। যেহেতু হরিনাম কীর্ত্তনই কলিযুগ ধর্ম্ম। অপি চ সকল শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার ভক্তি-অপেক্ষা কীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্যই **স্মরণাদি সকল ভক্ত্যঙ্গ কীর্ত্তনের অধীন**। ভাগবতও বলেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির মঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি শীঘ্রই অনায়াসে সেই ভক্তের স্মৃতিপথে উদিত হন। শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের সহজভাবেই স্মরণ হয়। উক্ত শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তি-টীকা—

"সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনরতো ভক্তস্য নাবশ্যকঃ। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রতিশতীতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।"

বিনাযত্নেও শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ স্বতঃই হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার পক্ষে ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের আবশ্যক নাই অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে স্মরণ-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ—ইহাই সিদ্ধান্ত।

হরিনাম-সংকীর্ত্তনই যে নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়,—ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। আদিপুরাণেও শ্রীনামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই আদিপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, যাহারা শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায়ও আমার নামকীর্ত্তন করেন তাহাদিগকে আমি কখনও ভুলি না। নামকীর্ত্তনের মত জ্ঞান কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ব্রত কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ধ্যান কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ফল কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ত্যাগ কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত শান্তি কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত পুণ্য কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত গতি আর কিছু নাই। নাম-কীর্ত্তনই পরমা মুক্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা গতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা শান্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা স্থিতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা ভক্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা মতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা প্রীতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা স্মৃতি।

নামযুক্ত-জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥" (আদিপুরাণ)

নাম-কীর্ত্তনকারীর ত কথাই নাই, কীর্ত্তনকারী ভক্তকে দেখিয়া যিনি উল্লসিত ও প্রীতি হন, তিনিও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়া থাকেন, অতএব হে অর্জ্জুন, দৃঢ়তার সহিত আমার নামসমূহ কীর্ত্তন কর। নাম-কীর্ত্তনকারীই আমার প্রিয়। তুমি নামকীর্ত্তন-পরায়ণ হও। এই নাম সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল সংখ্যা রাখিয়াই করিতে হইবে এরূপ নহে। উক্ত প্রমাণদ্বারা অসংখ্যাত কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-বাসরে

দীনের দৈন্য-গীতিকা



(১)

পতিত-পাবন অধম-তারণ,
জয় জয় প্রভু দীনৈকশরণ।
আবির্ভাব-দিনে শুদ্ধভক্তগণে
তব গুণগানে আনন্দে মগন॥

(২)

কলিহত জীবে উদ্ধার-কারণে
আসিয়াছ প্রভু এই মর্ত্ত্যধামে।
শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা হরিনাম-প্রেমে
বহির্ম্মুখ জীবে করিতে শোধন॥

(৩)

শিক্ষিতাভিমানী পণ্ডিতাদি যত
বিষ্ণু-ভক্তিতত্ত্ব কেহ না জানিত।
'জৈবধর্ম্ম'-মর্ম্ম অকিঞ্চনের ধন
সভ্য-সমাজে তুমি কৈলে বিতরণ ॥

(৪)

গৌর-জন্মস্থান মায়াপুর-ধাম
মায়ামুগ্ধ সবে না জানিত নাম।
সর্ব্বজ্ঞতা-বলে জানালে সকলে
গৌরাঙ্গ-আদেশে গৌর-নিজজন ॥

(৫)

পূজিবারে তব রাতুল চরণ
ভক্তগণ সবে করিছে যতন।
পত্র-পুষ্প-ফল-মাল্যাদি-চন্দন
গন্ধদ্রব্য আদি নানা উপায়ন ॥

(৬)

চৈতন্য-শিক্ষা করিবারে দান
বহুভক্তিগ্রন্থ কৈলে প্রণয়ন।
'নাম-চিন্তামণি' আর 'সজ্জনতোষণী'
'কল্যাণকল্পতরু' সব অমূল্য-রতন ॥

(৭)

বাউল-দরবেশ, আর কর্ত্তাভজা
সখীভেকী সবে করে জড়ে মজা।
নেড়া-নেড়ী-সাঁই. যত সহজিয়া
সেবাদাসী-সাথে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ॥

(৮)

এহেন সময়ে গৌরাঙ্গ-আজ্ঞাতে
পূরব রীতিতে উদিয়া ভারতে।
অকিঞ্চন বেশে ভ্রমি' দেশে দেশে
নাম-প্রেম-স্রোতে ভাসালে ভুবন ॥

(৯)

তোমার উপমা তোমাতেই সীমা
শক্তি-বুদ্ধিহীন কি জানি মহিমা।
আবির্ভাব-দিনে এই অভাজনে
শুভক্ষণে কর কৃপাবলোকন ॥

(১০)

গোস্বামী-ষটক্ হৈলে অদর্শন
তমসায় ঢাকিল গৌড়ীয় গগন।
'সপ্তম গোস্বামী'রূপে তুমি মহাজন
জ্যোতিষ্ক-রূপেতে উদিলে তখন ॥

(১১)

'বৈষ্ণব' নামেতে নাসিকা কুঞ্চন,
ঘৃণায় করিত শিক্ষিত সুজন।
আদর্শ-আচারে সে-সব সভ্যেরে
শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মে কৈলে আকর্ষণ ॥

(১২)

'স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' মনোহর,
প্রকাশিলে গোদ্রুম-কানন-ভিতর।
রাধা-সরসি-তটে নিরন্তর,
নিজ ঈশ্বরীর সেবাতে মগন ॥

(১৩)

তব আবির্ভাব নাহি অনুভব,
প্রকটেও হেরি তোমার অভাব।
মায়াগ্রস্ত মুই বিকৃত স্ব-ভাব,
কৃপা করি' প্রভু দিবে কি দর্শন ?

(১৪)

নিত্যসিদ্ধ প্রভু শ্রীগৌরকিশোর,
তোমা-সনে প্রীতি অতি গূঢ়তর।
অন্তরের মাঝে নাহিক অন্তর,
গৌরপ্রেমে গর গর অনুক্ষণ ॥

(১৫)

তোমার নিদেশে প্রভু-সরস্বতী,
ভক্তিবিনোদ-ধারা সেই স্রোতস্বতী।
সহস্রমুখী করি' বহাইয়া ক্ষিতি,
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য করিলেন পাবন ॥

(১৬)

কিন্তু আজ সেই ভক্তি-মন্দাকিনী,
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন দুষ্টমত আনি'।
বাণী-বিনোদ-ধারা আবরিল তা'রা,
কৃপা করি' শোধ সেই কলিজন ॥

(১৭)

ভবরোগী ভব ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত-সুকৃতি-বলেতে।
সাধু-বৈদ্যরূপে তোমা পায় দেখিতে,
সর্ব্ববন্ধ তার হয় বিমোচন ॥

(১৮)

আজি তব শুভ আবির্ভাব-দিনে,
পূজিবার অর্ঘ্য নাহি অশ্রুবিনে।
নিজগুণে কৃপা কর দীন-হীনে,
'তুর্য্যাশ্রমী'-তারণ হউক ঘোষণ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

শ্রীমহাপ্রভুর বাল্যলীলা

তৈর্থিক বিপ্র-নিস্তার

এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। তিনি ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্রের উপাসক। নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে একদা উপস্থিত হইলেন। মিশ্র অতিথি-জ্ঞানে সেই ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মিশ্র স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করত তাঁহাকে বসিবার জন্য উত্তম আসন আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলে পর মিশ্র কৌতূহল-ভরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'আমি পর্য্যটকমাত্র, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি।' ব্রাহ্মণের সেই মধুস্রাবী ভক্তিপ্রবণ বাক্য শ্রবণে ভক্ত মিশ্র ব্রাহ্মণকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতি-পূর্ব্বক বলিলেন,—'মহাত্মন্, আপনি যে কৃপা করিয়া আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলে রন্ধনের ব্যবস্থাদি করিয়া দিই।' ব্রাহ্মণ প্রীতমনে মিশ্রকে অনুমতি প্রদান করিলেন। মিশ্রও সত্বর রন্ধনে উপকরণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ-সমীপে উপস্থিত করিলেন। ব্রাহ্মণ যথাযথ রন্ধন কার্য্যাদি শেষ করিলেন। কিন্তু তিনি গোপালদেবকে নিবেদন না করিয়া কিছুই ভোজন করেন না। তাই তিনি পাচিত অন্নদ্রব্য প্রভৃতি ভগবানকে নিবেদন করিতে বসিলেন।

ব্রাহ্মণ জানেন না যে, তাঁহার ইষ্টদেবতা নন্দদুলাল গোপাল এই মিশ্র-তনয় নিমাইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান নিমাই নিতান্ত শিশু অবস্থায় মিশ্রের গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়াও ব্রাহ্মণের মনোবাসনা বুঝিতে পারিলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণের ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবান সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণকে তাঁহার দর্শন দিবার ইচ্ছা জাগিল। তাই তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণের সম্মুখে ভগবান নিমাই সহসা স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু উন্মীলন করত দেখিলেন, বালক নিমাই দিগম্বর মূর্ত্তিতে ধূলাময় দেহে কখন আসিয়া সেই পাচিত অন্ন একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন; কি সর্ব্বনাশ! চঞ্চল-মতি বালক নিমাই তাঁহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল! ভক্তদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করাই তো ভগবানের ব্রত! ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

নিমাই ভক্ত ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিয়া সানন্দে ললিত হাস্য করিতে লাগিলেন। মিশ্র তাঁহার পুত্র নিমাইয়ের এবম্বিধ কার্য্যকলাপ পছন্দ করিলেন না। মিশ্র ভাবিলেন, দুরন্ত পুত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণের খাওয়া ঘুচাইয়া দিল। তাই মিশ্র ক্রোধে নিমাইকে মারিবার জন্য ধাবিত হইলেন। নিমাইয়ের সুকোমল সুন্দর নয়নানন্দকর দেহে পাছে মিশ্র কোনরূপ আঘাত করিয়া বসেন, সেইজন্য ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিমাইয়ের হস্তধারণ-পূর্ব্বক কোলের কাছে টানিয়া লইলেন ও মিশ্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশছলে বলিলেন,—'নিমাই নিতান্ত শিশু, ইহাকে মারিয়া কি হইবে? শিশুর কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধি আছে? আপনি যদি নিমাইকে মারেন, তো আমার দিব্যি রহিল।' মিশ্র নিমাইয়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের কথা ঠেলিতে পারিলেন না; আর অগ্রসর না হইয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'মিশ্র, আর চিন্তা করিবেন না। প্রত্যহ সকল কর্ম্মই ঈশ্বর-ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। ঘরে যদি ফলমূল প্রভৃতি থাকে তো আনিয়া দিন্; অদ্য তাহাই আহার করিব।'

মিশ্র কহিলেন,—'প্রভু, যদি আপনি আমায় আপনার দাস বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় রন্ধন করুন। আমি রন্ধনের সামগ্রী আনিয়া দিতেছি।'

ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। মিশ্র এইবার রন্ধনের সামগ্রীসকল আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণ পুনরায় স্বহস্তে পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ ভগবানকে নিবেদন করিতে বসিলেন।

এদিকে নিমাই যদি পুনরায় ব্রাহ্মণের ভোজনে বিঘ্ন ঘটায় এ আশঙ্কায় শচীমাতা নিমাইকে কোলে করিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। নিমাইকে কিছুতেই কোল ছাড়া করিলেন না। অন্য নারীগণ সকলে নিমাইকে কহিতে লাগিলেন, —'নিমাই, তোমার পক্ষে ঐ অতিথি বিপ্রের অন্ন খাওয়া উচিত হয় নাই। বিপ্রের নিবাস ও কুল সম্বন্ধে আমরা কেহই অবগত নহি। এক্ষণে তুমি ঐ বিপ্রের অন্ন খাইয়া নিজের জাতি নষ্ট করিয়াছ।' একথা শ্রবণে বালক নিমাই হাসিয়া উঠিলেন এবং উত্তর-দানছলে তিনিই যে স্বয়ং ভগবান্ যশোদা-নন্দন গোপকুমার শ্যামসুন্দর তাহাই ব্যক্ত করিলেন ;—

"হাসিয়া কহেন প্রভু, আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।
এত বলি' হাসিয়া সবারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ, হেন ইচ্ছা তান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।৫৭-৫৯)

ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও নিজ তত্ত্ব না জানাইলে কেহ জানিতে সমর্থ হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' ভক্ত-বিপ্রকে কৃপা করিবার প্রভুর ইচ্ছা। এবারেও বিপ্রের আহ্বানে ভগবান স্থির থাকিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে নারীগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান সকলের অলক্ষিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভগবানের অলৌকিক মায়া-বলে কেহই তাঁহার অন্তর্ধান বুঝিতে পারিল না। যাঁহার ভ্রূভঙ্গে বিরিঞ্চি, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ মোহিত হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে গৃহাভ্যন্তরের নারীগণকে মোহিত করা এমন কিছুই আশ্চর্য্য নহে। নিমাই বরাবর বিপ্রের সকাশে গমন করত বিপ্রের অলক্ষিতে সেই পাচিত অন্ন একমুষ্টি গ্রহণ করিলেন। নিমাই অন্ন খাইয়া পলায়ন করিতেছেন এমন সময় নিমাইয়ের প্রতি বিপ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। বিপ্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এবারেও তাঁহার খাওয়া হইল না। মিশ্র একথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ও বালক নিমাইকে পুনরায় মারিবার জন্য লগুড় হস্তে তাড়না করিলেন। পিতা মিশ্রের তর্জ্জন-গর্জ্জনে নিমাই যেন ভীত হইয়া পড়িলেন ও ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যিনি

যাবতীয় ভয়েরও ভীতিস্বরূপ,—'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং, মৃত্যুর্ধাবতি যদ্ভয়াৎ'—তিনি প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ভয়ের অভিনয় করিলেন। নরলীলায় ভগবানের এই ভাবের অভিনয় বড়ই চমৎকার! পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জন তাঁহার ভাল লাগে। তাই তিনি বলিয়াছেন, – 'বেদস্তুতি হৈতেও হরে মোর মন।'

মিশ্রের ক্রোধ প্রশমিত করিবার জন্য সকলে মিশ্রকে ধরিয়া ফেলিলেন ও শিশু নিমাইয়ের কোমল অঙ্গে মারিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণও তাড়াতাড়ি আসিয়া মিশ্রকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন—'মিশ্র, বালকের কোন দোষ নাই। যে-দিন যাহা হইবার তাহা হইবে। আজ কৃষ্ণ আমার ভাগ্যে অন্ন লেখেন নাই।'

মিশ্র অতীব দুঃখিত, অন্তঃকরণে অবনত-মস্তকে বসিয়া পড়িলেন। তখন নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সহসা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বিপ্রবর বিশ্বরূপের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ব্রহ্মতেজ দর্শনে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-অভিন্নতনু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। বিশ্বরূপের সহিত কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে বিপ্রবর বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। ব্রাহ্মণকে উপবাসী জানিয়া ও বৃত্তান্ত শ্রবণে বিশ্বরূপ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় গোপালের নৈবেদ্য রন্ধনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'দুইবার তো রন্ধন করিলাম, কিন্তু কৃষ্ণ খাইতে দিলেন না। কৃষ্ণ আহার না লিখিলে আমি কি খাইতে পারি?' কিন্তু বিশ্বরূপ জানেন, গৃহস্থের অতিথিসেবা পরমধর্ম্ম। অতিথি অভুক্ত থাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। তাহা ছাড়া অতিথিকে না খাওয়াইয়া গৃহীই বা খাইবেন কিরূপে? তাই তিনি ব্রাহ্মণের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় রন্ধনের জন্য বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন। বিশ্বরূপের কাতর প্রার্থনায় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মন রন্ধন করিতে সম্মতি জানাইলে বিশ্বরূপ রন্ধনের উপকরণ সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলেন। এবার নিমাইকে নারীগণ সকলে বিশেষ করিয়া ঘিরিয়া রহিলেন; নিমাইও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ভাবিল, নিমাই নিদ্রিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের এইবার খাওয়া হইবে।

ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের মত এবারও রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন করত সেই পাচিত অন্ন ভগবানকে নিবেদন করিতে ধ্যানস্থ হইলেন। এদিকে অন্তর্যামী শচীনন্দন নিমাই সবই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ইচ্ছা,—ভক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন দিবেন। নিদ্রিত নিমাই সহসা জাগিয়া উঠিলেন; ও গৃহ মধ্যে পুরনারী সকলে

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যোগ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিমাই পূর্ব্ববৎ বিপ্র-স্থানে গমন করিলেন। বিপ্র শিশু নিমাইকে দেখিতে পাইয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন, বুঝি বা এবারেও বিপ্রের খাওয়া ঘুচাইয়া দেয়। কিন্তু বিপ্রের হায় হায় ধ্বনি আর কেহ শুনিতে পাইল না—সকলেই নিদ্রায় অচেতন।

জগদীশ্বর নিমাই বিপ্রের প্রতি কৃপা-পরবশে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ, আমার কি দোষ থাকিতে পারে? তুমি আমার মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছ ও সেবার জন্য নৈবেদ্য অর্পণ করিতেছ। তাই আমি তোমার কাছে না আসিয়া পারি না। তুমি আমার পরম ভক্ত; আমি তোমার উপাস্য দেবতা, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। সুতরাং তোমাকে আমি সেই রূপ দেখাইতেছি, প্রত্যক্ষ কর!—

"সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ রূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্বঅঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে তাই দেখে পরতেকে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৫ ১২৭-১৩৪)

ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ এইভাবে ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিলেন এবং আনন্দবিহ্বল হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ভগবান নিমাইয়ের শ্রীহস্ত স্পর্শে ব্রাহ্মণ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন ও বালক নিমাইকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া নিমাইয়ের পাদযুগল বক্ষে ধারণ করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ আর্ত্তি দর্শনে শ্রীভগবান গৌরসুন্দর প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিযোগ শিক্ষা দিলেন ও কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার নিত্যদাস; তোমার চিত্ত নিয়ত আমার চিন্তায় ব্যাকুলিত।

তাই তোমাকে দর্শন দান করিলাম। পূর্ব্বে আমি গোকুলে অবতীর্ণ হইলে তুমি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নন্দ-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করিলে আমি সেই অন্ন খাইয়াছিলাম ও তোমাকে এই ঐশ্বর-রূপ দেখাইয়াছিলাম। তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ না থাকায় আমায় চিনিতে পার নাই। প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমাকে এই গোপনীয় কথা বলিলাম ; লোকসমক্ষে ইহা প্রচার করিও না।

করুণাময় ভগবান ভক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করিলেন বটে, কিন্তু নিজেকে সাধারণের কাছে গোপন করিয়া রাখিতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ভগবান নন্দদুলাল স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে যোগমায়া প্রভাবে শ্রেষ্ঠরূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং, রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।"

এইভাবে ব্রাহ্মণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ভগবান নিমাই গৃহ মধ্যে প্রত্যাগমন করত পূর্ব্ববৎ শিশুভাবে শুইয়া রহিলেন। যেমনটি কৃষ্ণের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে কংসের কারাগৃহে দেবকীর গর্ভ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ আবির্ভূত হইলে তিনি বসুদেব-দেবকীর স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাকৃত শিশু-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন—'বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ'। অর্থাৎ ভগবানের চতুর্ভুজ রূপটী তাঁহার প্রকৃতিগত নহে। বসুদেবকে তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখাইলেন। ভগবানের নরাকৃতিই মৌলিক আকৃতি এবং তাহাই প্রকৃত। 'প্রকৃতশব্দ' হইতেই 'প্রাকৃত' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—তজ্জন্যই ভাগবত বলিলেন—'সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ।"

ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তখন যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহই জাগ্রত হইল না। কাজেই এ ঘটনা সম্বন্ধে কেহই জানিতে পাইল না। এইবার ব্রাহ্মণ সানন্দে অশ্রুপূর্ণলোচনে ভাবগদগদ কণ্ঠে 'জয় বালগোপাল' ধ্বনি করিতে লাগিলেন ও নৃত্যগীত-হাস্য করিতে করিতে শ্রীভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণের হুঙ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর ব্রাহ্মণের ভোজন এইবার নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হইয়াছে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন।

"অয়ং শচীনন্দনঃ সাক্ষাৎ নন্দনন্দনঃ এব" অর্থাৎ এই শচীনন্দনই যে সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—এই মধুরবার্ত্তা লোকসমাজে প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ তাহা প্রকাশ করিলেন না এবং তখন হইতে ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন তাঁহার ইষ্টদেবতা প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন।

এই অষ্টাবিংশ কলিযুগে নররূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের এই স্বাভাবিক বিচিত্র লীলার কি অপূর্ব্ব পরিবেশ !

"অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥"

ভক্ত তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে দর্শন দিবার বাসনায় ইহা ভগবান শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের এক অপরূপ লীলা !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

গত ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, মঙ্গলবার হইতে ৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গোঁড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দোলা-মঞ্চটী বিবিধ কারুকার্য্যের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রকায় বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা মণি-মুক্তার ন্যায় ঝিকৃমিক্ করিতে থাকায় দোলার অধিক শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি ঝুলন-মঞ্চের সম্মুখে জলের উৎস ও তদুপরি শ্বেত গোস্তকের নৃত্য দর্শকবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীমন্দির ও জগমোহন বিবিধ পুষ্প-মাল্য-আম্রপল্লবাদি-মনোহর-লতাবেষ্টিত হইয়া ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের হিন্দোল-লীলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

ঝুলনযাত্রা লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা। মধুর-রসাশ্রিত রাগাত্মিক সেবক-সম্প্রদায় সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীরাধা-কুণ্ডে 'মদনান্দোলন'-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করাইয়া তাঁহাদের সুখোৎপাদন করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত সখীগণ হিন্দোল-লীলায় দোলার নিম্নে অবস্থান করিয়া বিচিত্র ভোজ্য-সম্ভার, বিবিধ প্রসাধন-সামগ্রী ও সম্ভোগের উপকরণসমূহ লইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় ব্যস্ত হন। ভজন-পরায়ণ মধুররস-রসিকগণই এই লীলা উপলব্ধি করিতে পারেন। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থে বর্ণিত অপ্রাকৃত হিন্দোল-লীলার বিচারে কাহারও প্রবেশলাভ ঘটে না। অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে ইহা আদৌ আলোচ্য বা স্মরণীয় নয়, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই সাধিত হয়। যাঁহাদের হিন্দোল-লীলায় অধিকার আছে, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১১শ বর্ষ, ৭ম-১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীহিন্দোল-লীলা" আলোচনা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, সমিতির মথুরা, গোলোকগঞ্জস্থ শাখা-মঠসমূহেও ঝুলনোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমার পরদিবস প্রায় ৪০০ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩৬৮ { ৮ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৩ পদ্মনাভ, ৪৭৫ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ ভাদ্র, ১৩৬৮ ; ইং ১৭।১০।১৯৬১ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীভগন্মহিমা-দ্বাদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—৯-২০)

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্য-দর্শনে ॥১॥

(শ্রীনারদ ব্রহ্মাকে ভ্রমবশতঃ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞান করিবার পর, পুনরায় তাঁহাকে সুসমাহিতভাবে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারও কেহ প্রভু আছেন ভাবিয়া 'তাঁহার জ্ঞানদাতা ও আশ্রয় কে এবং তিনি যাঁহার অধীন সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষই বা কে' ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের গুণ-লীলা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন,—)

শ্রীব্রহ্মা (প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে) বলিলেন,—হে পুত্র, তোমার এই

সন্দেহ অতি সমীচীন। তুমি যে আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা দ্বারা আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করাই হইয়াছে; যেহেতু আমি ভগবানের তত্ত্ব কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি বীর্য্য দর্শনে প্রেরিত হইয়াছি অর্থাৎ আমি কীর্ত্তন-সময়ে মানসে অনন্তবীর্য্য ভগবানকে দর্শন করিতে পারিব ॥১॥

নান্যতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে ॥২॥

হে পুত্র, তুমি আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া যেরূপ বলিতেছ, তাহাও মিথ্যা নহে। কারণ লোকে আমা হইতেও একজন শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আছেন, তাহা না জানিয়াই আমাকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন ॥২॥

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥৩॥

এই বিশ্ব স্বপ্রকাশ ভগবান্ কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। আমি কেবল তাহারই শক্তিতে সেই ভগবৎপ্রকাশিত বস্তুকেই পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকি,—যেমন সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি চৈতন্যপ্রকাশ বস্তু সকলকেই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥৩॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥৪॥

সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। তাঁহার দুষ্পারা মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া লোকে আমাকেই জগদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু তাহারা জানেন না যে, আমারও একজন প্রভু আছেন ॥৪॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥৫॥

কপটী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী আমার কপট ধরিয়া ফেলেন এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়-

মায়াও 'জীব-মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে' জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করে। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়ার দ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্ম-বোধ করিয়া 'আমি আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে ॥৫॥

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥৬॥

উপাদানরূপ মহাভূতাদি দ্রব্য, জন্মনিমিত্ত কর্ম্ম, গুণক্ষোভক কাল, তৎপরিণাম-হেতু স্বভাব, ভোক্তা জীব ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুরই বাসুদেব হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। (কারণ দ্রব্যাদি মায়ার কার্য্য, এবং জীব ও মায়া ভগবচ্ছক্তি; অতএব বিশ্বের বাসুদেব-রূপত্বই প্রমাণিত হইল) ॥৬॥

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥৮॥

শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে বেদের তাৎপর্য্য বিষয়। অন্যান্য দেবতাগণ উপাস্যরূপে কীর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত অর্থাৎ নারায়ণের প্রভাব-দ্বারাই তাঁহাদের প্রভাব। তাঁহারা নারায়ণের অধীন-তত্ত্ব। স্বর্গাদি যে-সকল লোক, তাহাও তাঁহার আনন্দাংশের আভাস-রূপ মাত্র। যজ্ঞসকলও নারায়ণপর অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ ॥৭॥

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥৮॥

অষ্টাঙ্গ বা সাংখ্যযোগাদিও নারায়ণপর, তপস্যারও পরম কারণ নারায়ণ, তৎসাধ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিও নারায়ণপর অর্থাৎ তাঁহার আংশিক স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। মোক্ষেরও পরম বিষয় নারায়ণ ॥৮॥

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥৯॥

সেই নারায়ণই একমাত্র সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। আমি তাঁহারই সৃষ্ট, আমি তাঁহারই ঈক্ষণ-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার সৃজ্যবস্তু সকলকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৯॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতি-সর্গ-নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥১০॥

সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ, তাঁহার স্বতন্ত্রতাহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণকে মায়া তৎচালিত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥১০॥

কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥১১॥

অতএব গুণসমূহ ভগবানের তটস্থ-শক্তিবৃত্তিরূপ জীবকে বন্ধন করে। তটস্থ-শক্তিভূত বলিয়া নিত্যমুক্ত জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা ও উন্মুখতা উভয়ই আছে। মায়া ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা। সুতরাং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত জীবের সহিত মায়ার সঙ্গ হওয়া খুবই সম্ভবপর। সুতরাং অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—ইহাদের কর্ত্তৃত্বে মহাভূতরূপ দ্রব্য, দেবতারূপ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়রূপ ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তত্তদভিমানের দ্বারা অভিভূত করিয়া মায়ামুগ্ধ রহিত তটস্থ জীবকে বন্ধন করে ॥১১॥

স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্ব-লক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥১২॥

সেই মায়াশক্তিমান্ অতীন্দ্রিয় ভগবানের তত্ত্ব, জীবের অবর উপাধিস্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা লক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার প্রণত ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি আমার এবং সকলেরই ঈশ্বর ॥১২॥

পারমার্থিক সম্মিলনীর

সভাপতির অভিভাষণ

চিদচিন্মিশ্র জৈব-প্রতীতি-সম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়-মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না; আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক্ রাখে। এখানকার বস্তু বিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে-সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্। **বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই 'পরমার্থ' বলে।** যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর-লাভের আশায় পরমার্থিক-রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্র-ভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল, পরম অর্থের প্রতিকূল, পরম কামের প্রতিকূল, পরম মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম।

অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শন-সমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশ-সমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্র-নাশের যে-সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

'কৃষ্ণানুসন্ধান'-শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি—'কৃষ্ণ' ও 'অনুসন্ধান'। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অজরূঢ়ি গ্রহণ করিব না, পরন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজ-বস্তু-বিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, সান্‌কি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকরভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষা-সমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধা-বৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ-পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে-সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র; কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। **কৃষ্ণ-শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।**

কৃষ্ণ-শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি

পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে-সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক-কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ব-বস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে স্বরূপমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। **অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম-নামীর—বাচক-বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।**

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন'-শব্দের তাৎপর্য্যে নির্ব্বিঘ্ন না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট; উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে

প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থা। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরম সত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন-কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। **শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য।** এই চন্দ্রসূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দশ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়-চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট-বিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্ম-যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সুষ্ঠুতা লাভ করে, কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হইলে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিক্রমে হরিসম্বন্ধী বস্তু ত্যাগপূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্বিম্বের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলিবার প্রয়োজনীয়তা আছে জানিলেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট করিবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ করিলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জানিয়া ইহা বলিতে সাহসী হইলাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া, নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যদাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নাম-নামীকে অভিন্ন-জ্ঞানে কীর্ত্তন করিতে পারি; কাহারও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নহে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র

অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ পরমতত্ত্বই রস। যাঁহারা রস অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ পরমতত্ত্বের কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। অতএব তৈত্তিরীয়ে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥

(২।৭ অনুবাক)

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দলাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দদান করেন।

রসতত্ত্বের স্বরূপ এই। শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। সেই স্থায়ীভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ীভাবরূপ রতিকে স্বাদ্যস্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। জড়ীয় রস ও পরম চিদ্রসের প্রক্রিয়া একই প্রকার। যেখানে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে **ভক্তিরস**। যেখানে ইতরবিষয়-সম্ভোগ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে **জড়ীয় তুচ্ছরস**। যেখানে নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে নির্ব্বিশেষ **ব্রহ্মরস**। যেখানে যোগানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব, সেখানে **পারমাত্ম্যরস**। শ্রদ্ধা যখন রতি অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বেই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রীযোগে রস হইবার চেষ্টা করে, তখন অসম্পূর্ণ খণ্ডরস উপস্থিত হয়। **জড়রস অতি তুচ্ছ, তাহা জড় কবিসকল বর্ণন করুন্ ও জড়ানন্দীগণ আস্বাদন করুন্। আমাদের সে রসের সহিত কোন কার্য্য নাই।** আমরা পারমার্থিক রসের কথাই আলোচনা করিব। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত মত ব্রহ্মরস ও পারমাত্মিক-রসের যে প্রভেদ আছে, তাহা পরে দেখাইব। এখন রসের সামগ্রী বিচার দ্বারা রসতত্ত্বকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

রস-কার্য্যে স্থায়ীভাবরূপ রতিই আধার। সামগ্রীযোগে তাহাই রস হয়। সামগ্রী চারি প্রকার,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। বিভাব দুই প্রকার,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার,—আশ্রয় ও বিষয়। যাঁহাতে

স্থায়ীভাব থাকে, তিনি রসের আশ্রয়। যাঁহার প্রতি স্থায়ীভাব প্রবৃত্ত হয়, তিনি রসের বিষয়। **পারমার্থিক-রসে উপাস্য বস্তু 'বিষয়' ও উপাসক 'আশ্রয়'।** উপাস্য বস্তুর গুণগণই উদ্দীপন। নৃত্য, গড়াগড়ি, গান উচ্চরব, অঙ্গমোড়া, হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি চিত্তস্থভাবের অববোধক বলিয়া উহাদিগকে **অনুভাব** বলে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটি চিত্ত ও প্রাণোত্তেজিত দেহ-গত বিকারকে **সাত্ত্বিক ভাব** বলে। স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে যে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থ, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, আমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ভাব চরিতে চরিতে স্থায়ীভাব-সমুদ্রকে স্ফীত করে, তাহাদিগকে **ব্যভিচারী** ভাব বলে। ঐ সমস্ত ভাব ঊর্ম্মির ন্যায় উঠিয়া ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্থায়ীভাব রূপতাকে পুষ্টি করে।

রস দুইপ্রকার,—মুখ্য ও গৌণ। **'মুখ্যরস' পঞ্চপ্রকার,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। 'গৌণরস' সপ্তপ্রকার,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।**

পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস রতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীতে উদিত হয়। **শান্তরতি** সমা অবস্থায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া দেখে। সান্দ্র অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়রূপে লক্ষ্য করে। **দাস্যরতি** ঐশ্বর্য্য-পরা হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; কেবলা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে। **সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ পাওয়া যায়,—

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তা'র প্রেমনাম হয়॥

প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়।
রাগ-অনুরাগভাব মহাভাব হয়॥

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা-মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥

এই সব কৃষ্ণভক্তি-রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব-অনুভাব॥

সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস পঞ্চভেদ॥

(মঃ ১৯।১৭৬-১৮৩)

যাঁহারা এই রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরবিভাগ ও তৎপরিশিষ্ট **শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থ-তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট পাঠ করিবেন।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ ও সনাতন-শিক্ষায় ঐ বিষয়সকল সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অখিল-রসামৃত-সমুদ্রত্বই প্রদর্শিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়জ্ঞানরূপ-পরমতত্ত্ব, তাহা তৎপারতম্য-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তিমান্ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন শ্রীরূপগোস্বামি-লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বিচার করিলেই কৃষ্ণসম্বন্ধে সকলই জানা যাইবে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩২)

[নারায়ণ ও কৃষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এই প্রকারে রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।]

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পরম-অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপ-বিহীন। ভগবত্তত্ত্বেই সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবৎপ্রকাশ দুই প্রকার,—ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশ ও মাধুর্য্য-প্রধান-প্রকাশ। **ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তিরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র।** ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল দাস্য-রসই উদিত হয়। ভগবদৈশ্বর্য্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রতা এত অধিক যে, পরস্পরের মধ্যে একটী সম্ভ্রম-বুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই। সেই সম্ভ্রম-বুদ্ধিসত্ত্বে জীবের উচ্চ-রসের অধিকার হয় না। অতএব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক (তাঁহার নিত্য) শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে জীবের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণ-পতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম ?
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥

(আঃ ৪।১৭-২৭)

পাঠক মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যদি প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে জীবের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ উচ্চরসের বিষয় পাওয়া যাইত না। **জগতে ভাবই প্রধান বস্তু।** পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান স্বভাবতঃ সংকীর্ণ। জ্ঞানমার্গে জীব কিছু দূর যাইয়া ঈশ্বর-ভাবের কিছুই পায় না। এই জন্যই জ্ঞানপ্রধান-অনুসন্ধানে ঈশ্বরের স্বরূপ না পাইয়া 'নির্ব্বিশেষ' 'নিরাকার' বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। **জ্ঞানমার্গে যখন ঈশ্বর লভ্য হইলেন না, তখন ভাবমার্গ ব্যতীত আর ঈশ্বর-লাভের উপায় নাই।** যে জীব যতদূর উন্নত, ঈশ্বরভাব তাঁহাতে ততদূর সুখজনক। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাবদ্বারা অর্জ্জনীয়। **কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ**

করিতে পারে। আবার কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশু-ভাবান্বিত ও ঈশ্বর-প্রসাদ-বিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়-কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধনুর্দ্ধর একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরক-প্রতি ধাবমান হইতেছে। নিতান্ত মূর্খ ও বল-বুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব ভাবই সকল পারমার্থিক লাভের মূল। সেই ভাব অধিকারভেদে অনেক স্থলে শান্ত ও দাস্যে পরিণত। কোন কোন বিরল ভক্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে চরমোন্নতি লাভ করে। মধুর-ভাবপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্ত সমস্ত রসিকভক্তের মধ্যে প্রধান। চরিতামৃতে,—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—'সখ্যে' দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রস হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিনক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

(মঃ ১৯।২১৯, ২২৫, ২২৯-২৩০)

ক্ষুদ্র-রসসেবি-ভক্ত মধুর-রসের নাম শুনিলে তাহাতে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না, বরং অপরাধের আশঙ্কা করেন। **প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রায় দাস্য-রসাশ্রিত।** অতএব সেই ধর্ম্মাশ্রিত পণ্ডিতগণ মধুর-রসে ঈশ্বর-ভজনের নাম শুনিলে কতকটা ভয় ও কতকটা পতনাশঙ্কা-ক্রমে তাহা স্বীকার করেন না। বরং এমত মনে করিতে পারেন যে, মধুর-রস-ভজনবিষয়ে বিকৃত-কল্পনা। সকল বিষয়েই নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারীর ক্রিয়ামুদ্রাকে ভ্রম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যখন ভাগ্যোদয়ে তিনি স্বয়ং উচ্চাধিকার লাভ করেন, তখন তিনি মনে করেন,—'হায়, আমি কি মূর্খ ছিলাম। উচ্চাধিকারকে নিন্দা করিতাম!' অতএব আমরা বিনীতভাবে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নিবেদন করিতেছি যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত গভীর। ইহাতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন

কুসংস্কারাবিষ্ট-সিদ্ধান্ত করিবেন না। হৃদয়-কন্দরে হৃদয়েশ্বরকে আসন দিয়া একবার সেই রসে উপাসনা করিয়া দেখিবেন, যদি ভাল লাগে, তবে **সদ্‌গুরু আশ্রয় করত সেই রসাস্বাদনে যত্ন পাইবেন**; যদি ভাল না লাগে, তবে নিজের অধিকার-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কোন মতেই অবহেলা করিবেন না।

এ বিষয়ে এস্থলে অনেক বিচার করিবার স্থান নাই। এ পর্য্যন্ত বলা ভাল যে, মধুর-রসের অধিকারী ব্যক্তি নারায়ণাদি অন্য কোনস্বরূপে উপাসনার বিষয় লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চ-রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদ-জনিত পূর্ব্ব কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসতত্ত্বে সর্ব্বপ্রকার স্বরূপ অপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ। **শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভক্তের সহিত সাম্যগুণের আশ্রয় বলিয়া অন্যান্য স্বরূপ হইতে ন্যূন হইতে পারেন না। ন্যূন হওয়া দূরে থাকুক, অন্য সকল স্বরূপ হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রবল। অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। কৃষ্ণস্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চমধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা-জড়েন্দ্রিয়সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতামাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।** নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতাগণের সর্ব্বেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী লীলা কৃপাপূর্ব্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত? **কৃষ্ণলীলা কোন নর-কল্পনার বিষয় নয়,** অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধবিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। **কৃষ্ণলীলার মধ্যে ব্রজলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,** যেহেতু ইহাতেই জীবের রসবিষয়ে সর্ব্বোত্তমলাভ দেখিতে পাওয়া যায়। তার্কিক ও নৈতিক বুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণের ব্রজলীলা-রস যে-ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহার

মধুরতা জানিতে পারিয়াছেন। ব্রজলীলাকে হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্র-রূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান্ হইয়া চিদালোক বিতরণ করে। এ বিষয়ে কারিকা,—

বিভাবাদ্যৈর্জড়োদ্ভূতে রসোয়ং ব্যবহারিকঃ।
অপ্রাকৃতৈর্বিভাবাদ্যৈ রসোয়ং পারমার্থিকঃ॥
পরমার্থরসঃ কৃষ্ণস্তন্মায়া ছায়য়া পৃথক্।
জড়োদিতং রসং বিশ্বে বিতনোতি বহির্ম্মুখে॥
ভাগ্যবাংস্তং পরিত্যজ্য ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকং।
চিদ্বিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
তত্ত্বোপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কৃষ্ণমেব হি।
আত্মশব্দেন বেদান্তা বদন্তি প্রীতিপূর্ব্বকম্॥

[জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিপ্রকার সামগ্রী দ্বারা পুষ্ট রতি যে-স্থলে রস হয়, উহা ব্যবহারিক। অপ্রাকৃত বিভাবাদি-পুষ্ট রতি যে-স্থলে রস হয়, উহা পারমার্থিক। পারমার্থিক-রসের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। ছায়ারূপা মায়াতে সে রসের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং তাহা চিদ্রস হইতে পৃথক্। বহির্ম্মুখ জড়-জগতে জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্বগত ব্রহ্মানন্দাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-রসসিন্ধুকে প্রাপ্ত হন। বৃহদারণ্যকে "তত্ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (আমি উপনিষদুক্ত-পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি)—এই বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। **বেদান্তে আত্মশব্দ উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন।**]

রস দুই প্রকার,—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী যে-স্থলে জড়োন্মুখী রতিকে রসতার অবস্থায় আনে, তখন ব্যবহারিক জড়দেহ-গত স্ত্রী-পুরুষের রস হয়। তাহা অতিশয় তুচ্ছ, অনিত্য ও বিকৃত। তাহা কেবল অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের হেয় প্রতিফলন মাত্র। **স্থূল-লিঙ্গ-শরীরসম্বন্ধ-পরিমুক্ত শুদ্ধজীব চিন্ময়। তাঁহার স্বভাবগত সহজ রতিও চিন্ময়ী।** সেই রতি স্থায়ীভাব হইয়া চিন্ময়-বিভাব, চিন্ময়-অনুভাব, চিন্ময়-সাত্ত্বিক ও চিন্ময়-ব্যভিচারী ভাবসমূহকে সামগ্রীরূপে প্রাপ্ত

হইয়া যখন স্বাস্থ্যে নীত হয়, তখনই চিন্ময়-রসের উদয় হয়। বিশেষতঃ যখন চিন্ময়-আলম্বনান্তর্গত চিন্ময়-কৃষ্ণস্বরূপ ঐ রসের বিষয় হয়, তখন কৃষ্ণভক্তি-রস উদিত হয়। কৃষ্ণই পরমার্থ-রস। তাঁহার মায়াশক্তি স্বীয় ছায়াস্বরূপে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবে জড়োদিত রসকে বিশ্বে বিস্তার করেন। ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই হেয়-রসকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং জীবগত ক্ষুদ্র ব্রহ্মানন্দরসকে অতিক্রম করত চিত্তত্ত্বের যে নির্ম্মল বিচিত্র বিশেষ, তাহা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরূপ রসসমুদ্রকে লাভ করেন। পাছে কেহ কৃষ্ণরসকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া লঘু বোধ করেন—এই আশঙ্কায় শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে নায়কভেদ-প্রকরণে ১৬ শ্লোকে কথিত আছে,—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি ॥

শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ব্যাপারই জড়ীয় হইলে অত্যন্ত লঘু ও জুগুপ্সিত; কিন্তু অপ্রাকৃত হইলে অত্যন্ত গুরু ও চিজ্জগতের পরমাদরণীয়। এই রসে জড়ীয় ব্যাপার কিছুমাত্র নাই। স্থূল ও লিঙ্গদেহে ইহার বিভাবের কোন কার্য্য নাই; কেবল অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপ্তি আছে মাত্র। **রসনির্য্যাস-আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের প্রপঞ্চে উদয়। তিনি অবতার নন, কিন্তু অবতারী।** অবতারী অপ্রাকৃত, সর্ব্ব জীবনায়কের পক্ষে অপ্রাকৃত শৃঙ্গারপর্ব্বে যে পরকীয়াদি বিচিত্রতা, তাহা কখনই জুগুপ্সিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে যত নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিবেন, ততই সুসিদ্ধান্ত উপস্থিত হইবে। নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রসচিন্তায় আনা যায়, তবে তাহাকে একটি কুসংস্কার বলি। সেই কুসংস্কার-পরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত-রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়? **শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঔপনিষৎ-পুরুষ। বেদান্তসকল অত্যন্ত প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে 'আত্ম' শব্দে উক্তি করেন,** যথা ছান্দোগ্যে,—

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্ম-মিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি। (৭।২৫।২)

আত্মারূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব,—জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, **আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ** হইয়া স্বরাট্ হন।

মাণ্ডূক্য বলিয়াছেন ,—

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা **চতুষ্পাৎ**। (১।২ মন্ত্র)

এই সমস্তই অবরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। **তিনিই চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি, কার্য্য-ক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা স্বরূপে মহারসময়।** চতুর্দ্ধা স্বরূপতা ভগবৎ-সন্দর্ভ (১৬ সংখ্যায়) শ্রীজীব পরিষ্কৃত করিয়াছেন, যথা,—

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈবস্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল, তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি, তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।

[পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই **তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি-প্রকারে অবস্থান করেন।** সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ-দৃষ্টান্তস্থল]।

সেই কৃষ্ণের স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব ও জীবগত যে শুদ্ধ চিন্ময়-রস-বিলাস—তাহাই উপাদেয়। অতএব কারিকা,—

বেদার্থবৃংহণং যত্র তত্র সর্ব্বে মহাজনাঃ।
অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্ ॥

সনকাদি-শিব-ব্যাস-নারদাদি-মহত্তমাঃ।
শাস্ত্রেষু বর্ণয়ন্তি স্ম কৃষ্ণলীলাত্মকং রসম্ ॥

লব্ধং সমাধিনা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-কৃপোদিতং শুভম্।
অপ্রাকৃতঞ্চ জীবে হি জড়ভাব-বিবর্জ্জিতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদার্থবৃংহণরূপ শাস্ত্রে মহাজনসকল কৃষ্ণাশ্রিত শুদ্ধ-রসকে অন্বেষণ করেন। সনকাদি, শিব, ব্যাস ও নারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত শাস্ত্রে জড়ভাব-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ জীবে সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ কৃষ্ণ-কৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন।

এবম্ভূত **অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই,**—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একটী শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ-পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।

কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০)

হে ভ্রাতঃ! প্রেমনামক পরম-পুরুষার্থ কে শুনিয়াছিল? হরিনামের মহিমা কে জানিতেন? বৃন্দাবনের পরম মাধুরীতে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপা পরাশক্তিকেই বা কে জানিত? একমাত্র পরম করুণাময় চৈতন্যচন্দ্র সেই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণব-গুণাষ্টক

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

(১)

শিব-শুক-নারদ-প্রহ্লাদ-হনুমান্।
ব্যাস-বলি-উদ্ধব-অক্রূর-বিভীষণ ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাসরঘুনাথ ॥
যত আছে এজগতে বৈষ্ণব সবায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায় ॥

(২)

তরুসম সহ্যগুণে জীবন-যাপন।
অভিমান-অনুতাপে দহে না জীবন ॥
কারো প্রতি দ্বেষ নাই, নাই ভেদ জ্ঞান।
সর্ব্বজীবে মিত্রভাব বিপন্নে করুণ ॥
ভুবন-কল্যাণকারী বৈষ্ণব সবায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায় ॥

(৩)

মমতা ও অহঙ্কার নাহি মনে তাঁর।
ক্ষমাশীল, সুখে-দুঃখে সম-ব্যবহার ॥
লাভালাভে তুল্যভাবে সন্তুষ্ট সতত।
হৃদয় শ্রীনামে সদা যুক্ত অবিরত ॥
সত্যসার কৃপাবান্ বৈষ্ণব সবায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায় ॥

(৪)

ইষ্টলাভে হর্ষ নাহি অনিষ্টে বিদ্বেষ।
কিংবা প্রিয়-নাশে তার নাই সুখলেশ ॥
কিছুই প্রত্যাশা কভু করেনা সে-জন।
সতত পবিত্র তাঁর দেহ আর মন ॥
পতিত-পাবনকারী বৈষ্ণব সবায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায় ॥

(৫)

নিন্দা আর স্তুতি তাঁর সমতুল্য হয়।
যাহা পায় তাহাতেই নিত্য তুষ্ট রয় ॥
চরাচরে যত কিছু আছে মনোহর।
সে-সবে আসক্ত নয় তাঁহার অন্তর ॥
এ-ভাবে কাটায় কাল ভক্তিমান্ রয়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায় ॥

(৬)

শত্রু-মিত্রে সমভাব মান-অপমান।
সুখ-দুঃখ শীতাতপ সকল সমান ॥
অপ্রাপ্ত বস্তুতে নাই কামনা অন্তরে।
ভাল-মন্দ চিন্তা ছাড়ি' নিত্যকর্ম্ম করে ॥

কুসঙ্গ ত্যাগ করি' সদাচারে রয়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(৭)

গৌরব না করে কভু গুণে আপনার।
মর্কট-বৈরাগ্য সদা করে পরিহার॥
গুরু-পদাশ্রয় করে গুরুর সেবন।
সাধুসঙ্গ করে সাধু-মার্গানুগমন॥
ভাগবত-কথামৃতে তাঁর কাল যায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(৮)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পূজন-বন্দন।
পরিচর্য্যা-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন॥
নৃত্য-গীত-বিজ্ঞপ্তি, আর দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান-অনুব্রজ্যা-তীর্থস্থানে গতি॥
সর্ব্ব-মহাগুণগণ বৈষ্ণবেতে রয়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস—
—শ্রীমুরারিমোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(১)

শ্রীমধ্ব-রামানুজাদি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ উক্ত গ্রন্থ সকলের সার সঙ্কলন করিয়া একটী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কোথাও ক্রমানুসারে, কোথাও বা ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যে-সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল, শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু উক্ত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে কয়েকটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত-রহস্য বিস্তৃতভাবে জানাইবার

বাসনায় তিনি যে-গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তত্ত্ব, পরমাত্ম, ভগবৎ, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামে পরিচিত। সন্দর্ভ অর্থে রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল গূঢ় রহস্য আছে তাহাই এই সকল গ্রন্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচারে গ্রথিত হইয়াছে। এজন্য সমস্ত সন্দর্ভ-গুলির নাম ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বসন্দর্ভের আলোচনা হইতেছে—

অতি বুদ্ধিমান ও ব্যবহারবিজ্ঞ হইলেও সকল মনুষ্যেরই বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট। **ভ্রম** অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যামতি। এক বস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার, বিপর্য্যাস ও সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যাস; আর এটী পুরুষ না স্থাণু (শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ)—এই বুদ্ধি সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ, ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম হয়। পিত্তরোগাক্রান্ত রসনায় মধুর শর্করাদি তিক্ত বোধ হয়। দূরত্ব হেতু সূর্য্য-চন্দ্রকে ক্ষুদ্র থালার মত দেখা যায়। আত্মা অবিকারী, নিত্য বস্তু; কিন্তু দেহকে আত্মা বিচার করিয়া মোহবশতঃ 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি বিচার হয়। আর ভয়বশতঃ অন্ধকার রাত্রে রজ্জুকে সর্প বা শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকে অপদেবতা বুদ্ধি হয়।

প্রমাদ অন্যমনস্কতা। চিত্ত-চাঞ্চল্যহেতু কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না হইলে তাহার উৎপত্তি। **বিপ্রলিপ্সা**—বঞ্চনা করিবার চেষ্টা। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-পরতা লইয়া অন্যলোককে বঞ্চনা করিয়া নিজের সুখ-সুবিধা লাভের ইচ্ছা। **করণাপাটব**—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপ অনুভবের অভাব।

উপরিউক্ত দোষ সকলের নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণকে অবলম্বন না করিলে বাস্তব বস্তুর বিচার হওয়া সুকঠিন। যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, যাহা দ্বারা প্রমা জন্মায় তাহাকে প্রমাণ বলে। আম্রফল দেখিয়া আম্রবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয়, কিন্তু রজ্জুতে সর্প বোধ হইলে তাহা প্রমা নহে, ভ্রমজ্ঞান। প্রমাণ লইয়া দার্শনিক মতবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মীমাংসক প্রভাকর-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। পৌরাণিকগণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রমাণ ব্যতীত অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই ৮টী

প্রমাণ স্বীকার করেন। গ্রন্থকার সর্ব্বসম্বাদিনীতে দশটী প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শব্দপ্রমাণকে একমাত্র যথার্থ প্রমাণরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ—চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা যে জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অস্থিরত্ব, দৃশ্যের সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ভ্রমাদি দোষদুষ্ট হয়।

অনুমান—প্রথমে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে পশ্চাতে অন্য বস্তুর জ্ঞান অনুমান। যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় অগ্নির অবস্থান-ধারণা। কিন্তু অনেক সময় বাষ্পকেও ধূম্রবৎ প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাও দোষযুক্ত।

শব্দ—আপ্তবাক্যকে শব্দ বলে। আপ্ত বলিতে যথার্থ পুরুষ ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়শূন্য ব্যক্তিকেই আপ্ত বলা হয়। কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই আপ্তবাক্য বলা হয়। অতএব ঈশ্বরপ্রোক্ত বাক্যই আপ্ত-বাক্য। কারণ মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রমাদি দোষ থাকা অনিবার্য্য।

বাক্য দুই প্রকার,—লৌকিক ও বৈদিক। লৌকিকের মধ্যে বিশ্বস্ত যথার্থ বক্তার বাক্যই প্রমাণ। তদ্ভিন্ন অন্যের বাক্য অপ্রমাণ। অনাদিহেতু স্বয়ং-সিদ্ধ শব্দই প্রমাণরূপে গৃহীত। সেই শব্দই শাস্ত্র। তাহার নাম বেদ, তাহা অনাদিকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। বেদ শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বাক্য। এজন্য উহার নাম অপৌরুষেয়। সকল মানবের জনক-স্বরূপ শ্রীভগবান জীবকল্যাণ-নিমিত্ত যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা ভ্রমাদি-দোষশূন্য অব্যভিচারী প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

আর্ষ—ঋষিগণ-কথিত বাক্য।

উপমান—কোন এক পদার্থের সাদৃশ্যে অপর বস্তুর পরিচয় প্রদান করা।

অর্থাপত্তি—অর্থসিদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া অন্যরূপ অর্থ কল্পনা। যথা—স্থূল দেবদত্ত দিবাভোজন করে না। ভোজন না করিলে স্থূলত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং দিবায় ভোজন না করিলে রাত্রিতে অবশ্যই ভোজন করে—ইহাই অর্থাপত্তি।

অভাব—পদার্থের অনুপলব্ধি জন্য অভাব বোধ হয়।

সম্ভব—শতের মধ্যে এক বা দশ আছে এই সম্ভাবনার নাম সম্ভব।

ঐতিহ্য—যাহার বক্তাকে জানা যায় না, কিন্তু পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে; যেমন—এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে।

চেষ্টা—হস্ত-পদাদির দ্বারা যে সঙ্কেত করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই নানারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু জীবের বুদ্ধি ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্ট হওয়ায় ঐ সকল প্রমাণে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান বিষয়ে বেদই একমাত্র অব্যভিচারী প্রমাণ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। সংসারে আমরা যে নিয়মে পরস্পর ব্যবহার বা কর্ম্মাদি করি—চেতন, অচেতনাদি পদার্থের নাম-গুণ-ক্রিয়াদি অবগত হইতে পারি। বেদই সেইসকল জ্ঞানের কারণ।

অলৌকিক জ্ঞানেরও পরিচয় বেদে পাওয়া যায়। তাহা তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, একজন তার্কিকের মত অপর কোন তার্কিক যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিয়া দিতে পারে; কিন্তু অলৌকিক অপ্রাকৃত পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা জীবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রে এবং মহাভারতে 'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ', 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এবং 'পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি॥' (ভাগবত ১১।২০।৪) শ্লোকে উহা দৃঢ়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কলিকালে বেদের প্রচার অতি অল্প। তন্মধ্যে কোন বেদ বা বেদাংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আবার বেদার্থের গ্রাহকগণ কালবশে মন্দমেধা-বিশিষ্ট হওয়ায় দুর্গম-বিষয়ে ধারণাশক্তির হেতু বেদের দুষ্পারত্ব ও দুরধিগমত্ব অনুভূত হইয়াছে। অতএব বেদের অর্থনির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাদি লইয়াই পরমার্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস, পুরাণ বেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে দৃষ্ট হয়—

এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো। যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

যাজ্ঞবল্ক্য নিজপত্নী মৈত্রেয়ীর নিকট বলিতেছেন—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ—এ সকলই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভু পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসবৎ অনায়াসে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছে।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ (মহাভারত আদি ১।২৬৭)। ইতিহাস ও পুরাণে বেদের অর্থ সম্যক স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতাস্ততো বেদাঃ সষড়ঙ্গ-পদক্রমাঃ॥

ততঃ পুরাণমখিলং সর্ব্বশাস্ত্রময়ং ধ্রুবম্।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত॥

(স্কন্দ পুঃ প্রভাসখণ্ড)

ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥

(শ্রীভাগবত ৩।১২।৩৯)

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলে ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হন। তৎপরে তাঁহার মুখ হইতে নিত্য শব্দব্রহ্মময় শতকোটিশ্লোকে নিবদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্যপুরাণ আবির্ভূত হন। তাহার ভেদ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয়, বারাহ, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, স্কন্দ, মৎস্য, ভবিষ্য, বামন, আর্কেণ্ডেয়, শৈব ও অগ্নি।

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মুখসকল হইতে ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ প্রকাশ করেন।

বেদের ছয়টী অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ.—

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষামিতি।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গা'ন বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা প্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ-স্থলের বোধক—**শিক্ষা**। বেদবিহিত যাগাদি ক্রিয়ার উপদেশক—**কল্প**। সাধ্য-সাধন-কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপক—**ব্যাকরণ**। শব্দের শব্দবোধের অতিরিক্ত কতিপয় শব্দের অর্থনির্ণায়ক—**নিরুক্ত**। অক্ষর ও মাত্রাসংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট পদ্যবিশেষ—**ছন্দ**। গ্রহগণনাদিরূপ গণনশাস্ত্র—**জ্যোতিষ**। বৈদিকগণ এই ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলেন। বেদের পদ—ছন্দ, হস্ত কল্প, নেত্র জ্যোতিষ, শোত্র নিরুক্ত, প্রাণ শিক্ষা এবং মুখ ব্যাকরণ বলিয়া উক্ত। এই সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকে নিবাস হয়।

ঋগ্‌বেদ একবিংশতি শাখাত্মক। আয়ুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।
যজুর্ব্বেদ শতশাখাত্মক। ধনুর্ব্বেদ ইহার উপবেদ।
সামবেদ সহস্রশাখাত্মক। গান্ধর্ব্ববেদ ইহার উপবেদ।
অথর্ব্ব নবশাখাত্মক। স্থাপত্যবেদ ইহার উপবেদ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি"

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি তদীয় পিতৃদেব শশিভূষণ ঘোষালের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া "আলোকতীর্থ" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। সেই 'তীর্থে' মহাপাপিগণ অবশ্য স্নান করিবে; স্নান করিয়া যে সেই তীর্থকে আরও অপবিত্র করিবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তীর্থস্থানে ভগবদ্ভক্তগণ থাকিলেই তীর্থের মর্য্যাদা এবং মহিমা রক্ষা হয়। কলিকালে তীর্থক্ষেত্রগুলির অনেক সময় বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায়। আমরা ভাবিয়াছিলাম, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনারায়ণের "আলোকতীর্থ" সেইরূপ মালিন্যতীর্থে কিছু প্রকাশ দান করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবে; কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার "আলোকতীর্থ" মালিন্য এবং কলি-যুগোচিত মনোভাব প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিয়াছে।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুগত লোকগুলি কলিকালের প্রভাবে বহুপ্রকার অপসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "আলোক-তীর্থে"র রচয়িতা অর্ব্বাচীন শৈলেন্দ্র ঘোষাল শুদ্ধ-সম্প্রদায়বৈভব-আচার্য্যগণের আনুগত্য না করিয়া কেবলমাত্র অপসম্প্রদায়গুলির ব্যবহার দেখিয়া আলোক প্রকাশের নামে যে অমানিশার ঘনান্ধকারে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছি; তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"সত্য-দেবতা আছেন অন্তরে—অন্তর্মুখী হও;—অন্তরের মহাসত্যে ফিরে এসো। সেখানে বৈচিত্র্য আছে, বিরোধ নাই।" কিন্তু তাঁহার লেখার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যায় যে, অন্তরের দেবতার সহিত তাঁহার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। যেমন সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে অন্ধকারমগ্ন জীবগণ রাত্রিকালে কিছুই দেখিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্তর্দেবতারূপ সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয় না; আবার চিৎসূর্য্যের কৃপায় দ্রষ্টার জগৎ দর্শন বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও বিরোধ দর্শন হয় না।

শৈলেন্দ্র ঘোষাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাতেজস্বী আচার্য্যগণের পথ অতিক্রম করিয়া যে ভুল পথে চলিয়াছেন তাহাতে কোনদিনই তাঁহার মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। জগতের লোক মৎসরতাপূর্ণ; অপরের উৎকর্ষ দেখিয়া হিংসা করা বদ্ধ-জীবের নিত্যব্যাধি। সত্যদেবতাকে দর্শন করিতে হইলে নির্ম্মৎসর হইতে হয়।

সত্যদেবতা কোন একটা inert matter বা জড় পদার্থ নহেন; তিনি পূর্ণচেতন-বস্তু। শৈলেন বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবাত্মা সেই দয়াল-পরমেশ্বরের অংশমাত্র। সুতরাং পূর্ণচেতন পরমদয়াল ভগবান্ যখন ক্ষুদ্রচেতন জীবাত্মাকে দয়া করেন, তখন ক্ষুদ্রচেতন জীবাত্মায় স্বাভাবিক সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকটিত হয়। জীবাত্মা মুক্ত নির্গুণ-অবস্থায় নির্গুণ পরমদয়াল ভগবানের কৃপায় অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সদ্‌গুণগুলির সদ্‌গন্ধ দশদিক্ আমোদিত করে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

অর্থাৎ যাঁহার ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি আছে, তাঁহার মধ্যে দৈব সদ্‌গুণাবলী স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত নহেন, তিনি কোনদিনই মহান্-গুণের অধিকারী হইতে পারেন না; কারণ তিনি মনোরথে চালিত হইয়া বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা অসৎ বস্তুতেই আকৃষ্ট হইবেন।

"ফলেন পরিচীয়তে"—এই বিচারে দেখা যাইতেছে, শৈলেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয় এত কপটতাপূর্ণ যে, তিনি ভারতীয় মহাত্মা আচার্য্যগণ যথা—শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীকরস্বামী, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীজীবগোস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ মধ্যযুগের মহামহারথী এবং বৈদিকযুগের আচার্য্যগণ—নারদ, ব্যাস, দেবল, অসিত ইঁহাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধবৈষ্ণব-অনুকরণশীল নানক, কবীরের যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কোনদিনই তাঁহার মঙ্গল লাভ হইবে না। আচার, বিচার, মন্দির, বিগ্রহ, কর্ম্মকাণ্ড—এগুলি সব বাহ্যিক নহে। এগুলি ব্যবহারিক বিচারেও কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নবীনপন্থী অন্ধকারাশ্রয়ী শৈলেন্দ্রনারায়ণ এগুলিকে অস্বীকার করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন :—

"হোম-আরতি, ঘিয়ের বাতি, তপ-তপস্যার আড়ম্বর।
জপ, যোগ, নাম, ন্যাস-প্রণায়াম ক'রব নাকো অতঃপর॥
কাজ কি মিছা জঞ্জালে।
কি হবে মোর চক্ষু মুদে আসন পেতে বাঘছালে!!

তুমি আমার ইষ্ট পিতঃ তুমি আমার দয়াল গো।
দাও চরণের পুণ্যধূলি আশিস্ তোমার মহার্ঘ্য ॥"

সুতরাং শৈলেন্দ্রনারায়ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং চরণের ধূলি মহার্ঘ্য বস্তু। সেই মহার্ঘ্য বস্তু পাইতে হইলে কেবল 'দাও' বলিলেই পাওয়া যায় না। আমরা যেমন বাগান-বাড়ীর মালীকে তামাক সাজিতে বলিলেই হুকো-ক'লকে আনিয়া দেয়, ভগবান্ সেইপ্রকার হুকুম-তামিলদার মালী বা order supplier নহেন। তিনি শৈলেন্দ্র ঘোষালের ভাষায়—'কুল মালিক' অর্থাৎ সর্ব্বেশ, একমাত্র ভোক্তা। তাঁহার কাছে পৌঁছাইতে হইলে বড় বড় জ্ঞানীকেও বহু জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিতে হয়—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"। অনন্তকোটি জীবাত্মা অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান্ জীব সেই পরমদয়াল ভগবানের সন্ধান পায় এবং সন্ধান পাইয়া জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টার পর সেই পরমদয়াল ভগবানের নিত্যধামে যাইতে সমর্থ হয়। মহাত্মা আচার্য্য-গণ সেই সন্ধান দেশ-কাল-পাত্র-হিসাবে যোগ্যতা বিচার করিয়া সকলকে প্রদান করিয়া থাকেন। অল্পবুদ্ধি শৈলেন্দ্র ঘোষাল তোতাপাখীর মত কতকগুলি শ্লোগানমাত্র আওড়াইয়াছেন। যদি তাঁহার কিছু অনুভব থাকিত, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নানকপন্থী গ্রন্থসাহেব বা কবীরের কচকচানি প্রকাশ করিয়া নিজের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিতেন না। বিশেষতঃ তিনি একজন স্বধর্ম্মত্যাগী—এইরূপ কালাপাহাড়ের কথায় কে-ই বা কর্ণপাত করিবেন? (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১১শ বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অধুনা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-অবলম্বনে উক্তবিষয়ের অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে আলোচনা-পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিতে যত্নপর হইব।

ভক্তিই নিখিল-পুরুষার্থ-প্রদানে সমর্থ এবং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র অবর্থ্য-সাধন। ভক্তি অকুতোভয় সুখকর পন্থা। জ্ঞানাদি কোন সাধনই ঐরূপ

নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের ১৭৬ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

"যদিও (কাহারও মতে) জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তথাপি 'হে বিভো, যাহারা শ্রেয়মার্গস্বরূপ আপনার ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল-জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করেন, তাহাদের শুধু ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে।' (ভাঃ ১০।১৪।৪) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি ব্যতীত কেবল-জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনহেতু এবং এস্থলে "অতএব মদ্ভক্তিযুক্ত পুরুষের জ্ঞান বৈরাগ্যাদির প্রয়োজন হয় না।" (ভাঃ ১১।২০।৩১) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির জ্ঞান-নিরপেক্ষত্ব বর্ণনহেতু এবং "কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয়, সেই সকল কেবল ভক্তির দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে" (ভাঃ ১১।২০।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির আনুষঙ্গিকরূপে সর্ব্বফল বর্ণনহেতু অন্যান্য সাধন তিরস্কৃত হইয়াছে।

"সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিতেও কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুরূপের অনাদরপূর্ব্বক নিরাকারেশ্বর এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনাকে যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহাও তিরস্কৃত হইয়াছে। যেহেতু হিরণ্যকশিপুরও—'আমি মৃত্যুহীন, অব্যয়, শুদ্ধস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য এবং 'সেই অব্যয় ঈশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন' ইত্যাদি তদুদাহৃত ইতিহাস-বাক্য এবং তৎকৃত ব্রহ্মস্তবে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানের অস্তিত্ব বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও সে তিরস্কৃত ও অসুররূপে গণ্য হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবতান্তর-সামান্য অর্থাৎ অন্যান্য দেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুকে সমান মনে করার জন্যও সে নিন্দিত হইয়াছে।"

"শাস্ত্রে অহংগ্রহ-উপাসনা অর্থাৎ 'সোঽহম্'—আমি সেই ভগবান্—এইরূপ উপাসনা তিরস্কৃত হইয়াছে। যেহেতু যাদবগণ যেরূপ পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতিকে উপহাস করিয়াছেন, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণও এই অহংগ্রহ-উপাসকগণকে ঘৃণিত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। শ্রীহনুমান্‌ও তাহাই বলিয়াছেন —'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ?' অর্থাৎ 'এমন মূঢ়ব্যক্তি কে আছে যে, সে ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভু হইবার ইচ্ছা করিবে ?' এইরূপে যাবতীয় বিষয়-বিচারপূর্ব্বক নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বোত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।" বদ্ধজীবের জন্যই উপাসনা। মুক্তজীবমাত্রই ভগবানের দাস। তাঁহারা কখনই 'সোঽহং' বাক্য উচ্চারণ করেন না। তজ্জন্য শাস্ত্রে মায়াবদ্ধ

বিষয়াসক্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জন্য—অর্থাৎ বদ্ধজীব মাত্রের জন্য 'সোঽহং'বাদ অবৈধ ও হেয়। সুতরাং শাস্ত্র বলেন,—

বিষয়স্নেহ-সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
কল্পকোটীসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যে ব্যক্তি মায়িক বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া 'অহং ব্রহ্ম' বলে সে ব্যক্তি কল্প-কোটী সহস্র বৎসর নরকে পচিয়া থাকে।

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরক-জালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

যাহারা অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম—এই উপদেশ করে, তাহারা সেই অপরাধে অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে।

পুরাণান্তরে আরও পাই,—

সংসারসুখ-সংযুক্তং ব্রহ্মাহমিতিবাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্ম-পরিভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

সংসারী ব্যক্তি যদি 'আমিই ব্রহ্ম' এ কথা বলে, তবে সেই দুর্ভাগাকে চণ্ডাল-বৎ পরিত্যাগ করিবে।

ইহাদ্বারা কেহ মনে না করেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি বা যাঁহারা বিষয়াসক্ত সংসারী নহেন তাঁহারা 'সোঽহং' বাক্য উচ্চারণ করিলে কোনও দোষ নাই। সিদ্ধব্যক্তিগণও চিরকাল বিষ্ণুসেবায় মত্ত থাকেন। যথা ব্রহ্মতর্কে—'মুক্তাঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আমরা পাই—

জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বর-ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি-জ্ঞান-শিক্ষা॥
যাঁর দাস্য লাগি শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে আপনে কে, ইহাও না জানে।
আপনারে নারায়ণ বলে হেন জনে॥

জগতের পিতা কৃষ্ণ,—সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে, যে সু-পুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্—(৯।১৭)

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—(৪।২৯।৪৯-৫০)

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥
তাহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত, সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাক্যম্—(ষট্‌পদীস্তোত্রে)

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥
যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোনকালে॥
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে, পরলোকে, তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেইজন॥
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না বুঝিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়??

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেমভক্তি-যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়)

জ্ঞান ক্লেশকর সাধন, আর ভক্তি সহজ এবং সুখকর-সাধন। সাধন ও সাধ্য উভয় দশাতেই ভক্তি সুখরূপা। জ্ঞানী বহু ক্লেশেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু ভক্ত ভগবৎকৃপায় অনায়াসে সুখে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হন। গীতায় আমরা পাই,—অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

(গীতা ১২।১)

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যে ভক্তগণ তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, আর যে সাধকগণ অব্যক্ত অক্ষরের অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের উপাসনা করে—এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ অর্থাৎ কাহারা শ্রেষ্ঠ সাধক?

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ (গীতা ১২।২)

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা,—অত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ-বিশিষ্টে।

যাহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক নিত্যনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন, আমি সেই ভক্তদিগকেই সর্ব্বোত্তম যোগী বা সর্ব্বোত্তম সাধক মনে করি।

এখন প্রশ্ন,- জ্ঞানিগণ কি শ্রেষ্ঠ নহেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥(গীতা ১২।৩-৫)

হে অর্জ্জুন, যদিও ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করেন,—আমার নির্ব্বিশেষ প্রকাশরূপ ব্রহ্মে তিনি সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তথাপি নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তমনা জ্ঞানিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহধারী (স্বরূপতঃ নিত্যসবিশেষ) জীবের পক্ষে ঐপ্রকার নির্গুণ নির্ব্বিশেষগতি দুঃখেই লভ্য হয়। তাই জ্ঞানরূপ সাধন ক্লেশকর।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্ ॥
(গীতা ১২।৬-৭)

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা—

"মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ,—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিন্ তেনৈব একান্ত-ভক্তিযোগেনোপাসতে ইত্যর্থঃ।"

হে অর্জ্জুন, আমার ভক্তগণ কিন্তু আমার কৃপাতে অচিরে অনায়াসে সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকেন।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ (ভাঃ ১।২।২২)

ভক্তি সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ ও সুখকর বলিয়া বিবেকী পুরুষ-সকল পরমানন্দ-সহকারে 'ভক্তের ভগবান্' শ্রীহরির পাদপদ্মে নিত্যকাল ভক্তি করিয়া থাকেন। ভক্তি আত্মপ্রসন্নতা-বিধায়িনী।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (১৭-১৮ অনুচ্ছেদ) বলিয়াছেন,—

"পরময়া মুদেতি কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানবৎ ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং, প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধ-দশায়াঞ্চ তাবৎ কুর্ব্বন্তি। তদেবং কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-যত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্-ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি মতম্।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"পরময়া মুদেতি সাধনদশায়ামপি কষ্টাভাব উক্তঃ।"—

শ্লোকে 'পরম আনন্দের সহিত নিত্যকাল ভক্তিযাজন করিয়া থাকেন'—বলাতে সিদ্ধ অবস্থাতে ত কথাই নাই, সাধনদশাতেও যে ভক্তির অনুষ্ঠান পরম সুখকর, তাহা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনের ন্যায় দুঃখকর বা কষ্টসাধ্য নহে—ইহা বলা হইল। তাই সিদ্ধ অবস্থাতেও ভক্তগণ ভক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা নিত্যকাল ভগবৎ সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তিই সকলের কর্ত্তব্য—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। তাই সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাশাস্ত্রের উপসংহারেও আমরা পাই—পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ (লোকশিক্ষার্থ) অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

উক্ত শ্লোকত্রয়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অতি-গম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি,—**সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ।**"

অর্থাৎ অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র সমগ্ররূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সারনির্ণয় করা কষ্টসাধ্য জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক ভগবান্ নিজেই তাহার সার তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন,—

হে অর্জ্জুন, যদিও আমি প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে পূর্ব্বে 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি (গীতা ৯।৩৪) সর্ব্বসার উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তথাপি আমার সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আবার শুন। তুমি আমার অতীব প্রিয় এইহেতু তোমাকে মঙ্গলের কথা বলিতেছি,—তুমি আমার চিন্তা কর, আমার সেবন-পরায়ণ হও, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণতি-বিধান কর, ইহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সকলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। তুমি শোক করিও না; আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ধর্ম্মরাজও বলিয়াছেন,

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্মে যে ভক্তিযোগ—ইহাই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণরসময় ॥
আদি-মধ্য-অন্তে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি ॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়)

সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥

(তথাহি জৈমিনি-ভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি)—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥
শুন শুন মাতা, কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ (ঐ ম: ১ম অ:)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

পরশ-মণি

দক্ষিণ-দেশেতে গোরা, বহাইল প্রেম-ধারা,
জনে জনে লয় কৃষ্ণনাম।
হেরিলে গৌরাঙ্গ-দেহ, ঘরেতে ফিরে না কেহ,
গোরা-পদে সঁপে মন-প্রাণ ॥

কূর্ম্ম-বিপ্রের ঘরে, গোরা অবস্থান করে,
এ বারতা রটিল সর্বথা।

দুর্লভ দর্শন যাঁ'র, বাঞ্ছে ব্রহ্মা-মহেশ্বর,
সেই প্রভু অধিষ্ঠিত হেথা ॥
'বাসুদেব' নামে বিপ্র কুষ্ঠে গলিত গাত্র,
আইলেন গৌরাঙ্গ-দর্শনে ।
কহিলেন কূর্ম্ম-বিপ্র,— "এলে তুমি যে-নিমিত্ত,
নাহি তিনি আমার ভবনে ॥
এখনি গেলেন চলি' মম হৃদি-পদ্ম দলি'
ফিরিবেন কবে নাহি জানি" ।
শুনি' বিপ্র এ-বারতা, পেলেন বিরহ-ব্যথা,
যেন দুঃখী মণিহারা ফণী ॥
অশ্রুতে তিতিল বপু, কহে—"দেখা দাও প্রভু",
ভূমে পড়ি' হইলা মূর্চ্ছিত ।
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেলে, নাচে 'গৌরহরি' ব'লে,
তাহে প্রভু হইলেন প্রীত ॥
ভক্তের ব্যাকুল ডাকে, এলো প্রভু সচকিতে,
বিপ্রে তবে দিলা আলিঙ্গন ।
প্রভু-আলিঙ্গনে তা'র, হৃদে দুঃখ নাহি আর,
কুষ্ঠরোগ হ'ল বিমোচন ॥
সুন্দর হইল অঙ্গ, লভিয়া প্রভুর সঙ্গ,
প্রভু-কৃপা পাইলা ব্রাহ্মণ ।
হৃদে তার জন্মে প্রেম, যথা লৌহে করে হেম,
পরশ-মণির পরশন ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধ

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত (১)

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভগবান্ হরিশয়নের ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নীরাজন-পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া গীতি-বাদ্যধ্বনি-সহকারে পবিত্র সরোবর-তীরে লইয়া যাইতে হইবে। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে যান হইতে ভগবানকে অবতরণ করাইয়া তীরে উপবেশন করাইয়া স্বীয় হস্ত-পদ প্রক্ষালন ও আচমন-ন্যাসাদির পর "জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণ—হে মহাবিষ্ণো

আপনার জয় হউক, বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন", এই বলিয়া প্রার্থনা করত জলমধ্যে ঐ দেবকে যথাবিধি গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা সুখে স্নান ও মহাপূজা কর্ত্তব্য। "হে দেব! শ্বেতদ্বীপের মধ্যে ফণা-মণি-সুশোভিত শেষরূপ এই পর্য্যঙ্কে আপনি সুখে নিদ্রালাভ করুন, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে সমগ্র জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতী ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে **'কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত'** চারিমাসে কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবে। সনৎকুমার বলিয়াছেন,—

'একাদশ্যান্তু' গৃহ্ণীয়াৎ **'সংক্রান্তৌ কর্কটস্য'** তু।
'আষাঢ্যাং' বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥

মানবগণ ভক্তিসহকারে **শয়ন-একাদশী** অথবা **আষাঢ়ী পূর্ণিমা,** কিম্বা **কর্কট সংক্রান্তিতে চাতুর্ম্মাস্য-বিহিত-ব্রত** ধারণ করিবে। বৎসরের চারিমাসকাল এই নিয়ম কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য-নিয়মের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে,—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে ব্যক্তি নিয়ম অথবা ব্রত কিম্বা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাচরণ করে, সে মূর্খ; তাহাকে জীবন্মৃত বলিয়া জানিবে। স্কন্দপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিম্নোক্তরূপ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং, দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি, কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে আমিষ পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি যাঁহারা স্বভাবতঃই আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এস্থলে 'মাষকলাই' আমিষ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হে বিপ্রেন্দ্র! জনার্দ্দন শয়ন করিলে যে ব্যক্তি নিষ্পাব (শিম) এবং রাজমাষ (বরবটী-কলাই) ভক্ষণ করে, তাহাকে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক জানিবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি হরিশয়নে কলিঙ্গ, পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকু) এবং সন্ধিত—এই সকল ভোজন করে, তাহার সপ্তজন্মের পুণ্য বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। চাতুর্ম্মাস্য-কালে জাত মনোজ্ঞ ফল-মূলাদির মধ্যে নিজপ্রিয় কিছু ফল-মূলাদি বর্জ্জন করিবে। নিয়ম-

পালনকারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ-হোমাদির অনুষ্ঠান এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবানের নিকট নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করিবে—"হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম; হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। হে জনার্দ্দন! ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তথাপি আপনার প্রসাদেই ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করুক।"

বিষ্ণুরহস্য-গ্রন্থে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—হে নারদ! বিস্তৃতভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিয়মাদি শ্রবণ কর; মানব ব্রতকালে ভক্তিপূর্ব্বক ঐসকল নিয়মাদি যদি পালন করেন, তাহা হইলে তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন। এই **চাতুর্ম্মাস্য বৈষ্ণব-ব্রত**, কোন ব্যক্তি মনে মনে আচরণ করিলেও তাহার শত-জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একাহারী, শান্ত, নিত্যস্নায়ী এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া চারিমাস হরির পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি ভূমিশায়ী হইয়া বৎসরের চারিমাসকাল হরি-অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বৈষ্ণবী গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি কেশবকে উদ্দেশ করিয়া ব্রত-পরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন তাহার মুক্তি করতলগত।

ভবিষ্যোত্তরে ভগবান্ যুধিষ্ঠিরের নিকট উক্ত ব্রতের মহিমা বর্ণন করিতেছেন,—"ব্রতকালে বৎসরের চারিমাস স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, যিনি আমার ভক্ত, তিনি ধর্ম্মার্থে দৃঢ়ব্রত হইয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক ব্রতের নিয়মসকল ধারণ করিবেন। নিয়ম-ধারণকর্ত্তার নিয়মসকলের পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণিত হইতেছে:— চাতুর্ম্মাস্য-নিয়ম ধারণপূর্ব্বক যিনি লবণ বর্জ্জন করেন তাঁহার মধুর স্বর এবং তৈলাহার বর্জ্জন করিলে দীর্ঘায়ু ধার্ম্মিক পুত্র লাভ হয়। হে পার্থ! অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দ্দন) পরিত্যাগ করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য এবং পক্ক তৈল বর্জ্জন করিলে শত্রু নাশ হয়। মধুক (মহুয়া) পরিত্যাগ করিলে অতুল সৌভাগ্য ও পুষ্পোপভোগ বর্জ্জনে বিদ্যাধরতুল্য কান্তি লাভ হয়। এইরূপে যোগাভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তি উন্নত লোকের অধিকারী হন। যিনি তিক্ত, কটু, অম্ল, মধুর, ক্ষার ও কষায়জনিত রসসকল বর্জ্জন করেন, তিনি কখনও বৈরূপ্য ও বৈগন্ধ (গন্ধহীনত্ব) প্রাপ্ত হন না। তাম্বুল ত্যাগ করিলে সুখী ও অপক্কভোজী নির্ম্মলতা লাভ করেন। হে রাজন্! **ভূমি বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়।** মধু ও মাংস বর্জ্জন করিলে মুনি ও যোগী এবং সুরা ও মদ্য বর্জ্জনে নীরোগ ও তেজস্বী হয়। **'নখ' ও লোম (কেশ) ধারণ করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়।**

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে মৌনী হইলে তাঁহার আজ্ঞা অস্খলিত হয় এবং মৃত্তিকায় ভোজন করিলে পৃথিবীর অধিপতি হওয়া যায়। "নমো নারায়ণায়" মন্ত্র জপ করিলে শত শত দানের ফল লাভ হয়। বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনে গোদান-জনিত ফল, তৎপাদাম্বুজ-স্পর্শনে মনুষ্য কৃতকৃত্য হন। বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জনে কল্পকালস্থায়ী রাজ্যলাভ এবং তাঁহার স্তব-স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে ৩ বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে বিমানে আরূঢ় হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়। **বিষ্ণু-মন্দিরে গীত-বাদ্য করিলে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ হয়।** যিনি নিত্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা লোকসকলকে প্রবোধিত করেন তিনি ব্যাসরূপী হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পুষ্পমালা দ্বারা পূজা ও ভগবন্মন্দির প্রোক্ষণ করিলে বৈকুণ্ঠলোক লাভ হয়। তীর্থাদি-স্নানে নির্ম্মলদেহ এবং পঞ্চাগব্য-ভোজনে যাবতীয় ব্রতের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। একাহারী হইলে অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের এবং সমস্ত তীর্থযাত্রার ফল লাভ হয়। যে মনুষ্য নিত্যস্নান ও জপ-পরায়ণ হন, তাহাকে আর নরক-দর্শন করিতে হয় না। ধাতুপাত্রাদি বর্জ্জন করিয়া পত্রে ও শিলায় ভোজন করিলে পুষ্কর-কুরুক্ষেত্র-প্রয়াগ-স্নানাদির ফল প্রাপ্তি হয়। ঐরূপে ব্রতীর কায়-মন-বাক্যে যাবতীয় আচরণ দ্বারা কেশব তুষ্টি লাভ করেন।

ব্রতী শ্রীকৃষ্ণের স্তব, পূজা এবং বিবিধ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ স্বীকার করিবে। নৃত্য-গীতাদি দ্বারা ভগবানকে পরিতুষ্ট করিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে তাঁহাকে নিজ মন্দিরে আনয়ন করিবে। ব্রতী বৈষ্ণবগণের সম্মানান্তে বিদায় দিয়া ভগবানকে নিরাজনপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক নিজেও ভূমিতে শয়ন করিবে। এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলে চারিমাসকাল সুখে অতিবাহিত হইবে, ইহার অন্যথা হইলে দুঃখ, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হয়।

ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষরূপ সর্প-শয্যায় শয়ন করিলে ক্ষীর-সমুদ্রের সলিল-তরঙ্গের দ্বারা তদীয় চরণদ্বয় প্রক্ষালিত ও লক্ষ্মীর পদ্ম-হস্ত দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পরিমার্জ্জিত হয়। ঐ কালে যে ভগবদ্ভক্ত বহু বহু ব্রতনিয়ম দ্বারা চারিমাসকাল ক্ষেপণ করেন, তিনি নিত্যকাল বিষ্ণুলোকে অধিষ্ঠিত হন।" চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের অপর যে-সকল কৃত্যাদি আছে, তাহা কার্ত্তিক-ব্রত-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও নন্দোৎসব

বিগত ১৬ই ভাদ্র, শনিবার এবং ১৭ই ভাদ্র, রবিবার দিবসে চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত এবং নন্দোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত পালিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে ইহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিন হইতেই শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃপঞ্চাস্য ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ মন্দির, তৎপ্রাঙ্গণ, তথা দ্বারদেশ নানা-প্রকারের বস্ত্র, পতাকা, পল্লব এবং কদলীবৃক্ষের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

১৬ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী-দিবসে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজন-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' পারায়ণ করেন এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ করা হয়। রাত্র ১২টার সময় সাড়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, পরে আরাত্রিকান্তে শ্রোতৃবৃন্দ কিঞ্চিৎ ফল-মূল প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব-স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনেকস্থলে দেখা যায়,—ধর্ম্মযাজিগণ জন্মাষ্টমীতে উপবাস না করিয়া উৎসবের নাম দিয়া প্রচুর অন্নাদি গ্রহণ করেন—ইহা নিতান্ত অন্যায় ও অবৈধ। অনেক সুবিধাবাদী অযথা কোন মহাজনের দোহাই দিয়া নিজ দুর্ব্বলতা বা শিশ্নোদর-পরায়ণতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাকে উদর ও জিহ্বাবেগ বলে।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার—নন্দোৎসব দিবসে আহূত-অনাহূত প্রায় ৪০০ শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীবেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমস্ত মঠসমূহেই এই মাধবী তিথি বা হরিদিন যথারীতি 'হরিভক্তিবিলাস' মতে পালিত ও নন্দোৎসবাদি হইয়াছে।

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত

পূর্ণশক্তিমত্তত্ত্ব অজ ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও চিচ্ছক্তি আশ্রয় করত জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারাণীও সর্ব্বশক্তিমানের লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের অনুগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলানুগমন খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরিপূর্ণকাম স্বয়ংরূপ ভগবানের তিনি স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তি। ভগবানের সর্ব্বতো-ভাবে আরাধনা ও তাঁহাকে আনন্দ-প্রদানা করেন বলিয়া তিনি 'রাধা' নামে অভিহিতা। রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই, আবার কৃষ্ণ ব্যতীত রাধার অস্তিত্ব অসম্ভব। এজন্য রাধাকৃষ্ণের অঙ্গাঙ্গী-ভাব সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন,—

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে বহুগণের বিস্তার॥
গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তাঁর গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ অঃ)

গত ১লা আশ্বিন ১৩৬৮, ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১, সোমবার—বৃষভানু-নন্দিনী মাধব-দয়িতা শ্রীরাধিকার শুভাবির্ভাব ব্রতোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠসমূহে, বিশেষতঃ চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শাস্ত্র-আলোচনা-নামসঙ্কীর্ত্তনাদি সহযোগে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—ঈশশক্তি-গদাধরাভিন্নতনু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভ-প্রকটোৎসবও বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আগামী ৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর, সোমবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যাবতীয় শাখামঠসমূহে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হইবে। কার্ত্তিকব্রতের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আলোচ্য।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৬৮ { ৯ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় —শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৪ দামোদর, ৪৭৫ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৮ ; ইং ১৬।১১।১৯৬১

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা-দ্বাদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে—৩১-৩২,৩৪-৪২, ৪৬)

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥১॥

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন,—ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব ভগবান্ স্বতঃ অগুণ থাকিয়াই সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-মূর্ত্তিতে মায়ার দ্বারা মহৎ গুণ সকল গ্রহণ করাইয়া থাকেন ॥১৩॥

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥২॥

শ্রীহরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিগুণমায়া-শক্তিধর (অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মারূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥২॥

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন
বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥৩॥

হে নারদ! আমি সমুৎকণ্ঠিত সেবোন্মুখ-চিত্তে হরিকে ধারণা করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার প্রভাবে আমার বাক্য, মন এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহ দোষ-রহিত হইয়াছে। সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া লক্ষিত হয় না, আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না, আমার ইন্দ্রিয়গ্রামও অসৎপথে ধাবিত হয় না ॥৩॥

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তন্নাধ্যগচ্ছং সত আত্মসম্ভবঃ ॥৪॥

(সেই প্রকার সোৎকণ্ঠিতচিত্তে হরিকে ধ্যানকারী) আমার মুখ হইতে প্রথমে বেদ নিঃসৃত হইলেও এবং আমি তপোময় এবং প্রজাপতিগণের দ্বারা পূজিত প্রভু হইলেও এবং একাগ্রচিত্তে নিপুণ-যোগ সমাশ্রয় করিয়াও, যখন যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, তখন আমার সৃষ্ট, অন্যান্য জীবে কি-প্রকারে সেই পুরুষকে জানিতে পারিবে? ৪॥

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ? ৫॥

শরণাগত ভক্তগণের সংসার-দুঃখ-চ্ছেদক, স্ব-প্রেম-সুখদায়ক সুষ্ঠু মঙ্গলজনক ভগবানের চরণে আমি প্রণত হই। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তদ্রূপ সেই পুরুষও নিজে যোগমায়া বিস্তারের অবধি করিতে পারেন না। সুতরাং অপরে কি-প্রকারে তাঁহার মায়াবিস্তারের পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবে ?৫॥

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদুর্
বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিত-বুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥৬॥

আমি, তুমি, রুদ্র যে পুরুষের একপাদ বিভূতিও জানিতে পারি না, অপর দেবতাগণ তাহা কি-প্রকারে জানিবে? তাঁহার মায়ার দ্বারা বিমোহিতবুদ্ধি হইয়া তদীয় মায়া-বিনির্ম্মিত এই বিশ্বকে নিজ নিজ জ্ঞান-অনুরূপ বর্ণনা করিয়া থাকি ॥৬॥

যস্যাবতার-কর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥৭॥

আমাদের ন্যায় সকলেই তাঁহার অবতার ও কার্য্যসমূহ গান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু **কেহই তাঁহার সশক্তিক-স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন না।** আমি সেই ভগবানের স্বরূপ কি বলিব? আমি সেই ভগবানকে কেবল প্রণাম করি॥৭॥

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥৮॥

সেই আদ্য-পুরুষাবতার ভগবান্ প্রতি কল্পারম্ভে আপনি আপনাতে আপনার দ্বারা আপনাকে সৃজন (প্রকট), পালন (পোষণ) ও সংহার (গোপন) করেন ॥৮॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥৯॥

ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ উপাধি-শূন্য বলিয়া বিশুদ্ধ, কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণাভাবহেতু কেবলজ্ঞান-স্বরূপ, সর্ব্ব অন্তরে বিরাজিত বলিয়া প্রত্যক্, ওতঃপ্রোতভাবে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বলিয়া সম্যগবস্থিত,

ব্যাপ্তিরূপী হইয়া সর্ব্বত্র সত্তারূপে স্থিত বলিয়া সত্য, তারতম্যাভাব-হেতু পূর্ণ, জন্মাদি বিকারশূন্য-হেতু অনাদি ও অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণের সংসর্গাভাব-হেতু নির্গুণ, সর্ব্বকালে একই রূপে অবস্থিত বলিয়া নিত্য, তাঁহাতে দ্বিতীয় বস্তুর অভাবহেতু তিনি অদ্বয় ॥৯॥

ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম ॥১০॥

হে ঋষে নারদ! যাঁহাদিগের দেহ-ইন্দ্রিয় ও মনন প্রশান্ত, এবম্ভূত মুনিগণই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। সেই ভগবত্তত্ত্বই আবার কুতর্কে পরিব্যাপ্ত হইলে তিরোহিত হয় অর্থাৎ সাধকের পক্ষে তিনি অলভ্য হন ॥১০॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ-ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥১১॥

প্রকৃতির অধ্যক্ষ (ঈক্ষণকর্ত্তা) কারণার্ণবশায়ী পুরুষ—পরব্যোমাধিপতি ভগবানের প্রথম অবতার। কাল-স্বভাবাদি তাঁহার কর্ম্ম, কার্য্য-কারণাত্মক প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, সমষ্টিশরীররূপ পাতালাদি, সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর, জঙ্গম—ব্যষ্টি শরীর পরমেশ্বর-সম্বন্ধি-বস্তু ॥১১॥

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণ-কষায়-শোষা-
ননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥১২॥

হে দেবর্ষি নারদ! সেই ভূমা পুরুষের প্রধান প্রধান লীলাবতার-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিলে অন্য ইতর কথা শ্রবণ করিবার বাসনা-রূপ কষায় বিদূরিত হয়। আমি সেইসকল কথাও ক্রমে ক্রমে তোমাকে বলিব। সেইসকল কথামৃত তুমি সম্যক্ পান কর ॥১২॥

পারমার্থিক সম্মিলনীর

সভাপতির দ্বিতীয় অভিভাষণ

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। পূর্ব্বে আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল ; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল কথা জান্‌তে পার্‌ব। যাঁরা এ বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলাম।

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুন্‌তে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতবার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হ'তেও সাত্বতগণ যেমন তাঁদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তাহার আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তবসত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁ'দের সে-সকল কথা শু'নে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁ'দের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নাই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্মে শু'নেছি,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকা-বহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী জ্ঞানিসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয়-পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ-বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁ'দের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য কর্‌তে পারেন, তজ্জন্যই তাঁ'দের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি, অধিকাংশ স্থলেই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন নাই। অনেক

স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে-কথার আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তা'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি। কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু আমরা জানি,—**ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র** অর্থাৎ সে-সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; **তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়,—liberated soul এর কথা নয়, conditioned soul এর প্রলাপ মাত্র।** শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা কর্‌ব? তখন শ্রীগৌরসুন্দর বলেছিলেন,—

ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাকনা কেন, ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন ক'রতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হচ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য কর্‌বার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। **কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।** আমরা ধন, জন—কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

ব্যাধি নিরাময় হউক, কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁ'দের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রর্থনা ক'রে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—**বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ**। অনাত্ম-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এজন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা,—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁ'রা কাম ক্রোধের সেবায় রুচি-সম্পন্ন, তাঁ'রা অন্যরূপ বিচার করতে পারেন, কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥

আমরা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। **আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের কৃপা বিচার করুন**; তা' হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন। আমাদের ভিক্ষা,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁ'রও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—**'জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-সেবা (?) কর্‌বার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণশিশু হ'য়ে জন্ম লাভ কর্‌তে হ'য়েছিল।** তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন,—**কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—**'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন কর্‌বার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যা'চ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক-বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন,—ইহা আশীর্ব্বাদ নয়, —অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক'—এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শু'নে মহাপ্রভুকে ব'ল্‌লেন যে, তিনি পূর্ব্বে যা' শুনেছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলেন। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্‌লে লোক তা'কে "ঠেঙ্গা ল'য়ে মারতে যায়।" এই ব্রাহ্মণ-কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে ইহাকে 'ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক' বর দিলাম—ইহার উপকার কর্‌তে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ কর্‌তে উদ্যত হ'লো। নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চেয়ে ইহার কোন দোষ নিবেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে

দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত কর্‌তে লাগ্‌লেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত কর্‌তে নিষেধ কর্‌লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য কর্‌ছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন, —'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য কর্‌ছে। এই কথা শুন্‌বামাত্র বিশ্বম্ভর 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক আচমন কর্‌লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গবর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হইয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

ভক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তাঁ'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌বার উপদেশ দি'য়েছেন।

উর্ব্বশী তা'র অপস্বার্থ সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তখন ঐল উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করে নির্ব্বেদ লাভ কর্‌লেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোক ব'লেছিলেন।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বি-হৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাইরের দিকে এক রকম কথা, ভিতরের দিকে

অন্যরকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বি-হৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার কর্‌তে চায়। যাঁ'রা দ্বি-হৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন কর্‌তে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বি-জিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। **যাঁ'রা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ কর্‌ব—অপরের সঙ্গ কর্‌ব না।** দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌তে হ'বে, যেমন,—শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাক্‌তে হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব

জগতে জীবতত্ত্ব লইয়া অনেক বিবাদ। যিনি যে প্রকৃতির মনুষ্য, তিনি সেই প্রকৃতি-অনুসারে জীবসম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। **তামস প্রকৃতির লোকেরা** জীবকে জড়গুণোদ্ভূত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে জড়দেহের সহিত জীব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। **রজস্তমোমিশ্র ব্যক্তিগণ** মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও জীব বলেন না। পশুগণ জীবপ্রায়; জীবের ভোগ্যবস্তু-মাত্র। তাঁহাদের মতে ভগবৎ-পার্ষদগণ জীব হইতে কিছু উচ্চতত্ত্ব। মানবের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম স্বীকার করেন না। কেন যে প্রথম হইতে কোন কোন ব্যক্তির মঙ্গলসূচক অবস্থা ও কোন ব্যক্তির অমঙ্গলসূচক অবস্থা হয়, তাহাও বলিতে পারেন না। **রাজস ব্যক্তিগণ** মানব, পশু, পক্ষী সকলকেই জীব বলেন ও জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, কিন্তু জীবের লোকগতি ব্যতীত শুদ্ধচিদ্গতির প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। **রজঃসত্ত্বমিশ্র লোকেরা** জীবের লোকগতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধচিদ্গতিতে তত শ্রদ্ধা করেন না। **সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ** জীবের নির্ভেদ-ব্রহ্মগতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন। মায়াগুণ-মোহিত ব্যক্তিগণের এই পর্য্যন্ত জীবতত্ত্বের বিচার হয়। মায়ার ত্রিগুণকে ভেদ করিয়া নির্গুণতার সহিত যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্যগুলিকে আদর করিয়া গ্রহণ করেন:—

'মায়াধীশ', 'মায়বশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ?

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

*　　*　　*

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ'॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত, এক—'নিত্য-সংসার'॥

(মধ্য ৬ষ্ঠ ১৬২-১৬৩; ২০শ ১০৮-১০৯, ১১৭, ৩০৮-৩০৯, ২৭৩; ২২শ ৯-১০)

সাত্ত্বিক-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জড়ীয় জ্ঞানের ব্যতিরেক আলোচনা-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে, বস্তুত ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ নাই। আপাততঃ যে ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ব্যবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিক নয়। তাঁহাদের মধ্যে আবার তিনটি সম্প্রদায়। **এক সম্প্রদায়ের মত** এই যে, ভেদ-জ্ঞান মিথ্যা, কেবল মায়িক-প্রতীতিমাত্র। অবিদ্যা অধ্যাসক্রমে মহাকাশ হইতে ঘণ্টাকাশের ন্যায় জীবের ভেদভ্রম। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে সেই ভ্রম বিগত হয়, কেবল মহাকাশই থাকে। তখন জীবত্বরূপ অহঙ্কার দূর হয়। এই মতের নাম পরিচ্ছেদ-পরিচ্ছিন্নবাদ। **দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত** এই যে, ব্রহ্ম বিম্ব এবং

জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব-প্রতীতি মাত্র! বস্তুতঃ জীব নাই। অবিদ্যা মায়া-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যা-ভ্রম বিগত হইলেই জীবের জীবত্ব-নির্ব্বাণ হয়। **তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন** যে, বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। একটী মায়াভ্রম বলিয়া উৎপাত আছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভেদপ্রতীতি হইতেছে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সমস্ত মতই বাগাড়ম্বরমাত্র, তর্কের দ্বারা প্রসূত হইয়াছে এবং অন্য তর্ককৌশলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। **এই সমস্ত বাদ বেদের একদেশকেও অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহারা বেদের সিদ্ধান্ত নয়। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর এবং জীব স্বভাবতঃ মায়াবশ অর্থাৎ মায়াদ্বারা বশ হইবার উপযোগী।** বেদ বলেন—

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তাস্মংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥ (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)

মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। **মায়া একটী পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে।** গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কেবল অভেদ বলিতে পার না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীতা ৭।৪-৫)

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি স্থূলজড় ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই তিনটি সূক্ষ্মজড়,—এই অষ্টপ্রকারে ভিন্নস্বরূপা আমার অপরা বা মায়া-প্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার একটী পরাপ্রকৃতি জীবস্বরূপা, যদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূরিত। জীবের স্বরূপ এই যে, **জীব কৃষ্ণদাস; কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ।** যে শক্তি চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদাভেদ-প্রকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদ নহে। যথা বৃহদারণ্যকে—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। (৪।৩।৯ মন্ত্র)

সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান। যথা বৃহদারণ্যকে—

তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃঃ ৪।৩।১৮)

সেই তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ **জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত-বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।**

তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট ; সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ-স্থল। যথা বৃহদারণ্যকে—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (২।১।২০)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতনসকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত-সত্তাবিশেষ। উভয় কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থ মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়। **সেই কৃষ্ণস্মৃতি-ভ্রমবশতঃ তাহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এ দশা।** এই দুর্দ্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না ; যেহেতু কৌতুকী কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্ধর্ম্ম অপচয়-কার্য্যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের) অপচয় করিলে (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন-সময়ে

জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীব-নিচয়কে প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন। সেই অপরাধক্রমেই মায়াপ্রকৃতি জীবকে সংসার-দুঃখ দিয়া দণ্ডবিধান করেন। ভগবানের অংশ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ সকলেই স্বাংশবিস্তার। **জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা ; কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী।** স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং **কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্।** কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐ সকল জীবের মায়া-প্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অপরাধ। অতএব মায়িক-কালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি-বহির্ম্মুখতা বলা যায়। মায়াসঙ্গ-বিকারদ্বারা রুদ্রদেবতাও ভেদাভেদ-স্বরূপ, অতএব কৃষ্ণ-স্বরূপ নন। অম্লযোগে দুগ্ধ দধি হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধান্তর বস্তু বলা যায় না এবং দধিও বস্তুতঃ দুগ্ধ নয় (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭-৩০৯)। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিধৃত পরমাত্মসন্দর্ভে ১৯শ সংখ্যায় শ্রীজামাতৃমুনি-প্রদর্শিত পাদ্মোত্তরবচন যথা ;—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ-স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥

জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন, অপ্রাকৃত, জন্মরহিত, নির্ব্বিকার, স্বরূপতঃ একরূপবিশিষ্ট, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহমার্থ, অব্যয়, ক্ষেত্রী, বিভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষর। এই সমস্ত গুণযুক্ত হইয়া তিনি ভগবানের দাসস্বরূপ তত্ত্ব।

জ্ঞানাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, জ্ঞানগুণ অর্থাৎ জ্ঞানই তাঁহার গুণ, অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, জড়দেহলাভ ও তাঁহার জন্ম বা বিকার নাই, অণু অর্থাৎ

জড় পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ জড়দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি-ভাবাপন্ন, অহমর্থ অর্থাৎ 'আমি' শব্দবাচ্য, ক্ষেত্রী অর্থাৎ জড়দেহরূপ ক্ষেত্রাধিপতি, বিভিন্নরূপ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ এবং অক্ষর অর্থাৎ ক্ষরধর্ম্ম-রহিত। জীব তটস্থশক্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে নারদ বলিয়াছেন ;—

যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।

[চিচ্ছক্তি-নির্গত চিৎকণ-জীবই তটস্থ]

তটস্থশক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্যাবিদ্যা পরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টেস্তস্য তচ্ছক্তিত্বে সত্যপি পরমাত্মনস্তল্লেপাভাবশ্চ যথা ক্বচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্য্যস্যাতিরস্কারস্তদ্বৎ। (পরমাত্ম-সন্দর্ভ ৩৭ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য এই যে, **তটস্থা জীবশক্তি মায়াশক্তি হইতে পৃথক্ ; অতএব মায়া-কোটি মধ্যে গণিত হন না। অথচ জীবের অবিদ্যা-পরাভবাদি-দোষে এবং পরমাত্মার অবিদ্যা-নির্লেপধর্ম্ম-প্রযুক্ত পরমাত্মকোটিতেও গণিত হন না। পরমাত্মার শক্তি হইয়াও তাঁহার অবিদ্যালেপ পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না। যেরূপ একদেশস্থ সূর্য্যরশ্মি ছায়া-দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না, তদ্বৎ।**

সেই জীব দুইপ্রকার অর্থাৎ **নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত।** শ্রীজীব বলিয়াছেন ;—

তদেবমনন্তা এব **জীবখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ।** তত্র **তাসাং বর্গদ্বয়ং** একোবর্গোঽনাদিত এব ভগবদ্বহির্মুখঃ অন্যস্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয় জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র **প্রথমোঽন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্য ভগবৎপরিকররূপো গরুড়াদিকঃ। অস্য চ তটস্থত্বং জীবত্বপ্রসিদ্ধেরীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ।** অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্ব-দোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী।

(পরমাত্ম-সন্দর্ভ ৪৭ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য এই যে, **জীব অনন্ত। তাহারা বর্গদ্বয়ে বিভক্ত। এক বর্গ অনাদি হইতে ভগবদ্বহির্মুখ। অন্য বর্গ অনাদি হইতে ভগবৎ-পরাঙ্মুখ।** ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা ভগবদ্বহির্মুখত্ব ও ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে

ভগবৎ-পরাঙ্মুখত্ব হইয়াছে। **ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীত নিত্য ভগবৎপার্ষদবর্গ, যথা—গরুড়াদি।** তাঁহারা ঈশ্বর-কোটিতে প্রবিষ্ট হন নাই; ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অতএব তটস্থ। **দ্বিতীয় বর্গ ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব-প্রযুক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাশূন্য,** অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করত সংসারী করিয়াছে। এ বিষয়-সিদ্ধান্তে কারিকা ;—

চিৎসূর্য্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎ-পরমাণবঃ।
তৎকিরণকণাঃ শুদ্ধাশ্চাস্মদর্থাঃ স্বরূপতঃ॥
অচিন্ত্য-শক্তিসম্ভূত-তটস্থধর্ম্মতঃ কিল।
চিৎস্বরূপস্য জীবস্য মায়াবশ্যঞ্চ সিধ্যতি॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং গীতোপনিষদি শ্রুতং।
জীবস্য তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে ভেদো ন সিধ্যতি॥
জীবো মায়াবশঃ কিন্তু মায়াধীশঃ পরেশ্বরঃ।
এতদাম্নায়-বাক্যাত্তু ভেদো জীবস্য সর্ব্বদা॥
ভেদাভেদ-প্রকাশোঽয়ং যুগপজ্জীব এব হি।
কেবলাভেদবাদস্যাবৈদিকত্বং নিরূপিতং॥
মায়াবশত্ব-ধর্ম্মেণ মায়াবাদো ন সম্ভবেৎ।
যতো মায়াঽপরাশক্তিঃ পরয়া জীবনির্ম্মিতঃ॥
মায়াবৃত্তিরহংকারো জীবস্তদতিরিচ্যতে।
মায়াসঙ্গ-বিহীনোঽপি জীবো ন হি বিনশ্যতি॥
মায়াবাদ-ভ্রমার্ত্তানাং সর্ব্বং হাস্যাস্পদং মতং।
অদ্বৈতস্য নিষ্কলস্য নিলিপ্তস্য চ ব্রহ্মণঃ॥
প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদৌ কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিলাভেঽপি কথং নির্ভয়তা ভবেৎ॥
রজ্জুসর্প-ঘটাকাশ-ভক্তিরজত-যুক্তিষু।
অদ্বৈত-হানিরেবস্যাদযথোদাহৃতেষু বৈ॥

ব্রহ্মলীলা যদা মায়া তদা তস্যাঃ ক্রিয়া কথং।
কস্য বা স্পৃহয়া তস্যাঃ প্রবৃত্তিরুপজায়তে॥
ব্রহ্মেচ্ছা যদি তদ্ধেতুঃ কুতস্তন্নির্ব্বিকারতা।
মায়েচ্ছা যদি বা হেতু র্দুর্ভাগ্যং ব্রহ্মণো হি তৎ॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং সর্ব্বং বেদবিরুদ্ধকং।
প্রাকৃতাং যুক্তিমাশ্রিত্য প্রকৃতার্থ-বিড়ম্বনম্॥
অচিন্ত্যশক্তি-বিশ্বাসাৎ জ্ঞানং সুনির্ম্মলং ভবেৎ।
ব্রহ্মণি নির্ব্বিকারে স্যাদিচ্ছা-শক্তির্ব্বিশেষতঃ॥
তদিচ্ছাসম্ভবা সৃষ্টিস্ত্রিধা তদীক্ষণশ্রুতেঃ।
মায়িকা জৈবিকী শুদ্ধা কথং যুক্তিঃ প্রবর্ত্ততে॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদ চ।
শ্রুতিবাক্যমিদং লব্ধ্বাঽচিন্ত্যশক্তিং বিচারয়॥
ভেদবাক্যানি লক্ষ্যাণি দ্বাসুপর্ণাদি সূক্তিষু।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু চাভেদত্বং প্রদর্শিতম্॥
সর্ব্বজ্ঞ-বেদ-বাক্যানাং বিরোধো নাস্তি কুত্রচিৎ।
ভেদাভেদাত্মকং তত্ত্বং সত্যং নিত্যঞ্চ সার্থকম্॥
একদেশার্থমাশ্রিত্য চান্যদেশার্থ কল্পনম্।
মতবাদ-প্রকাশার্থং শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থনম্॥
কর্ম্মমীমাংসকানাং যদ্‌বিজ্ঞানং শ্রুতি-নিন্দনম্।
মূর্খত্বমেব তেষাং তৎ ন গ্রাহ্যং তত্ত্ববিজ্জনৈঃ॥
বিভিন্নাংশো হি জীবোঽয়ং তটস্থশক্তি-কার্য্যতঃ।
স্বস্বরূপ-ভ্রমাদস্য মায়া-কারাগৃহ-স্থিতিঃ॥

পরমাত্মা চিৎসূর্য্য। জীবসকল তাঁহার কিরণ-পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্তত্বই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহং-পদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-নিঃসৃত তটস্থশক্তি-ধর্ম্মে জীবের অণুত্ব-নিবন্ধন মায়াবশ্য ধর্ম্মগঠন সিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীব মায়াতীত কোন পরাশক্তি; অতএব পরমাত্মা হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ—এই আম্নায়-বাক্যে জীব ঈশ্বর হইতে

নিত্যভিন্নতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়; সুতরাং **জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদবাদ অবৈদিক।**

মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদ-মতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য-তত্ত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির হয় যে, 'মায়া'-শব্দশূন্য চিৎকণ-জীব স্বীয় অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াকর্ত্তৃক পরাভূত হইবার যোগ্য। মায়া অপরাশক্তি, কিন্তু জীব পরাশক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। জড়-অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময়পদার্থ। জীব মায়াযুক্ত হইলেও জীবত্বহানিরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন না। **মায়াবাদ একটী ভ্রম।** সেই ভ্রমপীড়িত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা কাহাতে সম্ভব হয়?

আবার অদ্বৈত-সিদ্ধিতে জীবের বা নির্ভয়তা কিরূপে হয়? রজ্জুসর্প, ঘটাকাশ, শুক্তিরজত উদাহরণসকল অযথা উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে অদ্বৈত-সিদ্ধি দূরে থাকুক, অদ্বৈত-হানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রহ্ম-লীলা-প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, তাহাতেও কেবল অদ্বৈততা থাকে না। তথাপি ভিক্ষাস্বরূপ মানিয়া লইলেও তাহার আবার ক্রিয়া কিরূপে হয়? কা'র ইচ্ছাতে সে মায়ার ক্রিয়া-প্রবৃত্তি? যদি ব্রহ্মেচ্ছা তাহার প্রবৃত্তিহেতু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে নির্ব্বিকার হন? যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ আর একটী তত্ত্ব হইয়া উঠে ও ইচ্ছাহীন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত করিয়া ফেলে, তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ একটী কল্পিত মত মানা যায়, তাহাও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র-ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্মের শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব **মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, সর্ব্ববেদ-বিরুদ্ধ। ইহাতে প্রাকৃত-যুক্তিদ্বারা বেদের অপ্রাকৃত অর্থসকলের বিড়ম্বনামাত্র লক্ষিত হয়।**

অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান সুনির্ম্মল হয়। ব্রহ্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্ব্বিকারতা-ধর্ম্ম যেরূপ স্বীকৃত, সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর অবিরোধ কার্য্য করে। "স ঐক্ষত"—এই বেদবাক্যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই অচিন্ত্যশক্তি মায়িকী, জৈবী ও শুদ্ধ চিদ্বিষয়িণীরূপ ত্রিধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন,

এরূপ বিশ্বাস আর সন্দেহ-পরাহত হইবে না। **"নাহং মন্যে" শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'দ্বা সুপর্ণাদি' বাক্যে নিত্যভেদ ও 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যে নিত্য-অভেদ উপদিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ-বেদবাক্যে কোন স্থলে বিরোধ নাই।**

অতএব বেদের মত এই যে, যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-স্বরূপ-তত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক। বেদের একদেশের অর্থ গ্রহণ করিয়া মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দেশের অর্থ তদনুগত করিবার চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থন। কর্ম্ম-মীমাংসকদিগের বিজ্ঞান-শ্রুতিতে অশ্রদ্ধাই তাহাদের মূঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন না। অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে, **ঈশ্বরকোটি হইতে পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ-তত্ত্বরূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি। 'জীব শুদ্ধ-চিৎপদার্থ, স্বভাবতঃ কৃষ্ণানুগত'**—এই স্বরূপভ্রম হইতেই জীবের মায়া-কারাগারে অবস্থিতি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীমদ্ বামন মহারাজের নিকট পত্র

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।
স্বপার্ষদে স্মরি যে নিয়ত॥
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি।
কৃপা করি' শুন প্রভু আমার মিনতি॥
ডাকযোগে পত্র দিনু আপনার করে।
অদ্যাবধি তার উত্তর না দিলে আমারে॥
ঐ পত্রে যে-কিছু প্রশ্ন ছিল আমার।
উত্তর না পেয়ে পত্র দিনু পুনর্ব্বার॥
অতএব নিবেদন তোমার চরণে।
এই পত্রের উত্তর দিতে থাকে যেন মনে॥
'পিছলদা গৌড়ীয় মঠ' যেখানেতে হয়।
নীলাদ্রি-গমনে প্রভু বিশ্রাম করয়॥
মহাপ্রভু কৃপা কৈল পিছলদা-বাসিগণে।
সেই হ'তে মতি তাঁ'দের হরি-সঙ্কীর্ত্তনে॥

অদ্যাবধি হরিনাম সবে মিলি করে।
তার প্রভাবে শ্রীমঠ হ'ল গতবারে॥
মঠের আচার,—হরিসেবা, পাঠ-কীর্ত্তন।
পিছলদাবাসীর আজ আনন্দিত মন॥
এদেশের লোকে আমার নিকট বলে।
গৃহী বৈষ্ণবের কি লাঙ্গল করা চলে ??
তার উত্তর দিলুঁ মুঁই,—কর্ম্মের লক্ষণ।
যাহা কিছু মনে ছিল কহিলুঁ তখন॥
হরিসেবার উদ্দেশ্যে যেবা করে কর্ম্ম।
পরমার্থ বিচারিলে সেই সত্য-ধর্ম্ম॥
ভক্ত বা অভক্ত যদি কর্ম্ম করে কভু।
কৃষ্ণোদ্দেশে কৈলে কর্ম্ম ধর্ম্ম হয় তবু॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি লাগি কর্ম্ম যদি করে।
স্ব-কর্ম্ম-ফলভোগ হ'বে এ-সংসারে॥
এই বাক্যে তার মনে বিশ্বাস না হ'ল।
তার লাগি আপনাকে পত্র ত লিখিল॥
ইহার মধ্যে আমার যদি অসিদ্ধান্ত হয়।
বিচারিয়া সত্যবস্তু আপনে স্থাপহ॥
কৃপা করি' এবে পত্রোত্তর প্রদানহ।
সত্যবস্তু দেখাইয়া (তার) ঘুচাও সন্দেহ॥
গুরুপাদপদ্মে মোর কোটী নমস্কার।
কৃপা ভিক্ষা মাগে সদা এ কাঙ্গাল ছার॥
মঠস্থ বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ দেই।
ভবসিন্ধু তরিবারে তরী যেন পাই॥
আদি-অন্তে আপনাকে দণ্ডবৎ করি।
ইতি—প্রণত **মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী**॥

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী
শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ, পিছলদা (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(২)

ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব ও আবির্ভাবের কারণ বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ইতিহাস-পুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চেব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
উদ্গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥

বায়ু-পুরাণে সূত শৌনকাদির নিকট বলিতেছেন—ভগবান ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকে ইতিহাস-পুরাণের প্রধান বক্তা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্বেদ ছিল, শ্রীবেদব্যাস সেই বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, তদ্দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ-কল্পনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে যজুর্বেদ বিভাগে অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম, ঋগ্‌বেদবিভাগে হোতৃকর্ম্ম, সামবেদে উদ্গাতার কর্ম্ম ও অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মকর্ম্ম কল্পিত হয়। তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা—এই কয়টীর সন্নিবেশে পুরাণ-ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধ্বর্য্যুলক্ষণ বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিয়া যজুঃ প্রভৃতি বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইলে পর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও যজুর্বেদ নামে অভিহিত হয়। তদ্দ্বারাই পুরাণ ও ইতিহাসের প্রকাশ হয়। এজন্যই ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ভগবদ্বাক্য—

কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥

কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণ-অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না—এই বিবেচনায় আমি ব্যাসরূপে প্রকট হইয়া ঐ পুরাণাদিকে সংহরণ করি। এতদ্দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় যে, পুরাণসকল পূর্ব্বসিদ্ধ। লোকের অনায়াসে আয়ত্ত হইবার জন্য ভগবান উহা সংহরণ (সংক্ষেপ) করেন।

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে॥
অদ্যাপ্যমর্ত্ত্যলোকে তু শতকোটি-প্রবিস্তরম্।
তদর্থেঽত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ॥

চারিলক্ষ পরিমিত যে শ্লোক তাহাকেই প্রতিদ্বাপরে অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়া ভূর্লোকে প্রচার করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই পুরাণ-সমষ্টি দেবলোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজ করিতেছে। তাহারই সারাংশ পৃথিবীতে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা—এই চারিজন যজ্ঞ-সম্পাদককে ঋত্বিক্ বলা হয়। প্রথমে কেবল এক বেদ হইতেই উক্ত চারিজনের কার্য্য সম্পাদন হইত। পরে চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য ঋগ্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর বেদী নির্ম্মাণরূপ যজ্ঞশরীর সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম **'আধ্বর্য্যব'**, যজুর্বেদাধ্যায়ী হোতার হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম **'হৌত্র'**, সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতার যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি-নাশক শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ **'উদ্গান'**-কর্ম্ম এবং অথর্ব-বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটী সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম **'ব্রহ্মত্ব'** পৃথক পৃথক-ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে চাতুহোত্র কর্ম্মের দেশকালপাত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ ব্যবস্থাদির জন্য ও অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাধারণে বিস্তার করার জন্য যজুর্বেদের অবশিষ্ট ইতিহাস ও পুরাণাত্মক একশতকোটি অংশের সারাংশ গ্রহণ করিয়া পঞ্চলক্ষ শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণ মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাবিত করেন। তন্মধ্যে ইতিহাস মহাভারতে এক লক্ষ এবং পুরাণ সকলে চারিলক্ষ শ্লোক। **'আখ্যান'** অর্থে পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি **সর্গ**। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি—**বিসর্গ**। ব্রহ্মসৃষ্ট রাজাদিগের বংশাবলী—**বংশ**। মনু ও মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সদুপদেশ—**মন্বন্তর**। পূর্ব্বোক্ত রাজা ও তাহাদের বংশধরদের চরিত্র কীর্ত্তন—**বংশানুচরিত**। **উপাখ্যান**—পুরাবৃত্ত, শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদাদি **গাথা**—ছন্দোবিশেষ। এই সকল লইয়া বেদব্যাস পুরাণ ও মহাভারত রচনা করেন।

পুরাণ প্রভৃতি বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ-সমালোচনায় ইহাই বোধ হয় যে, কালের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কখনও কখনও

পুরাণসকল প্রচ্ছন্ন থাকায় দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় বেদব্যাস কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশাদির কথা শ্রুত হয়। জীব-ভিন্ন ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থই অপৌরুষেয়। আর জীব-কৃত গ্রন্থাদি ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ বলিয়া অগ্রাহ্য।

ভারত-ব্যপদেশেন হ্যায়ায়ার্থঃ প্রদর্শিত।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥

বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারত প্রকাশছলে সমস্ত বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পুরাণে নিখিল বেদ প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণে ব্যাস সম্বন্ধে উক্তি—

দ্বৈপায়নেন যদ্‌বুদ্ধং ব্রহ্মাদ্যৈস্তন্ন বুধ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধং স বৈ বেদ তদ্‌বুদ্ধং নান্যগোচরঃ॥

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যাহা বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহা বুঝেন নাই। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি অবগত ছিলেন কিন্তু তাহার বিদিত বিষয় অপরে জানিতেন না। বেদকে বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস নাম।

বেদব্যাসের আবির্ভাবের কারণ—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাদ্ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্॥
তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদমুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥ (স্কান্দ)

নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণ ছিল। ত্রেতায় সেই জ্ঞানের কিছু অন্যথা হয়। তৎপরে দ্বাপরে গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় লোকে স্বরূপ-উপলব্ধি-বিষয়ে অসমর্থ হইলে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবগণ শুভাশুভ-বিচার-বিমূঢ় হইয়া শরণাগতপালক নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। দেবগণ শ্রীহরির নিকট ঐবিষয় নিবেদন করিলে পুরুষোত্তম হরি পরাশরের ঔরসে সত্যবতী হইতে মহযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় বেদসকল উদ্ধার করেন।

গৌতম ঋষির শাপের কারণ—

গৌতমের একটী বর ছিল এজন্য তাঁহার রাশিকৃত ধান্য উৎপন্ন হইত। কোন সময় প্রবল দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি ধান্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেন। দুর্ভিক্ষাবসানে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গৌতম তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না। ব্রাহ্মণগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া মায়াদ্বারা একটী গাভী নির্ম্মাণ করত গৌতমের যাতায়াতের পথে ঐ গাভী এমনভাবে রাখিয়া দেন যাহাতে গৌতমের অঙ্গ-স্পর্শে গাভীর মৃত্যু হইয়াছে—ইহা সাধারণের ধারণা হয়। ফলে তাহাই হইল। ব্রাহ্মণগণ গৌতমের গোহত্যা-বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম গোহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন ব্রাহ্মণদের কপটতা জানিতে পারিলেন তখন তিনি অভিসম্পাৎ করিলেন যে, জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হউক। এই *অভিশাপের ফলে যাবতীয় জীবের জ্ঞান লোপ হইয়াছিল।*

বেদবন্নিশ্চলং মন্ত্রে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মামযং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতং পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

হে দ্বিজোত্তমগণ! বেদের অর্থ যেমন অনাদিকাল হইতে সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কেহই অন্যথা করে না তদ্রূপ পুরাণার্থকেও মনে করি। বেদের যাবতীয় বিষয় পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া অপসিদ্ধান্ত দ্বারা আমাকে বিচলিত করিবে—বেদের এই ভয় উপস্থিত হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক ইতিহাস-পুরাণদ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। বেদে যে বিষয় লক্ষিত হয় না তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়। আবার বেদ ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে জানা যায়। সুতরাং যিনি অঙ্গ-উপনিষদসহ বেদ জ্ঞাত আছেন কিন্তু পুরাণ অবগত নহেন, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।

পুরাণে নানাবিধ দেবতার মহিমা ও উপাসনাবিধি দেখিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন না। তজ্জন্য উপাস্য-সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। এজন্য মৎস্যপুরাণে পুরাণাদির ভেদ বর্ণিত আছে—

পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরং স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

পুরাণ প্রতিসর্গাদিভেদে পঞ্চলক্ষণান্বিত এবং তদতিরিক্ত আখ্যান নামক লক্ষণাক্রান্ত। তাহা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত, রাজসিকে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে অগ্নি-শিবাদির মাহাত্ম্য অধিকরূপে বলা হইয়াছে, আর সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে (সত্ত্বরজস্তমোময় বিবিধ শাস্ত্রে) সরস্বতী ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত।

সাত্ত্বিক পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বরাহ পুরাণ।

রাজসিক পুরাণ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভবিষ্য, বামন ও মার্কণ্ডেয়।

তামসিক পুরাণ—স্কন্দ, অগ্নি, শিব, মৎস্য, কৌর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণ।

গুণগণ-মধ্যে যেমন সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ-মধ্যেও সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রবন্ধান্তরে উহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্ন—শরণাগতের মঙ্গল কি হইবেই?

উত্তর—নিশ্চয়ই হইবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। মূল মালিকের উপর নির্ভর কর্‌লেই সকল মঙ্গল। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছি।

কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আনেন নাই। আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি।

তাঁর মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হয়; তখন আমরা কর্ম্মবীর সাজ্‌তে ধাবিত হই না, তাঁর বাণী-শ্রবণের জন্য তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হই।

প্রশ্ন—দেবজন্ম অপেক্ষাও কি মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ?

উত্তর—নিশ্চয়ই! দেবজন্ম থেকেও মনুষ্যজন্ম ভাল। এজন্য দেবতাগণও মনুষ্যজন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। দেবতারা এত বিষয়ভোগে মত্ত থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাঁদের জন্য দুঃখভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তা তাঁরা চিন্তাই কর্‌তে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশাতেই তাঁরা মস্‌গুল থাকেন। দেবতা ত কিছু সময়ের জন্য, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে বাস করেন, তাঁরা অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু সেই দেবতাগণের যে অসুবিধা আছে, তা অপেক্ষাও মানুষের আবার বিশেষ সুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্ন করেন। তাঁরা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁ'দিগকে বড় মনে করি। কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁরা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ার দরুণ তারতম্যগত মঙ্গল চিন্তা করবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। মানুষও দেবতার অনুকরণে জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাক্‌লে নিজের মঙ্গল চিন্তা কর্‌তে পারেন না। দেবজন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মে ভগবদ্-ভজনের ও সাধুসঙ্গের সুযোগ বেশী। এইজন্যই দেবজন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

মনুষ্য-জীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের বা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণ-ভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্য-জীবন লাভ ক'রে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ হ'য়েছে, যাতে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান কর্‌তে পারি—কোন্‌টী মঙ্গল কোন্‌টী অমঙ্গল, তা জান্‌তে পারি।

প্রশ্ন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু কে?

উত্তর—যাঁরা হরিনামে জীবকে আকর্ষণ করেন, তাঁদের ন্যায় প্রকৃত বান্ধব ও উপকারী জগতে আর কেহ নাই। কোটী কোটী দাতা-কর্ণের দান হরিনাম-প্রচারকারিগণের মহাবদান্যতার নিকট অতি সামান্য ও তিরস্কৃত।

যাঁরা জীবকে এই সুযোগ দিতেছেন, তাঁরা যেন একমুষ্টি অন্ন ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করতে পারেন, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে সকলে যেন তাঁদের নিকট সদুপদেশ লাভ করবার জন্য অন্ততঃ শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে মঠে আগমন করতে পারেন, এই জন্যই ভগবন্মূর্ত্তির প্রাকট্য। কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের ব্যবহারিক জীবন যাতে মঙ্গলময় ক'রে যাপন করতে পারেন তজ্জন্যই অর্চ্চাবতার জগতে প্রকাশিত হন। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, পরস্পর বাক্যালাপে, প্রত্যেক কার্য্যে যাতে মূল আকর বস্তুর সহিত মানুষ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে, তজ্জন্যই সাধুসঙ্গ ও শ্রীবিগ্রহসেবার কথা শাস্ত্রে প্রচারিত রয়েছে।

প্রশ্ন—কিভাবে কৃপা বা শক্তি লাভ হয়?

উত্তর—একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে গুরু-কর্ত্তৃক জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই কৃপা-শক্তি সেবাদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ক্রমশঃ অনর্থরাজি ধ্বংস করিতে থাকে। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে আবার অনর্থরাজি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণশক্তি ক্রমশঃ অপসৃত হয়। কোন বীজ উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল সেচনাদি করিলে উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় এবং সেই অঙ্কুর সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার গুরুদত্ত কৃষ্ণশক্তি ভজনদ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন—ভক্তি ও অভক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর—ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করার নাম অভক্তি। তাহা তিনটী খাতের মধ্যে প্রবাহিত—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। নিজের সুবিধা ও অপরের সুবিধা (ইন্দ্রিয় তর্পণ) করার নাম—কর্ম্ম। সুবিধাও করিব না, অসুবিধাও করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব, ইহার নাম—জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ বস্তু শ্রীহরির তোষণই ভক্তি। ভোগ ও মুক্তির হাত হ'তে মুক্তিলাভ না হ'লে ভক্তির ভূমিকা আরম্ভ হয় না।

প্রশ্ন—দুর্ব্বল ও অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর—দুর্ব্বল ও অপরাধী ঠিক এক শ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনা-রূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী কখনও ঐ সকলকে

অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল। বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন।

দুর্ব্বল ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা-লেশ হইতেছে জানা যাইবে। নতুবা কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-মায়ার কপট কৃপালাভই তাঁহার আদর্শ হইয়াছে, প্রমাণিত হইবে।

প্রশ্ন—হরিজন কাহাকে বলে ?

উত্তর—বর্ত্তমানে 'হরিজন' শব্দের অপব্যবহার হইতেছে। বস্তুতঃ 'হরিজন' বলিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণ, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাঁরা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁদের যে কোনরূপ বাহ্য পরিচয় থাকুক না কেন, যাঁরা সদ্গুরুর পদাশ্রয়ে একান্ত হরিসেবক, তাঁরাই 'হরিজন'। তাঁদের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষময় কৃত্য নাই। যাঁরা অবৈষ্ণব, যাঁদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁদিগকে 'হরিজন' বলা অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। যদিও স্বরূপে সকলেই নিত্য হরিজন, কিন্তু বিরূপগ্রস্ত অবস্থায় তাঁদের হরিজনত্বের পরিচয় নাই। তাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁহারা হরির সেবা করুন, তখন তাঁহাদিগকে 'হরিজন' বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। ধান্য মাত্রেই চাউল সত্য, কিন্তু ধান্যটা চাউল নহে। ধানের আবরণটা চলিয়া গেলেই তাকে চাউল বলে। জীব মাত্রেই হরিদাস বা হরিজন সত্য, কিন্তু জীব যখন হরিদাস্যে নিযুক্ত তখনই সে হরিজন-পদবাচ্য, তৎপূর্ব্বে নহে।

প্রশ্ন—কেহ কেহ বলেন—সবাই সমান, ইহা কি ঠিক ?

উত্তর—সৎ ও অসৎ, ভক্ত ও অভক্ত, পাপী ও পুণ্যবান্, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, দেবতা ও ভগবান্, সতী ও অসতী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আলো ও অন্ধকার—এ সব সমান কি ক'রে হ'বে ?

যারা আভ্যন্তরীণ বস্তুর খবর রাখে না, বস্তু-তত্ত্বের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিচারে যারা প্রবেশ করে নাই, তাদের নিকট সবই ভাল। অজ্ঞ বালক বলিতে পারে, তাহার হিজিবিজি লেখার অর্থ হইবে না কেন ? অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখার যদি অর্থ হয়, তাহ'লে হিজিবিজিরও অর্থ হওয়া আবশ্যক। হিজিবিজি লেখা ও অর্থসূচক লেখা উভয়কেই সমান না বলিলে মূর্খ ব্যক্তি তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করে। যাঁরা হরিবিষয়, হরিকথা, সত্যসিদ্ধান্তের আন্তরিক খবর রাখেন না, সেইরূপ জনমতের নিকট appeal করিলে তাঁরা

বলিবেন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়াই সাম্প্রদায়িকতা, অসৎ সিদ্ধান্ত নিরাস করাটাই নিন্দা। তাঁহাদের মত এই যে,—আমরা যখন কিছু জানি না, বুঝি না, তখন 'সবই সমান' বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াটাই ভাল। তাতে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবে, কাহারও সঙ্গে অসদ্ভাব হ'বে না। কিন্তু সত্য ও অসত্য, ভক্তি ও অভক্তি কখন এক হইতে পারে না। ভক্তি যাদের নাই, যারা ভগবৎ-সেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, প্রকৃত মঙ্গল যাঁরা চান না, ভোগ বা প্রতিষ্ঠাই যাদের আকাঙ্ক্ষনীয়, তাঁদের নিকট বিদ্ধা ও শুদ্ধা ত একই মনে হ'বে।

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্ত গুরুকে কিভাবে দেখেন?

উত্তর—গুরু সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত, অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট অন্যরূপে। শুদ্ধ ভক্তের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের পরম আত্মীয়রূপে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে, একমাত্র প্রীত্যাস্পদরূপে, নিত্যসেব্য, জীবন ও সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুভূত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁরা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁরাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব; আর বাদবাকী—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত। কিন্তু মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না, একথাটা আপনারা লিখে রাখুন।

আমার মাথাটা—গুরুপাদপদ্মের। পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না, তাতে ভোগ্যবস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। মনুষ্যদর্শন গুরুদর্শন নহে, তাতে নরক হয়। গুরু লঘু নহেন, মনুষ্য নহেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ভগবানের নিজজন, তিনি মহাপুরুষ, মহাজন, নামাচার্য্য—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—শরণাগতের লক্ষণ কি?

উত্তর—কর্ত্তৃত্ব-পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাল্য হবার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে না। আমি কৃষ্ণের আশ্রিত—এই অভিমান না হ'লে শরণাগতি বা আশ্রয় হ'লো না। তৎফলে পিতা-অভিমান, কর্ত্তা-অভিমান স্বাভাবিক।

প্রশ্ন— আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ হচ্ছে না কেন?

উত্তর—ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য দোষদৃষ্টি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমরা তাঁর চরণে নিষ্কপটে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই। বেদবাক্য, ভগবদ্‌বাক্য, গীতাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও ভগবানে শিলা-পাথর-কাঠ-মাটী-বুদ্ধি করার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা।

প্রশ্ন—জীবের কৃত্য কি?

উত্তর—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই একমাত্র কামদেব—সকলের একমাত্র নিত্য সেব্য। তাঁর সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম বা কৃত্য। ভগবৎসেবার কথা ভুলিয়া গিয়াই জীব কখনও 'হাম খোদাই' বুদ্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী হয়, কখনও বা ভোগী সাজিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে; কখনও স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এইজন্যই বলি,—হে জীবগণ! আপনারা দম্ভ, স্ত্রীপূজা ও স্ত্রৈণ-ভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। ব্রজগোপীর আনুগত্যে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হউন।

প্রশ্ন—শ্রীনাম গ্রহণকালে জড় চিন্তা আসে কেন?

উত্তর—নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-গ্রহণকালে জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐসকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

প্রশ্ন—শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা কখন বুঝিতে পারিব?

উত্তর—নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনারা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, নাম হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত

হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উদিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্ব-গুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান।

নামসেবা বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের কৃপাতেই সব হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন।

প্রশ্ন—কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে?

উত্তর—ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবানকে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়; আমি ইহাই জানি। আপনারা তাহাই করিবেন, ইহাই আমার নিবেদন।

সংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবানই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা তাহাই নতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধ

কার্ত্তিক-ব্রত (২)

আমরা গত সংখ্যায় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধগুলি সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। শয়ন-একাদশী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা অথবা কর্কট সংক্রান্তিতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী, পূর্ণিমা অথবা কর্কট-সংক্রান্তিতে চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিকব্রত সমাপনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক-মাসে ব্রতকালে বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদির তলিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।

চাতুর্ম্মাস্যকালে ব্রতোপবাস

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে শয়নৈকাদশী (আষাঢ়ী শুক্লা-একাদশী) অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর **শ্রাবণ-কৃত্যের** মধ্যে শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের **ঝুলনযাত্রা**, দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ, পূর্ণিমায়

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-ব্রতোপবাস প্রভৃতি ; **ভাদ্র-কৃত্যের** মধ্যে **শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও নন্দোৎসব, পার্শ্বৈকাদশী** (শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন), শ্রবণাদ্বাদশী, বামন-দ্বাদশী ইত্যাদি ; **আশ্বিন-কৃত্যের** মধ্যে শুক্লা-দশমীতে শুভ বিজয়োৎসব এবং দ্বাদশী ও **পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রতারম্ভ** প্রভৃতি এবং **কার্ত্তিক-কৃত্যের** মধ্যে **শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের নিত্যপূজা,** স্নান দানাদি, দীপদান, দীপমালা বা **আকাশদীপ দান,** বহুলাষ্টমী, কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে যমদীপদান, শুক্ল-প্রতিপদে **শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট মহোৎসব,** গো-ক্রীড়া ও **গো-পূজা,** শ্রীবলিরাজপূজা, যমদ্বিতীয়া, গোপাষ্টমী-গোষ্ঠাষ্টমী, **উত্থানৈকাদশী,** একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভীষ্মপঞ্চক, **শুক্লা-দ্বাদশী ও পূর্ণিমায় চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিকব্রত বা দামোদরব্রত সমাপন** প্রভৃতি অনুষ্ঠান সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শয়নৈকাদশী, পার্শ্বৈকাদশী ও উত্থানৈকাদশীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে বিশেষভাবে যত্নসহকারে পালনীয়। আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক—এই তিনমাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা এবং রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীহরির শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান হইয়া থাকে। রাত্রিতে শয়ন, সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন এবং দিবায় শ্রীহরিকে জাগরণ করান বিধি। ভবিষ্যোত্তরে বলিয়াছেন,—"হে পার্থ! যিনি শ্রীহরির শয়ন ও উত্থান-তিথি পালন করেন, তাঁহার হরিলোক প্রাপ্তি হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবানের কটিদানোৎসব (পার্শ্বপরিবর্ত্তন) কর্ত্তব্য। ভগবান প্রথমে বামাঙ্গে শয়ন করেন, পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ক্ষীর-সমুদ্রে শেষ-পর্য্যঙ্কে ভগবান অনন্ত যে দিন শয়ন করেন ও যেদিন উত্থিত হন, সেই দিনে যাহারা অনন্যমনে উপবাস করে, শ্রীহরি তাহাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিক-ব্রতের নিত্যতা

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যত্বকে প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিক-ব্রত আচরণ না করে, সে পিতৃ-মাতৃহন্তার ন্যায় পাতকী হয়। যে ব্যক্তি কোন নিয়ম ধারণ না করিয়া দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, সে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যক্‌যোনি লাভ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে মনুষ্য কার্ত্তিক

মাসে ব্রত করে না, তাহাকে ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে। হে মুনিশার্দ্দূল! বিশেষ করিয়া বিধবা যদি কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। গৃহস্থ মনুষ্য কার্ত্তিকব্রত না করিলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মাদি বিফল হইবে। ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকমাসে ব্রত-পরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রাদি-দেবতাসকল তাঁহার প্রতি বিমুখ হন। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকব্রত পরিত্যাগ করিয়া অপর শত শত যাগ-যজ্ঞ ও বহু শ্রাদ্ধ করিলেও উত্তমা গতি লাভ হয় না। **যতি, বিধবা এবং বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমী যদি কার্ত্তিক-মাসে ব্রতাচরণ না করেন, তবে তাঁহারা নরকগামী হইবেন।** হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রতাচরণ না করিল, তবে তাহার বেদ-পুরাণ-পাঠে ফল কি? আজন্ম পুণ্যবান্ ব্যক্তিরও এই ব্রত অপালনে সকল সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। সকল প্রকার দান, জপ এবং মহৎ তপস্যা কার্ত্তিক-ব্রতাচরণ না করিলে বিফল হয়। হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে উত্তম বৈষ্ণব-ব্রত পালন না করিলে এই সংসার-মধ্যে সেইসকল মনুষ্যকে পাপ-স্বরূপ জানিবে। হে মহামুনে! **যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিকমাস অথবা চাতুর্ম্মাস্য ভোজন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী।** যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ব্রত, শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঋষি-তর্পণ, চৈত্রমাসে বিষ্ণুর দোলোৎসব, মাঘস্নান, শ্রাবণমাসে রোহিণ্যষ্টমী এবং শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী-ব্রত করে না, সেইসকল মূঢ়ের অশেষ দুর্গতি আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পদ্মপুরাণে নারদ শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—হে বিপ্রগণ! নিয়ম ব্যতিরেকে যাহারা ধর্ম্মভূমিতে কার্ত্তিকমাস ক্ষেপণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হন, যেহেতু কার্ত্তিকমাস তাঁহার অতিশয় প্রিয়।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে,—হে পুত্রঃ! যে সকল ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকমাসে দান, হোম, জপ, স্নান ও হরির ব্রত না করে, তাহারা নরাধম, তাহা নিশ্চয় আত্ম বঞ্চিত এবং প্রার্থিত ফললাভ অসমর্থ। হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে জনার্দ্দনের পূজা না করিলে পিতৃগণের সহিত যমপুরে বাস হইয়া থাকে। সহস্রকোটী জন্মের পর দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিভাবে কার্ত্তিক মাসে কেশবের অর্চ্চনা না করিলে তাহার জন্মই নিরর্থক। **যাহার কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে,** তাহার নিখিল পুণ্য বিনষ্ট হয়।

কার্ত্তিক-কৃত্য—বিধি

বৈষ্ণব ব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই কার্ত্তিকমাসে নিত্য শ্রীরাধা-দামোদরের অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান ও ব্রত প্রভৃতি আচরণ করিবেন। **আশ্বিনমাসের শুক্লা-পক্ষের একাদশী অথবা পৌর্ণমাসীতে কিম্বা তুলা-সংক্রান্তি দিবসে অলসতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্ত্তিকব্রত অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য।** নিত্য কার্ত্তিকমাসে রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরণের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া শুচি-পূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত আরাত্রিক করিবে। বৈষ্ণবগণের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বসকল শ্রবণ ও সহর্ষে গীতাদি কীর্ত্তন করিবে। তদন্তর নদ্যাদিতে গমনপূর্ব্বক আচমনান্তে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতভাবে সঙ্কল্প, প্রার্থনা ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে,—

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

[হে জনার্দ্দন, হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীহরির সহিত তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিব।]

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু॥

[হে দেবেশ! তোমার ধ্যানসহকারে এই জলে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছি; হে দামোদর! তোমার প্রসন্নতাহেতু আমার পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হউক।]

নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
প্রাপ্তর্য্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥

[কার্ত্তিকে নিত্য-নৈমিত্তিক যে সমুদায় কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই পাপনাশক; হে হরে! আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, আপনি রাধার সহিত গ্রহণ করুন।]

ব্রতী 'শ্রীকৃষ্ণ', 'নারায়ণ' ইত্যাদি নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া গৃহে আগমন করিবে; অনন্তর দেবাগ্রে স্বস্তিক নির্ম্মাণ করিয়া তুলসী, মালতী, পদ্মাদি দ্বারা শ্রীদামোদরের পূজা করিবে। কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা শ্রবণ এবং দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈলের প্রদীপ দ্বারা অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও যথাশক্তি একভক্ত অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রতধারণ কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শৌচান্তে জলাশয়ে স্নান এবং পরে দামোদরের অর্চ্চনা করিবে। ব্রতধারী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৌন হইয়া ভোজন ও কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুসন্নিধানে বা দেবালয়ে, অথবা তুলসী-সমীপে কিম্বা আকাশে উত্তম ঘৃত বা তিলতৈলের প্রদীপ দান করিবে। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবসকলের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দিন যাপনপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রত পালনে তৎপর হইবে। মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে দামোদরের প্রীতির নিমিত্ত রৌপ্য, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, দীপ ও মিষ্ট, ফল-মূলাদি প্রদান করিবে। পদ্মপুরাণ আরও বলেন,—

যত যত গোপী আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, অতএব কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের সহিত শ্রীরাধারও পূজা কর্ত্তব্য। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধিকার প্রীতির নিমিত্ত দামোদরের সহিত ঊর্জ্জাদেবীর পূজা করেন, শ্রীদামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। **কার্ত্তিক মাসে রাধা-দামোদরের অর্চ্চনপূর্ব্বক সত্যব্রত নামক মুনি-কথিত "শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্" নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ কর্ত্তব্য,** তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন। (শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-সম্পাদিত "শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্" কার্ত্তিকব্রতে বিশেষভাবে আলোচ্য)।

কার্ত্তিক-কৃত্য—নিষেধ

স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে,—

হে ভাবিনি! কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া **কার্ত্তিক-ব্রত গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিক ব্রত করিবে।** হে সুন্দরি! কার্ত্তিক মাসে তৈল, মধু, কাংস্য, শুক্ত (কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অম্লদ্রব্য), সন্ধিত (আসবাদি মদ্যবিশেষ), কূর্ম্ম, মৎস্য, মাংস ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মাংস ভোজন করে, সে চণ্ডাল হয়। স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে **রাজমাষ** (বরবটী কলাই) এবং **নিষ্পাব** (শিম) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে। মনুষ্য কার্ত্তিকে **কলিঙ্গ** (কলমীশাক), **পটোল, বৃন্তাক** (বার্ত্তাকী) এবং **সন্ধিত** (আসবাদি) যদি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে মহাপ্রলয়াবধি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। **ধর্ম্মাত্মা মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে মৎস্য, মাংস প্রভৃতি ভোজন করিবেন না।** প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকমাসে পরান্ন, পরশয্যা এবং পরস্ত্রী বর্জ্জন করিবেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক-মাসে তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন এবং কাংস্য পাত্রে ভোজন বর্জ্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয়।

কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

সমুদায় তীর্থস্নানে যে ফল হয়, সর্ব্বপ্রকার দানে যে ফল অর্জ্জিত হয়, কার্ত্তিকে অর্জ্জিত ফল তাহার কোট্যংশের একাংশেরও যোগ্য নয়। হে বৎস! একদিকে সকল তীর্থ, সদক্ষিণ যজ্ঞ পুষ্কর-কুরুক্ষেত্রাদিতে বাস, মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সকল দান, আর **একদিকে কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক ব্রত।** হে নারদ! বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে কার্ত্তিকে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম তৎসমুদায়ই অক্ষয়। কার্ত্তিকমাস মাসের মধ্যে উত্তম, পুণ্যতম ও পবিত্রতম। হে বিপ্রেন্দ্র নারদ! কার্ত্তিকমাসে অর্জ্জিত পুণ্য সমুদ্রের ন্যায় অক্ষয়, অব্যয়। হে ব্রহ্মন্! **কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই; অতএব কার্ত্তিকমাস বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বদা প্রিয়।** হে মহামুনে! যে বৈষ্ণব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারকর্ত্তা। শ্রীদামোদর যেরূপ ভক্তবৎসল বলিয়া নিখিল বিশ্বে সুবিদিত, তদ্রূপ তাঁহার সম্পর্কিত এই কার্ত্তিকমাসও সকলের নিকট অধিক প্রিয়। দেহধারিগণের পক্ষে মনুষ্য দেহ দুর্ল্লভ এবং ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু হরিবল্লভ কার্ত্তিকমাস অতিশয় দুর্ল্লভ।—যে মাসে প্রদীপমাত্র প্রদান করিলেও ভগবান্ হরি প্রীতিযুক্ত হন এবং পরদীপ প্রবোধন করিলে সুগতি প্রদান করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে-আরও বর্ণিত হইয়াছে,—

হে নারদ! যত ব্রত আছে, তৎসমুদায়ের ফল একজন্মমাত্র অনুগামী হয়, কিন্তু কার্ত্তিক-ব্রতোক্ত ফল শতজন্ম যাবৎ ফল প্রদান করে। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবব্রত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে কার্ত্তিকপূর্ণিমায় উপবাস অক্রূর-তীর্থে স্নানের ফল লাভ হয়। বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থে গমন করিলে যে পুণ্য হয়, কার্ত্তিকে ব্রত করিলে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কখনও যজ্ঞ করে নাই, কার্ত্তিক ব্রতের দ্বারা তাহার বিষ্ণুর পরমপদে গতি হয়। **যে-সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করা যায়, কার্ত্তিকমাসে তাহার কিছু সঙ্কোচ করিলে অবশ্যই মুক্তিপদ পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়।** হে মুনিসত্তম! চারি বর্ণী কার্ত্তিকব্রত করিলে কখনই বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না। হে মুনিশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যথোক্ত ব্রত ধারণ

করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত। ঋষি-মুনি-সেবিত কার্ত্তিকমাসে অল্প ব্রত আচরণেও মনুষ্য মহাফল লাভ করিয়া থাকে।

কার্ত্তিকমাসে কর্ম্মবিশেষের মাহাত্ম্য

হে দ্বিজোত্তম! মানবগণ কাত্তিকমাসে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছুদান বিশেষতঃ অন্নাদি দান, হুত, জপ ও তপস্যা করিলে তাহার অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। সম্বৎসরকাল অগ্নিহোত্র যাগের যে ফল, কার্ত্তিকমাসে স্বস্তিকের দ্বারাই তাহার প্রাপ্তি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে স্ত্রী কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর আলয়ে মণ্ডল নির্ম্মাণ করে, সে বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল শোভমানা হয়। কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বকামপ্রদ পলাশপত্রে ভোজন করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সকল তীর্থের ফল লাভ হয় এবং কখনই নরক দর্শন করিতে হয় না। **কার্ত্তিকমাসে গঙ্গা-যমুনাদিতে স্নান, সৎকথা শ্রবণ, সাধুসেবন** এবং **ব্রহ্মপত্রে** (পলাশপত্রে) **ভোজন, এই সকল অভীষ্ট প্রদান করে।** হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি **কার্ত্তিকমাসের অরুণোদয়ে বা শেষপ্রহরে দামোদরের অগ্রে জাগরণ করেন,** বিষ্ণুপদ তাহার করস্থিত। হে ব্রহ্মন্! সাধুসেবা, গোগ্রাস, বিষ্ণুর কথা, বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং শেষ প্রহরে জাগরণ, কলিকালে কার্ত্তিকমাসে অতি দুর্ল্লভ। জলদান, গোদান, সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানের ফল কার্ত্তিকব্রতের একদিনেই লাভ হয়। হে নারদ! যে মনুষ্য কার্ত্তিকে ভগবৎ-গীতি-শাস্ত্র আলোচনা করেন তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যে নর **কার্ত্তিকমাসে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ম করিয়া বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ, হরির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে, বিষ্ণুর সহস্রনাম, গজেন্দ্রমোক্ষণ আখ্যায়িকা পাঠ করে, তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হয়।** কার্ত্তিকে কেশবের অগ্রে সকর্পূর অগুরু দাহ এবং শেষ প্রহরে স্তব ও গান করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হয়। হে মহামুনে! **সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্য-স্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে।** কল্যাণবুদ্ধি বা লোভবুদ্ধিতে হউক, যে ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ শাস্ত্রবিনোদনদ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করেন, তিনি অশেষ দুর্গতি হইতে নিস্তার লাভ করেন্। হে মুনে! **কার্ত্তিকমাসে সযত্নে নিত্য ভাগবত পাঠ করিলে অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল প্রাপ্তি হয়।** মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে। যিনি **কার্ত্তিকে প্রাতঃস্নায়ী,**

ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী, ও জপপরায়ণ বিষ্ণু-নৈবেদ্যভোজী হইয়া দামোদরের অর্চ্চনা করেন, ভজনানন্দী হইয়া তাহার হরি-সন্নিধানে স্থান লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিকে পলাশপত্রে বিষ্ণুর নৈবেদ্য দিনে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি বিশেষ শক্তিমান্, মহাপরাক্রম ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে হরির পূজান্তে বিষ্ণুপ্রিয় খণ্ড ও ঘৃতান্বিত পায়স নৈবেদ্য তাঁহাকে নিবেদন করেন, যজ্ঞেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তল্লোকে স্থান প্রদান করেন।

স্কন্দপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদেও বর্ণিত হইয়াছে,—যাঁহারা কার্ত্তিক-মাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান এবং তুলসীকাননের সেবা করেন তাঁহারা দেব-গণের বন্দনীয় এবং বিষ্ণুর প্রিয়তম। **হরিজাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসী-সেবন, ব্রত উদযাপন ও দীপদান**—ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে এই পঞ্চব্রত সম্পূর্ণ করিলে ভগবৎসন্নিধানে স্থান লাভ করেন। বিষ্ণু বা শিব অথবা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কাননে হরিজাগরণ কর্ত্তব্য। আপদ্গত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বিষ্ণুনাম স্মরণপূর্ব্বক অপমার্জ্জন কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকে দীপদানে অশক্ত হইলে পরদীপ প্রবোধিত অথবা বায়ুপ্রভৃতি হইতে সেই দীপ রক্ষা, অভাবে গো-তুলসী ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজা করিবে।

দীপদান মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর আলয়ে অর্দ্ধনিমেষের জন্য দীপদান করিলেও তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। **বিষ্ণুর আলয়ে যে ব্যক্তির ঘৃত বা তিলতৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়,** হে মুনিশার্দ্দূল! তাহার সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে, চন্দ্রগ্রহণে এবং নর্ম্মদায় দানাদি অপর যজ্ঞাদির প্রয়োজন কি? কার্ত্তিকে দীপদানকারীর মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও শৌচহীন কর্ম্মসকলও সম্পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে দীপ দান করিয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ ও সকল তীর্থে স্নান করা হইয়াছে। হে নারদ! পিতৃগণ বলেন, যদি তাঁহাদের কুলে পৃথিবীতে এমন কোন সন্তান হয়, যে কার্ত্তিকমাসে দীপদান দ্বারা কেশবকে সন্তুষ্ট করে, তবে তাঁহারা চক্রপাণির প্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। কার্ত্তিকমাসে বাসুদেবের মন্দিরে দীপদান করিলে সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত নিত্যস্থান লাভ হয়। হে মুনে! যে মানব কার্ত্তিকমাসে কর্পূরদ্বারা দীপদান করে, তাহার কুলে জাত ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চক্রপাণির প্রসাদে অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকমাসে ক্রীড়াচ্ছলেও বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের আলয় দীপদ্বারা আলোকিত করিলে তাহার ধন, যশ, কীর্ত্তি লাভ হয় ও সপ্তকুল পবিত্র হয়। হে মুনে! **নির্ধন ব্যক্তিরও আত্মবিক্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা**

পর্য্যন্ত দীপদান কর্ত্তব্য। যে মূঢ় কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদান না করে, সে বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে।

পদ্মপুরাণে ও নারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে বর্ণিত আছে,—

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিসন্নিধানে অখণ্ড দীপদান করে, সে দিব্য-কান্তিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। একদিকে সমস্ত দান, আর একদিকে কার্ত্তিকমাসের দীপদান সমান না হওয়ায় দীপদানেরই অধিক মাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—কার্ত্তিকমাসে **পরদীপ প্রবোধন** এবং বৈষ্ণবগণের সেবা করিলে অন্নদান, জলদান, রাজসূয়াদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে হরিগৃহে পরকর্ত্তৃক দীয়মান দীপ প্রবোধিত করে তাহাদের যম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এক মূষিকা একাদশীতে পরদত্ত দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছিল।

বিষ্ণুমন্দিরের উপরে **শিখর দীপদান** আসমুদ্র পৃথিবী দান ও সবৎসা ক্ষীরযুক্তা কোটী গোদানের ফলের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। হে মহামুনে! মূল্য গ্রহণ করিয়াও শিখর অথবা হরিমন্দিরে দীপ দান করিলে শতকুল উদ্ধার লাভ করে। হে বিপ্রেন্দ্র! শিখর দীপদানের কথা দূরে থাকুক, যে সকল ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কার্ত্তিকমাসে কেবলমাত্র জ্যোতির্দীপ্ত বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেন, তাহাদের কুলে কেহ নারকী হয় না। দেবগণও বিষ্ণুগৃহে দীপদাতা মনুষ্যের সঙ্গ কামনা করিয়া থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! **কার্ত্তিক-মাসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরের উপরে দীপদান করিলে ভগবৎ-পার্ষদত্ব সুলভ হয়।**

দীপমালা-মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে,—

যিনি হরিমন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দীপ-পঙ্‌ক্তি রচনা করেন, তাহার বংশোদ্ভূত লক্ষ পুরুষের নরক দর্শন হয় না এবং তিনি নিজে বিষ্ণুর সারূপ্য ও পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে,—যিনি কার্ত্তিকমাসে, বিশেষতঃ বিষ্ণুর উত্থানকালে দ্বাদশী বা একাদশীতে শোভন ঘৃতাক্ত প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন, তিনি অযুত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশ ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া দিব্য বিমানরূঢ় হইয়া বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন।

আকাশ-দীপদান-মাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণ বলেন,—

যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে দামোদর-কেশবকে উদ্দেশ করিয়া আকাশে উচ্চ প্রদীপ দান করেন তিনি ধন, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, ধার্ম্মিকপুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুলোচন-বিশিষ্ট বিদ্বানরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্তিমে আপনার কুল পবিত্রকারী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

আকাশ-দীপদান-মন্ত্র

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৬৬ধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

[হে দামোদর! কার্ত্তিকমাসে আকাশে মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার সহিত তোমাকে প্রদীপ দান করিতেছি; তুমি অনন্ত বিধাতা, তোমাকে নমস্কার।]

দেশবিশেষে কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য

যে-কোনস্থানে কর্ত্তিকমাসে স্নান-দান অপেক্ষা পূজায় বিশেষ ফল লাভ হয়। সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্র ও গঙ্গায় দামোদর পূজায় কোটীগুণ এবং পুষ্কর ও দ্বারকায় তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। হে শৌনক! কার্ত্তিকমাস স্নান-দানপর ব্রতীকে কৃষ্ণের সালোক্য দান করিয়া থাকেন। হে মুনিগণ! অযোধ্যা প্রভৃতি অন্যান্য পুরীসকল উল্লিখিত সমান ফল প্রদান করেন, কিন্তু **মথুরা তদপেক্ষা অধিক ফল দিয়া থাকেন, যেহেতু এই মথুরা-ধামেই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল।** যেমন মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখমাসে জাহ্নবী সেবনীয়া হন, তদ্রূপ কার্ত্তিকমাসে মথুরা সেবনীয়া; মথুরায় পূজা ও স্নানাদিতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রীতিলাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে মথুরায় স্নানান্তে শ্রীরাধা-দামোদরের অর্চ্চন করিলে শ্রীকৃষ্ণ-সারূপ্য লাভ করা যায়। হে বিপ্র! মনুষ্যগণের পক্ষে মথুরায় কার্ত্তিকমাস দুর্লভ; এস্থানে অর্চ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগকে স্বীয় রূপ প্রদান করেন। **মথুরা ব্যতীত অন্যস্থানে শ্রীহরি অর্চ্চিত হইয়া সেবকদিগকে ভুক্তি মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি প্রদান করেন না, যেহেতু ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া থাকেন।** যে-সকল মনুষ্য কর্ত্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্র শ্রীদামোদরের অর্চ্চনা করেন, হরিভক্তি তাঁহাদেরই সহজলভ্য হয়। কার্ত্তিকমাসে মথুরায় মন্ত্রহীন, দ্রব্যহীন ও বিধিহীন অর্চ্চনও শ্রীকৃষ্ণ সদর্চ্চন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। **মথুরায় শ্রীদামোদরের অর্চ্চনই চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত আমরণ পাপের সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত।** কার্ত্তিকমাসে মথুরায় জনার্দ্দনের পূজা করিয়া যোগনিরত সনকাদি মুনিগণের দুর্ল্লভ যে ভগবদ্দর্শন, ধ্রুব বালক হইয়াও পাঁচ মাসের মধ্যে সম্যক্‌প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হন।

নদ-নদী-সরোবর প্রভৃতি যত যত তীর্থ আছেন, তৎসমুদায় কর্ত্তিকমাসে মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করেন। হায়! ভূমিতে মথুরা সুলভা এবং প্রতি বৎসর কার্ত্তিকমাসও সুলভ, তথাপি মূঢ়তাবশতঃ মনুষ্যসকল জন্ম সার্থক না করিয়া ভব-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে! যদি কেহ কার্ত্তিকমাসে মথুরায় শ্রীরাধা-দামোদরের অর্চ্চন করেন, তবে তাঁহার অন্য যজ্ঞ, তপস্যা ও তীর্থসেবায় প্রয়োজন কি?

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ { ১০ম সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৩ বর্ষ | ক্ষীরোদদশায়ী, ২৪ কেশব, ৪৭৫ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ; ইং ১৬।১২।১৯৬১ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমেঽধ্যায়ে—৩৯-৪২ ; অষ্টমেঽধ্যায়ে ২৪-২৯)

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানেথ ধর্ম্ম-মখ-মন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্ম্মহর-মন্যুবশা-সুরাদ্যা
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ॥১॥

হে নারদ ! সৃষ্টিকালে তপস্যা, আমি ও নয়জন প্রজাপতি, স্থিতি-সময়ে ধর্ম্ম, যজ্ঞ (বিষ্ণু), মনুগণ, দেবতাবৃন্দ, নৃপতিগণ এবং সংহার-কালে রুদ্র ও ক্রোধপরবশ যে-সকল অসুরগণ—ইহারা সকলেই বহু-শক্তিধারী ভগবানের মায়া-বিভূতি॥১॥

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্য-সদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥২॥

যে বিষ্ণু ত্রিবিক্রমাবতারে প্রতিঘাত-শূন্য নিজ পাদবেগে কম্পমান প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূরাদি লোকসকলকে ধারণ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বীর্য্যগণনা করিতে সমর্থ হইবে? যিনি পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণনা করিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হন না ॥২॥

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥৩॥

হে নারদ! আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিগণও সেই পরমপুরুষ ভগবানের মায়াশক্তির অন্ত জানিতে পারি নাই (চিচ্ছক্তির অন্ত পাওয়া ত দূরের কথা)। সুতরাং অন্যান্য জীবগণ আর কি-প্রকারে অবগত হইবেন? আদিদেব অনন্ত সহস্রবদনে তাঁহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়াও অদ্যাবধি তাহার সীমা পান নাই ॥৩॥

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে ॥৪॥

সেই অনন্ত ভগবান্ (তদ্ব্যতীত অন্যদেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা-রহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করিলে কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য-দেহে অহংতা-মমতা-বুদ্ধিত্যাগকারী সেইসকল

ভক্তগণ দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে ও মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন ॥৪॥

ভগবন্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

অতঃপর ব্রহ্মা ভগবানকে বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনি সকল প্রাণীরই অধ্যক্ষ, সকলের হৃদয়-কন্দরে অন্তর্যামি-স্বরূপে অবস্থিত। অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞা-প্রভাবে সকলেরই অভীষ্ট অবগত হইতে পারেন ॥৫॥

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥৬॥

হে নাথ! তথাপি আমি ভবদীয় সকাশে যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, আমার সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করুন। আমার প্রার্থনা এই, যেন আমি প্রাকৃত-রূপরহিত আপনার পর (অপ্রাকৃত) ও অবর (প্রাকৃত) এই দ্বিবিধরূপই জানিতে পারি ॥৬॥

যথাত্মমায়া-যোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥৭॥
ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥৮॥

হে মাধব! হে অমোঘসংকল্প! মাকড়শা যেরূপ নিজ হৃদয় হইতে সূত্র বিস্তার করিয়া নিজেই তাহাতে বিহার করে, কিন্তু নিজে তদ্দ্বারা জড়িত হয় না, তদ্রূপ আপনি আত্মমায়া-প্রভাবে ব্রহ্মাদির রূপ প্রকটিত করত নানাশক্তি-সমন্বিত এই বিশ্বসংসারকে যেরূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করেন, আমাকে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি প্রদান করুন ॥৭-৮॥

ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্নীয়ং যদনুগ্রহাৎ ॥৯॥

হে ভগবন্! আমি আলস্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ভবদীয় উপদিষ্ট বিষয়

নিশ্চয়ই পালন করিব। আপনার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশরূপ অনুগ্রহ লাভ করিলে আমি প্রজাসৃষ্টি করিয়াও অহঙ্কারাদিদ্বারা বদ্ধ হইব না ॥৯॥

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ
প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।
অবিক্লবস্তে পরিকর্ম্মণি স্থিতো
মা মে সমুন্নদ্ধ-মদোঽজমানিনঃ ॥১০॥

হে ঈশ! সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে, আপনিও (কর-স্পর্শনাদি করিয়া) আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। যখন আমি স্থিরচিত্তে উত্তম-মধ্যমাদি-ভেদে লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যরূপ ভবদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিব, তখন যেন 'আমিও অজ' (আপনার ন্যায় স্বতন্ত্র ভগবান্, স্বরাট্ ও সমকক্ষ)—আমার যেন এইরূপ অভিমানের উদয় না হয় ॥১০॥

পারমার্থিক সম্মিলনীর

সভাপতির দ্বিতীয় অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

এক সময় ঠাকুর মশায়—যিনি পূর্ব্ব-পরিচয়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন; বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাঁ'কে অসদ্ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক বল্‌তে লাগ্‌ল,—নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণসন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য কর্‌ছেন? এই কথা শু'নে ঠাকুর মশায় বল্লেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মশায়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বল্লেন—তা হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যা'বে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হ'বে। এই ব'লে তখন তাঁ'রা একজন সাজ্‌লেন—বারুই, আর একজন সাজ্‌লেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষি-সম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিত-মণ্ডলী ঠাকুর মশায়কে বি.ারে পরাস্ত কর্‌বার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁ'রা

তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ি কিন্‌তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপরে তাঁ'রা পান কিন্‌তে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষায় কথা আরম্ভ কর্‌লেন। এ সকল দে'খে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার কর্‌লেন,—যে-দেশের কুমোর বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা বল্‌তে পারেন, সে-দেশের সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যে'তে পারে না; সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে সরে পড়্‌লেন। **যাঁ'রা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।**

সাধারণ বিবেকরহিত-বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নহে। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common sense কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তাকে তাঁ'রা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত কর্‌তে চান। কিন্তু এইরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ-বুদ্ধি? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাক্‌তে পারে, কিন্তু উহা বাস্তবসত্য নহে। লোকের রজস্তম-তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চুণ-সুর্‌কি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন; তা' হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর, চুণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়ি'য়ে দেয়—গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়; সেরূপ পরম নিরপেক্ষা, স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ করবার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চুণ-সুর্‌কি মিশ্রিত কর্‌বার পরামর্শের ন্যায় হয়। **কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধজীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম; আর ভক্তি—আত্মার**

বৃত্তি বা আত্মাধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্মচেষ্টাসম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্র-ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকূল্য কর্‌তে পারে। পরা ভক্তি লাভ হ'লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ'য়েছে,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

আমরা এইরূপ বিচারেই মনীষি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দি'য়েছিলাম ; আমরা হাটে, বাজারে যা'কে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে রাবিস মিশা'বার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চে'য়েছিলাম, কিন্তু কাম-ক্রোধ-লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি লোক এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁ'রা তাঁ'দের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ কর্‌তে প্রস্তুত হই নাই, যা'রা বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অধ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ কর্‌তে চায়, আমরা সেইরূপ আরোহবাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হই নাই,—"প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।" —ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থ-বেগসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁ'রা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন'ন ; দ্বিজিহ্ব লোক—যা'দের বাইরে এক প্রকারের জিব, ভিতরে আর এক প্রকারের জিব, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে ? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁ'দের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁ'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পার্‌ব। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা' শুন্‌বে না—তা'রা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝ্‌তে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবতজীবন যাঁদের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। সেজন্য ভাগবত বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জান্‌তে দেই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হচ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। **সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু।** তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ-পন্থা গ্রহণ কর্‌লাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তার কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। "সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে।"

ভাগবতজীবন কার?—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

"কৃষ্ণে মতি হউক"—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। **কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়।** ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু **কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু।** আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময় দেখা'ব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদ্‌চিৎ-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞান-লাভের আকর, চিদ্‌চিদ্-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদ্‌চিদ্-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞান লাভের সিদ্ধান্ত, চিদ্‌চিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদ্‌চিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটা-মুটি অর্থ হচ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জান্‌তে পারি,—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সম্বিৎশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই **জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর; চিদ্‌চিন্মিশ্র আকর ও অচিৎ আকর।** প্রত্যক্ষ-

বাদী বলেন,—অচিৎ হইতেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়—কিরূপে efarvise করান যায়, তা' তাঁ'দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনতাটাকে অচেতনে পরিণত কর্‌তে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। **দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা শুশ্রূষা করা ভাল**; মানুষ যখন অচিদ্‌রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য **ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে। বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি।** বহির্জ্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূলবস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন-বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণু-বাদী বা জড়শক্তির অচিদ্‌এর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পে'য়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক কর্‌বার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হয়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই **বহিরঙ্গাশক্তি-রহিত বস্তুকে নির্ভেদ, জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' বল্‌তে চান। তাঁ'রা radio activity-molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদ-চিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা**

দেখ্‌তে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবানকেই জানেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাষায় বল্‌তে গেলে,—'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে আমরা একটী শ্লোক দেখ্‌তে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

শব্দমাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্যকিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণ-বাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্‌বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দদ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ কর্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এইসকল প্রকৃতি-প্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণবস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয়জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধ-দশায় মায়া-কবলিত

জীবের তটস্থধর্ম্ম পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিচারিত হইয়াছে। সেই তটস্থ-ধর্ম্ম-বশতঃ জীব ভগবজ্-জ্ঞানাভাবে নিকটস্থ মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে ;—

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তা'রে জারি' মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁ'র উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণ-নিকটে যায়॥ (মঃ ২২।১২-১৫)

বদ্ধজীব সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর বলেন ;—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (৫।৯)

তাৎপর্য্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধ্যে জীব এত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্য-ধর্ম্মের যোগ্য।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥
(শ্বেতাশ্বতর ৫।১০ মন্ত্র)

জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্ম্ম-ফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত-বস্তু ; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বু বৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
(শ্বতাশ্বতর ৫।১১ মন্ত্র)

ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টিদ্বারা বিবৃদ্ধি-ধর্ম্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্ম্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১২ মন্ত্র)

জীব স্বীয় আদৃত প্রাকৃগুণে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেকরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপররূপ দ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩ মন্ত্র)

এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহনমধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গবলে জাতঃশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তিদ্বারা অনাদি-অনন্ত-অবতারাবলি-বীজস্বরূপ বিশ্বমধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীআম্নায়সূত্রে জীবের বদ্ধ-অবস্থার ক্রম এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে ;—

"পরেশ-বৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ"।—(৩৫ সূত্র)

"স্ব-স্বরূপ-ভ্রমঃ"—(৩৬ সূত্র)

"বিষমকামঃ কর্ম্মবন্ধঃ"।—(৩৭ সূত্র)

"স্থূল-লিঙ্গাভিমান-জনিত-সংসারক্লেশাশ্চ"।—(৩৮ সূত্র)

[পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের (জীবগণের) অবিদ্যারূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটিয়াছে॥ ৩৫॥

সেই কারণেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে॥ ৩৬॥

স্বরূপ-ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কামকর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে॥ ৩৭॥

স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ॥৩৮॥]

জীব চিদ্বস্তু। তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তি-কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়া সেই স্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সেই জ্ঞান-সংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্যভগবদ্বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত চিচ্ছক্তি-বিলাসগত-হ্লাদিনী-বল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদ-রূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে

অন্যপার্শ্বস্থিতা মায়াতে মোহিত হইয়া লোভ করিলেন, তাঁহারা মায়াকর্ত্তৃক আহূত হইয়া মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন (৬ষ্ঠ পঃ ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা কেবল তাঁহাদের নিত্য ভগবদ্বৈমুখ্যের ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিল; অবিদ্যালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করিতে অবিদ্যাবন্ধু কর্ম্মের চক্রে পড়িলেন। এস্থলে কর্ম্মফলভোজী পক্ষীর সহিত তাঁহাদের তুলনা হইল। যথা মুণ্ডকে (৩।১।১) ও (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ মন্ত্রে),—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য-জগৎরূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে পিপ্পল-ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তথা মুণ্ডক (৩।১।২) ও শ্বেতাশ্বতর (৪।৭ মন্ত্র),—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। (১১।২।৩৭)

[সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।]

শ্রীভাগবতে (১১।২।৩৭) লিখিয়াছেন ;—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ॥

ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশ জীবের সংসার-ভয়, বিপর্য্যয় **(দেহে আত্মবুদ্ধি)** ও অস্মৃতি **(স্বরূপভ্রম)** হইয়াছে। **বিপর্য্যয়-ভাবই স্ব-স্বরূপ ভ্রম। ইহাই অবিদ্যা-সংসর্গের প্রথম ফল। চিৎস্বরূপ ভুলিয়া জড়গত-স্বরূপে অহমভিমান-জনিত নিজের কৃষ্ণদাসত্ব-বিস্মৃতি গাঢ় হইল। অবিদ্যা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল— এই দুইটী আবরণ প্রদান করিলেন।** মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটী সূক্ষ্মজড়-কর্ত্তৃক লিঙ্গদেহ। ইহাতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ ষড়্‌বর্গের অবস্থান। এই

ষড়্‌বর্গ কখন পুণ্য ও কখন পাপময় হইয়া জীবের উচ্চ-নীচ বাসনার হেতু হইল। লিঙ্গশরীরে যে আমিত্বরূপ অহঙ্কার, তদ্দ্বারা জীবের শুদ্ধচিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। লিঙ্গদেহে কর্ম্ম ও ভোগ হয় না, অতএব তদুপরি জীবের মায়াগতি চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতু-নির্ম্মিত স্থূলদেহ জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বিকারের সহিত আরোপিত হইল। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল। তখন স্থূলদেহকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে বিষম কাম্য-কর্ম্মবন্ধনই বর্ণাশ্রমবদ্ধ-বিধিদ্বারা কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তথা নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম ও তাহাদের ফল পুণ্য ও পাপ—এই সকল বন্ধন জীবকে দৃঢ়রূপে মায়িক করিয়া ফেলিল। স্থূল-লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধ হইতে অনেক অনর্থ ঘটে। যথা বৃহদারণ্যক ;—

স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। (৪।৪।৫)

[সেই বা এই (স্থূল-লিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।]

ভাগবতে ;—

স দহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥ (৩।৩০।৭)

[কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ়ব্যক্তির আপাদ-মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।]

এই বচনদ্বয় স্পষ্টার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্থূল-লিঙ্গাভিমানে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুণ্য-পাপদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন। যথা, ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ-ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥

[সচ্চিদানন্দ-পরমেশ্বর হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ। জীব নিজ-অবিদ্যা-আচ্ছাদিত হইয়া সংসারে যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করে।]

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব কহিয়াছেন ;—

অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ব্বা জীব এব তিষ্ঠন্তী তদীয়ং স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা। উত্তরা চ তং তদন্যথাজ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্ততে। (৫৪ সংখ্যাধৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুই বৃত্তি। বিদ্যা-বৃত্তি মায়ার অকপট কৃপাজাত। অবিদ্যা-বৃত্তি মায়ার অপরাধ দণ্ডদান শক্তিবিশেষ। সেই অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি অর্থাৎ আবরণাত্মিকা-বৃত্তি ও বিক্ষোপাত্মিকা-বৃত্তি। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা-বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। এস্থানে কারিকা ;—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি ॥
চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতি-জ্ঞানে গতে পরে।
প্রকৃতের্গুণ-সংযোগাৎ কর্ম্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি ॥
কর্ম্মচক্র-গতস্যাস্য সুখ-দুঃখাদিকং ভবেৎ।
ষড়্‌গুণাব্ধি নিমগ্নস্য স্থূললিঙ্গ-ব্যবস্থিতঃ ॥

বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী অপরা বা জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ। ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্য দ্বারা যখন দুর্ব্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। তখন সুতরাং "আমি চেতন পদার্থ ও কৃষ্ণদাস" এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতি-গুণ-সংযোগবশতঃ জীবের কর্ম্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্ম্মচক্রগত জীবের স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর দ্বারা ষড়্‌গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত সুখ-দুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়া-কবলিত দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধবস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-বন্দনা

সুখে দুঃখে দিবানিশি বন্দি গুরু তোমার চরণ,
তুমিই পার ঘুচাইতে এ মোর মায়ার বন্ধন।
জগৎ-আচার্য্য তুমি—তব কৃপা অনন্ত অদ্ভুত,
জীবের মঙ্গল লাগি' এলে হেথা ত্যজিয়া গোলোক।
যবে যেথা থাক তুমি সেথা ভায় গোলোকের ঘাঁটি,
ভক্তরাজ তোমা' পেয়ে ধন্য জীব ধন্য বসুমতী।
মুক্ত-ভূমি রচিয়াছ স্থানে স্থানে এ ভব-মণ্ডলে
জীবাধমে ভক্তি দানিবারে। তব পাদপদ্ম-তলে
আশ্রয় লভেছে যারা—তারা সবে গৌরাঙ্গ-কিঙ্কর,
আদর্শ বৈষ্ণব তুমি সত্যবার্ত্তা করিছ প্রচার।
ভ্রান্ত পথ অনুসরি' জেনেছিনু যাহা এতকাল
সে ভুল ভাঙ্গিল আজি। হে গুরু-বৈষ্ণব-দিক্‌পাল!
বেদের তাৎপর্য্য কহি' জানালে কৃষ্ণ ভগবান,
জ্ঞান-কর্ম-সিদ্ধি-যোগে কভু তাঁর মেলে না সন্ধান।
ডাকিয়া কহিছ জীবে,—'কারাগারে বদ্ধ কেন ভাই!
ভেবে দেখ সংসার-কারায় কারো কভু সুখ নাই।
কারা-বন্দী কেহ নাহি যেতে পারে কারার বাহিরে
কারা-রক্ষী বিনা। কারা-রক্ষীরূপে রহিলে সংসারে
মায়া-বন্ধ নাহি রবে তায়।' আরো কহিছ কি কত!—
'নাম-কীর্ত্তন বিনা আর এ যুগে নাহি অন্য পথ।'
হে দয়াল! তুমি যারে কৃপা কর সে ছাড়ে সংসার,
সংসারে থুৎকারি' কহে,—বিষয়ীর কৃষ্ণ বহু দূর।
শিক্ষা দি'ছ এ জগতে কর্ম্মী হ'তে আসি নাই মোরা,
শুধু মোরা চৈতন্য-বাণীর পিয়ন। হে লোক-গুরো!
ঈশ্বর-প্রকাশ তুমি জানি। নমি তব পদাম্বুজে,
যত অপরাধ ক্ষমি' উদ্ধারিহ এই দীন দাসে।

মায়াবশে পড়ি' ভুলেছি ঈশ্বরে ; হে চির-বান্ধব !
কষ্ট তাই পেতেছি জীবনে। জন্মে জন্মে তব পদ
ভরসা আমার। তাই প্রভু মাগি আজি নতশিরে
দয়ায় আমারে শ্রেয়ঃ পথে টানি' লহ ধীরে ধীরে।
ঈশ্বরের লাগি' যবে অনুরাগ উপজিবে মনে,
সংসার-বাসনা তবে অনায়াসে ক্ষয় হবে ক্ষণে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(৩)

আধুনিক মতবাদীদের মতে পুরাণসকলের ভাষা অতি সরল, সুতরাং ঐ সকল আধুনিক লোকের রচিত, প্রাচীন নহে। কিন্তু পুরাণ-শব্দের অর্থে পুরাতন কিম্বা বেদের কিয়দংশ পূরণ করে বলিয়া 'পুরাণ' নাম। যেমন—পূরণাৎ পুরাণম্। বেদস্যার্থপূরণেন পুরাণং কথ্যতে বুধৈঃ। ন হি অপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যেত। অপরিপূর্ণ কনক-বলয়ের বাকী অংশ পূর্ণ করিতে হইলে তাহা সীসাদ্বারা পূরণ করা যায় না, সোণার আবশ্যক ; তদ্রূপ যাহা বেদের অর্থ পূরণ করে, তাহা বেদ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। পুরাণের সরল ভাষার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য পুরাণ পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্ট, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণবিশিষ্ট হওয়ায় উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দশটী লক্ষণ যথা—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥

১। সর্গ—পঞ্চভূতাদির উৎপত্তি
২। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি
৩। স্থিতি—ভগবানের বিজয়, ব্রহ্মা-শিব হইতে উৎকর্ষ
৪। পোষণ—ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ
৫। উতি—কর্ম্ম-বাসনা
৬। মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় কর্ম্ম

৭। ঈশকথা—শ্রীহরির অবতার-কথা ও ভাগবতদিগের কথা

৮। নিরোধ—শ্রীহরির যোগনিদ্রা

৯। মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীব-স্বরূপে অবস্থান

১০। আশ্রয়—যাহা হইতে সৃষ্টি-প্রলয়াদি হয় ও বিশ্ব প্রকাশিত হয় সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মা।

ভগবান বেদব্যাস নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ ও ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া যখন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই, তখন তৎকারণ জানিবার নিমিত্ত দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে পাইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। তিনি সমাধিতে দেখিয়াছিলেন যে জীবগণ মায়াবাধ্য হইয়া সংসারে ত্রিতাপাদি-দুঃখে পীড়িত হইতেছে, আর একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়া মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে উক্তি—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

ব্রহ্মসূত্র সূক্ষ্মাকারে বেদব্যাসের মনে আবির্ভূত হইবার পর সূত্রাকারে গ্রথিত হন। তৎপশ্চাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বিস্তার হয়। এজন্য শ্রীমদ্-ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বলা হইয়াছে। আবার ইহাতে মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে।

ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতঃ পুরা।
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ॥
বাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্র ত্বতিরিচ্যত ভারতম্।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে॥

মহাভারতকে সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ণয়-স্বরূপ বলা হইয়াছে। কোন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ একত্রিত হইয়া বেদব্যাসের আজ্ঞায় মহাভারত ও সর্ব্বস্ত বেদকে তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন [illegible]ন মহাভারতের ভার অধিক হওয়ায় মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বহেতু মহাভারত নাম হইয়াছে। মহাভারতে গ্রাম্য-

কথা প্রসঙ্গে যে-সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশিত। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানলীলা কেবল ঐতিহাসিক বিচারে মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণের মনে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানকে সত্য বলিয়াই ধরণা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গে উক্ত তাৎপর্য্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া ভগবানের অজত্ব ও অব্যয়ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাম্যকথা অর্থে মুষিক বিড়াল গৃধ্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তযুক্ত উপাখ্যান।

শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। বেদ ভগবৎপর, বেদমাতা গায়ত্রীও ভগবৎপরা। শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর অর্থ-বিস্তৃতিরূপে বর্ণনা করায় ইহা ভগবৎপর গায়ত্রীর ভাষ্যরূপে উক্ত। মৎস্যপুরাণে ভাগবত সম্বন্ধে উক্তি—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ও অন্তিম শ্লোকে গায়ত্রীর তাৎপর্য্য প্রকাশিত। গায়ত্রীর ভর্গ-শব্দে জ্যোতিঃ-অর্থ বুঝায়। অনেকে সবিতুঃ পদে সূর্য্যকে বুঝিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে নিরস্ত হইয়াছে—

তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।
তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ॥
অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে॥ (অগ্নিপুরাণ)

ভর্গ অর্থে জ্যোতিঃ তাহা জগজ্জন্মাদিকারণ বিষ্ণুর তেজ। কেহ কেহ তাঁহাকে শিব, কেহ শক্তি, কেহ বা সূর্য্য অথবা অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন কিন্তু বেদাদিতে পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুকেই একমাত্র জ্যোতিঃ শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। গায়ত্রীতে সবিতুঃ পদে সূর্য্যকে বুঝায় না কিন্তু সূর্য্যের অন্তর্যামী জগজ্জন্মাদিহেতু বিষ্ণুই বোদ্ধব্য। সবিতুঃ অর্থে প্রসবিতুঃ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশংসা বহুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। স্কান্দে—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতি [redacted] শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণ[redacted]জ্ঞয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥

যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরি র্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ!!

শত সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহের কি প্রয়োজন? কলিযুগে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নাই তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও শ্বপচাধম। কলিতে যেখানে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে শ্রীহরি দেবগণসহ তথায় তথায় গমন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ।
হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
(অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ)

অম্বরীষ-শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥ (পাদ্মে)

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ-সমন্বিতঃ॥ (প্রহ্লাদসংহিতা)

শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়—অষ্টাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট এবং যাহাতে হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রবধ আছে। আর গায়ত্রীদ্বারা আরম্ভ সেই ভাগবত শ্রবণ কর। দধীচিমুনি অশ্বশির হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচি মুনির নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত গমন করেন। দধীচি তাহাদিগকে সময়ান্তরে আসিবার কথা বলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলে ইন্দ্র আসিয়া দধীচিকে বলেন—ইহারা জাতিতে বৈদ্য। সুতরাং ইহাদিগকে ব্রহ্ম বিদ্যা উপদেশ করিবেন না। যদি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তবে আপনার শিরচ্ছেদন হইবে। পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া ইন্দ্রের অসদ্ব্যবহারের কথা জানিয়া বলিলেন—মুনিবর! আপনি ভয় করিবেন না, আমরা যোগবলে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বমুণ্ড লাগাইয়া দিতেছি। ঐ মুখে আমাদিগকে উপদেশ করুন। পরে ইন্দ্র আসিয়া আপনার অশ্বমুণ্ড ছেদন করিলে আমরা আবার আপনার পূর্ব্ব মুণ্ড লাগাইয়া দিব। দধীচিও তাহাই করিয়াছিলেন।

শুকপ্রোক্তং—এই বিশেষণ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বাদশস্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের কতকাংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুকদেবকথিত অংশ নহে। [redacted] ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'জগাম

ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ' এই শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট পূজিত হইয়া ভিক্ষুগণের সঙ্গে শুকদেবের গমন কথা আছে। উহাতে আবার কতকগুলি সূত-শৌনকাদির উক্তিও আছে। তবে শুকপ্রোক্ত বলিতে কি অংশবিশেষ মাত্র বুঝাইবে? এই আশঙ্কা নিরাস করিতে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ' অর্থাৎ যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই সেই ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। সুতরাং গায়ত্রীর অর্থদ্যোতক ১ম স্কন্ধের ১ম শ্লোক হইতে 'বিষ্ণুরাতমমুমুচৎ' ইতি অন্ত্য শ্লোক পর্য্যন্তই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন। পুরাণ প্রকাশকালে বেদব্যাস সর্ব্বাংশ প্রকাশ না করিয়া অভিধেয়াংশ মাত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। পরে ভারত প্রকাশের পর ঐগুলির দ্বারা সজ্জিত করিয়া পূর্ণ-শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন এবং শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন—ইহা স্বীকার না করিলে অন্যান্য শাস্ত্রসহ বিরোধ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে লিখিত)

(১)

কর্ম্মফলবাধ্য জীবের মনুষ্য-যোনি লাভ

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১ অধ্যায়ে কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—জীব ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে দেহ-প্রাপ্তির নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে মাতৃকুক্ষিতে একরাত্রিতে উহা শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশদিবসের মধ্যে বদরী-ফলের ন্যায় কঠিন মাংস-পিণ্ডাকার ধারণ করে। একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুইমাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ বিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ ও ছিদ্রসকল প্রকাশিত হয়। চারিমাসে সপ্তধাতু (ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র) এবং পঞ্চমমাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া মাতৃ-কুক্ষিতে অবস্থান করে।

সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্ন পানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং

তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মলমূত্র-গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমিসকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যে-সকল রস ভক্ষণ করেন, সেইসকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে; পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করিয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। সুতরাং এ অবস্থায় সে কোনক্রমে সুখলাভ করিতে পারে না। এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রবল বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তখন প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাহাকে অধোমুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে। জীব সেই প্রসব বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই অধোমস্তকে অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে; সেই সময় তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন ঐ জীব রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীষোৎপন্ন কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন এবং ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে। এইরূপে শিশুর অভিপ্রেত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সেই নবপ্রসূত শিশু প্রতিপালিত হয়। শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য উপলব্ধিতে অসমর্থ সেই প্রতিপালক শিশুর ক্রন্দনকালে অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে তাহার উদরশূল কল্পনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ, আবার উদর-ব্যথায় ক্রন্দন করিলে ঔষধ প্রদানের পরিবর্ত্তে স্তন্যদান) সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না। বৃহৎ কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ, মশক মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করিতে থাকে। শিশু কোনওরূপ প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব করে ও ক্রন্দন করিতে থাকে।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ করিয়া পৌগণ্ড-অবস্থায় অধ্যয়ন-তাড়ন-ভৎর্সনাদির দুঃখ অনুভব করে। যখন সে যৌবনদশায় উপনীত হয়, তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ না পাইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে অধীর ও শোকাভিভূত হয়। শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহাত্মাভিমানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন সেই কামী জীব কামের অপূরণে ক্রোধাভিভূত হইয়া স্বীয় বিনাশের নিমিত্ত অপর কামিগণের সহিত বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মূঢ় মন্দবুদ্ধি-জীব পঞ্চভূত-বিনির্ম্মিত দেহে পুনঃ পুনঃ 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। যে দেহ অবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধন-হেতুভূত হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করত জন্ম-জন্ম জীবের অনুগমন করে, মূঢ়দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। জীব ধর্ম্মপথ বর্জ্জন করিয়া যদি আহার-নিদ্রাদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থের জন্য ব্যস্ত হইয়া অসাধু-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অসতের সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার নরক-যন্ত্রণা-ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

গৃহব্রতের পরিণাম

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩০ অধ্যায়ে কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে আরও বলিয়াছেন,—মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কলি সে-সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; সুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; তাহারা কিছুতেই বিরক্ত হয় না। দৈবীমায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়াও নারকী-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এইরূপ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; তখন সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখপ্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষ শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; সে নিরন্তর দুঃখ প্রতিকারের

যত্ন করত উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে। সেই গৃহমেধী ব্যক্তি, যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসাবৃত্তিদ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তাহার পরিবার-বর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে; এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহাকিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। যখন সে জীবিকা-রহিত হয়, তখন অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। ঐ মূঢ়বুদ্ধি, হতভাগ্য পুরুষ পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ভরণ-পোষণে অসমর্থ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না। জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা-পূর্ব্বক যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি তাহাকে প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত ও স্থবির হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাশি বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর ঘুর' শব্দ হইতে থাকে।

এইরূপে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তখন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক-ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং বারম্বার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসাদ্বারা বিরক্ত করিতে থাকে; কিন্তু সে কাল-পাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ দর্শন করিয়া অধীর হয় এবং অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

পাপীর নরক-গতি ও নরক-বর্ণনা

তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত-হৃদয়ে ভয়ে পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশবন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে। যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পাপীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে।

সে অতিকষ্টে পথ চলিতে বাধ্য হয়। যে-পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যম-দূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী যখন যম-সদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়, কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা গাত্র বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে; কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এইরূপ অশেষ যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিশ্র, রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পর পাপ-সংসর্গ-জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি—পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর ইহজগতে কুটুম্ব এবং নিজদেহ

উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তির কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে তাহার অনুগমন করে; সে আতুরের ন্যায় হৃতজ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক সে ব্যক্তি নরকের চরম পথ অন্ধতামিস্রে গমন করে। সেই নরক ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি-যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেইসকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নর-লোকে আগমন করে।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাও বলিয়া থাকেন। নরকে যে-সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এজগতেও অনেকক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যুৎকট পাপীর কর্ম্মফলভোগ তাহার জীবদ্দশায় ইহলোক হইতেই আরম্ভ হয়।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

হরিবোল

কলিযুগে জীবগণ-উদ্ধারের তরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ এই মন্ত্র দিল ঘরে ঘরে॥
কলির মানব কিন্তু শুনিল না কথা।
হিংসা, ক্রোধ-রেষারেষি, দ্বন্দ্ব-উন্মত্ততা—
গ্রাস কৈল; সেই হেতু ছাড়ি' নিজপথ।
কুকর্ম্ম করিছে সবে ধরিয়া বিপথ॥
মহামন্ত্র হরিবোল শুনিলে শ্রবণে।
ছুটিয়া পলায় সবে অকার্য্য-করণে॥
কী যে মধু মিশ্রিত এই মধু-নামে।
দেখিল না কেহ চাহি মদ-অভিমানে॥
যে করে এ মধু নাম, তিনি মহাজন।
সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়, দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
তাই বলি,—কলিযুগ-মানবের দল।
প্রাণভ'রে মনভ'রে বল হরিবোল॥
'হরিবোল' বল মুখে, বল মধু-নাম।
মরণে নিশ্চয় পা'বে শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥

—শ্রীক্ষিতীশ সাঁতরা, পশ্চিমবাড় (মেদিনীপুর)

স্বরূপ-ধর্ম্ম কি ?

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত আমাদের এই স্থূলদেহ। এই দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইন্দ্রিয়-স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই দশ ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার জন্য 'মন' বলিয়া আর একটী ইন্দ্রিয়ও প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে আধিপত্য করিতেছে। পরিচালনার সুপটুতার জন্য মনকে কেহ কেহ তাঁহাদের চিন্তার চাতুরিতে কর্ত্তা সাজাইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তৃ-স্থানীয় 'মন' সর্ব্বদা অত্যন্ত চঞ্চল। তাই সে প্রতিমুহূর্ত্তে সুখ-দুঃখ, শোক-মোহ ও নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির কর্ত্তৃত্ব-স্বরূপে দায়ী হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। গীতাশাস্ত্রে 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'-শ্লোকে অর্জ্জুনের উক্তিতে মনের যে কি স্বরূপ, তাহা আমরা ভালরূপে জানিতে পারি। ঋষিগণ মনকে সাধনার পরিপন্থী বিচার করিয়া তাহাকে নিগ্রহ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ বদ্ধজীবের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থানকালে মনের চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। ঘড়ির 'পেণ্ডুলামের' ন্যায় মন চঞ্চল এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত। সর্ব্ব-বিষয়ে প্রভুত্ব করাও মনের একটী প্রয়াস এবং আপাত-সুখে প্রলুব্ধ হইয়া পড়া তাহার একান্ত বাঞ্ছা। মনোরথে ধাবমান ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই বাঞ্ছা পূরণ করান অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই দুরন্ত চঞ্চল অনিত্য মন স্থূলদেহকে স্থান-কাল-পাত্র ও সমাজ-বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মিশন ও সঙ্ঘ প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া থাকে। ইহারা সকলেই মনোধর্ম্মী। মনোধর্ম্মের স্বভাব অত্যন্ত গোঁড়ামী করা। তাহার ফলে তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং প্রত্যেকেই তাহাদের স্ব-স্ব মনো-ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি উচ্চস্থান দিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান। যিনি যে ধর্ম্মে দীক্ষিত তিনি অন্য এক ধর্ম্মাবলম্বীকে বিধর্ম্মী জ্ঞান করেন এবং অপরকে নিজ-ধর্ম্মান্তর্গত করিয়া লইতে পারিলে খুব বড় কাজ করা হইল—মনে করেন। 'দেহধারী জীব মাত্রেরই যে দেহ একই উপাদানে গঠিত'—ইহা তাহাদের হৃদয়-পটে জাগ্রত হয় না; তাহারা 'হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা' যাহাই হউন—সকলের একই উপাদান। এই বাহ্য-বিচার বাদ দিলে স্বরূপতঃ সকলেই একমাত্র সেই অমৃতের পুত্র এবং সেই অমৃতের দিকে সকলেরই অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য—

ইহা তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। হিংসা, দ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, কলহ, যুদ্ধ, বিপ্লব প্রভৃতির এমন একটী তাণ্ডব লীলা আজ বিশ্বমাঝে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যাহার একান্ত কারণ দর্শাইতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে,—স্বরূপ বোধনের অভাবই এই অন্যায় আচরণের প্রধান কারণ এবং এই অধঃপাতের সুস্পষ্ট হেতু।

জীব স্বরূপতঃ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির কোনটীরই মধ্যে পরিগণিত নহে বা অন্য কোন দেশীয় নহে। তবে সে কি ? অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাহাদের সকলের মধ্যেই একটী নিত্য বিশেষ-যুক্ত-পদার্থ আছে। তাঁহার নাম আত্মা। সেই আত্মার একটী 'স্বভাবও' আছে। সেই স্বভাবই তাঁহার ধর্ম্ম। প্রাণী মাত্রই জীব—জীবাত্মা। জীবাত্মা নির্ধর্ম্মক নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে দেখা যায়—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। অতএব নিত্যদাস্যই তাহার ধর্ম্ম হইয়া পড়িল—বুঝিতে হইবে। ইহাতে আরও কথা যে, জীব মাত্রই অণুচিদ্বস্তু ; বৃহৎ চিদ্বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার দাস্যই জীবের ধর্ম্ম বা স্বভাব। দাসত্বই তাহার স্বরূপ ও নিত্যধর্ম্ম। অতএব কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটী প্রাণীই ভগবানের দাস ; ভগবানের সেবা ও দাসত্ব তাহার ধর্ম্ম। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে পাই,—"জগতের দেশ বা কুলের অভিমানী জীবের ধর্ম্ম পৃথক, পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বা কল্পিত মনোধর্ম্ম"।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—জলের নিত্য স্বভাবই তরলতা। কিন্তু কোন নৈমিত্তিক কারণবশতঃ জল যখন বরফে পরিণত হয়, তখন কাঠিন্যই তার স্বভাব বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলের ইহা নিত্য-স্বভাব নহে। ইহার এই কাঠিন্যরূপ নৈমিত্তিক স্বভাবটী নিসর্গ, কিন্তু তৎকালে ঠিক স্বভাবের মতই দেখাইয়া থাকে। বদ্ধাবস্থায় জীবের যাহাকিছু প্রতীতি সবই বরফের ন্যায় নৈসর্গিক ও পরিবর্ত্তনশীল মনোধর্ম্ম। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥"

দেশ-কাল-পাত্রের অধীন ধর্ম্ম, জীবের স্ব-ধর্ম্ম নহে। তাহা অনাত্ম-ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ও পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম। তাহা জীবের বরফের কাঠিন্যরূপ নিসর্গ; নিত্যস্বভাব নহে। নিত্যস্বভাব কখনও দেশ ও কালদ্বারা প্রতিহত হয় না এবং হইতেও পারে না। প্রাচীন ঋষিবর্গ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রই

সনাতন জৈবধর্ম্মের কথা মুক্তকণ্ঠে সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—যাহা নিত্য, পুরাতন ও সার্ব্বজনীন। এই সনাতন-ধর্ম্ম বিভিন্ন দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন মনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে জীব বা আত্মা প্রতিটি প্রাণীর দেহে অবস্থান করেন বলিয়া জড়দেহ ও মন চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়, সেই জীব বা আত্মা—মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্নজাতীয় বস্তু।

সেই জীবাত্মা সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃস বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

সেই জীব বা আত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে পুনঃ শতাংশ করিলে যাহা হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। আনন্ত্য শব্দে বিভুত্ব নহে। 'অন্ত'-শব্দের অর্থ-'মৃত্যু' বা 'শেষ', তাহার রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ। তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না বা হইবে না।

এই আত্মা ষড়বিকাররহিত নিত্য-চেতন, জন্ম-মরণহীন, অজর। এমন কি, জন্ম-মরণশীল ক্ষুদ্র ও বৃহদ্দেহে প্রবেশ করিলেও ইহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্য একাবস্থায় থাকে। তাই গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (গীঃ ২।২০)

আত্মা অব্যয়, অমৃত, অপরিণামী বা সৎ; কারণ ইহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই। কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং ইহা কখনও সৎ নহে। সতের ধর্ম্ম ও স্বভাব, অসতের ধর্ম্ম ও স্বভাবের সহিত এক হইতে পারে না। তবে এস্থলে মনে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে,—কখন কখন আমরা দেশগত বা কালগত বা জাতিগত ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া নিজেকে পরিচিত করি কেন? গভীরভাবে আমরা চিন্তা করিলে তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইতে পারি। পার্থিব বিদ্যা বুদ্ধির বহুমানন করিয়া যখন আমরা আমাদিগকে কোন দেশজাত বা কোন কালে আবদ্ধ মনে করি বা দেহ ও মনকে জীব মনে করিয়া জীবাত্মার কথা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা দেশগত, কালগত বা জাতিগত ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেই। এইরূপ অবস্থায় আমরা স্বাধীন-পরাধীন, সুখী-দুঃখী, স্বদেশী-বিদেশী, রাজা-প্রজা, স্বজাতি-বিজাতি, স্বধর্ম্ম-পরধর্ম্ম, ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি

অকল্যাণজনক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানাপ্রকার সাময়িক অনিত্য-ফলদায়ক ভোগমূলক কার্য্যে ব্রতী হই।

বেদশাস্ত্রে গাহিয়াছেন,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।"

সূরিগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। অর্থাৎ দর্শন করা কার্য্যটী নিত্য। সুতরাং দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য নিত্য হইলে কৃষ্ণদাস্যও নিত্য হইল। জীবাত্মা নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলিয়া জানিতে পারেন, যখন তিনি পরমপদ দর্শন-বিষয়ে উপলব্ধি লাভ করেন। যখনই ইহা ভুলিয়া যাইতে থাকেন তখনই নিজেকে অবৈষ্ণব বা কোন দেশ-কালজাত বা কোন ধর্ম্ম-বিশেষের অন্তর্গত মনে করেন।

এখন যদি প্রশ্ন হয়, আমাদিগকে সংসারাদি বিষময় জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কেন? তদুত্তরে শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

বদ্ধজীব অনিত্য অভিমানে মুগ্ধ হইয়া নিত্যকাল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে ক্লিষ্ট হইতেছে। আমরা যখন ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকি তখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করি; ঠিক সেই সময় আমাদের ন্যায় অপর এক শ্রেণীও আমাদিগকে ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করেন। তাহারা আমাদের অনিত্য দেহের সংরক্ষণ ও বিবর্দ্ধন হউক্—ইহাই কামনা করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহার নিমিত্ত এই দেহ রক্ষিত হইতেছে, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে আমরা আদৌ চেষ্টা করিতেছি না। রোগের বীজাণু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না করিলে রোগের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না, কিছুদিনের জন্য চাপা দেওয়া যাইতে পারে মাত্র; কিন্তু পুনরায় তাহার প্রকাশ পাইয়া ভীষণ রূপ ধারণ করে এবং চিরতরে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। তাই শাস্ত্র বারম্বার আমাদিগকে সজাগ করিতেছেন,—জীব যাহাতে ভগবদুন্মুখ হইতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়া অন্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরের সেবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে পারে; তাঁহার জন্য অখিল চেষ্টাই জীবের প্রকৃত কল্যাণজনক। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। যে শ্রীরাধিকার সেবা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভও সুদূরপরাহত, তাঁহাকে জানিবার আগ্রহ সাধকমাত্রেরই স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি যে বস্তু তাঁহাকে সেইরূপে প্রকাশ বা বর্ণনা করিলেই তাহার সত্যতা রক্ষিত হয়, অন্যথা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বর্ণনারূপ বঞ্চনাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব মায়িক অভিরুচি অনুযায়ী সুবিধাবাদীর ন্যায় অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ ও তচ্ছক্তির তত্ত্ব ও লীলা বর্ণনাদ্বারা পারমার্থিক-কল্যাণেচ্ছু জনসাধারণকে ভ্রমপথে পরি-চালিত করেন। তাঁহাদের স্ব-স্ব ইষ্ট বা উপাস্যগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে তাঁহারা রাজসিক-তামসিক-ভাবাপন্ন হইয়া বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করেন। তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণ তাহা আলোচনা দ্বারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকতর অকল্যাণ বরণে ব্রতী হন। এজন্য প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত মায়াবদ্ধ জীব অপ্রাকৃত সচ্চিদানময় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার চিচ্ছক্তির স্বরূপ-বর্ণনে অসমর্থ হওয়ায়, শাব্দিক অবতার অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগ ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ এবং ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষচতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত আত্মোপলব্ধ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদবর্গের বাণীই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মী জীবের সদসৎ-বস্তু-বিবেক না থাকায় সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে স্থাপনে আগ্রহশীল। আজকাল ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বা সুষ্ঠু ধরণারহিত পণ্ডিতম্মন্য বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক তাহাদের অসম্যক্ ও ভ্রমবিচারপূর্ণ উক্তি ও মতবাদদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সাধন-সাপেক্ষ, আচরণশীল সাধকের নিকটই উহা ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে গুরুকরণদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মস্থ মুক্ত-পুরুষগণই সেই ভগবৎ-সম্পদের সন্ধান প্রদানে সমর্থ, অন্যে নহে। সাধনবিমুখ প্রকৃতিবাদী ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ কিরূপে তাহা লাভ করিবেন? বস্তুজ্ঞান না হইলে তাহার সর্ব্বাবস্থায় ভ্রম—চেতনে জড়ত্বের আরোপ (Anthropomorphism) বা প্রাকৃতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি (Apotheosis) হইবেই। ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অন্বোপলব্ধ ব্যক্তিত্বের (Realised personality) আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। "নায়মাত্মা প্রবচনেন"—শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়

য. ভগবৎকৃপা ব্যতীত ঐহিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্নরূপ বিকৃত মতবাদ পোষণ করেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসুগণ তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া সাত্ত্বিক-শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণনাই যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে রাজসিক-তামসিক-শাস্ত্রে বর্ণিত সাত্ত্বিক-শাস্ত্রানুগত বাক্যও সাত্বতগণের পক্ষে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।
অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ তামসিক শাস্ত্র হইতেও সাত্ত্বিকশাস্ত্রানুগত বাক্য গ্রহণযোগ্য। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত বিষ্ণুই পরতত্ত্ব—ইহাই মোক্ষসাধক জ্ঞান; অন্যপ্রকার উক্তিসকল (অসুর) মোহনের নিমিত্ত; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেইসকল বাক্য অপ্রামাণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন।

অনেকে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব-শাস্ত্র হইলেও ইহাতে শ্রীরাধিকার নাম পাওয়া যায় না। যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা-বিলাস, তাঁহার উল্লেখ না থাকায় অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান্ হন। কিন্তু যাঁহাদের শব্দব্রহ্ম-পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত তত্ত্বদর্শী গুরুর আনুগত্যে ভাগবত আলোচনার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থলে, "অনয়ারাধিতো নূনং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার নামোল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত বহুতর পুরাণ, উপপুরাণাদিতেও শ্রীরাধিকার আবির্ভাব ও তত্ত্ব বর্ণিত আছে। আমরা এস্থলে প্রমাণরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে দুই-একটী অংশ উদ্ধার করিতেছি—

(গোলোকে রাসমণ্ডলের বর্ণনা)

(ভগবান গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পরিজনবর্গের সহিত অতি রমণীয় রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। সেই রাসমণ্ডল অতি কমনীয় কল্পবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী;—মণ্ডলাকৃতি সুস্নিগ্ধ, সমতল ও সুবিস্তীর্ণ; সেই স্থান —চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম, প্রভৃতি নানা সুগন্ধদ্রব্যে সুসংস্কৃত; তথায় কোনস্থানে দধি, কোনস্থানে খই, কোনস্থানে শুক্লধান্য এবং কোনস্থান নবীন দূর্ব্বায় পরিব্যাপ্ত; সেই রাসমণ্ডল পট্টসূত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট উপরিভাগে দোদুল্য-

মান নব নব চন্দন-পল্লবে পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে রম্ভা-তরুসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত। সেইস্থান উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ-নির্ম্মিত ত্রিকোটী গৃহদ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে; গৃহসমূহে নিরন্তর নানা রত্ননির্ম্মিত দীপসকল স্ব-স্ব কিরণজাল দ্বারাই অন্ধকার দূর করিতেছে; সুগন্ধিপুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে; (নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রী-পরিপূর্ণ মনোহর শয্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিতেছে। জগদীশ্বর গোলোকনাথ সেইস্থানে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।)

(গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীরাধার আদি-আবির্ভাব)

/অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়া সত্বর গমনে পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। গোলোক-ধামের রাসমণ্ডলে **সেই কন্যা প্রকটিতা হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধাবিত হইয়াছিলেন, বলিয়া পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'রাধা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।** সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবী; শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণ হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া নিজপ্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হইলেন। দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রেই ষোড়শবর্ষ-বয়স্কা, নবযৌবন-সংযুক্তা, অত্যুজ্জ্বল-নীলাম্বরধারিণী, ঈষৎহাস্য-বদনা; অতিশয় কোমলাঙ্গী মনোহারিণী সেই দেবী জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী।)তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বীয় স্থূল নিতম্ব ও পয়োধরভারে কিঞ্চিত অবনত; তাঁহার ওষ্ঠাধর বিম্ব-ফলের রক্তিমাকেও পরাজয় করিয়াছে; তিনি মুক্তাশ্রেণীর পরাভবকারী দন্তপংক্তিদ্বারা পরিশোভিতা। সেই চারু-সিমন্তিনীর বদনকমল শরৎকালীন পূর্ণিমা-শশধরের শোভা ও নয়নদ্বয় শরৎ-পঙ্কজের শোভাকে ধিক্কৃত করিতেছে; তাঁহার গরুড়ের ন্যায় সুন্দর নাসিকা; গণ্ডদ্বয় সুবর্ণনির্ম্মিত গেণ্ডুকের শ্রীকেও পরাজিত করিয়াছে। রত্নরাজি-বিরাজিত কর্ণযুগল-ধারিণী শ্রীরাধা,—কপোলতলে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও সিন্দুরবিন্দুযুক্ত হওয়ায় অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন। শ্রীরাধা মালতীমালা-ভূষিত, সুসংস্কৃত কেশপাশ-যুক্ত, সুন্দর কবরীভার এবং স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্যাপহারী পাদযুগল ধারণ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী রাধার গমনকালে হংস ও খঞ্জন পক্ষীও লজ্জিত হয়। তিনি নিরন্তর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর বনমালা, হীরক-নির্ম্মিত কণ্ঠহার, রত্ন-নির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কন এবং নানাপ্রকার অমূল্য-রত্ন-

নির্ম্মিত নানাভরণে ভূষিতাঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। (সেই রাধা এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া, কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে শ্রীরাধার লোমকূপসকল হইতে রূপ ও বেশ রচনায় তৎসদৃশ গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূত হইলেন।)

(ভৌম-ব্রজে শ্রীরাধার আবির্ভাব)

(একদিন রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত রাসমণ্ডলে সৌভাগ্য-শালিনী বিরজা-নাম্নী গোপীর সহিত ক্রীড়ায় রত ছিলেন। তথায় শ্রীরাধার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থান ত্যাগ করিলেন; বিরজাও রাধার ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বিরজা গোলোক ধামে নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। শতকোটী যোজন দীর্ঘ এবং কোটী যোজন বিস্তৃত সেই নদী পরিখার ন্যায় গোলোক বেষ্টন করিল। এদিকে শ্রীরাধা সেই রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজার দর্শন না পাওয়ায় স্বস্থানে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সুদামাদি-অষ্টসখার সহিত শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বহু তিরস্কার করিলেন। প্রাণপ্রিয় সখার নিন্দা শ্রবণে সুদাম-সখা রাধিকাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শ্রীরাধিকাও অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া "ক্রূরমতে! ক্রূরতর অসুরযোনি লাভ কর" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন; সুদামও "গোলোক হইতে ভূলোকে যাইয়া গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক শত বৎসর অসহ্য কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ অনুভব কর" বলিয়া প্রতি-অভিশাপ প্রদানান্তে প্রস্থান করিলেন।

তখন শ্রীরাধা সুদাম-শাপে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"সুদাম আমাকে ভূতলে গোপী হইয়া থাকিবার অভিশাপ দিয়াছে। হে ভয়ভঞ্জন! তোমা ব্যতীত আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে নাথ! তোমা ব্যতীত আমার ক্ষণকালও শতযুগ বলিয়া বোধ হয়; তোমার বিরহে আমার মন সর্ব্বদা দগ্ধীভূত হয়। তুমি আমার প্রাণ, আত্মা, দৃষ্টিশক্তি, জীবন-ধন; আমি কেবল দেহ মাত্র। হে প্রভো! স্বপ্নে ও জ্ঞানে আমার চিত্ত তোমাতেই রহিয়াছে এবং নিরন্তর কেবল তোমার পাদপদ্মই স্মরণ করিতেছি। তোমার দাস্য ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিতা থাকিতে ইচ্ছা করি না।" শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীরাধার আশঙ্কা দূর করত তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"হে বরাননে! আমি বরাহকল্পে ভূতলে গমন করিব; আমার সহিত তোমার ভূতলে গমন ও তথায় জন্ম

নিরূপিত হইয়া আছে। দেবি! আমি ব্রজে যাইয়া ব্রজের কাননে বিহার করিব; তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি?"

সখা সুদাম শ্রীরাধাশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচূড়নামে প্রসিদ্ধ হন এবং কালপূর্ণ হইলে শ্রীশিবহস্তস্থিত ত্রিশূলদ্বারা বিদারিত হইয়া গোলোকে গমন করেন। শ্রীরাধাও বরাহকল্পে গোকুলনগরে বৃষভানুরাজার কন্যারূপে অবতীর্ণ হন। বৃষভানু-কন্যা কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। কালে রাজপত্নী বায়ু প্রসব করিলে সেই বায়ু হইতে অযোনিসম্ভবা শ্রীরাধা উৎপন্না হন। দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে বৃষভানুরাজ আয়ানের সহিত নবযৌবনা নিজ-কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। শ্রীরাধা বৃষভানু-সুতায় নিজছায়া সংস্থাপন করত স্ব-স্বরূপে অন্তর্হিতা হন; সেই ছায়ার সহিত আয়ানের বিবাহ হয়। শ্রীরাধার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্ব-স্বরূপে গোকুলে প্রথম মিলন হয়। বৃন্দাবনের বনে নিত্য-কাল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিলাস হইয়া থাকে। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের দেহার্দ্ধস্বরূপিণী সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্না সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাই প্রেয়সী।

শ্রীরাধা-তত্ত্ব

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়ে রাধিকে! তুমি গোলোক বৃত্তান্ত স্মরণ কর। তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলপ্রদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সে-ই আমি; আমাদের কোনও ভেদ নাই; যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল-মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধার-স্বরূপা; আমি বীজস্বরূপ; হে সাধ্বি! তুমি আমার বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী। ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ তুমিও আমার দেহের শোভা-সম্পাদিকা। যে-সময়ে তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি, তখন লোকসকল আমাকে মাত্র 'কৃষ্ণ' বলে; আর যখন তোমার সহিত অবস্থান করি, তখন তাহারাই আমাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া থাকে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররূপা এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তি-

স্বরূপা। হে রাধে! তুমি পরমাশক্তি এবং আমি পরম-পুরুষ,—ইহাই বেদে নির্ণীত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বস্বরূপ। যখন আমি তেজোরূপ, তখন তুমিও তেজোরূপিণী। হে সুন্দরি! যে-সময়ে আমি পরম যোগবলে সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া থাক; তুমি আমার অর্দ্ধাংশ-সম্ভূতা মূলপ্রকৃতি; তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা।

যে নরাধমের আমাদের উভয়ে পৃথক্‌বুদ্ধি হয়, সেই পাপী চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকে বাস করে এবং তাহার ঊর্দ্ধ-অধঃ সপ্তপুরুষ অধোগামী হয় ও তাহার কোটীজন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দা করে, সেই পাপাত্মা অনন্তকাল নরক ভোগ করে। যে-ব্যক্তি রা-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, প্রশান্তচিত্তে তাহাকে আমি উত্তমা ভক্তি প্রদান করি; এবং পরে সে ব্যক্তি ধা-শব্দ উচ্চারণ করিবে—ইহা শ্রবণ-লালসায় তাহার সমীপে গমন করিয়া থাকি। যাহারা ষোড়শোপচারে আমার সেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়। তাহাতে আমার যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক প্রীত হই; হে রাধে! আমার ষোড়শোপচার-পূজা-নিরত ব্যক্তিগণ যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা রাধা-নাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে তাহারাই অধিক প্রিয়। ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রীও আমার প্রিয়; কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয়া নহে। হে সতি! তাঁহারা মাত্র প্রাণতুল্যা, কিন্তু তুমি আমার প্রাণাধিকা; তাঁহারা ভিন্নস্থানে অবস্থান করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই নিয়ত বাস কর। আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও তোমার অংশ সকলকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে, আমিও অংশিনী তোমাকে নিত্য হৃদয়ে ধারণ করিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে তথায় মালা-কমণ্ডলুধারী ঈষৎহাস্যযুক্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া আনতমস্তকে সাশ্রুনেত্রে পুলকিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক আগমানুসারে স্তব করিলেন। পরে শ্রীরাধিকা-সমীপে গমনপূর্ব্বক দেবীর চরণযুগল স্বীয় জটাজালে বেষ্টন করিয়া কমণ্ডলুর জলদ্বারা প্রক্ষালন করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহারও স্তব করিতে লাগিলেন,—মাতঃ! সকল দেবীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূত অতএব তাঁহারা প্রাকৃতিক ও জন্যা। কিন্তু আপনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাংশসম্ভূতা এবং

সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সদৃশী ; আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা বা আপনি রাধা, ইনি স্বয়ং হরি—ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে ? ইহা বেদেও কখন দেখিতে পাই নাই। মাতঃ ! ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধদেশে গোলোক ধাম, আপনি তথায় বাস করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব কৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ আপনিও সেই প্রতিজীবে সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। পুরুষগণ শ্রীহরির অংশজাত ; স্ত্রীসমূহ আপনার অংশসম্ভূতা। এই ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মস্বরূপ, আপনি দেহস্বরূপ ও আধাররূপিণী। হে মাতঃ ! আপনি কৃষ্ণের প্রাণযুক্তা হইয়া নিখিল জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন ; আশ্চর্য্যের বিষয় ! কোন্ শিল্পী এইরূপ সৃজন করিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। এই কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইঁহার অংশ, কি ইনিই আপনার অংশ—ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। আমি জগতের বিধাতা ও বেদ-প্রণয়নকর্ত্তা ; সেই বেদ গুরুমুখে শ্রবণ করত অধ্যয়ন করিয়া বহুবিধ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে। আমি সেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আপনার গুণের শতাংশের একাংশও বলিতে সক্ষম নহি ; বেদ অথবা পণ্ডিত—কে আপনার গুণানুবাদ করিতে সমর্থ ? স্তবের কারণভূত—জ্ঞান, আপনি সেই জ্ঞানশালিনী চিচ্ছক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হে মাতঃ ! আপনি বুদ্ধির জননী ; এইরূপ ধীমান্ কে আছে, যে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইবে ? যে বস্তু সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু অদৃষ্ট, অশ্রুত-বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয় ? আমি, অনন্ত কিম্বা শিব, আমরা কেহই আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহি ; হে জগদীশ্বরি ! সরস্বতী এবং বেদও আপনার স্তবে সমর্থ নহেন।

একসময়ে দেবী পার্ব্বতী শ্রীরাধা তত্ত্ব জানিতে চাহিলে শ্রীমহাদেব তদুত্তরে বলেন,—হে মহেশ্বরি ! আমি আগম-বর্ণনকালে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ কীর্ত্তনে উদ্যত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি ধ্যানে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমার ইষ্টদেবের প্রিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদ অতি গোপনীয় তত্ত্ব তোমার নিকটে বলিতেছি। পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দাবনের রম্য বনস্থ রাসমণ্ডলে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ইচ্ছাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিমিত্ত দুইরূপে প্রকটিত হন। তিনি দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা পরম-রমণীয়া রাধিকা-

দেবা রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সহিত অবস্থিত হইলেন।) তাঁহার কোটিচন্দ্রোজ্জ্বল অঙ্গে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, বদনে মন্দ মন্দ হাস্য, মালতীমালামণ্ডিত কেশদাম, সূর্য্যকিরণসদৃশ রত্নমালা শোভা পাইতেছিল। (তিনি সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রিয় আচরণে সমর্পিতাত্মা। "শ্রীরাধা কৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান" সাধুগণ এইকথা বলেন। দুর্গে! ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণমাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং অন্ত্যবর্ণ 'ধা' শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থিতিলাভ করেন। অনঙ্গমোহনের বামাঙ্গ হইতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। অন্যান্য দেবীগণ তাঁহারই অংশে উৎপন্না হইয়াছেন। শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপীগণ এবং তাঁহার বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মী উদ্ভূতা হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস করেন এবং তিনি কৃষ্ণের প্রাণ-সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে পার্ব্বতি! অপ্রাকৃত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা সৌভাগ্যশালিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণ হইতে অধিক প্রেয়সী। মূল-প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। হে দেবি! তুমি গুণাতীত সর্ব্বপূজ্য শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণ সেবা কর; ইহাই সর্ব্বসারাৎসার জানিবে।) রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

পরলোকে শ্রীসখীচরণ রায়, ভক্তিবিজয়

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত পরমভাগবত শ্রীমৎ সখীচরণ রায় 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' প্রভু প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে গত ১লা নভেম্বর ১৯৬১, বাং ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্র একটায় নির্য্যাণলাভ করিয়াছেন। সাংসারিক জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী-হিসাবে খ্যাতিলাভ করিলেও প্রচুর সুকৃতি-প্রভাবে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করেন ও শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য মঠের ও তৎশাখামঠসমূহের নানাবিধ সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে বৈদ্যুতিক আলোকমালাসহ বিরাট্ 'শ্রীযোগপীঠ-মন্দির' এবং তত্রস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে সুবৃহৎ 'ভক্তিবিজয়-ভবন' তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে স্মৃতিফলক স্থাপনেও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত

হয়। এতদ্ব্যতীত ইউরোপে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারেও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। শ্রীল সখীচরণ প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব দর্শনে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে 'ভক্তিবিজয়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

জীবনের শেষদিকে তিনি সংসারের সমূহ সংস্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের ইমলিতলা আশ্রমে ভজন-সাধনে রত ছিলেন এবং গত ভাদ্রমাসে ভজনোচিত নিষ্কিঞ্চন বাবাজী-বেষ গ্রহণ করত **শ্রীল সখীচরণ দাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত হন।

বৃন্দাবনে ও কলিকাতায় তাঁহার বিরহ-মহোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্ত যোগদানপূর্ব্বক উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

তদীয় স্মৃতিরক্ষার্থে অচিরেই বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের সমাধি-মন্দিরের নিকট তাঁহার অস্থি-সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে। —**নিজস্ব-সংবাদ**

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও গত ৯ই নভেম্বর, বাংলা ২৩শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমূহ মঠে বিরাট্‌ভাবে শ্রীগিরিরাজের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগিরিরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ হিসাবে ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবাপূজাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু। তিনি ভক্তরক্ষক, তিনিই দাম্ভিক ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া বৃষ্টি-বন্যার হাত হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রজবাসীগণকে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা যদি ভক্তিভরে শ্রীগিরি-রাজের সেবাপূজা করিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবালাভ করিতে পারিব।

এইবৎসর সমিতির অন্যতম শাখা **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগিরি-রাজের পূজা ও শ্রীঅন্নকূট উৎসব** বিপুলভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতে উক্ত মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালের অন্নকূট-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরমানন্দিত করেন। পরে সকাল ৯টায় বিশেষভাবে শ্রীগিরিরাজের পূজা ও স্তোত্রাদি

পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগিরিরাজকে বিরাট অন্নের কূট, লাড্ডু এবং সন্দেশ, পুষ্পান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি ভোগ-সামগ্রী নিবেদিত হয়। শ্রীগিরিরাজের ভোগ আরাত্রিক সুসম্পন্ন হইলে আহুত-অনাহুত প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে গিরিরাজের বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবেদান্ত সমিতির পরিচালিত **ভারত-পরিক্রমা-পার্টি ও ডাকোরে** শ্রীরণছোড়জীর দর্শনে উপস্থিত হইয়া তথায় **অন্নকূট মহোৎসব** সম্পন্ন করেন। ইহা ছাড়া সমিতির **শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে** এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও সাড়ম্বরে শ্রীগিরিরাজের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সমগ্র ভারত-তীর্থ-পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও নিয়ামক **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে এই বৎসর তিন ধাম সপ্তপুরীসহ সমগ্র ভারততীর্থ পরিক্রমা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সমিতি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তসহ একশত আঠারজন যাত্রী লইয়া বিগত **১৬ই আশ্বিন, ইং ৩রা অক্টোবর, মঙ্গলবার** রাত্র ৯-২০ মিনিটে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একখানা টুরিষ্টকার রিজার্ভ করিয়া ১১ নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেস যোগে রওনা হন এবং দুইমাস যাবৎ তিনধাম সপ্তপুরীসহ ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করিয়া **গত ২রা ডিসেম্বর** তারিখে ১৮ নং ডাউন পাঠানকোট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস যোগে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন।

সমিতি সর্ব্বাগ্রে হাওড়া হইতে রওনা হইয়া ৪।১০।৬১ তারিখে ভক্ত-রক্ষায় **'দলমাদল'** কামান চালনকারী বিষ্ণুপুরের শ্রীমদনমোহন ও উক্ত কামান দর্শন করেন। পরে তথা হইতে ৬।১০।৬১ তাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমি নীলাচলে গিয়া শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও ভজনস্থলী, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরাদি দর্শন সমাপন করেন। ৮।১০।৬১ তাং সিংহাচলমে নয়শত সাতাশি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতোপরি শ্রীজিয়ড়নৃসিংহদেবের মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তথা হইতে ১০।১০।৬১ তাং পানা-নৃসিংহদেব, পরে ১১।১০।৬১ তাং মাদ্রাজে গিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পার্থসারথী ও অন্যান্য মন্দিরাদি দর্শন করেন। এখানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ী কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করত তথা হইতে দক্ষিণ রেলওয়ের বগী লইয়া যাত্রা আরম্ভ করা হয়। মাদ্রাজ হইতে বেদগিরীশ্বর মহাদেব ও হরপার্ব্বতীর পক্ষীরূপ দর্শন করিতে ১৩।১০।৬১ তাং পক্ষীতীর্থে উপস্থিত হন।

তথা হইতে ১৪।১০।৬১ তাং চিদাম্বরমে শ্রীবাসুদেব, শ্রীনটরাজ, মায়াভরমে (ময়ূরমে) পার্ব্বতীদেবীর ময়ূর রূপ দর্শন করত ঐদিনই রাত্রে কুম্ভকোণমে মোক্ষকুণ্ড, কুম্ভেশ্বরম্, নাগেশ্বরম্, শ্রীরাজগোপাল, চক্রপাণি এবং অন্যান্য বহু

মন্দির দর্শন করা হয়। ১৬।১০।৬১ তাং তাঞ্জোরে গিয়া বৃহদেশ্বর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির (মন্দিরের শীর্ষে ৮০ টনের একটি প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে এবং ২৫ টনের একটি প্রস্তরনির্ম্মিত ষাঁড় শিবের সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে), তথা হইতে ১৮।১০।৬১ তাং ভারতের সর্ব্বশেষ দক্ষিণপ্রান্ত ধনুষ্কোডী তীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের ও শিবের মন্দির, ২০।১০।৬১ তাং মাদুরায় মীনাক্ষীদেবীর মন্দির, পরে ২০।১০।৬১ তাং কন্যাকুমারীতে। পরে ২৩।১০।৬১ তাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য যাজনক্ষেত্র শ্রীরঙ্গমে গিয়া শ্রীরঙ্গনাথজীর সুবৃহৎ শেষশায়ী মূর্ত্তি, ২৫।১০।৬১ তাং বিষ্ণুকাঞ্চি, শিবকাঞ্চি দর্শন করিয়া ঐদিন আরকোনামে গিয়া পুনঃ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পূর্ব্ব টুরিষ্টকার লইয়া ঐদিনই রাত্র ১০টায় রেণিগুণ্টা হইয়া ২৬।১০।৬১ তাং সাধারণ ট্রেণ সার্ভিসে তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথা হইতে বাসযোগে পাহাড়ের উপর ৭ মাইল উর্দ্ধে তিরুমালাই হিলস্ এ শ্রীবালাজী, ২৯।১০।৬১ তাং নাসিকে পঞ্চবটী, ৩১।১০।৬১ তাং বোম্বাই, ১।১১।৬১ তাং বলিরাজের ভিক্ষা দানের স্থান ব্রোচ দর্শন করা হয়। ২।১১।৬১ তাং বিরামগামে ইষ্টার্ণ রেলের গাড়ীটি পুনঃ কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া ওয়েষ্টার্ণ রেলের দুইটী টুরিষ্ট কার রিজার্ভ করিয়া ৩।১১।৬১ তাং প্রভাস, ৪।১১।৬১ তাং সুদামাপুরী, ৬।১১।৬১ তাং বেটদ্বারকা ও ৭।১১।৬১ তাং দ্বারকা, ৯।১১।৬১ তাং ডাকোরেশ্রীরণছোড়জী দর্শন করেন।

অতঃপর ১০।১১।৬১ তাং উজ্জয়িনী, ১২।১১।৬১ তাং শ্রীনাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের গোপাল (শ্রীনাথজী), ১৩।১১।৫১ পুষ্কর ও সাবিত্রী দর্শন করত ক্রমান্বয়ে যাত্রীগণ ১৪।১১।৬১ তাং জয়পুর, ১৪।১১।৬১ তাং আগ্রায় পৌঁছেন ও ওয়েষ্টার্ণ রেলের বগী ত্যাগ করত পুনঃ ইষ্টার্ণ রেলের টুরিষ্টকার গ্রহণ করেন এবং ঐ দিনই রাত্রে মথুরাধামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ১৭।১১।৬১ গোকুল, ১৮।১১।৬১ বৃন্দাবন, ২০।১১।৬১ রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, সঙ্কেত, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা দর্শন করিয়া ২২।১১।৬১ দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থাদি, ২৩।১১।৬১ কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ২৪।১১।৬১ হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা এবং ২৫।১১।৬১ হরিদ্বার, কংখল দর্শন করিয়া ২৭।১১।৬১ তাং নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। তথা হইতে ২৮।১১।৬১ তাং যাত্রা করিয়া ২৯।১১।৬১ তাং অযোধ্যা এবং ৩০।১১।৬১ তাং বারাণসী দর্শন করিয়া ঐ দিন রাত্র ১টায় গয়াতে পৌঁছেন। এবং ১।১২।৬১ তাং শ্রীগদাধর বিষ্ণু-পাদদ্বয় দর্শন করিয়া যাত্রীগণ পাঠানকোট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস-যোগে ২।১২।৬১ তারিখে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ দুইমাস পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বর্ত্তমানে ভারত-পরিক্রমার বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইল; পরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } পৌষ ১৩৬৮ { ১১শ সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



১৩ বর্ষ | বাসুদেব, ২৪ নারায়ণ, ৪৭৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৬৮ ; ইং ১৪।১।১৯৬২ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীউদ্ধব-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহিমা-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে—৭-১৬)

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

কৃষ্ণত্ব্যমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ১ ॥

(প্রেম-পুলকিতাঙ্গ উদ্ধব নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া যদুকুল সংহারাদি ভগবচ্চাতুর্য্য স্মরণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—)

শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে বিদুর! কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদিগের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুবর্গের কুশল আর কি বলিব? ১ ॥

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি ।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥ ২ ॥

হায় ! এই মনুষ্যলোক অতিশয় ভাগ্যহীন, বিশেষতঃ যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণজ্ঞানহীন ; কারণ, ক্ষীরসমুদ্রস্থ চন্দ্রের সহিত তত্রস্থ মৎস্যগণ একত্র বাস করিয়াও যেমন উহারা চন্দ্রকে কমনীয় কোন জলচরমাত্র বোধ করিয়া সুধাকর-চন্দ্রের স্বরূপ জানে না, তদ্রূপ এই যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত একত্রে বাস করিয়াও তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপ জানিতে পারেন নাই ॥ ২ ॥

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ ।
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৩ ॥

হে বিদুর ! যাদবগণ নিতান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানসামগ্রীর অভাব ছিল না ; তাঁহারা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানিতে পারিতেন এবং অতিশয় নিপুণ ছিলেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিলেও নিখিলভূতাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে যদুশ্রেষ্ঠমাত্র জ্ঞান করিতেন ॥ ৩ ॥

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যপ্যাত্মনো হরৌ ॥ ৪ ॥

যাদবগণ ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'ইনি যাদব, আমাদের বন্ধু' এইরূপ বলিতেন ; কিন্তু শিশুপালাদি যে-সকল অন্যপক্ষ বৈরভাব আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিত, তাহাদের সেই সেই বাক্যে আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না ; কারণ, আমাদের চিত্ত পরমাত্মা শ্রীহরিতে নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্য মূঢ়লোকের বুদ্ধি ইহাদ্বারা অনায়াসেই বিভ্রান্ত হইতে পারে ॥ ৪ ॥

প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ৫ ॥

সেই ভগবান্ তপস্যাহীনতা-বশতঃ অপরিতৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই মূর্ত্তি

তাঁহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্ ॥ ৬ ॥

ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগ-মায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী ; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ৬ ॥

যদ্ধর্ম্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ ।
কাৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্ব্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিভুবনস্থ প্রাণিসমূহ এই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্যনির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তৎসমুদায়ই এই শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশে নিঃশেষিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

যস্যানুরাগপ্লুত-হাস-রাস-
লীলাবলোক-প্রতিলব্ধমানাঃ ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ৮ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সানুরাগ হাস্য, পরিহাস, আমোদ, প্রমোদ, লীলাবলোকন দ্বারা অভিমান-যুক্ত ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন ব্রজস্ত্রীগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহাদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হইয়াছিল

এবং তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা তদ্গতচিত্তে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ৯ ॥

ভগবদাশ্রিতগণের দ্বিবিধ রূপ,—শান্ত-স্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তদিতর অশান্ত-স্বভাব (ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসুরগণ)। অসুরগণ যখন সেই ভক্তগণকে পীড়ন করিতে থাকে, তখন চিদচিদীশ্বর পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের প্রতি দয়ার্দ্রান্তঃকরণে প্রাকৃতজন্ম-রহিত হইয়াও, কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ নিজকলা মহৎস্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ॥ ৯ ॥

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেব-গেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্যদনন্তবীর্য্যঃ ॥ ১০ ॥

উদ্ধব কহিলেন,—বসুদেবগৃহে অজ-পুরুষের জন্মাভিনয়, ব্রজে অরি-ভয়ে বাস এবং অনন্তবীর্য্যের স্বয়ং মথুরা-পরিত্যাগরূপ লীলা-বৈচিত্র্যসকল আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ১০ ॥

ভবরোগীর হাঁসপাতাল

সম্প্রতি অনেক রোগী আসায় রোগীর চিকিৎসা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভালরূপ হইতেছে না বলিয়া বাজারে গুজব। চিকিৎসকগণের সে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, আশা করা যায়। যে রিপোর্ট প্রথমে আগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ কতকটা প্রকাশিত হইতেছে,—

১। একটি রোগীর বর্ণনে পাওয়া যায় যে, কপটতা-সমর্থন-কল্পে তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। হাঁসপাতাল সংরক্ষণের জন্য তাঁহার কোন স্পৃহা নাই।

হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা-রোগ তাঁহাকে দরিদ্র করাইয়া 'ইকনমিক্' করাইতেছে। ব্যভিচার পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার 'ইকনমিক্ প্রব্লেমের' মীমাংসা হয়, তিনি এরূপ বিকারগ্রস্ত। সুতরাং তিনি পয়সা খরচ করিয়া বিরোধ করিবার রোগে পীড়িত।

২। অপর একটি রোগী প্রাজাপত্য অপেক্ষা পরদার-পোষণের রোগে পীড়িত। টন্‌টনে জ্ঞান আছে,—ওটা অন্যায়, তবে সামাজিক বিপ্লবকারীর দল ভারি করা দরকার বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদ পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ব্যবসাটা ভাল চলে। "সাধারণ স্বাস্থ্য বেশী ভাল আছে" বলিয়া তিনি দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারেন না। এই রোগীর প্রতি বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থায় তাঁহার মতভেদের কারণ এই যে, হাঁসপাতালে ভাল চিকিৎসা হয় না, ঔষধাদি ভাল নাই, আর তিনি নিজেই বড় চিকিৎসক, এরূপ অভিমান করেন—এই রোগ।

৩। অন্য একটি রোগীর রোগে জানা গিয়াছে যে, তাহার মতে স্ত্রৈণ হওয়াটাই পরম ধর্ম্ম। 'আমার আমার' করিয়া ব্যস্ত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ভাবেন, —ভোগে কোন প্রকার বাধা না আসে; মামুলী রোগ পোষণ করাই ভাল। গৌড়ীয়ের মতে চিকিৎসা করিয়া ব্যাধি ভাল হইয়া গেলে পাছে জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়। হাঁসপাতালে যখনই সেবা-শুশ্রূষা যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখনই হাঁসপাতাল ভাল; কিন্তু যখনই চিকিৎসা আরম্ভ হয়, তখনই ভোগের ব্যাঘাত হওয়ায় হাঁসপাতাল আর ভাল নহে,—এই রোগ। যদি হাঁসপাতাল না থাকে, তাহা হইলেই রোগ অধিক বৃদ্ধি করান যাইতে পারে।

৪। চতুর্থ রোগীর অবস্থা এই যে, হাঁসপাতালবাড়ী বড় হওয়ার আবশ্যকতা নাই। দেশে রোগ বৃদ্ধি হউক্, রোগীগণ বেশী ভুগুক,—ইহাই অন্তরের অভিলাষ। যখন গৌড়ীয় হাঁসপাতাল বড় হইয়াছে, সেখানে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা ভাল, সুতরাং তাই দেখিয়া গায়ের জ্বালা। হিংসা-রোগ প্রবল হওয়ায়, যাহাতে হাঁসপাতাল ঔষধ-পথ্য যোগাড় না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে—এই রোগ।

৫। পঞ্চম রোগীর অবস্থা,—"আমার মনিবের ঘরে আমারই অধিকার; সুতরাং হাঁসপাতালের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে, আমরা যে-সব চাকর-বাকর আছি, আমাদের পাওনাটা দিতে হইবে, তাহা না দিয়া 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া' কোন প্রকারেই 'টলারেট' করা যাইতে পারে না।"

সুতরাং ছিদ্রান্বেষণ বা ছিদ্র না থাকিলেও পাংচার করিয়া ছিদ্রী-করণ-রোগে ইনি প্রপীড়িত, আর এঁর মিছে কথা বলা, জোলাপ খাওয়াও রোগ।

৬। ষষ্ঠ রোগীর অবস্থা—'বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি, সম্মান-প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি, আবার ভবরোগ হ'তে মুক্ত হ'বার চেষ্টা কেন? পৃথিবীর সহিত পরিচয়ে কর্ম্মের ফলে কত প্রকারে সৌভাগ্যবান্ হ'বার চুলকুনি ও আমাশয়-রোগে কষ্ট পাচ্ছি, উহা ছাড়্‌বো কেন? আমরা এখনও সুখ পাচ্ছি, মরণের পরেও সুখ পাবো। গৌড়ীয়মঠের সেবকেরা পরোপকার-ব্রত নিয়েছেন, আমরা না হয় পরের অপকার-ব্রত নিলাম, তা'তে আর কি?'—এই রোগ।

৭। সপ্তম রোগীর অবস্থা,—'আমি আভিজাত্যে বড়, সুতরাং ভবরোগের ডাক্তারিতেও বড়। গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের চিকিৎসা এক রকম, আমার অন্য রকম চিকিৎসা। মুরুব্বিয়ানা-চালে পীড়িত হ'য়ে কষ্ট পেলেও আমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হবো না; আমি নিন্দে কোরে বেড়াবো'—এই রোগ।

৮। অষ্টম রোগীর অবস্থা,—গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল-বাড়ীটা আমাদের ঘরপাগ্‌লা-সম্প্রদায়ের মতই একটা আড্ডা। সুতরাং ঐ স্থানেও আমাদের ঘরপাগ্‌লা-গিরি চালাইতে পারিলে আমাদের রোগ ভাল করার বদলে রোগ বাড়াইয়া লইতে পারিব—এই রোগ।

৯। নবম রোগীর অবস্থাও ভাল নয়—'হাঁসপাতালে গেলে রোগ বেড়ে যাবে, সুতরাং কেউ যেন হাঁসপাতালে না যায়, ওখানে ভাল ডাক্তার নাই। আমরা যে রোগ পোষণ কর্‌তে চাই, সেই রোগ গৌড়ীয় হাঁসপাতালে আরোগ্য ক'রে দিতে চায়'—এই রোগ।

১০। 'ডাক্তারদেরও ঐ সব রোগ আছে, তাহারা আপনাদের ভাল কর্ত্তে পারে নাই'। ওদের কাছে চিকিৎসা হবে না ব'লে সোর্‌গোল করা-রোগে পীড়িত আরও সতেরটা লোক আছে।

মন্তব্য:—প্রত্যহ বহু রোগী গৌড়ীয় হাঁসপাতালে এড্‌মিশন্ নিচ্ছে; সুতরাং রোগীর বিবরণ প'ড়ে তা'দের চিকিৎসায় সময় লাগ্‌বে। ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তটস্থ-গঠনবশতঃ জীব মুক্ত-দশায় প্রকৃতি-মুক্ত

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া অনাদি কর্ম্ম-বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তাঁহার তটস্থ-গঠন ও ধর্ম্ম বিগত হয় না। এ অবস্থায় নিসর্গ-জনিত মায়িক সংস্কার প্রবল হইলেও জীবের লীনপ্রায় চেতনস্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা অবশ্যই থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বভাব ক্রমশঃ নিজ পরিচয় দিতে থাকে। সৎ-প্রসঙ্গই একমাত্র সুযোগ। অতএব শ্বেতাশ্বতরে,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ (৬।২৩ মন্ত্র)

যাঁহার কৃষ্ণে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অধিকাররূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধুগুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদ-তাৎপর্য্য কথিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীচরিতামৃতে,—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গ করে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
'কৃষ্ণ, তোমার হউ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার ॥
(মধ্য ২২শ, ৪৩-৪৫, ৫৪, ৩৩)

ভাগ্যক্রমে যখন কাহারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তিনি সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হন। এই প্রস্তাবে জিজ্ঞাস্য এই যে, **ভাগ্য কি?** ভাগ্যই যদি সংসার-ক্ষয়ের হেতু হয়, তবে শ্রদ্ধা বা সাধুসঙ্গকে সকল মঙ্গলের হেতু কেন বলি? **ভাগ্য ত' অন্ধ ঘটনা**; তাহাই যদি জীবের একমাত্র মঙ্গলদাতা হয়, তবে জীবের নিজ চেষ্টার প্রতি আর প্রবৃত্তি থাকে না। এ বিষয়ে বিচার সহজ হইলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে জীবতত্ত্বের মূলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। **জীবের স্বভাব যখন গঠিত**

হয়, সে-সময়ের কর্ম্মকর্ত্তা কেবল ঈশ্বর বৈ আর কেহ নন। চিদ্ধর্ম্মের গঠনেই স্বাতন্ত্র্য অনুস্যূত আছে। অতএব গঠন-কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ গঠনের সহিতই রহিল। পরে যে-সকল কার্য্য হইবে, তাহার সহিত আদিকর্ত্তার (ঈশ্বরের) আর সম্বন্ধ থাকে না। স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ জীব প্রথমেই হয় 'ভগবদুন্মুখ', নয় 'ভগদ্বহির্ম্মুখ'। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য। তদ্দ্বারায় জীবের মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব। সেই কার্য্য-সময়ে তাহার ফলদান ক্রিয়াতে ঈশ্বরের **'অনুসঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব'**। অবিদ্যাপ্রবেশের পর কর্ত্তৃত্ব আবার ত্রিবিধ হইয়া উঠিল।—(১) জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাঁহার 'মুল-কর্ত্তৃত্ব' সর্ব্বকালেই থাকে। (২) প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার **'গৌণ-কর্ত্তৃত্ব'**। (৩) ফলদান-বিষয়ে ঈশ্বরের **'অনুসঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব'**। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল-কর্ত্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকল ফলোন্মুখ হইলেই **'ভাগ্য'**নামে অভিহিত হয়। নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। **জীবের ভাগ্য জীবের কর্ম্ম-অনুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।** কর্ম্মসকল দ্বিবিধ অর্থাৎ 'পারমার্থিক' ও 'আর্থিক'। আর্থিক কর্ম্মে আর্থিক ভাগ্যোদয় হয়। পারমার্থিক কর্ম্মে পরমার্থিক ভাগ্যোদয় হয়। পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে-সমুদায় পারমার্থিক; যথা—সাধু-সেবা, ভগবন্নাম ও ভগবৎ-সেবা। জীব যে প্রবৃত্তিতেই ঐ সকল কর্ম্ম করুন না কেন, তাহারা ভক্তি-বাসনারূপে এক প্রকার সংস্কার উৎপন্ন করে। সে-সংস্কার ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া জীবের 'সৌভাগ্য' নাম লাভ করে। সেই সৌভাগ্য-গতিকে জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন সেই সৌভাগ্য-সংস্কার অধিকতর পুষ্টি-সহকারে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করে; সেই শ্রদ্ধা পুনরায় সাধুসঙ্গ করাইয়া সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করে। এই সৌভাগ্য-ক্রম শ্রীনারদচরিত্রে অনুসন্ধান করুন্।—

অহং পুরাতীত-ভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ (ভাঃ ১।৫।২৩,২৫,২৬)

[নারদ কহিলেন, হে ব্যাস! পূর্ব্বকল্পে আমি কোন দাসীপুত্র ছিলাম। বেদবাদী কতকগুলি ভক্তিযোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাঁহারা বর্ষাকালে এক স্থানে বাস করিতেন। আমার মাতা তাঁহাদের দাসী হওয়ায় আমি সেই ভাগবতদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণফলে আমার সমস্ত কল্মষ দূর হইতে লাগিল। সেই কার্য্যফলে আমার বিশুদ্ধচিত্তে পরমেশ্বর-ভজনে শ্রদ্ধা জন্মিল। শ্রদ্ধাক্রমে হরিকথা শুনিতে শুনিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি উৎপন্ন হইল।]

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ-সৌদামিনী যথা ॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥

(ভাঃ ১।৬।২৮-২৯)

হে ব্রহ্মন্! আমি এই প্রকারে কৃষ্ণভক্ত হইলে আমার হঠাৎ মৃত্যু হইল। তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিদূরিত হইল এবং শুদ্ধা ভাগবতী তনু আমাতে প্রযুক্ত হইয়া পড়িল। মায়া হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত পারমার্থিক-বাসনা ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিল।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে, বহুজন্মের সুকৃতিফল হইতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার ফলে ক্রমে ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর কৃষ্ণরতি উদয় হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এইজন্যই শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা যায়। এ বিষয়ে কারিকা :—

এবং পঞ্জরবদ্ধোঽয়ং জীবঃ শোচতি সর্ব্বদা।
কদাচিৎ সৎপ্রসঙ্গেন তস্য মোক্ষো বিধীয়তে ॥

স্থূল-লিঙ্গ শরীরদ্বয় পঞ্জরস্বরূপ হইয়া চিন্ময় জীবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বদা শোক করিয়া থাকেন। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়ে সাধু-প্রসঙ্গে তাঁহার মায়াবন্ধ দূর হয়।

মুক্ত-বদ্ধদশাভেদাচ্চৈতন্যস্য দশাদ্বয়ম্।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥
অত্যন্ত-দুঃখহানো সা চিৎসুখাপ্তির্ন সংশয়ঃ ॥

[মুক্ত-বদ্ধদশা ভেদে জীবের দ্বিবিধ অবস্থা। অন্যথারূপ অর্থাৎ বিরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম—মুক্তি। মুক্তিতে যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও চিদানন্দ প্রাপ্তি ঘটে, ইহাতে সন্দেহ নাই।]

শ্বেতাশ্বতরে (৪।৭ মন্ত্র) ;—

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

জীব যখন স্বীয় সেবনীয় বস্তু পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন বিগতশোক হইয়া নিজ কৃষ্ণদাস্যরূপ মহিমাকে লাভ করেন। মুক্ত-বদ্ধ-দশাভেদে জীবের দুই দশা। **মুক্তজীবগণ দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও মায়ামুক্ত। নিত্যমুক্তগণ কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই। মায়ামুক্তগণ মায়া-প্রবেশের পর সৎপ্রসঙ্গে মায়ামুক্ত হইয়া চিদ্বিলাসে প্রবিষ্ট হন।** মুক্তির স্বরূপ কি, ইহা এখন বিবেচ্য। কেহ কেহ বলেন যে, (১) জীবের অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তির নাম—মুক্তি। কেহ কেহ বলেন যে, (২) ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বরসাযুজ্যের নাম—মুক্তি। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদের মতে ;—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। (ভাঃ ২।১০।৬)

জীব চিৎস্বরূপ ; শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। অবিদ্যা-প্রবেশ তাঁহার পক্ষে বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। স্বরূপ-ব্যবস্থিতি-জ্ঞান নিতান্ত অস্ফুট হইলে সাযুজ্যভাব এবং পূর্ণরূপে স্ফুট হইলে শুদ্ধ-কৃষ্ণদাস্য-প্রাপ্তি। কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখপ্রাপ্তি হইলে মুক্তিলক্ষণ হয়। মুক্তি-লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে ; যথা,—

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ॥ (ছাঃ ৮।১২।৩)

এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। বেদমতে এই প্রকার মুক্তিই চরম-মুক্তি। জীব মুক্ত হইলে যে **আটটী অবস্থা** লাভ করেন, তাহাও ছান্দোগ্য বলিয়াছেন ; যথা,—

আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ। (৮।৭।১ ও ৩ ব্রাহ্মণ)

'আত্মা'—অপহত-পাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি-পাপবৃত্তি-সম্বন্ধশূন্য। **'বিজর'** শব্দে জরাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনূতন। **'বিমৃত্যু'** শব্দে আর পতন হয় না। **'বিশোক'** শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা-শোক-দুঃখ ইত্যাদি হইতে রহিত। **'বিজিঘৎস'** শব্দে ভোগ-বাসনা-রহিত। **'অ-পিপাস'** শব্দে অন্যাভিলাষশূন্য, কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না। **'সত্যকাম'** শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কামনা করেন, সে কামনামাত্রেই নির্দ্দোষ। **'সত্যসঙ্কল্প'** শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়। **বদ্ধজীবে এই আটটী ধর্ম্ম থাকে না।** বদ্ধ ও মুক্ত জীবের এই প্রভেদ সর্ব্বশাস্ত্রে অন্বেষণ করিয়া জানিবে।

মুক্তি এরূপ উপাদেয় হইলেও জীবের যে চরমপ্রাপ্তি অর্থাৎ সেবা-সুখ, তাহারই প্রাপিকা মাত্র। অতএব অবান্তর ফলাশা করিলে মুখ্যফলে সহজেই দৃষ্টি থাকে না, এইজন্য মুক্তি-স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। **প্রথম হইতেই যাঁহাদের মুক্তি-আশা হৃদয়ে থাকে, তাঁহারা নিত্যরসরূপ ভক্তিরসে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।** যতই জ্ঞান বা কর্ম্ম অবলম্বন করুন, ভক্তিযোগে কৃষ্ণকৃপা লাভ না করিলে মুক্তি হয় না। ভাগবতে বর্ণিত দশটি পদার্থের মধ্যে মুক্তি নবম ও আশ্রয়-সুখ দশম পদার্থ।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

(ভাবার্থদীপিকা ১০।১)

[দশম-স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।]

যাঁহাদের আশ্রয়সুখ হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহাদের করকমলে মুক্তি পর্য্যন্ত

নয়টি পদার্থজ্ঞান সর্ব্বদা থাকে। এই তত্ত্বটী স্পষ্ট করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬,২৯)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না, এইজন্যই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

(কর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

[হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তবে তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তখন **ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেননা স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ধর্ম্মার্থ-কামসকল যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে**]।

ভক্তদিগের মুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ 'স্বরূপমুক্তি' ও 'বস্তুমুক্তি'। যাঁহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটা যদিও মায়ার অধিকার বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ-চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; তাঁহাদের এ অবস্থায় 'স্বরূপ-মুক্তি' হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের 'বস্তুমুক্তি' হইবে।

অদ্বৈতমতবাদিগণ যে সাযুজ্যমুক্তির অন্বেষণ করেন, তাহা নিষ্ঠা-ভেদে

দ্বিবিধ অর্থাৎ **ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য**। সে-প্রকার মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থিতি হয় না। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে তাহার সম্বন্ধে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

[তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন।]

"অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা মায়া হইতে পৃথক্ হইয়াও জ্ঞানী ও যোগীদিগের স্বরূপাবস্থিতিরূপ পরমসদ্গতি-লাভ হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মহামন্ত্র-নাম

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর কলি,—যুগ এই চার।
ঘুরিতেছে ক্রমে ক্রমে চক্রের আকার॥
সব যুগে মহামন্ত্র নাম এক হয়।
যুগের অনুপাতে মূর্ত্তিভেদ কয়॥
বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিনে।
সত্যযুগ আবির্ভাব হয় ধরাধামে॥
সতর-শ আটাইশ হাজার বৎসর।
সত্যযুগ-রাজ্যকাল পৃথিবী-উপর॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ-অবতার।
পুষ্কর প্রধান তীর্থ পুণ্যভূমি-সার॥
ধ্যান-ধর্ম্মে রত লোক নিষ্পাপ জীবন।
ইচ্ছামৃত্যু ছিল আর মজ্জাগত প্রাণ॥
সত্যযুগে মহামন্ত্র-নামের প্রচার।
শাস্ত্র-অনুকূল যাহা বিদিত সংসার॥
"নারায়ণ-পরাবেদা নারায়ণ-পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ-পরা মুক্তির্নারায়ণ-পরাগতিঃ॥"
কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে নবমীর দিনে।
ত্রেতার উৎপত্তি হয় এই ধরাধামে॥
বার-শ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর।
ত্রেতার রাজত্ব-কাল জগৎ উপর॥

রামচন্দ্র; ভৃগুরাম, দেবেশ বামন।
এই তিন অবতার সেকালে গণন॥
নৈমিষ-কানন ছিল তীর্থের প্রধান।
মানবগণের ছিল অস্থিগত প্রাণ॥
দান-ধ্যান-তীর্থবাস-তপস্যায় রত।
অগ্নিহোত্রযজ্ঞ-কর্ম্মে সদা নিয়োজিত॥
ত্রেতাযুগে মহামন্ত্র-নামের প্রচার।
শাস্ত্র-অনুকূল তাহা বিদিত সংসার॥
"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী দিনে।
দ্বাপরের আবির্ভাব এই ধরাধামে॥
আটশত চতুঃষষ্টি হাজার বৎসর।
দ্বাপরের ভোগকাল তাহার ভিতর॥
কুরুক্ষেত্র— তীর্থ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—অবতার।
অর্দ্ধ পুণ্য, অর্দ্ধ পাপে ধরা অধিকার॥
মানবগণের ছিল রক্তগত প্রাণ।
তাম্রপাত্রে ব্যবহার, দেবতা অর্চ্চন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-রত লোক প্রলাপী চপল।
জ্ঞাননিষ্ঠ, বাক্‌পটু, কপট, কুটীল॥
দ্বাপরের মহামন্ত্র নামের প্রচার।
শাস্ত্র-অনুকূল যাহা বিদিত সংসার॥
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

মাঘ মাসে শুক্রবার পূর্ণিমার দিনে।
কলিযুগ জন্ম লাভ করে ধরাধামে॥
চারিশত বত্রিশ হাজার বৎসর।
কলির রাজত্বকাল জগৎ উপর॥
যুগ-অন্তে **কল্কিদেব** জ্ঞান-খড়্গ ধরি'।
বিনাশিবে বৌদ্ধগণে অজ্ঞানতা বৈরি॥

ঈর্ষা-হিংসা-কাম-ক্রোধ-দম্ভ-অহঙ্কার।
পাপাচারে গ্রাসিয়াছে কলিতে সংসার॥
কলিযুগে মহামন্ত্র নামের প্রচার।
শাস্ত্র-অনুকূল যাহা বিদিত সংসার॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
একমাত্র নাম করে জগৎ-উদ্ধার॥
নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম্ম।
'সর্ব্ব-মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল পায়।
কলিকালে এক নামে সেই ফল হয়॥
যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন স্বয়ং শ্রীহরি॥
নাম, নামী—এক বস্তু ভাগবতে কয়।
বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু অবিশ্বাসে নয়॥
সর্ব্বশাস্ত্রে গায় যত নামের মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা॥
নামের সমান নাই ত্রিজগতে আর।
নামে যার শ্রদ্ধা নাই বৃথা জন্ম তার॥
একবার এক নামে যত পাপ হরে।
মহাপাপী তত পাপ করিতে না পারে॥
যে করে একবার সে-নাম উচ্চারণ।
তাহার নিকটে কভু নাহি যায় যম॥
অজামিল-পুত্র-নাম 'নারায়ণ' ছিল।
সেই নামবলে তিঁহ বৈকুণ্ঠ লভিল॥
'হরিনাম মহামন্ত্র বড়ই মধুর।
যেই জন নাম ভজে সে বড় চতুর॥'
ইচ্ছা কর মুক্ত হ'তে ভব-কারাগার।
মহামন্ত্র-নাম সদা কণ্ঠে কর হার॥
অন্তিম-সময়ে বন্ধু একমাত্র নাম।
তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

—**শ্রীমুরারি মোহন প্রধান,** পিছলদা (মেদিনীপুর)

সন্দর্ভ-সার

(৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোকে গায়ত্রীর ভাষ্য আছে, আর দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট ভাগবত পাঠ বা শ্রবণের মাহাত্ম্য অগ্নি ও মৎস্য পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্য ১ম স্কন্ধ হইতে ১২শ স্কন্ধ শেষ পর্য্যন্তই পরীক্ষিৎকে শুকদেব শ্রবণ করাইয়াছিলেন—ইহাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমবিকাশ এইরূপ পাওয়া যায়—শ্রীমদ্‌বেদব্যাস যেকালে নিখিল জীবের মঙ্গলকামনায় সমাধিস্থ হন তখন সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরমার্থের সংক্ষেপ-সংগ্রাহক একটী পন্থ তাঁহার মনে আবির্ভূত হয়। তাহা গায়ত্রীর সমান অর্থযুক্ত। তাহা হইতে সূত্ররূপে কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতরূপে, তৎপশ্চাৎ দৃষ্টান্ত, যুক্তি, অবতারণা, ইতিহাস ভাগ, গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ও উপসংহার প্রভৃতি সহ সুবিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবত জগতে আবির্ভূত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেব-রচিত বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করেন, তাহাও নিরস্ত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রাচীন ঋষিগণ এবং আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বদ্‌বর্গেরও আদরণীয় বস্তু। এই ভাগবতের হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়াদি বহু ব্যাখ্যা এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, মুক্তাবলী প্রভৃতি বহু নিবন্ধগ্রন্থ প্রসিদ্ধ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক রচিত ও প্রচারিত হইয়া ভাগবতের সার্ব্বজনীন সমাদরের কথা কীর্ত্তন করিতেছে।

যদি বলেন—আচার্য্য শঙ্কর গীতা, উপনিষদাদির টীকা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের টীকা করিলেন না কেন? তদুত্তর,—শিবের অবতার শঙ্করাচার্য্য মোক্ষধর্ম্মের প্রচারার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিজ প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভক্তিসুখের উৎকর্ষ বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন; পাছে ভগবান কুপিত হন বলিয়া ভগবানের নিজ তত্ত্ব গোপন করার জন্যই শঙ্করের প্রতি আদেশ ছিল। তথাপি নিজকৃত গোবিন্দাষ্টকে ব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শন জন্য বিস্ময় এবং গোপীগণের বস্ত্রহরণাদি লীলাগুলিকে তটস্থভাবে বর্ণন করিয়া ভগবৎ-লীলাকে মানসে স্পর্শ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবের হেতু কালক্রমে তান্ত্রিক বীরাচার প্রভৃতি তামসিক ধর্ম্মে জগৎ উন্মত্ত হইয়া স্ত্রী, মদ্য ও পশু-হিংসাত্মক ক্রিয়াতে বিশেষ তৎপর হইয়াছিল। তখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া

"অহিংসা হি পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ বৈদিক ধর্ম্মের পরিপন্থী হইয়া দেবদেবীপূজা বা বৈদিক ক্রিয়ার বিলোপ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তখন শ্রীভগবান শঙ্করকে অবৈদিক ভাব নষ্ট করিয়া বৈদিক ভাবের সঞ্চার এবং ভগবানের সবিশেষ রূপ গোপন করার জন্য ইঙ্গিত করেন।

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

ভগবানকে গোপন করার আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল। কোন সময়ে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে নমুচি প্রভৃতি কতিপয় অসুর অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তাহারা বিষ্ণুভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ বলশালী হইয়াছিল। সুতরাং দেবগণ তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হন। তিনি তখন মহাদেবকে বলেন—ইহারা আমার ভক্তি যাজন করে বলিয়া আমার অবধ্য; সুতরাং তুমি সুর-দ্বেষী অসুরগণের মোহনার্থ এরূপ শাস্ত্র প্রচার কর—যাহাতে ইহারা মুগ্ধ হইয়া বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করে। তোমার সহায়তার নিমিত্ত কণাদ, গৌতম, কপিল, দুর্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব, জমদগ্নি প্রভৃতিকেও প্রদান করিতেছি। তুমি ইহাদিগকে নিজ শক্তিতে আবিষ্ট করিয়া তামসিক শাস্ত্র প্রচার কর। নৃ-কপাল ভস্মাস্থি-ধারণাদিরূপ পাশুপত-শাস্ত্রের দ্বারা আমার ভক্তিকে গোপন কর, তাহা হইলে ঐ অসুরের দল ভ্রান্ত ও পতিত হইয়া পড়িবে। শ্রীভগবানের আজ্ঞায় মহাদেব জগতে আসিয়া মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্রের প্রচারদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপন এবং ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ, ৯৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

উক্ত অধ্যায়ে পুরাণাদিরও ভেদ বর্ণিত হইয়াছে;—

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি **তামসানি** নিবোধ মে॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং **রাজসানি** নিবোধ মে॥

সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তাঃ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তি-হেতবঃ॥
তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা শুভদর্শনে॥
বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সাম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্।
শাঙ্খ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েত্তান্বিচক্ষণঃ॥

সাত্ত্বিক পুরাণ—বিষ্ণু, নারদ, গরুড়, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত।
রাজসিক " —ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন ও ভবিষ্য।
তামসিক " —মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শৈব, স্কন্দ ও অগ্নি।
সাত্ত্বিক স্মৃতি—বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ ও কশ্যপ।
রাজস " —যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, তৈত্তির, দাক্ষ, কাত্যায়ন ও বৈষ্ণব।
তামস " —গৌতম, বার্হস্পত্য, সাম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ ও ঔশনস।

সাত্ত্বিক শাস্ত্র মোক্ষদান করে। রাজস শাস্ত্র স্বর্গ প্রদান করে এবং তামসিক শাস্ত্র নরকে লইয়া যায়। এজন্য তামসিক শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অপৌরুষেয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তাহাতে শঙ্করের কোন ব্যাখ্যা না থাকার কারণ—তিনি প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে উপনিষদাদির ভাষ্যে ব্যাসের অসম্মত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তের মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রবেশ করাইতে সাহসী হন নাই।

ভগবানের নিজ তত্ত্ব গোপন করাইবার কারণ এই যে, বৌদ্ধগণ বৈদিক কর্ম্মের বিরোধী ছিল; ঈশ্বর স্বীকারও করিত না। তাদৃশ শূন্যবাদীদের মধ্যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তির কথা স্থাপন না করিয়া প্রথমতঃ বেদের আশ্রয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন—বিবেচনায় শঙ্করকে দিয়া বেদের সত্যতা স্থাপন করাইয়া পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য-

গণের দ্বারা এবং পরিশেষে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম স্থাপন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শুকদেব গোস্বামী কর্ত্তৃক রাজা পরীক্ষিতের সভায় সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিত হন। তাহার হেতু—মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে সপ্তাহ-কাল মধ্যে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া তিনি ইহাই স্থির করিয়া-ছিলেন যে, ঐ ব্রহ্ম শাপটী তাঁহার নিকট বৈরাগ্য-মূলরূপে আগত, এজন্য তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করেন। ভগবদ্ভক্ত-প্রধান পাণ্ডবের বংশধর কিরূপে অন্তিমকাল অতিবাহিত করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইবে, এই ধারণামূলে—যে-সকল ঋষি তীর্থ-পর্য্যটন-ছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তাদৃশ ঋষিমুখ্য অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্ট নেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, মেধাতিথি, দেবল, ভরদ্বাজ, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদাদি এবং আরও অনেক দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি তথায় সমবেত হন। রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ঐ সকল মহাত্মগণকে যথাযোগ্য সম্মান ও আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন করেন যে, তাঁহার ন্যায় আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পারলৌকিক কৃত্য কি? তখন তথায় ব্যাসপুত্র শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে সমস্ত ঋষি নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শুকদেবকে অভ্যর্থনা করত তাঁহাকেই বক্তার আসন প্রদান করেন। যদিও সেই সভায় শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু শ্রীব্যাস ও নারদ উপস্থিত ছিলেন তথাপি তাঁহারাও শুকদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাগবত শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

হেমাদ্রিকার মুক্তাফল নামক গ্রন্থে ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥

প্রভু নিজ অমাত্য-ভৃত্যাদির প্রতি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহারা দোষ-গুণ বিচার না করিয়া অবনত-মস্তকে তাহা পালন করে, তেমনি ধার্ম্মিক মনুষ্য কোন যুক্তি প্রমাণাদির অপেক্ষা না করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসে বেদের উপদিষ্ট কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন। জগতে মিত্র বন্ধুর হিতোপদেষ্টা এবং আবশ্যকস্থলে নানারূপ যুক্তি-প্রমাণাদিরও অবতারণা করে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ জীবকে সর্ব্বদা তদ্রূপ হিতোপদেশ প্রদান করেন।

পত্নী পতির হিতকামনায় সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত এবং মধুর আলাপে পতির আনন্দ বর্দ্ধন করে। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় শব্দালঙ্কারাদি সরস বাক্য-সকল পাঠকের চিত্তে আনন্দ জন্মাইয়া থাকেন। অতএব বেদ, পুরাণ ও কাব্যের যাহা গুণ, সে-সকলই ভাগবতে পাওয়া যায়।

অনন্তশক্তি ভগবানের প্রয়োজন বোধে লীলা ও ধর্ম্মাদির সঙ্কোচ ও বিস্তার হয়। কোন কল্পে একই লীলা, কোন কল্পে তাহার কিছু সঙ্কোচ বা বিস্তার হয়। তাহাতে কালবিশেষে প্রকাশ বা সঙ্কোচ বিস্তারহেতু অনিত্যতা-দোষ আসে না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের তদ্রূপ জানিতে হইবে। ব্রহ্মা যেকালে শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হন, তখন ভগবান ব্রহ্মাকে যে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন, তাহাই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকাশিত। পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে ঐ অংশেরই বিস্তাররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিজপুত্র শুকদেবকে তাহাই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

শৌনকাদির শ্রীসূতের নিকট প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত সম্বন্ধে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন অন্তর্দ্ধান করেন তখন তাঁহার স্থানে ঐ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হয়। রাত্রিকালে সূর্য্যের অভাবে জীবগণের চক্ষু ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, কিন্তু সূর্য্যোদয়ে সমস্ত অন্ধকার নাশ করিয়া চক্ষু ও বস্তুর প্রকাশ হয়; তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়া কলিহত অজ্ঞান জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুর প্রকাশ করেন ও তদ্দ্বারা বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ডাকোরের "রামদাস"

'ভক্তেরই ভগবান'—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৫১)

অর্থাৎ "ভক্তগণ আমার হৃদয়, আমিও ভক্তগণের হৃদয়স্বরূপ। তাঁহারা আমা ব্যতীত কিছু জানে না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত কাহাকেও আমার

বলিয়া জানি না।"—এই বাক্যের জলন্ত প্রমাণ আমরা গুজরাট (সৌরাষ্ট্র) প্রদেশের অন্তর্গত 'ডাকোর' নামক স্থানে গিয়া দর্শন করিলাম।

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমগ্র ভারত তীর্থ পরিক্রমায় যোগদান করিয়া ডাকোরে উপস্থিত হইলে ঐরূপ একজন একান্ত ভক্তের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলাম। নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য সেই অপূর্ব্ব বাস্তব কাহিনী সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছি।—

আমাদের বঙ্গদেশের সুদূর পশ্চিমে গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত ডাকোর নামে একটি স্থান আছে। তথায় বহুকাল পূর্ব্বে রামদাস নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দ্বারকাধীশের একান্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নী গঙ্গাবাঈও পরমা ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। রামদাস প্রতি বৎসর প্রায় আড়াইশ' মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া শ্রীদ্বারকাধীশের দর্শন মানসে 'ডাকোর' গ্রাম হইতে শ্রীদ্বারকাধামে গিয়া উপস্থিত হইতেন। যাত্রা-সময়ে একটি ছোট তুলসী চারা রোপণ করত হস্তোপরি লইয়া যাইতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে 'রোপণজী' নামেও আহ্বান করিতেন। দ্বারকায় রামদাস 'রোপণজী' নামেই খ্যাত ছিলেন। যখন রোপণজী দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইতেন তখন তিনি ভক্তি-আপ্লুত চক্ষে হস্তোপরি তুলসী পত্রের দ্বারা শ্রীদ্বারকাধীশের সেবা পূজা করিতেন। দ্বারকাবাসিগণ সকলেই রোপণজীর ঐকান্তিক ভগবৎ-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধকাল অবধি রামদাস প্রতি বৎসর ঐরূপভাবে দ্বারকায় গিয়া শ্রীদ্বারকানাথের দর্শন ও সেবন করিতেন। ক্রমে বার্দ্ধক্যজনিত অসামর্থ্য উপস্থিত হইলে একবার তিনি বহুকষ্টে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক অশ্রুপুলকিতনেত্রে ও গদগদ কণ্ঠে দ্বারকানাথকে নিবেদন করিলেন যে,—"প্রভো! প্রতি বৎসর আমি এই স্থানে আসিয়া আপনার দর্শন করিয়া যাইতাম, কিন্তু বর্ত্তমানে আমি জরাজীর্ণ হইয়া পড়ায় পদচালনে অক্ষম হইয়াছি। সুতরাং আমি এমনই অধম যে পুনঃ আসিয়া দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিব, তাহা আর হইবে না। তবে আপনি যদি কৃপা করিয়া এ-দীনের কুটীরে গমন করেন তাহা হইলে আপনার সেবাপূজা করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি।"

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীদ্বারকেশ রোপণজীর গৃহে গমন করিতে স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন,—"রোপণজী! তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, আমি তোমার সহিত যাইব। রাত্রে দ্বারকাবাসী নিদ্রাভি-

ভূত হইলে একটী অশ্বযান ডাকিয়া আনিবে এবং আমি তোমার সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া ডাকোরে উপস্থিত হইব।"

কিন্তু রামদাস প্রথমতঃ এ-কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই; কেননা, সত্যসত্যই যে ভগবান দ্বারকার বিরাট সেবা ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র গৃহে যাইবেন—ইহা তিনি ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিলেন না। তাই দৃঢ়তার জন্য রামদাস পুনর্ব্বার শ্রীদ্বারকেশকে বলিলেন,—"প্রভো! দ্বারকার বিরাট রাজ-ঐশ্বর্য্য তথা অসংখ্য সেবকগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া সত্যই কি দীনের কুটীরে পদার্পণ করিবেন?" ইহাতে ভগবান পুনর্ব্বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রোপণজীর চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল এবং পুলকে গদগদ হইয়া ভগবচ্চরণে পতিত হইলেন। অনন্তর নিশীথে দ্বারকাবাসী গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে রোপণজী একটী অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবদিচ্ছায় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভক্তবৎসল ভগবান বহির্দ্দেশে আগমনপূর্ব্বক রোপণজীর সহিত অশ্বযানে আরোহণ করিয়া অশ্বদ্বয়কে তীব্রবেগে ছুটাইয়া দিলেন এবং নিশিভোর হইবার পূর্ব্বেই দ্বারকাধীশ ডাকোরে রামদাস-গৃহে শুভ বিজয় করিলেন।

জড়বাদিগণ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মাটিয়া বুদ্ধিবশতঃ ভগবদ্-বিগ্রহকে প্রাণহীন কাষ্ঠ, প্রস্তর বা স্বর্ণনির্ম্মিত বলিয়া মনে করে। ভগবান যে পদচারণা বা বাক্যালাপ করিতে পারেন তাহা তাহারা বিশ্বাসই করিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহ কাঠ-পাথরের ন্যায় কোন প্রাকৃত-জড়বস্তু নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দময় মায়াতীত বস্তু। বদ্ধজীবের ধ্বংসশীল শরীরের ন্যায় তাঁহার অনিত্য শরীর নহে। ত্রিতাপদগ্ধ জীবের শরীর ও আত্মা পৃথক বস্তু, কিন্তু ভগবানের শরীর—আত্মময় অর্থাৎ আত্মাই তাঁহার শরীর। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'ছোট বিপ্রের উপাখ্যান' বর্ণনে ঠিক এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি-স্বরূপ জানাইয়াছেন যে "প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীবিগ্রহ', 'প্রতিমা' নহেন; সাক্ষাৎ ভগবান। কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথরেরই বটে; কিন্তু ভক্তের প্রভাবে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। —ইহা অত্যন্ত হেয় বিচার। কারণ প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃত হয় না।

ভক্ত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-চক্ষুর দ্বারাই তাঁহার হৃদয়ের ধন ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন। এখানেও ভক্তপ্রবর রামদাস তদীয় ভক্তিবিলোচন

দ্বারাই ভগবান শ্রীদ্বারকেশের দর্শন তথা ব্যাক্যালাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভক্তিবশ শ্রীভগবান রামদাসের সেবা-পূজায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবাব জন্যই তদ্‌গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে প্রাতে দ্বারকায় দ্বারকানাথের সেবকগণ মন্দিরে গিয়া দেখেন, —'মন্দির খোলা, তথায় শ্রীবিগ্রহ নাই!' সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ রটনা হইয়া গেল। দ্বারকার প্রতিঘর, তন্নিকটস্থ সমুদ্রের অতল জল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল স্থান অনুসন্ধানেও যখন দ্বারকেশের সন্ধান মিলিল না, তখন সেবকগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, 'রোপণজী গতকাল আসিয়াছিল; সেই-ই হয়ত রাত্রে চুরি করিয়া তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহকে লইয়া গিয়াছে। এই চিন্তা করিয়া দ্বারকার পাণ্ডাসকল 'লাঠিসোটা' লইয়া অতি দ্রুতবেগে রামদাসের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা ডাকোরে আসিয়াই রামদাসকে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দ্বারকেশকে কোথায় রাখিয়াছিস্?" এইরূপ ঘটনা যে হইবে রামদাস তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারিয়া শ্রীবিগ্রহকে নিকটস্থ গোমতীকুণ্ডে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডাগণের প্রশ্নে রামদাস একেবারে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—'আমি ত এসব কিছু জানি না।' ইহাতে পাণ্ডাসকল আরও ক্ষিপ্ত হইয়া যষ্ঠিদ্বারা অত্যন্ত ভীষণভাবে প্রহার করায় ভক্তরাজ রামদাস শরীর পরিত্যাগ করত নিত্যকালের জন্য নিত্য শরীরে দ্বারকেশের সেবায় মগ্ন হইলেন। পাণ্ডাগণ দেখিল, তাহাদের রোপণজী দেহত্যাগ করিয়াছে।

এদিকে রামদাস-গৃহিণী গঙ্গাবাঈ পতিবিয়োগে অত্যন্ত অধীরা হইয়া কুণ্ডতীরে দ্বারকেশ-সন্নিধানে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান তাহকে দর্শন দিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিলেন,—'দেখ, রামদাসগৃহিণী! তুমি ক্রন্দন করিও না, তোমার পতিকে পাণ্ডারা মারিতে পারে নাই। রামদাসকে আক্রান্ত দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে নিজ ক্রোড়ে বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছি। পাণ্ডারা তাহার মায়ামাত্র মিথ্যা মূর্ত্তিকে আঘাত করিয়া মনে করিয়াছে যে, তাহারা তোমার পতিকে হত্যা করিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে রোপণ জীবিত আছে। সর্প নিজ শরীর বজায় রাখিয়াই খোলস ছাড়ে। পাণ্ডারা খোলসের উপর আঘাত করিয়াছে মাত্র। তোমরা উভয়েই আমার নিত্যকালের সেবক। রামদাস আমারই ইচ্ছায় এই জগৎ পরিত্যাগ করত নিত্যশরীরে নিত্যধামে আমার

সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমার শোক করিবার কিছুই নাই। এদিকে পাণ্ডারা তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করত আমায় না পাইয়া কুণ্ডতীরে আসিবে এবং তাহারা শতচেষ্টা করিয়াও আমায় দেখিতে পাইবে না। কারণ আমি তাহাদের দেখা দিব না বা তাহাদের সেবা লইব না। কিন্তু তুমি জলেতে আঁচল পাতিলেই তোমার নিকট আমি আসিয়া পড়িব। আমি তোমারই সেবা গ্রহণ করিব।"

ভগবান আরও বলিলেন যে,—"পাণ্ডাসকল অর্থলোলুপ, তাহাদিগকে আমার বদলে আমার ওজনের স্বর্ণ প্রদান করিলেই তাহারা তাহা লইয়াই চলিয়া যাইবে।" তখন গঙ্গাবাঈ বলিলেন,—'আমি এত স্বর্ণ কোথায় পাইব?' ইহাতে করুণাময় শ্রীদ্বারকেশ বলিলেন,—'তোমার নাকে যে পিতৃপ্রদত্ত 'নৎ' আছে উহা তুলাদণ্ডে আমার বিপরীতপার্শ্বে দিলেই তদপেক্ষাও আমি হাল্কা হইয়া যাইব'—এই বলিয়া তিনি পুনঃ জলে অন্তর্হিত হইলেন।

ওদিকে পাণ্ডাগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রামদাসের গৃহ এবং ডাকোরের অন্যান্য-স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন বিফলকাম হইল, তখন তাহারা গোমতীকুণ্ড-তীরে আসিয়া কুণ্ড-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। গঙ্গাবাঈ গোপনে থাকিয়া সবই দেখিতে পাইলেন ও কাতরভাবে দ্বারকেশকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাসকল ভীষণভাবে জল তোলপাড় করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সব পরিশ্রম বিফল হইল। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান দর্শন না দিলে অণুচৈতন্য জীবের কি ক্ষমতা আছে যে, তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে?

কিন্তু পাণ্ডাদের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ অভিপ্রায় তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে,—"আমি রামদাসের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি। পুনরায় দ্বারকায় ফিরিব না, ডাকোরেই বিরাজিত থাকিব। তবে আমার ওজনের সোনা তোমরা লইয়া যাইতে পার; এবং দ্বারকায় গিয়া সমুদ্রকূলে আমারই অন্য এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া গিয়া অভিষেকপূর্ব্বক পূজা করিবে।"

তদনন্তর গঙ্গাবাঈ ধীরে ধীরে কুণ্ডে নামিয়া অঞ্চল বিস্তার করিলে কৃপাময় ভগবান শ্রীদ্বারকেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডাগণ ভগবৎকৃপায় বস্ত্রাঞ্চলস্থিত শ্রীদ্বারকানাথের দর্শনলাভ করিল এবং ভগবদাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অর্থলোভী পাণ্ডাগণ তুলাদণ্ড আনয়ন করিলে লীলাময় ভগবান শ্রীদ্বারকাধীশ এক পাল্লায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডাগণ মনে করিয়াছিল,

এবার আমরা প্রচুর সোনা পাইব ; কিন্তু ভক্তিমতী গঙ্গাবাঈ তদীয় 'নৎটী' মাত্র অপর পাল্লায় প্রদান করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দ্বারকেশের পাল্লা অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া গেল। তখন পাণ্ডাগণ হায় হায় করিতে লাগিল। এই লীলা গঙ্গাবাঈ ও পাণ্ডাগণ ব্যতীত অন্য কেহই দেখিতে পাইল না। ইহাই ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার একটি পরিচয়। শাস্ত্রে দেখা যায়,—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' অর্থাৎ ভগবান গুরু হইতেও গুরু, লঘু হইতেও লঘু হইতে পারেন।

অতঃপর পাণ্ডাগণ ভক্ত ও ভগবানের এই অতিমর্ত্ত্য মহিমা দর্শন করিয়া পরাজয় স্বীকার করত বিফলমনোরথ হইয়া কেবলমাত্র 'নৎটী' গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকা উদ্দেশ্যে ফিরিয়া গেল।

এদিকে রামদাস-গৃহিণী ভক্তিমতী গঙ্গাবাঈও ভগবৎ কৃপায় ডাকোরে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করত শ্রীদ্বারকাধীশের সেবাপূজা করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে রামদাস ও গঙ্গাবাঈর সেবা উপলক্ষ্য করিয়া ডাকোর একটি বিরাট তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে পশ্চিম রেলপথের বড় লাইনের (W. Rly) ডাকোর একটি বিখ্যাত বড় ষ্টেশন হইয়াছে। ইহা একটি ভক্ততীর্থ ; এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ডাকোরে শ্রীদ্বারকাধীশ 'শ্রীরণছোড়রায়জী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই বৎসর আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত সমগ্র ভারত-তীর্থ পরিক্রমার যাত্রিগণ ডাকোরে উপনীত হইয়া 'শ্রীরণছোড়রায়জীর' অপূর্ব্ব ভুবনমোহন মূর্ত্তি, তদীয় সুবৃহৎ মন্দির, প্রকাণ্ড শ্রীগোমতীকুণ্ড এবং কুণ্ডতীরে তুলাদণ্ড প্রভৃতি দর্শন-স্পর্শন করেন। সমিতির অন্যতম পরিচালক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত সজ্জন মহারাজ ভক্ত ও ভগবানের এই লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া যাত্রিগণের চিত্তে ভক্তিরসের উদ্রেক করেন। জয় ভক্ত রামদাস ও তদীয় আরাধ্য ডাকোরনাথ —শ্রীরণছোড়রায় দ্বারকানাথজী কী জয়!

ভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

গৌর-সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া

সরস্বতী—বিষ্ণুপ্রিয়া,
কৃষ্ণভক্তি তব হিয়া,
প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী,
প্রণমি তোমারে।
জনগণ-মনোহরা,
শুক্লা শ্রীপঞ্চমীবরা,
আবির্ভাব-তিথিরূপে
খ্যাত চরাচরে ॥ ১ ॥
শ্বেতবর্ণা, শ্বেতাম্বরা,
শ্বেতাননা, মনোহরা,
ক্ষীণমধ্যা, কমলাক্ষি—
বৈভব তোমার।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রদায়িনী,
বাগ্‌বাদিনী, বীণাপাণি,
সুহাসিনী, সুভাষিণী,
নমি বারবার ॥ ২ ॥
ভারতী, ভাষা-জননী,
তুমি ব্রাহ্মী, নারায়ণী,
মূর্ত্তিমতী, বাক্যময়ী,
তোমারে প্রণমি।
তুমি শুদ্ধা সরস্বতী,
সুজ্ঞান-বিজ্ঞানদাত্রী,
শুষ্কজ্ঞান-বিনাশিনী,
তোমারে প্রণমি ॥ ৩ ॥
কামনা-মার্গেতে সদা,
কামকামী জনগণ,
কামদাত্রীরূপে পূজে,
(তুমি) কামনাদায়িনী।
বেদাদি-শাস্ত্রেতে গায়,—
"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া",
শ্রৌত-জ্ঞানে জ্ঞানরূপা,
(তুমি) বিজ্ঞানদায়িনী ॥ ৪ ॥
এ ভব-ভবন-মাঝে,
বিশ্ববাসী যাঁরে পূজে,
মহামোহে মুগ্ধ হ'য়ে,
সরস্বতী জ্ঞানে।
সে ত কভু তুমি নয়,
তব ছায়া—মায়াময়,
অবিদ্যারূপিণী তাঁকে
জানে বিজ্ঞজনে ॥ ৫ ॥
জড়-বিদ্যারসে মত্ত,
নবদ্বীপবাসী জনে,
পরা বিদ্যা শিখাইতে,
করিয়া মানস।
সুশোভিত অষ্টদলে,
শ্রীগৌড়ীয়-উদয়াচলে,
তুমি গৌর-সরস্বতী
হইলা প্রকাশ ॥ ৬ ॥
বিদ্ধা সরস্বতী-বরে
দর্পিত দিগ্‌বিজয়ীরে,
উপদেশ' গৌরপদে
লইতে আশ্রয়।

প্রচারিতে প্রেমভক্তি,
সঞ্চারিয়া কৃপাশক্তি,
ভক্তিরূপা মতি দিলে
হইয়া সদয় ॥ ৭ ॥
গৌর-মন্ত্র, গৌর-নাম,
গৌর-জপ, গৌর-ধ্যান,
গৌর-পূজা, সেবা-শিক্ষা
করিবারে দান।
ভকতি-সিদ্ধান্ত-বাণী—
অমৃত-রসের খনি,
প্রদানিতে অবনীতে
তব আগমন ॥ ৮ ॥
প্রভু মোর শ্রীভকতি
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
অমায়ায় তব বাণী
করিতে প্রচার।
অন্তরঙ্গ-জনদ্বারে
বিশ্ববাসী দ্বারে দ্বারে,
গৌর-সরস্বতী-বাণী
করিলা বিস্তার ॥ ৯ ॥
গৌরপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া,
দিয়া তব পদছায়া,
কৃপা কর মোরে দেবী,
কৃপা কর মোরে।
না জানি ভকতি-স্তুতি,
দেহ গৌরপদে মতি,
প্রণমি তোমারে দেবী,
প্রণমি তোমারে ॥ ১০ ॥

—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

(বিষ্ণু-পুরাণাবলম্বনে)

[২]

বদ্ধজীবের ত্রিতাপ

চেতন জীবাত্মা বদ্ধদশা লাভ করিয়া দুঃখপ্রদ ইহ সংসারে আগমনপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপাদিতে ক্লিষ্ট হয়। শারীর ও মানস-ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার; তন্মধ্যে শারীর-দুঃখ বহুবিধ :—শিরোরোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শ, শ্বাস, শোথ, সর্দ্দি প্রভৃতি এবং অক্ষিরোগ, অতিসার, কুষ্ঠ, জলোদর প্রভৃতি। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা, মাৎসর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার দুঃখসকল আধ্যাত্মিক তাপের অন্তর্গত। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ,

রাক্ষস, সরীসৃপাদি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম **আধিভৌতিক**। শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা **আধিদৈবিক**।

জন্ম, জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকালেও জীবের অশেষ ক্লেশ

এই সমস্ত ব্যতীত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্রপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মলদ্বারা আবৃত গর্ভমধ্যে ক্রিমি-কীটাদি ও উল্বদ্বারা বেষ্টিত হইয়া উর্দ্ধপদে অধোমস্তকে থাকিয়া, অত্যন্ত তাপপ্রদ অতিশয় অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজন দ্বারা অতিকষ্টে বর্দ্ধিত হইয়া, হস্তপদাদি সঞ্চালনে অক্ষমাবস্থায় মল-মূত্রের মধ্যে শয়ন করিয়া, শ্বাসহীন অথচ সচেতনভাবে পূর্ব্ব জন্মসমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজকর্ম্মদোষে অতি ক্লেশে সেই জীব কালযাপন করিয়া থাকে। তৎপরে জন্মগ্রহণ করিবার সময় মল, মূত্র ও শুক্রশোণিতদ্বারা পরিলিপ্তদেহ হইয়া প্রাজাপত্য বায়ুদ্বারা অতিশয় পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেই সময়ে অতিশয় প্রবল সূতি নামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে স্থাপন করে এবং এইরূপে অতিশয় ক্লেশে জীব মাতার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

জীব জন্মগ্রহণ করিয়াই মূর্চ্ছিত হয়, পরে বাহ্য বায়ুদ্বারা ক্রমশঃ তাহার চেতনতা ফিরিয়া আসে এবং সে তাহার পূর্ব্বসংস্কারসমূহ বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সে বিদারণ যন্ত্রদ্বারা ব্যথিতগাত্র ও বিদারিত একটী ক্রিমির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে। তাহার নিজের দেহ চুলকাইতে বা এদিক্ ওদিক্ ফিরিবার কোন সামর্থ্য থাকে না; দুগ্ধপানাদি তাহার যাহা কিছু আহার, সে-সময়ে সমস্তই পরের অধীন থাকে। এইরূপে সেই জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে শায়িত থাকে; কীট ও মশকাদি-কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও, তাহাদিগকে নিবারণ করিবার তাহার কোন উপায় থাকে না। এইরূপ জন্মে ও বাল্যকালে জীব আধিভৌতিকাদি নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে।

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন বিমূঢ়-অন্তঃকরণ নর "আমি কোথায় আসিয়াছি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন করিব এবং আমার স্বরূপই বা কি" এ সমস্ত কিছুই জানিতে পারে না। "কোন্ বন্ধনে আমি সংসার-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোন কারণ আছে, অথবা অকারণই এই দুঃখরাশি ভোগ করিতেছি; আমার কি কর্ত্তব্য, বা কি অকর্ত্তব্য; আমার কি বাচ্য, আর আমার কি অবাচ্য; কি ধর্ম্ম, কি বা অধর্ম্ম; কিভাবেই বা কোন্ পন্থা

অবলম্বন করিব এবং কোন্ কার্য্যে দোষ বা কোন্ কার্য্যে গুণ" এই প্রকার বহুবিধ ভাবনায় শিশ্নোদরপরায়ণ পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানজনিত নানা রূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব এবং প্রবৃত্তি-সমূহই কার্য্যের আরম্ভক; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান লোপ পায়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মলোপের জন্য নরকপ্রাপ্তি হয়,—ইহাই মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তিগণ ইহকাল ও পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন।

জীব ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত হইলে তাহার অবয়বসকল শিথিল, দন্তসকল বিগলিত, গাত্র-মাংসসমূহ লোল এবং স্নায়ুও শিরাদ্বারা আবৃত হয়; চক্ষুর তারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; নাসিকা-বিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে; দেহ সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে ও শরীর ক্রমশঃ কুব্জ হইয়া আসে। তখন জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হওয়ায় আহার কমিয়া আসে এবং দেহের চেষ্টাসকলও ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া যায়। অন্ধপ্রায় জীব এ-সময়ে অতিকষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করিতেও সমর্থ হয় না এবং তাহার মুখ হইতে অবিরত লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়গণ এ অবস্থায় তাহার আয়ত্তে না থাকায়, সে সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়; কিছুক্ষণ পূর্ব্বের অনুভূত পদার্থও স্মরণ করিতে পারে না, একটীমাত্র কথা কহিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং শ্বাস ও কাশের জ্বালায় নিদ্রাসুখ হইতেও একপ্রকার বঞ্চিত হয়। অন্য কেহ ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী সকলেরই অবমানের পাত্র হয়। তখন সে সকল শৌচক্রিয়ারহিত হইয়া কেবল আহার-বিহারেই স্পৃহাযুক্ত হয় এবং পরিজনবর্গের হাস্যাস্পদ হইয়া সমস্ত স্বজনকেই ক্লেশ প্রদান করে। যৌবন-আচরিত বিষয়সকল, জন্মান্তর-গ্রহণকারীর ন্যায় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

বৃদ্ধাবস্থায় এইসমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে-সকল ক্লেশ পায়, তাহাও অতি ভয়াবহ। তাহার গ্রীবা, হাঁটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে, বারংবার মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার হয়। সেই সময়ে সে 'আমার এই ঐশ্বর্য্য, পুত্র, ভার্য্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি-প্রকারে থাকিবে,' এই প্রকার মমতায় আকুল হয়। তখন কঠোর করাত-সদৃশ মর্ম্মভেদী যমের নিদারুণ শরসমূহদ্বারা দেহের অস্থিবন্ধন-

সকল বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত হয়; তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়; যাতনায় কেবল বারংবার হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে। ক্রমে নিরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হয় এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লেশ পাইতে থাকে। তারপর যমকিঙ্করগণের প্রবল পীড়নে সে নরকভোগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে প্রাণিগণের এইসকল এবং অন্যান্য বহুপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে তাহারা নরকে নিম্নোক্তরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

পাপীর নরক-গতি ও সংক্ষিপ্ত নরক-বর্ণনা

প্রথমতঃ যমকিঙ্করগণ নারকীকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডদ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে যমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গসকল অবলোকন করে। তপ্তবালুকা, অগ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদিদ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকমধ্যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। করাতের দ্বারা বিদারিত, ঊষামধ্যে খনিত, কুঠারদ্বারা কর্ত্তিত, ভূগর্ভে প্রোথিত, শূলের উপর আরোপিত, ব্যাঘ্রের মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট, গৃধ্রসমূহ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত, হস্তীগণ-কর্ত্তৃক পদতলে নিপীড়িত, তপ্ত-তৈলমধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্ষার ও কর্দ্দমদ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযন্ত্রদ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নারকীগণ নরকে যে-সকল যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না।

পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে যে নরকসকল আছে, পাপিষ্ঠগণ তাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিসশন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র-বন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শস্ত্রভয় ও অগ্নিভয়দায়ী এইসকল ঘোর নরক যমরাজের অধিকারস্থ। যাহারা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেইসকল নরকে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ করে।

পাপানুসারে বিভিন্ন নরক-ভোগ

যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী (জানিয়াও বলে না, অথবা অন্যরূপ বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে। যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণ কর্ত্তা ও গো-ঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে; এই রোধ নরকে শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া যায়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচোর এবং যাঁহারা এইসকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর-নরকে

গমন করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহন্তা তাল-নরকে এবং গুরুপত্নীগামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায়। ভগিনীগামী, রাজদূত-হত্যাকারী, স্ত্রী-বিক্রয়ী এবং যে ভক্ত-ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয়। পুত্রবধূ বা কন্যাগমন করিলে মহাজ্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদ নিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে এবং যে অগম্যা গমন করে, তাহারা লবণ নরকে যায়। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিন্দক, দেব-ব্রাহ্মণ-পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা ক্রিমিভক্ষ নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি ক্রিমীশ নরকে গমন করে। যে নরাধম পিতৃ-দেব-অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বানপ্রস্তকারী বেধক নরকে প্রবেশ করে। যাহারা খড়্গাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে। অসৎ প্রতিগ্রাহী এবং অযাজ্য-যাজকগণ অধোমুখ নরকে যায়।

যে ব্যক্তি পুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, এবং লাক্ষা, মাংস, দুগ্ধাদি, তিল ও লবণ-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ, ইহারা ক্রিমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষীসকলকে পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই একই নরকে যায়। যে-সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী (নট-মল্লাদি বৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর, কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির ঔরস-জাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক (স্ত্রীর অসদ্বৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহকারী), পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক), গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক, গ্রাম্যযাজক ও সোম বিক্রয়কায়ী, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়। মধু ও গ্রামহন্তা মনুষ্য বৈতরণী নরকে যায়।

যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কূহকজীবী, তাহারা কৃষ্ণ নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বন-চ্ছেদন করে, সে অসিপত্রবন নরকে যায়। মৃগ-ব্যাধগণ বহ্নিজাল নরকে পতিত হয়। সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগান্তর পাপের আধিক্যবশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমান পাপীগণ এবং যাহারা মৃদ্‌ভাণ্ড ও ইষ্টকাদি সঞ্চয়ে অগ্নি প্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপক এবং স্বীয় আশ্রয়-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকে পতিত হয়।

যাহারা দিবানিদ্রায় রেতঃপাত করে এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্বভোজন নরকে গমন করে।

এইসকল এবং অন্যান্য শত-সহস্র নরক আছে; ইহাতে দুষ্কর্ম্মিগণ নিরত যাতনা ভোগ করিতে থাকে। ঐসকল পূর্ব্বোক্ত পাপ যেরূপ, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে; নরকান্তরস্থ জীবগণ তাহার ফলভোগ করে। যে-সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয়। এইরূপে পাপীগণ নরক ভোগান্তর যথাক্রমে স্থাবর, ক্রিমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। নরক ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদিক্রমে পাপীগণ, পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসীগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপবশতঃ কখনও বা নরকস্থ হন।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম—দুঃখের আগার

কেবল নরকেই যে দুঃখ আছে, তাহা নহে; স্বর্গবাসিগণও পতনভয়ে সুখে কালযাপন করিতে পারেন না। তাহারাও কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে। কেহ বা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাল্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেরূপ কার্পাস-তুলাসমূহদ্বারা কার্পাসবীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ দুঃখদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থের নাশ, অর্জ্জন ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও মনুষ্যগণের নানাপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-সকল পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের যে অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই তাহারা সুখ বলিয়া মনে করে।

শাশ্বত-শান্তিলাভের উপায়

প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পাপীগণই অধিক ক্লেশ ভোগ করে। শাস্ত্রে তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যাহার অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদি-কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। কিন্তু হরি-সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়; অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না। প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা

ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণু স্মরণ করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। জপ, হোম, অর্চ্চনাদি কর্ম্মে যাহার মন বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তিও তাহার পক্ষে অতিতুচ্ছ। কারণ, পুনরাবর্ত্তন-বিশিষ্ট স্বর্গগমন আর উত্তম মুক্তিজনক শ্রীকৃষ্ণনাম জপ, কখনই তুল্য নহে। স্মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—তাহাকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সংসার-দুঃখরূপ তাপে তাপিত-চিত্ত মানবগণের মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কোনওপ্রকারে সুখ হয় না। গর্ভ, জন্ম, জরা প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ দুঃখের, আত্যন্তিক ভগবৎপ্রাপ্তিই, পরম ঔষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব বুদ্ধিমান জনগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করিবেন। উপাস্য বস্তু-বিষয়ে শ্রৌত-জ্ঞান ও ভক্তিই—সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

(২)

গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলের বর্ণনা

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সখা-সখীগণ-পরিবৃত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোলোকে স্বীয় ধামে শ্রীরাসমণ্ডলে নিত্যলীলায় অনুরক্ত। চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী বিশ্বমোহিনী পরমারাধ্যা শ্রীরাধা—রূপে-গুণে সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণতুল্যা। গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং বিরজা—ভগবানের এই চারি শক্তিও পরমপ্রিয়া; তাঁহাদিগের সহিত লীলাপরায়ণ গোবিন্দ পরমসুখে অবস্থান করেন, কিন্তু সকল প্রিয়তরা হইতে বিশ্বরূপিণী গোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বকারণ-কারণ, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রত্নভবনে রত্নসিংহাসনে সমাসীন। শ্বেত-চামরের সমীরণদ্বারা গোপালগণকর্ত্তৃক তিনি সেব্যমান, তাঁহার ঈষৎহাস্যযুক্ত মুখচন্দ্র, তিনি গোপীগণ-কর্ত্তৃক নৃত্য-গীতদ্বারা সেবিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্ব কলেবর চন্দনচর্চ্চিত, রত্নভূষিত ও তিনি শতকোটি গোপ-পরিবেষ্টিত। অভিনব জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ সুন্দর শ্রীঅঙ্গশোভা, পীতবসন, এবং দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক

বালকের ন্যায় গোপালরূপী গোবিন্দের মনোহর রূপ। তাঁহার কোটীচন্দ্রসম সুশীতল কান্তি, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, কোটী কন্দর্পতুল্য লীলা-লাবণ্য ঐ শ্যামসুন্দর রূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহার ঈষৎহাস্যযুক্ত বদনারবিন্দ, রত্নসার ও মাণিক্যনির্ম্মিত বিচিত্রাভরণে ভূষিত কলেবর এবং দর্শনীয় রূপ গোপীগণের সম্যক্ স্পৃহনীয়। তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীরাধা অবস্থিতা; তিনি রাধাদত্ত সুবাসিত তাম্বুলভক্ষণ-পরায়ণ।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ক্রোধ নিবারণ করত আপনার শরীরকে বহুরূপে বিভক্ত করিলেন। সকল রূপই সমভাবে রঞ্জিত হইল অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর বনমালা-বিভূষিত রূপলাবণ্য—ঔদার্য্য-মাধুর্য্য সকলরূপেই সমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শতবিধরূপে বিভাগ করিলে গোবিন্দ-মোহিনী রাধাও শত শতরূপে বিভক্ত হইলেন। আত্মসম্ভব এই মূর্ত্তিসকল রাধাঙ্গ-সম্ভবা সেইসকল গোপীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরস-যুক্ত রাসোৎসব রচনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া স্ব-ভুজদ্বয় দ্বারা গোপীদিগের ভুজদ্বয় পরস্পর আবদ্ধ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলে চন্দ্রশোভার ন্যায় গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থিত জগন্নিবাস গোবিন্দ পরিশোভিত হইলেন। আপ্তকাম, নির্গুণ, চেষ্টারহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধানুরাগে দীপ্তিমান হইয়া বিলাস-তৎপর হইলেন। এইরূপে গোলোকমণ্ডলে রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্ত হইলে বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবী সুস্বরবিশিষ্টা মধুর বীণা বাদন করিতে লাগিলেন; অপরে মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসময় রাসলীলা কীর্ত্তনে রত হইলেন। সর্ব্ববিদ্যা বিনোদিনী বাণীর বীণাবাদনে সমস্ত রাসমণ্ডলস্থ জনগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দপ্রায় হইলেন। অতিশয় সুমধুর স্বর এবং মনোহর রাগালাপ-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ এককালে জলপ্রায় দ্রবীভূত হইয়া গোলোকধামে পরিব্যাপ্ত হইলেন; তদ্দৃষ্টে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অলক্ষ্যগতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ সহসা আবির্ভূত হইলে উভয়ের নয়ন-মনোভিরাম রূপ দর্শনান্তে রাসমণ্ডলস্থ সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

সনৎকুমারাদির গোলোকগমন ও অভিশাপ-প্রদান

এই সময় পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক পরমযোগী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার গোলোকে শিষ্যসহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসায় সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের বায়ুতুল্যগতি, সকলেই

বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-আগমাদিশাস্ত্র-পারদর্শী, মহাতেজস্বী, গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যসম প্রভাযুক্ত, মৃগচর্ম্ম-পরিহিত, পিঙ্গলবর্ণ জটাজালমণ্ডিত-মস্তক এবং সকলেরই করদ্বয়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু পরিশোভিত। তিলক-নামাবলী-পরিশোভিতগাত্র, সদা শ্রীনামোচ্চারণ-পরায়ণ দেবর্ষিপ্রবর সনৎকুমার গোলোকধামের দ্বারদেশে দ্বারপালপতিকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—"তোমাদের মঙ্গল হউক, ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহবান্ ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে; তুমি আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।" দ্বারপালগণ কহিলেন,—"হে বিপ্রর্ষে! এসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি গোপনীয় স্থানে রাধাসহ অবস্থান করিতেছেন, এ কারণ কেহই তাঁহাকে এমন সময়ে দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। অতএব ক্ষণকাল এইস্থানে বিশ্রাম করুন, পরে প্রভুর দর্শনলাভ হইবে।" সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ধ্যানযোগে পূর্ব্বেই ভগবানের রাসমণ্ডলে অবস্থিতি অবগত ছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক পুর-প্রবেশের উদ্যোগ করিলে দ্বারপাল কর্ত্তৃক প্রতিবারিত হইয়া মহাক্রোধে তাহাকে বলিলেন,—"ক্ষণকালমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত আমি সহ্য করিতে পারিনা।" সনৎকুমার দ্বিগুণক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া প্রতিহারিকে বলিলেন,—আরে মূর্খ! যদি তুমি আমাকে পুর-প্রবেশ করিতে না দাও, তবে ক্ষণমাত্রেই পুরসহিত তোমাকে অভিশপ্ত করিব। মদান্ধ, হৃতজ্ঞান, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মূঢ়গণ কদাচ সাধুগণের অনুগ্রহের পাত্র হয় না।" ঋষিবর প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ ও আরক্তলোচনে স্বীয় করধৃত কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ-পূর্ব্বক রোষভরে বলিতে লাগিলেন,—"রে পামরগণ! মদমত্ত জনসকল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও নষ্টশ্রী হয়; তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মত্ত ও অহঙ্কারী হওয়ায় তোমাদিগের ঈশ্বর ও পুরস্থ জনগণের সহিত তোমরা সত্ত্বধাম গোলোক হইতে পৃথিবীতলে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ কর।" এই নিদারুণ অভিশাপ প্রদানান্তে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহামুনি সনৎকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। *

* মহাজ্ঞানী সনৎকুমার জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, সত্ত্বগুণাবলম্বী, উদারস্বভাব, লাভালাভ-মানাপমানে সমজ্ঞানী হইয়াও স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধ-পরবশ হইয়া এমন অভিসম্পাৎ করিলেন কেন?—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তর এই যে, সর্ব্বজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার নিজাপমানে ক্ষুব্ধ হন নাই; তিনি পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের মনোগত ভাব অবগত হইয়া অভিশপ্ত করণাভিপ্রায়েই গোলোকে আগমন করিয়াছিলেন। শাপপ্রদানছলে তিনি লীলা-

পরিকরগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভৌম-ব্রজাগমনের কারণ

এদিকে মহামুনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর গোলোকধাম সহসা কাঁপিতে লাগিল। ভয়ঙ্করবেগে প্রভঞ্জন-বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। দিবাকর ও নিশাকরকে রাহু গ্রাস করিল। অমঙ্গলসূচক উৎপাতসকল সমুপস্থিত দেখিয়া গোলোকবাসীগণ বিগতশ্রী, প্রাণহীন, ভগ্নোৎসাহ, তেজরহিত ও সর্ব্বোত্তমহীন হইয়া পড়িলেন। গোলোকের বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত সকলে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পূর্ব্বেই এসকল বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল পরে ঈষৎ হাস্যসহকারে অনুগত জনগণকে বলিলেন,—"হে অমরোত্তমগণ! মহামুনি সনৎকুমার-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত গোলোকের বিবরণসকল আমি জানি; মুনি-শাপ কখনই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, পাঞ্চালদেশে গিয়া কুরু, যদুকুলের প্রধান প্রধান মনুষ্য-গৃহে সকলে জন্মগ্রহণ কর। ধরাতলে নরদেহ ধারণপূর্ব্বক আমাতে ভক্তি-পরায়ণ, আমার কথা আলোচনা, আমার স্বরূপ ধ্যান ও নাম-সংকীর্ত্তন-পরায়ণ হইবে এবং আমার গুণ-লীলাশ্রবণে সর্ব্বদা রত থাকিবে। আমার ভক্তসঙ্গে নিয়ত বাস করিবে, অবিরত আমার চরণসেবায় রত থাকিবে। আমার আজ্ঞায় তোমরা সকলে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠরূপে দৈত্য-দানব-যক্ষ-রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইয়া ভূতলে কিছুকাল অবস্থানের পর পুনরায় এই গোলোকে আগমন করিবে। তোমরা কেহ বিরহকাতর হইও না, যেহেতু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ আমিও পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতি বিনাশের নিমিত্ত জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইব। মৎপরায়ণ ভক্তি-মতী গোপিকাসকল এবং ভক্তিমান্ সহস্র সহস্র গোপগণ সকলেই পরমধাম

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন এবং তাঁহার ভৌম-লীলায় সহায়তা করিয়াছেন মাত্র। শ্রীরাধা ও সুদামের পরস্পর অভিসম্পাতাদি এবং দৈত্য-নিপীড়িতা ধরিত্রীদেবীর কাতর ক্রন্দনে ভগবান্ মর্ত্ত্যলীলা করণার্থ ধরাতলে গমন করিবেন ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই ভগবান্ সনৎকুমারকে নিমিত্ত করিয়া তৎকর্ত্তৃক গোলোক ও তত্রস্থ অধিবাসীগণের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন; এইরূপ না করিলে নিষ্কারণে তাঁহার গোলোক ত্যাগ করিয়া ভৌম-ব্রজলীলা সম্ভবপর হয় না। নির্গুণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও তদ্রূপবৈভব গোলোকধাম কখনই অভিসম্পাতাদিদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না।) —প্রকাশক

গোকুলে গিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ কর।" অতঃপর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—"হে দেবি! তুমিও ধরাতলে গমন কর; নন্দব্রজে বৃষভানুগৃহে কীর্ত্তিদা-ক্রোড়ে তুমি আবির্ভূত হও।"

পূর্ব্বেই ভগবান্ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কলহে গঙ্গাদেবীকে আত্মকলেবরে দ্রবময়ী অবস্থায় লীন করিয়া রাখেন। পুনরায় শ্রীরাধার ভয়ে বিরজা নদীরূপ ধারণ করত ছত্রিশ যোজন প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে শত যোজন বিস্তৃত হইয়া বিরজা নামে বিশ্রুতা হন। এই সময়ে শ্রীরাধা ও সুদামের মধ্যে পরস্পর অভিশাপ বিনিময় হয় এবং তাহাতে তাঁহাদের উভয়েই ভূলোকে গমনপূর্ব্বক যথাক্রমে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে ও অসুররূপে জন্মগ্রহণ নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাশঙ্কায় রাধার প্রার্থনায় ভগবান্ পরিজনসহ বরাহকল্পে ভূতলে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধার সহিত যমুনাতীরস্থ রাসস্থলীতে মিলিত হইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

পুনরায় ব্রহ্মা-শিবাদিকে অগ্রে লইয়া দৈত্য-দানব-অসুরগণকর্ত্তৃক নিপীড়িতা ধরিত্রীদেবীর কাতর ক্রন্দন ও প্রার্থনায় তাঁহার করুণা উচ্ছলিত হইল; দৈববাণীদ্বারা তিনি ভক্তগণের রক্ষাবিধান ও ভূভার-হরণ লীলার কথা বিঘোষিত করিলেন। গোলোকস্থিত মহাত্মা ও মহাতেজসম্পন্ন ভগবৎপরিবারগণ পৃথিবীতে দ্বাপরযুগাবসানে যদু, বৃষ্ণি ও কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। নন্দাদি গোপসকল ও শ্রীদামাদি কৃষ্ণের বয়স্যগণ সকলেই ব্রজভূমিতে জন্ম লইলেন। নিত্য পুষ্প-ফলবান পাদপাকীর্ণ, নানাধাতু ও বিবিধ মণি-মণ্ডিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপত্যকায়, কালিন্দী-তীরে পূর্ব্বে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীরাধার শ্রীমূর্ত্তি যে-স্থানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তৎসন্নিহিত গোকুল-নগরে ললিতাদি সখীগণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণও ব্রজভূমিতে যথাসময়ে রোহিণীনন্দন ও যশোদানন্দনরূপে আবির্ভূত হন এবং শ্রীরাধাও বৃষভানু-গৃহে আবির্ভূতা হইয়া মাতা কীর্ত্তিদার স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হইতে থাকেন।

বৃষভানুরাজের মহামন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণান্তর তপস্যাচরণ

গোকুলাধিপতি গোপগণের শ্রেষ্ঠ মহাভানু নামে এক রাজা ছিলেন। বৃষভানু, রত্নভানু, সুভানু, প্রতিভানু নামে তাঁহার মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ও বৈষ্ণব চারিপুত্র। ইহাঁদের মধ্যে বৃষভানুই রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি ভগবৎপ্রীত্যর্থে রাজসূয়াদি শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তিনি যদিও বৈশ্য-কুলোদ্ভূত, তথাপি স্বীয় বাহুবলে বহু রাজ্য শাসন করত রাজর্ষিতুল্য রাজ-

চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন ; তিনি ব্রহ্মর্ষিতুল্য দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরম দাতা, সর্ব্বরাজ-পূজিত ও সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিপালক ছিলেন। ঐ ব্রজধামে ধনাঢ্য বিষ্ণুভক্ত 'বিন্দু' নামে এক গোপপ্রবর বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী মুখরার গর্ভে ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবল, শ্রীদাম ও মহাকীর্ত্তি—এই পাঁচ পুত্র এবং ভানুমুদ্রা, কীর্ত্তিমতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা—কন্যাত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণান্তরে কীর্ত্তি-দার অপর নাম কলাবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৃষভানুরাজ যথাবিধানে কীর্ত্তিদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে পুত্রলাভাশায় বহুকাল অতি-বাহিত করিয়া দুশ্চিন্তা ও শোকাভিভূত হইয়া শ্রেষ্ঠ তীর্থাদি পর্য্যটনে বহির্গত হন। বহুবিধ যজ্ঞ, দান, অর্চ্চন-পূজাদি করিয়া তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে দুঃখিতান্তঃকরণে ভূতলে মূর্চ্ছিত হন। পরে কীর্ত্তিদার ইচ্ছানুসারে গিরিবর গোবর্দ্ধনপার্শ্বস্থ স্বচ্ছসলিলা যমুনা-তীরস্থ উত্তমস্থানে শুভদায়িনী কাত্যায়নী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিতেন্দ্রিয় বৃষভানু নিরাহারী হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সহস্রদলকমলে পরমাত্মার সহিত চিত্তকে সংযুক্ত করিয়া ঘোরতর তপস্যায় রত হইলেন।

এইরূপে শতবর্ষ অতীত হইলে আকাশ হইতে বাগ্‌দেবী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীরশব্দে কহিতে লাগিলেন,—"হে বৎস! হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না ; একারণ তুমি গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া যথাক্রমানুসারে তাহার অনুকীর্ত্তন কর।" আকাশবাণী শ্রবণান্তে বৃষভানু বিনয়-সহকারে দেবীকে কহিলেন,—হে মাতঃ! আপনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ; আপনি যে আমাকে হরিনাম গ্রহণের আদেশ করিলেন, তাহার মহিমা ও যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন"। অতঃপর বৃষভানুরাজ দেবীর পরামর্শানুসারে বিরজানদী-তীরস্থ পুলিনে মহামুনি ক্রতুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীনাম গ্রহণ-পদ্ধতিও অবগত হইলেন। ক্রতুমুনি এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করিয়া *

* এস্থলে ঋষি হরিনাম-রূপ পরমার্থ-সাধক ভক্তিপ্রদ যে শ্রীনাম উপদেশ করিলেন, তাহা "হরেকৃষ্ণ" সংজ্ঞক ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র। ইহা সূতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে 'কীর্ত্তিত' হইয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানের কথা লোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া অঙ্গিরা ঋষিকে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে ইহা কেবলমাত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপোদ্দেশেই কর্ণে প্রদত্ত হয় নাই। —প্রকাশক

পুনর্ব্বার বৃষভানুরাজকে বলিলেন,—"বৎস! বৈষ্ণব, বিশেষতঃ শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য—ইহাদের দীক্ষাবিষয়ে হরি-নামানুকীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ কর্ণের অশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বাগ্রে হরিনাম-দীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না। যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয়, তাহার সেই কর্ণযুগল শবকর্ণের ন্যায় অপবিত্র অর্থাৎ যতদিন হরিনাম দীক্ষা না হয়, ততদিন কর্ণ অপবিত্র থাকে; পুনঃ হরিনাম প্রবেশে পবিত্রতা লাভ হয়। হে মহাবাহো! তোমাকে এই হরিনাম প্রদান করিলাম, অতঃপর তুমি সুসমাহিতচিত্তে ইহার অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর বৃষভানুরাজ ক্রতুমুনিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদনুজ্ঞা লইয়া ভক্ত্যাপ্লুত-চিত্তে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে তথা হইতে যমুনাতীরে সমাগত হইলেন। বহুতপস্যার পর জগন্মাতা কাত্যায়নী রাজার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলে বৃষভানু মহাদেবীকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নীদেবী কহিলেন,—"হে বৎস! তোমার তপস্যা, পূজা, স্তুতিবাক্য ও ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" বৃষভানুরাজ দেবীর সানুকম্পিত বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্ল-লোচনে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদ্গত অভিলাষ আপনি অবগত আছেন; যদি দেয় হয় অভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন।" জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী, বৃষভানুর ভক্তিভাবযুক্ত বাক্য শ্রবণান্তর সহস্রাদিত্যতুল্য প্রভাযুক্ত একটী ডিম্ব তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা বৃষভানু ঐ ডিম্বপ্রাপ্তিতে পরমানন্দিত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের পঞ্চবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

গত ১০ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার—চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পঞ্চবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই বৈষ্ণব-মহিমা ও বিরহ-সূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী আলোচিত হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা-ভোগারাত্রিক অন্তে প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্র ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনামুখে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির এবং পরে মূল মন্দিরে আরাত্রিকান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই বিরহোৎসব সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি — **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

১৯শে পৌষ, ১৩৬৮ ; ইং ৪।১।৬২

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১২ই ফাল্গুন ১৩৬৮, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, শনিবার—**ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব- (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার উল্লিখিত শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবস-ত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—**বৃহস্পতিবার** পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **শনিবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৩শ বর্ষ } মাঘ ১৩৬৮ { ১২শ সংখ্যা



শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সম্পাদক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় —শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৩ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৩ মাধব, ৪৭৫ গৌরাব্দ
সোমবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬৮ ; ইং ১২।২।১৯৬২ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীউদ্ধব-কৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহিমা-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে—১৭-২৩, ২৫)

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্-
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্॥ ১॥

(শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—) শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতার পাদ-বন্দনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে তাত, হে মাতঃ, কংসভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া আপনাদিগের সেবা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্—হরির এই চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয়॥ ১॥

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজ-রেণুং
বিস্মর্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফূরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ২ ॥

যিনি ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তদ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণকমলের রেণু আস্বাদন করিয়া সেই পুরুষকে কেই বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়? ॥ ২ ॥

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্-
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ৩ ॥

যোগিগণ সম্যক্ যোগপ্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কে সহিতে পারে? ॥ ৩ ॥

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য ॥ ৪ ॥

অপরাপর যে-সকল নরবীর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের লোচনানন্দকর মুখকমলের শোভা নয়নের দ্বারা পান করিতে করিতে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চির-লোকপালৈঃ
কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান

বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই ; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল করপ্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্ট-ধ্বনি দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন ॥ ৫ ॥

তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্ নো
বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্।
তিষ্ঠন্ নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ৬ ॥

হে বিদুর, ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের বাঞ্ছিত রাজাসনে অধ্যাসীন উগ্রসেনের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ, 'মহারাজ, অবধারণ করুন'—এই বলিয়া উগ্রসেনকে নিবেদন করিতেন, তখন ভগবানের সেই ভৃত্যভাব স্মরণ করিয়া মাদৃশ ভৃত্যজনেরও অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৭ ॥

অহো কি আশ্চর্য্য ! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা কৃষ্ণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল ; অতএব, কৃষ্ণ বিনা এমন আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব ? ॥ ৭ ॥

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ৮ ॥

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গলবিধানেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় কংসের কারাগৃহে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন ॥ ৮ ॥

আশ্রমের বেষ

কল্পশাস্ত্র, গৃহ্যাদি সূত্র ও পরবর্ত্তিকালের প্রয়োগ-বিধিশাস্ত্র মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীতাদি-আশ্রমবিধিতে বিচিত্র বেষের সংস্থান করিয়াছেন। আশ্রমবিভাগে অকৃতদার নৈষ্ঠিক-উপকুর্ব্বাণ-সমষ্টি, কৃতদার গৃহস্থ-সমাজ, সংসার-ক্ষয়োন্মুখ বানপ্রস্থ-সমাজ এবং ত্যক্তসংসার ভিক্ষু—সাধারণতঃ এই চারিটি আশ্রমের কথা আমরা ভারতাদি-ইতিহাসের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। আশ্রমাতীত অবস্থাকে হয় বিশৃঙ্খল, না হয় 'অবধূত পরমহংস' প্রভৃতি বিচারে দ্বিবিধ পর্য্যায়ে লক্ষ্য করি। বিশৃঙ্খলতারূপ অবিধি ও সুশৃঙ্খলতারূপ বিধির অতীত ব্যাপার এক-পর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকাশ-পাতাল-ভেদ আছে। অবধূত ও পরমহংসগণ বহির্দ্দর্শনে আশ্রমবিধির ভেদ স্থাপন করিলেও আশ্রমবিধি নষ্ট করিয়া দুর্নৈতিক হইবার অভিলাষ তাঁহাদের নাই; পরন্তু আশ্রমবিধি-দ্বারা যে সুফল লাভ ঘটে, তাদৃশ ফল-লাভে **তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া বিধির উদ্দিষ্ট ব্যাপারই সাধন করেন।**

বিধি ও রাগ-পথে যে চতুর্থাশ্রমের সম্বন্ধ অনুস্যূত, তাহাতে আমরা দেখি যে, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ তুর্য্যাশ্রম-বিধির অতীত অবস্থার সৌন্দর্য্য-হানি করেন নাই। আবার সেই আশ্রমবিধির সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ-মানসে **স্বয়ং সাধারণ জীবের জন্য আশ্রমবিধির সুষ্ঠু পালন করিয়াই অনুমোদন করিয়াছেন।** শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো" প্রভৃতি নিজ উক্তির মধ্যে যে জীবস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশ্রমবিধি-বদ্ধ থাকিয়া অনাত্ম-পরিচয়ই নিত্যপরিণতি—এরূপ কথা বলেন নাই।

প্রাপঞ্চিক দর্শনে অবস্থা-ভেদ ও তাহার পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্মরূপে স্থাপন না করিয়া **আত্মবিৎএর পারমহংস্য-ধর্ম্মকেই তিনি সর্ব্বতোভাবে স্থাপন করিয়াছেন।** শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে অগ্রজ-বোধে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তুর্য্যাশ্রমের অতীত পারমহংস্য বা অবধূত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অভিজ্ঞ জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। স্বয়ং বিধিবাধ্য হইয়া তিনি যে লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিশৃঙ্খল রাজ্যের অবৈধ ক্রিয়া পোষণ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। **নিম্নাধিকারে বিধিরই প্রয়োজনীয়তা আছে।** আনুষ্ঠানিক বিধির অতিক্রম-প্রদর্শনী-ক্রিয়া ত্রিগুণাতীত নির্ম্মৎসর পরমহংসের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলিয়াছেন। তাঁহারা বিশৃঙ্খল হইয়া বিশৃঙ্খলতাকে বিধি বলিয়া কখনই প্রচলন করিতে পারেন না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিগত ৩০০ বৎসরের পরিচয়াকাঙ্ক্ষগণের মধ্যে যে বিপাক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিধ্যনুগা ও রাগানুগা ভক্তির স্বরূপবোধের অভাবনীয় দুর্ঘটনা-সমূহ ভারতীয় সমাজকে ন্যূনাধিক স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। ক্ষীণবুদ্ধি জনগণের বিপ্লব-বাদ তাৎপর্য্যরহিত হইয়া সাধনরাজ্যে যে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার বিষময় ফল সদাচার-রত প্রৌঢ়-সামাজিকগণের প্রধান আলোচনার বিষয়।

রাগানুগ সাধকগণের মধ্যে অযাচিতভাবে যে অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অমৃতময় পানীয় সুকৃতিসম্পন্ন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে দান করিয়াছেন। কিন্তু অমৃত-পানে বিরূপ-রুচিবিশিষ্ট আমাদের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। **আত্মার নিত্য স্বরূপের উপলব্ধি সাধক জীবনে অসিদ্ধ অবস্থায় যে অমঙ্গল উপস্থিত করে** এবং সিদ্ধের লোভনীয়া পদবীর প্রাপ্তিরূপ কাপট্য আসিয়া উপস্থিত করে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অপ্রকটাভিনয়ে সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

'শাম্ব'-নামক যদুরাজকুমারকে 'কুমারী' সাজাইয়া ঋষিগণের নিকট 'সেই গর্ভে কি সন্তান আছে' ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে যাওয়ায় সত্যের যেরূপ অমর্য্যাদা হইয়াছিল, সেই অমর্য্যাদা-সূত্র যে বিষম পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রপঞ্চে উদিত লীলা উহাদ্বারা আবৃত হইয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলার পরবর্ত্তিকালেও ইতিহাসে যেরূপ দুর্ঘটনা-সমূহ দেখা যায়, তাহাতেও প্রমাণিত হয় যে, **যদুকুমারের বাহ্যবেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া কুমারী-সজ্জায় ধ্বংসেরই আবাহন করিয়াছে।** আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটি অপসম্প্রদায় গৌরলীলা আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রকাশ, অংশ, শক্তি ও ভক্তগণের অধস্তনগুলিকে কিরূপে সেবাভিনয়-কার্য্য হইতে আবরণ ও বিক্ষেপ করিয়া জগতের মন্দ-ভাগ্যের পরিচয় দিয়াছে। বিধিপথের শিথিলতায় বিধির উদ্দিষ্ট বিরাগের পূর্ণতমতা শ্রীসনাতন-রূপাদি-পরমহংস-কুলভূষণ কুলালঙ্কারগণের বেষসমূহে পরিস্ফুট হইলেও কুলাঙ্গারগণের প্রচ্ছন্ন কপটতারূপ লৌহপিণ্ড ব্যভিচার-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামের দাস-গদাধরের অধস্তন পরিচয়ে সখীভেকী-দলের প্রচ্ছন্ন প্রলম্বের যে কাল্পনিক বিচারের গর্ভ সঞ্চারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গৌরবংশ্যাভিমানী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সকল কপটতা এরকা-বনের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। প্রচ্ছন্ন কপট দুর্নৈতিক লম্পটগণের ভাব, ভাষা ও বিচার-শ্রবণে সেইদিন আমাদের কর্ণ কলঙ্কিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর মধ্যে আগত বৈষ্ণববেষধারী জনৈক ভক্তবিদ্বেষী প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, স্ত্রীবেষ গ্রহণ ও বৈদিক ত্রিদণ্ড-ধারণ প্রভৃতি বিশৃঙ্খলতা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। শ্রীসনাতনের বেষগ্রহণ-পদ্ধতি—রাগানুগ ভক্তিপথেরই বিধি।

আমরা বলি,—রাগানুগ-পথের 'বিধি' বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। **শ্রীগৌরসুন্দর**—যিনি রাগানুগপথের উপদেষ্টৃস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামীকে রাগানুগ-পথের নিদর্শন-লীলা দেখাইয়াছেন, তিনি **স্বয়ংই বৈদিকানুশাসন-পালন-লীলাভিনয়কারী গৈরিক বসনধৃক দণ্ডি-সন্ন্যাসী**। সেই দণ্ডি-সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড ধারণ-ব্যবস্থা শ্রীরূপানুগ-বেষপদ্ধতিতে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত আছে। মহাভারতীয় হংসগীতিই উপদেশামৃতের আদিমশ্লোকরূপ ভিত্তি। উহা বৈদিক ত্রিদণ্ডবিধির রাগানুগ-পর্য্যায়।

শ্রীগৌরসুন্দর তাৎকালিক উত্তর-ভারত-প্রচলিত একদণ্ড-সন্ন্যাস-জীবি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও বৈদিক ত্রিদণ্ডবিধির উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশে একদণ্ডি-সম্প্রদায়ের বহির্বিধি পালনপর হইয়া একদণ্ড-গ্রহণান্তর **শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর বিচারই যে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত ভক্তগণের সন্ন্যাস-বিধির প্রশস্তি**—ইহাই জগৎকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রলম্বাসুরানুগ জনগণের বিচার শাস্ত্রানুষ্ঠিত বিচারের অনুস্মৃতি মাত্র। **'অনুকৃতি'** কখনই 'অনুস্মৃতি'-শব্দের তুল্য হইতে পারে না। অনুকৃতিজ অভিনয় কখনই অনুস্মৃতির সুফল উৎপাদন করিতে পারে না। এই বিচার না শুনিয়া যদি নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকোদ্ধৃত জাল পুঁথি আশ্রয় করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুষাজি-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সখীভেক' পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিদ্ধভাবকে অবৈষ্ণবোচিত 'অহংগ্রহোপাসনা' বা 'মায়াবাদ' বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামি-লিখিত দুর্গমসঙ্গমনী টীকা প্রমাণিত করিবে।

"মুষলং কুলনাশনং" বিচারের অনুকরণকারী সখীভেকী-সম্প্রদায় গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি কোন দিনই পাইতে পারেন না। শ্রীগৌর-সুন্দরের আশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের

কথিত বেষের আশ্রয়-গ্রহণকারী। এই **ভিক্ষুপদেশ দ্বারা শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়-সমাজ চিরদিনই পরিচালিত হন** এবং **শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃতের অনুবর্ত্তন করিয়া বহির্জ্জগতের ত্রিদণ্ডির বেষ ও অন্তর্জগতের ত্রিদণ্ডির বেষ গ্রহণ করেন।** শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের অনুগ্রহপ্রার্থী কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাগবত-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর বিধি গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই ত্রিদণ্ডবিধি-ক্রমেই শ্রীরূপ-কথিত উপদেশামৃতে প্রবেশ-লাভ ঘটিবে। তখন তিনি পরমহংসজনোচিত—অবধূতজনোচিত নিত্যানন্দময় হইয়া অনুগত বৈষ্ণবজনের সুদর্শনে নিত্যানন্দ-স্বরূপাবতার আশ্রয়জাতীয় বিষয়বিগ্রহ বলদেবাভিন্ন-তনু বলিয়া লক্ষিত হইবেন। আর শাম্বোচিত যদুকুমারগণের প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত ব্যাপারের অনুগমনে যে স্ত্রীবেষ-গ্রহণ ও তদ্দ্বারা সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিবার চেষ্টায় অনভিজ্ঞ ধনিগণের সাহায্য-প্রার্থনা, তাহা কখনই আদরের বিষয় হইতে পারে না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের রহস্যানভিজ্ঞ ধনিগণ, জড়েন্দ্রিয়-সুখপ্রার্থী সমাজ, ভোগ-প্রবণ-সমাজ ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের ধূর বহন করিতে গিয়া যদি কাশিমবাজারের বা হেতমপুরের বা তড়াসের বা ধনবন্ত বণিককুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং কাঁঁাকড়ামাঠ ও হরিদাসঠাকুরের সমাধির বিপর্য্যয়কারী নাম-সেবাপরাধি-দলের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অযোগ্য বিষ্ণুবংশ ও মর্কট-ত্যাগিকুল যাহাতে শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিয়া প্রেমভক্তির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলতা আবাহন না করেন—তাহাই এখন বৈষ্ণব-সমাজের প্রধান প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। **দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন।** তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। **নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মা-দিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব**

প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার তাহার বিবরণ এই,—**(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শুদ্ধদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন;** (৪) **শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন।** চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (১) **রামানুজ-মতে**—চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) **মধ্ব-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (৩) **নিম্বাদিত্য-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) **বিষ্ণুস্বামি-মতে**—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্যপৃথক্। এরূপ **পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।**

সেই বিজ্ঞান এখন বিচারিত হইবে। শ্রীচরিতামৃতে—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তাঁহা উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেইত প্রমাণ।
'দেহে আত্ম-বুদ্ধি'—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তি-যুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছাতেই জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম॥
তাঁ'রে নির্ব্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ-স্বরূপ না মানিলে, পূর্ণতা হয় হানি॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার??
(আঃ ৭।১২১-১২৬, ১৩৮-১৪০ ; মঃ ৬।১৪৪, ১৫২)

বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট ; বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করত বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥ (৫৯ সংখ্যা)

কোন সত্যবস্তু অন্য রূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্‌বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত যথা—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় ও সেই ভয় হইতে নানা প্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপন হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু-সর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। **ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।** পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপ পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। **ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র প্রভাব অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত-বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে।** এইরূপ কথিত আছে যে, **প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে।** অপ্রাকৃত-তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন্। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য' শব্দ দ্বারা এরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে **অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে;** যথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয় ৩।১)

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা **ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব** সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্য দ্বারা **করণ-কারকত্ব** লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের **অধিকরণ-কারকত্ব** বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল

নিরাকার হইতে পারেন না। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।**

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে বলিয়াছেন যে,—

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব-স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব, মণ্ডল তদ্বহির্গত তদ্রশ্মি, তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য্য-মণ্ডল, তাহার বহির্গত-রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ-স্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য-পরমতত্ত্বের একত্ব-প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধ-ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব, কেননা জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে "সর্ব্বসম্বাদিনী"-গ্রন্থে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। **শ্রীমধ্ব-মতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।** পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত **শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও**

সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। অতএব কারিকা,—

সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্বমেকং বিনিশ্চিতম্।
নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্ম্মিতং কিল॥
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বে বিশ্ব এতস্মিন্ বিবর্ত্তো ন প্রবর্ত্ততে॥
অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল।
মায়ানাম্ন্যা পরাশক্তিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥
ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্।
ন তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ॥
ন ব্রহ্ম-পরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল।
স্থূল-লিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥

সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে, একটী সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে, **এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়।** ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, **জীব-নির্ম্মিত নয়।** মিথ্যা-বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম 'বিবর্ত্ত'। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্ত্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী অপরাশক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্য সত্য নয়। "নিত্যো নিত্যানাং" (কঠ ২।২।৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩) এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশবিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব্বদেশসম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত। এই জড়জগতে জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু-পরিণাম নয়। এই স্থূল-লিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন মাত্র।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-মহিমা

নমো নমো দয়াময় জয় গুরুদেব !
সর্ব্বদেবময় গুরু—পূজ্য সর্ব্বদেব ॥১॥
জগৎ দুঃখিত দেখি' উদ্ধারিতে বহির্ম্মুখী
অবতীর্ণ হইলা ধরাতে।
গোলোকের হরিনাম ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম
প্রচার করিলা কীর্ত্তনেতে ॥ ২ ॥
পরম করুণাময় জ্ঞানের আকর হয়
সর্ব্বগুণে তুমি চূড়ামণি।
হরিনাম বিতরিলে সবাকারে কোল দিলে
পাপী আর তাপী নাহি জানি ॥ ৩ ॥
নামের প্রচার তরে প্রতি দেশে দেশে ফিরে
প্রচার-কেন্দ্র কৈলা স্থাপন।
শত শত যাত্রী লয়ে পরিক্রমা কর গিয়ে
যত আছে প্রভু-লীলা-স্থান ॥ ৪ ॥
তোমার অশেষ গুণে মাতিল জগৎ জনে
কীর্ত্তনেতে হইলা মগন।
প্রেমরস আস্বাদনে আনন্দ-বিহ্বল-মনে
মত্ত হৈলা অনন্ত ভুবন ॥ ৫ ॥
গোলোক-বিহারী হরি সদ্‌গুরুরূপ ধরি
ধরায় করেন বিচরণ।
সত্য এই বেদবাণী সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি
প্রকাশ হইল প্রতি স্থান ॥ ৬ ॥
গুরু হন মাতাপিতা গুরু হন রক্ষাকর্ত্তা
গুরু বিনা নাহি আর গতি।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট, গুরু যদি হন রুষ্ট
কভু লাভ না হয় ভকতি ॥ ৭ ॥
আমি দীন অকিঞ্চন অধম পামর জন
তব কৃপালেশে সুবঞ্চিত।
পতিতের বন্ধু তুমি অধম পতিত আমি
কৃপা করি' দাও সেবাব্রত ॥ ৮ ॥

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(৫)

এইরূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইল, তখন পরমমঙ্গলময় ভগবান ও তাঁহার সাধন-নির্ণয়ার্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অবিরোধে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীসূত ভাগবতের প্রারম্ভে ভাগবতবক্তা শুকদেবের প্রণাম-মন্ত্রে ইহা জানাইতেছেন,—ব্রহ্মানন্দে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং তন্নিমিত্ত বিষয়-বাসনাতেও যাঁহার কোন আসক্তি ছিল না, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর-লীলাতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তের ধৈর্য্য নাশ করত করুণাবশে পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন, সেই নিখিল পাপরাশি-বিনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মানন্দ হইতেও বহুগুণে অধিক আনন্দ শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে পাইয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেবকে আকর্ষণের হেতু এই প্রকার,—

কতকগুলি কাঠুরিয়া বনে যাইতেছিল। ব্যাসদেব তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা বনে বনে শুকপাখী ধরিয়া বেড়াও। আমি তোমাদিগকে কয়টী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকিলে অনেক শুক ধরিতে পারিবে। কাঠুরিয়াগণ সেই শ্লোক শুনিয়া বনে বনে তাহা পাঠ করিতে থাকিল। শ্রীশুকদেব ঐ মন্ত্র শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই মন্ত্র তাহারা কোথায় পাইল? তাহারা ব্যাসদেবের নাম করিলে শুকদেব নিজ পিতার নিকট আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করিলেন। শ্রীভগবানের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভাগবত-চর্চ্চায় অধিক আনন্দ-আস্বাদন-প্রাপ্তি এবং আত্মসুখ সাধন-অপেক্ষা বহু জীবের কল্যাণ-সাধনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমাধিস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অপাশ্রিতা বহিরঙ্গাশক্তি মায়া এবং মায়াদ্বারা মোহিত জীবগণকে দেখিয়া-ছিলেন। জীব মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করত অনর্থকে অর্থ জ্ঞানে সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে এবং তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীভগবানে ভক্তি। এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞ জীবসকলের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস এই সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন—যাহা শ্রবণ করিলে জীবের

শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হইবে। তৎপরে উহা নিজ পুত্রকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণের পর, শৌনক সূতের নিকট প্রশ্ন করেন যে, শুকদেব নিবৃত্তি-মার্গনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মানন্দে নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়া অন্য সকল বিষয়ে নিস্পৃহ। সুতরাং তিনি আত্মারাম হইয়াও কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন? তদুত্তরে সূতের উক্তি,—যাঁহারা দেহাভিমানরূপ গ্রন্থিশূন্য হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছেন, তাঁহারাও বিচিত্র লীলাপরায়ণ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমনোহারী গুণ। তাঁহার অসাধারণ রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। শ্রীশুকদেব কাঠাহারী ব্যক্তিগণের মুখে দু'একটী ভাগবতীয় শ্লোক শ্রবণেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেজন্য বিস্তৃত ভাগবত-অধ্যয়নে তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় আত্মারামত্ব ত্যাগ করিয়া ভাগবত-কীর্ত্তনকেই পরম শ্রেয়ঃ বিচার করিয়াছিলেন।

জীবের মোহন-সম্বন্ধে মায়ার কর্তৃত্ব এবং ভগবানের তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য উপরিউক্ত বিচারে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ করেন, অবোধ জীব সেই মায়া-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া নিজদেহে আমি ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে আমার বুদ্ধি করিয়া থাকে। জীব-মোহন-কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়াই মায়া ভগবানের সম্মুখে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিমুখতা মায়া সহ্য করিতে না পারিয়াই জীবের স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি এবং ত্রিতাপাদি দুঃখ প্রদানদ্বারা ভগবচ্চরণে উন্মুখ করার চেষ্টা করেন। এজন্য ভগবান তদ্বিষয়ে উদাসীন।

যদি আশঙ্কা হয়,—মায়া নির্দ্দয়ভাবে জীবকে সংসারচক্রে পেষণ করেন, শ্রীভগবান তাহা উপেক্ষা করেন কেন? তদুত্তর,—শ্রীভগবান অনাদিকাল হইতেই প্রপঞ্চ-সৃষ্টিতে নিযুক্তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মায়ার প্রতি যে অধিকার দিয়াছেন তাহা সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ তিনি যদি নিজেই জীবের মোহ নাশ করেন তবে মায়ার কৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় তাহার সম্মান নষ্ট হয়, এজন্য তিনি বিরত থাকেন। কিন্তু মায়া হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত জীবকে নানাপ্রকার উপদেশ করিতেছেন। যেমন গীতায়,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

আমার ত্রিগুণময়ী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না মায়া দুরতিক্রমা। কিন্তু আমার শরণাগত হইলেই তাহাকে অতিক্রম করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে আমার লীলাপ্রকাশক, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়িণী কথা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণাদি দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তির পর আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

ভগবান শ্রীব্যাসরূপে প্রকটিত হইয়া আচার্য্যের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তদ্দ্বারাই জীবের মায়িক ভয় দূর করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ চেষ্টা জানা যায়।

জীবমোহন-কার্য্য ভগবানের অভিপ্রেত না হইলে তিনি মায়াকে প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন কেন? এরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তর,—মায়াকে প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করিবার হেতু—বহির্ম্মুখ জীবকে মায়াদ্বারা তচ্চরণে উন্মুখ করাইয়া নিজ প্রেমরস আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়ে। অপার করুণাময় ভগবান প্রাচীন কর্ম্মবশে অনাদি কাল হইতে শ্রীহরিবিমুখ জীবকে মায়ার তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্য কখনও স্বমুখে কোথাও বা নিজ প্রিয়জনগণের দ্বারা উপদেশ প্রদান করাইয়া নিজ পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান।

উপরিউক্ত বিচারে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈশ্বর নিয়ন্তা এবং জীব নিয়ম্য, জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান।

অদ্বৈতবাদীর মতে—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়া দ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়ায় ঈশ্বর ও জীব এই দুইটি বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে মায়ার বিদ্যাবৃত্তি-পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর এবং অবিদ্যাবৃত্তি-পরিচ্ছিন্নই জীব। দৃষ্টান্ত—মহাকাশ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু একটা ঘটের দ্বারা তাহার কিয়দংশ আবৃত হইয়া ঘটাকাশ হইয়াছে। ইহার নাম পরিচ্ছিন্নবাদ। আবার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আধারের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন, তদ্রূপ অজ আত্মাও বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধরূপে প্রতীত হন। জলস্থ প্রতিবিম্ব জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম লাভ করে বলিয়া সবিকার, আর আকাশস্থ সূর্য্যে উহা সম্ভব হয় না বলিয়া নির্ব্বিকার; ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে তাদৃশ বিচার জানিতে হইবে।

উপরিউক্ত বাদকে গ্রহণ করা যায় না—যেহেতু বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, তাহাতে বৃহৎ অবস্থার হানি হয়, কিন্তু বাস্তব বস্তুতে তাদৃশ জড়ত্ব-সম্ভাবনা না থাকায় অচ্ছেদ্য অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে জীব-ঈশ্বরের অনাদিত্ব না থাকিয়া আদি কালধর্ম্ম আসিয়া পড়ে। অচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের এক একটী প্রদেশই ঈশ্বর ও জীব, ইহাও বলা যায় না। কারণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের প্রদেশ-বিশেষের ভেদ হওয়ায় অনুক্ষণ উপহিতত্ব ও অনুপহিতত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মের সর্ব্বাংশই উপহিত হইয়া জীব হয়, ইহা বলিলে অনুপহিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। যদি বলা যায়—ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন উপাধিই উক্ত জীব-ঈশ্বর ভাবে বর্ত্তমান। তাহারও দোষ এই যে,—শুদ্ধ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করিলে মুক্ত অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ ভাব থাকিবেই। আর পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অবস্থা আদি-দ্রব্যেই সম্ভব। নির্ব্বিকার ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাদি স্বীকারে পরিণাম-হেতু সবিকারত্ব আসিয়া পড়ে। ইহাদ্বারা সর্ব্বব্যাপক চিন্ময় বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যখন জল-দর্পণাদিতেও তাঁহার বিম্বরূপে নিয়ত অবস্থান আছে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তখন তাহাতেই আবার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? প্রতিবিম্বের আধারে বিম্ব থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না।

যদি বলা যায় যে,—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিষয়ে অবাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করায় আপত্তি কি? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই,—মূলাবিদ্যাকৃত বিলক্ষণ ব্রহ্মের অবাস্তব সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া বিম্বত্ব ও অদৃষ্টবিশেষের অধীন অবাস্তব সম্বন্ধ বিশেষই প্রতি-বিম্বের নিয়ামক, ইহাই কি স্বীকার করা হইবে? এই আশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে,—যে বস্তু দৃশ্য নহে, তাহার জল-দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায়, জলে চক্ষুর সংযোগ হওয়া মাত্র অর্থাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্র চক্ষু আকাশস্থ জ্যোতিঃ পদার্থ চন্দ্র বা সূর্য্যকে দেখিতে পায়, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু অদৃশ্যহেতু চক্ষুর প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। চক্ষুর অসদ্বস্তু গ্রহণ করারই শক্তি আছে। নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন কিরূপে সম্ভব হইবে? লিঙ্গদেহও অদৃশ্য। সুতরাং লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান ব্রহ্মের দর্শন চক্ষুদ্বারা হয় না। চক্ষু ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের দর্শন-যোগ্যতা নাই। রূপাদিধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব চন্দ্র-সূর্য্যাদির দূরবর্ত্তী নদী-সরোবরাদিতে প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু তাহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব। আকাশ অবয়বশূন্য, আকাশেরও প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশস্থ সাকার

জ্যোতিষ্ক পদার্থ গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদিরই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, দিক, কালাদিরও প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব নিরাকার নিরুপাধি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অসম্ভব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিতেছেন,—পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই দেহে বিরাজমান, কিন্তু জীব মায়াবদ্ধ এবং ব্রহ্ম মায়াতীত। সুতরাং উহা জীব হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য পাদ্ম-বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

চেতনস্তু দ্বিধা প্রোক্তো জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবা ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ॥

জীব ও আত্মা (পরমাত্মা) উভয়ই চেতন পদার্থ। ব্রহ্মাদি সকলই জীব; কিন্তু আত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। তিনি ব্যতীত অন্যত্র আত্মশব্দ সোপচার অর্থাৎ চেতনের সাদৃশ্যে লাক্ষণিক। কিন্তু 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ' অর্থাৎ বিস্তৃতত্বহেতু ও পরিমাতৃত্বহেতু বা সর্ব্বপ্রসবত্বহেতু হরিই আত্মাশব্দবাচ্য। জীব-ঈশ্বরের ভেদভাব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি,—

সন্ন্যাসী—চিৎকণ, জীব—কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব-ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
যেই মূঢ় কহে, জীব—ঈশ্বরের সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১২-১১৩, ১১৫)

যদি উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তথাপি তৎ পদার্থ পরমেশ্বর এবং 'ত্বম্' পদার্থ জীবের ঐক্য গ্রহণ মাত্রেই বাস্তব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের ত্যাগ হয় না। অর্থাৎ পরিচ্ছেদাদির কারণ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও তাহার নাশ হয় না। যদি ঐ উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব না হইয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইত, তবে তাহার নাশের সম্ভাবনা করা হইত। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিতে যে তৎ পদটী আছে তাহার তটস্থ লক্ষণ স্বীকার করিয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য হইতেছে, কিন্তু 'তৎ'পদে 'তস্য' এই অর্থ করিলে 'তস্য ত্বং অসি' অর্থাৎ তুমি (জীব) তাঁহার (অংশ) হইতেছ। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই মত—জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই মুক্তি। তাহা পরমেশ্বর সাক্ষাৎ-

কারেই সম্ভব। অতএব পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নির্ধর্ম্মক ইত্যাদি উক্তি বাদ মাত্র।

উপাধির অবিদ্যামূলকত্ব হইলে অর্থাৎ 'রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির' ন্যায় মিথ্যা হইলে ব্রহ্মের উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত হওয়াও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যে রীতি স্বরূপকে পাইতেছে না অর্থাৎ স্বরূপের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই তাদৃশ প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। যে ভেদ দেখা যায়, উহা উপাধিপ্রসূত। উপাধিই প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদের ভিত্তি। যে সময় উপাধি জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়, তখন আর ভেদ থাকে না, কিন্তু ঐ উপাধির বাস্তবতা ও অবাস্তবতা উভয় পক্ষেই দোষ দেখান হইল।

স্বপ্নের সহিত ব্রহ্মের পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত কেহ কেহ দিয়া থাকেন। স্বপ্নে যেমন নানা দেহ দেখা যায়, কিন্তু তাহা মিথ্যা। তাহা হইলে মিথ্যা দৃষ্টান্তের দ্বারা সত্য বস্তুর পরিচ্ছেদও মিথ্যাই হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশে সাম্য না থাকিলেও আংশিক সমতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী যখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তগুলি অসঙ্গতই হইয়া পড়ে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধাতত্ত্ব (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৯ পৃষ্ঠার পর)

ভৌম-ব্রজে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব

মহারাজা বৃষভানুর মহিষী মৃগনয়নী, নানা অলঙ্কার-ভূষিতা, দিব্যবস্ত্র-পরিধায়িনী, দিব্যগন্ধানুলেপিতা, কীর্ত্তিদা রত্নপালঙ্কে অসংখ্য সখী-দাসী-পরিবৃতা হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে বৃষভানুরাজ দেবীদত্ত অণ্ড-হস্তে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঘোর তপস্যাক্লিষ্ট, ধূলিধূসরিত-কলেবর অথচ সহর্ষচিত্ত পতিকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অধোবদনে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা বৃষভানু প্রিয়তমা কীর্ত্তিদার হস্তে দেবী-দত্ত সেই উত্তম ডিম্বটী প্রদান করিলে তিনি সর্ব্বশক্তিময় কোটীসূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটীকে অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ডিম্ব দুইখণ্ড হইল। উহা দ্বিধা বিভক্ত হইবামাত্র পবিত্র মনোহর

গন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল ; দশদিক্, জলাশয়-হ্রদ-নদী-সমুদ্র এবং জীবের হৃদয় সহসা প্রফুল্লিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, সিদ্ধ, সাধ্য, কিন্নর সকলে আকাশমার্গে সমাগত হইলেন। সে সময়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গ্রহ, নক্ষত্র, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং পিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাসমূহ গান করিতে লাগিল, সমচিত্ত সাধুগণের মন প্রসন্ন হইল, মুনিগণ ও সাধুগণ স্তব করিতে লাগিলেন, আকাশ হইতে দেবতাবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে শোভনদিনে শুভযোগে জগজ্জননী অযোনি-সম্ভবা হরিপ্রিয়া শ্রীরাধা কলাবতী অর্থাৎ কীর্ত্তিদার ক্রোড়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ নিখিল জীবের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ মূলপ্রকৃতির আবির্ভাবে সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরাধার জাতকর্ম্মাদি

বিদ্যুল্লতার ন্যায় কলেবর অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা কেয়ূর-হার-মুকুটাদি-শোভিতা সর্ব্বসৌভাগ্য-বৃদ্ধিকারিণী দেবী রাধা জননী-ক্রোড়ে বিরাজমানা হইলেন। কীর্ত্তিদা-তনয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রভবা সনাতনী মহাদেবী জন্মিবা মাত্র তদঙ্গ-জ্যোতিতে পুরীসকল দীপ্তিমতী হইল ; মাতা-কীর্ত্তিদা সেই অযোনি-সম্ভবা বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করত এই অনুমান করিলেন যে, ইনি প্রাকৃত কন্যা নহেন। বৃষভানু-কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া জগদীশ্বরী স্বরূপশক্তিই তাঁহার পুত্রীরূপে আবির্ভূতা হন। কীর্ত্তিদাদেবী স্বক্রোড়ে সুশোভনা সর্ব্বাবয়ব-বিশিষ্টা স্বীয়া তনয়ার জন্মবৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলেন। মহাযশস্বী রাজা বৃষভানু সেই অমৃততুল্য বাক্যে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নানাবিধ বহুমূল্য ধন-রত্ন-বস্ত্রাদি দান করিতে লাগিলেন। সংবাদদাতা দাসদাসীগণকে উত্তমদানের পর ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম বসন, গো, গ্রাম, শত শত দধি-দুগ্ধপূরিত কুম্ভসকল এবং শালিতণ্ডুলাদি শস্যসকল এবং দরিদ্র-দীন-দুঃখী, পঙ্গু, জড়ান্ধ, অনাথ, বৃদ্ধ ও বালকদিগকেও প্রচুর দান করিলেন। মহারাজার কন্যার সংবাদে গায়ক-গায়িকা নর্ত্তক-নর্ত্তকী, বাদ্যকারগণ, স্তুতিপাঠকগণ, সূত, মাগধ, বন্দীগণ তথায় আগমন করিলে রাজা তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য ধনাদি প্রদান করিলেন। মহারাজার সুলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-চতুষ্টয়, প্রধান প্রধান শিল্পকরগণ, জনপদবাসী, পুরবাসীগণ কন্যাদর্শন-মানসে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন।

রাধাকে ক্রোড়ে লইয়া সখীগণসহ যমুনার তটে উপস্থিত হন। সখীক্রোড়ে রাধাকে রাখিয়া যমুনার স্বচ্ছ সলিলে গাত্র মার্জ্জন করিতে থাকিলে দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত রম্ভা এক ভয়ঙ্করী মকরী মূর্ত্তিতে কীর্ত্তিদাকে গ্রাস করিল। মহারাজ্ঞীর আর্ত্তনাদে তীরস্থ সখীগণও সন্ত্রস্তহৃদয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া হাহাকার ও রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শিশুরূপিণী মহাদেবী রাধিকা সখীক্রোড় হইতে যমুনার অগাধ জলে নিপতিতা হইয়া ভয়ঙ্করী মকরীর কবল হইতে মাতাকে উদ্ধার করিলে অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাবৃন্দ পরাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সখীগণ এসকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত বৃষভানুরাজকে জানাইলেও তিনি পরাৎপরা পরমারাধ্যা দেবীর গোপনীয় তত্ত্ব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার স্বরূপশক্তিতত্ত্ব গোপন করিয়া, প্রাকৃত ভীতিযুক্ত শিশুকে যেরূপ মাতা-পিতা আশ্বাস প্রদান করেন, তদ্রূপ পিতা বৃষভানু রাধাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

(২) একদিন মাতা কলাবতী শিশু রাধিকাকে নিভৃত গৃহে শায়িত রাখিয়া সখীগণ সমভিব্যহারে আপন উদ্যানশোভা দর্শনের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উপবনে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ভারতীর সহিত ব্রহ্মা, পার্ব্বতী-সহ শিব, অনন্তদেব, দেবগুরু বৃহস্পতি, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধরগণ শ্রীরাধার শয়ন-গৃহে সমাগত হইয়া নিম্নলিখিতভাবে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন।—"হে মহাদেবি! আপনাকে নমস্কার। আপনি নিখিল দেবগণ-বন্দিত-পাদপদ্ম, আপনি পারাবার-স্বরূপা ও জগদীশ্বরী, আপনাকে প্রণাম। আপনি সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি, বিশ্বধারিণী, বিশ্বপালিনী, দেবগণের আশ্রয়ভূতা, শরণাগত-বৎসলা; আপনাকে প্রণাম করি। হ্লাদিনীশক্তি বৃষভানুনন্দিনী রাধা তখন ঈষৎ হাস্যমুখে দেবতাগণের কুশল জিজ্ঞাসার পর আত্মহিতকর কল্যাণদায়ক বাক্যে দেবাসুর সংগ্রামে তাঁহারা জয়ী হইবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কালক্রমে দেবতাবৃন্দ দানব-কালনেমির পুত্রদ্বয় অজেয় রোষণ ও মর্ষণের সহিত ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হইতে থাকেন। তাঁহারা ভক্তি-সহকারে মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার স্মরণ করিলে তিনি বিষ্ণুহস্তস্থিত সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন। কোটীসূর্য্যপ্রভ কামগামী অমোঘাস্ত্রকে স্মরণ করিতেই সুদর্শন-চক্র মূর্ত্তিমানরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া রাধাদেবীর আদেশে দৈত্য-দানবগণসহ সকলকে ভস্মীভূত করত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এইরূপে পরমেশ্বরীর কৃপায় দেবতাবৃন্দ জয়লাভ করিলেন।

বৃষভানু আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া উৎফুল্লমনে আপনার তপস্যা ও জন্মের সফলতা জানিতে পারিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া কন্যামুখ দর্শনাশায় কীর্ত্তিদার নিকট গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদ্বারা জাতকর্ম্মাদি স্বস্তিবাচন করিলেন। পুরোহিত বিধিবৎ বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতিদানে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন। বন্ধু-বান্ধব-পরিবেষ্টিত রাজাকে সমাসীন দেখিয়া কীর্ত্তিদা হর্ষভরে গদগদস্বরে বৃষভানুকে কহিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের হিতের নিমিত্ত সনাতনী পরমেশ্বরী আমাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন।" তখন মহারাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন। তিনি মহাদেবীকে কহিলেন,—"আমি তত্ত্বতঃ আপনাকে জানিতে অক্ষম, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আপনার স্ব-স্বরূপ অবগত করান।" তখন পরমেশ্বরী বলিলেন,—হে পিতঃ! তুমি আমাকে নারায়ণী সনাতনী মূলশক্তি বলিয়া জানিবে। ভগবান্ কর্ত্তৃক আমি সম্যক্‌রূপে আরাধিতা। আমি পরাশক্তি, চতুর্ব্বেদের দুরধিগম্য, অবাঙ্-মনস-গোচর। হে তাত! মাতা কীর্ত্তিদার সহিত তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে; তজ্জন্যই আমি তোমাদের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছি।"

পিতা বৃষভানুকে ইহা বলিয়া দেবী পুনরায় মায়াদ্বারা সকলকে আচ্ছন্ন করত প্রাকৃত বালিকার ন্যায় স্বীয় চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি বদনে দিয়া স্তন্যার্থিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রস্ফুটিত দাড়িম্ব কুসুমের ন্যায় আরক্তবর্ণা, সহস্র সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমতী, অতি কমনীয়রূপা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীরূপে পরমাদেবী প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সৌভাগ্যবান্ রাজা বৃষভানু ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কন্যার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরমারাধ্যা দেবী উগ্র তপস্যা দ্বারা আরাধিতা হইয়াছিলেন, তজ্জন্য পিতা বৃষভানু তাঁহার 'রাধা' বলিয়া নামকরণ করেন।

বাল্যাবস্থায়ও শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ

(১) বৃষভানুপুরে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় শ্রীরাধিকা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শ্রীরাধাদেবী প্রাকৃত বালিকার ন্যায় সুললিত আধ আধ মধুর বাক্যদ্বারা এবং হস্ত-পদাদি সঞ্চালন দ্বারা গমন, মনোহর নৃত্য, অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও সুমধুর হাস্যদ্বারা মাতা-পিতাকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা অতি প্রত্যূষকালে মাতা কীর্ত্তিদা অবগাহনার্থ স্বীয়া কন্যা

(৩) কোন একদিন পঞ্চমবর্ষীয়া বার্ষভানবী শ্রীরাধা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া সুশীতল যমুনা-জলে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে কামগামী গর্দ্দভরূপী ধুন্ধুমার নামে এক নিশাচর যমুনাতটস্থ বনস্থল প্রকম্পিত করত তাঁহাদের পথ অবরোধ করিল। সেই ভয়ঙ্কর নিশাচরের গর্জ্জনে পশু-পক্ষী-মনুষ্যসকল ত্রাসযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ মহাকায় রাক্ষস-কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া শ্রীরাধিকার সহিত সখীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে থাকিলে সর্ব্বেশ্বরী শ্রীরাধা ঐ রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে নিশাচর! আমি নিখিল জীবের ঈশ্বরী, পৃথিবীর ভার হরণার্থ পদ্মযোনি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বৃষভানুরাজার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছি। তুই আমাকে কালরূপী পরমেশ্বরী বলিয়া জানিবি।" পরাৎপরা রাধার বাক্যে ঐ নিশাচর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সখীগণসহ শ্রীরাধিকাকে গ্রাস করিলে তিনি উহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহকে শতযোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করত সকলেই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবগণ শ্রীরাধিকার অদ্ভুত কর্ম্ম সন্দর্শনে তাঁহার উপর পুষ্প-বৃষ্টি ও স্তব-স্তুতি করিলেন।

শ্রীরাধার বিবাহোদ্যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাণী

কালক্রমে মহারাজা বৃষভানু কন্যার যৌবন দর্শনে তাহার জন্য উপযুক্ত বরান্বেষণার্থ স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারাণসী, অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, হস্তিনা, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশে অন্বেষণ করিয়াও তাহারা শ্রীরাধিকার যোগ্য ক্ষত্রিয়কুলজাত উত্তম বর পাইলেন না। বহু অনুসন্ধানের পর অবশেষে কোশলদেশ-নিবাসী মাল্যক নামক গোপরাজের কনিষ্ঠ পুত্র আয়ানের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহ স্থির হয়। মাল্যকের পত্নীর নাম জটিলা; মদন, দুর্ম্মদ, দম ও আয়ান—এই চারি রূপবান পুত্র এবং যশোদা, কুটিলা ও প্রভাকরী—অসামান্য রূপসী এই তিন কন্যা। তন্মধ্যে কন্যা যশোদার সহিত গোপরাজ নন্দের শুভপরিণয় হয়।

এদিকে আয়ানের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ায় বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া স্নান-ভোজনাদিতেও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অভিশাপ 'প্রাকৃত মনুষ্যের পাণি গ্রহণ' বিষয় স্মরণ করিয়া প্রিয়তম অধোক্ষজ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সখীগণ-পরিবৃত হইয়া কাত্যায়নী-ব্রতের ছলে তরুচ্ছায়া-মণ্ডিত মধুকর-গুঞ্জিত কালিন্দী-তীরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় তৎপরা হইলেন। এইরূপে বহুকাল

অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ একদিন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন,—"হে প্রিয়ে! তুমি এই কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হও, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শ্রীরাধাদেবী ভগবানকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"হে ভগবন্, তুমি সকলের ভয়ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। পিতা আমাকে আয়ানের নিকট প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি তৎপরায়ণা, তোমা ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানব আমাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে? তুমি আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ না করিলে আমার প্রাণ ধারণ বৃথা।"

অশ্রুমুখী শ্রীমতী রাধিকার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চলদ্বারা শ্রীরাধার নয়ন মার্জ্জনপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—হে সুমুখি! তুমি কেন এত ভীত হইতেছ? তুমি যাহার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারই অংশ, ক্ষুদ্র মানব নহে।" রাধা তথাপি তাহাতে অসম্মত হইলে ভগবান তাহাকে পুনরায় কহিলেন,—"হে রাধে! পূর্ব্ব-বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না; তবে এবিষয়ে আমি এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মাতুল আয়ানের বিবাহোৎসব দর্শনে মাতা মাতুলালয়ে গমন করিলে আমি মাতার ক্রোড় হইতে আয়ানের ক্রোড়গত হইব এবং এইরূপে বিবাহ-অনুষ্ঠানকালে আমি অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব। লোকে জানিবে—রাধার সহিত আয়ানের বিবাহ হইল; কিন্তু তোমার আমার পরম গোপনীয় তত্ত্ব কেহই জানিতে পারিবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন,—"হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে! তোমার প্রতি প্রীতি-যুক্ত হইয়া আরও এক বর প্রদান করিতেছি। অদ্য হইতে আমার ভক্তবৃন্দ তোমার 'রাধা' নাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করত আমার 'কৃষ্ণ'নাম স্মরণ করিবে। যে-সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে 'রাধা' শব্দে প্রয়োগপূর্ব্বক পশ্চাৎ 'কৃষ্ণ'শব্দ উচ্চারণ করিবেন তাহারা নিশ্চিত আমার পরমধামে গমনে সমর্থ হইবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন সায়ংকালে 'রাধা-কৃষ্ণ' যুগলনাম জপ করেন, তাহার নিখিল পাপরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-গো-বালকঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণাপহারী, বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও এই যুগল নামোচ্চারণে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমা-মুক্তি লাভ করিবে। হে রাধে! 'রাধাকৃষ্ণ' এই নামদ্বয় নিয়ত অনুস্মরণ করিলে পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হয় এবং দেহাবসানে

আমার নিত্যধামে পরমানন্দে বাস হয়। কেহ মোহগ্রস্ত হইয়া বা ব্যঙ্গোক্তি-দ্বারা পরিহাসচ্ছলে আমার নাম অগ্রে উচ্চারণের পর তোমার নাম স্মরণ করিলে তাহাকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে। 'কৃষ্ণ-রাধা' বিপরীতক্রমে এই নাম যে উচ্চারণ করিবে, তাহার কোটী-জন্মকৃত পুণ্যরাশি বিনষ্ট এবং ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর লাভ করত শ্রীরাধিকা সানন্দচিত্তে পিতৃগৃহে সমাগতা হইলেন। বৃষভানুরাজও অমাত্য-পুরবাসী-নগরবাসী-রাজন্যবর্গ, পুরোহিত-গণকে স্বভবনে আনাইয়া সাড়ম্বরে রাধার বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলেন। বৃষভানুরাজা আয়ানকে কন্যা সম্প্রদানকালে মাতুল-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরম রোষে তাহার পুরুষার্থ হরণপূর্ব্বক নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন। যাঁহার ইঙ্গিত-মাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তাও তদাজ্ঞা-পালনে ব্যস্তসমস্ত হন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অকরণীয় কার্য্য জগতে কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনোভিলষিত প্রার্থনা পূরণার্থ আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যারত্নের পাণিগ্রহণপূর্ব্বক 'বাঢ়ং' এই প্রতিগ্রহসূচক বাক্য বলিলেন। বৃষভানুরাজা কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কতকগুলি রত্ন শ্রীকৃষ্ণহস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহাও 'স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এতাদৃশ বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

অনন্তর যথাসময়ে বিবিধ লতা-পুষ্প-মণ্ডিত, পুষ্প-সুরভিত, মধুকর-গুঞ্জিত কালিন্দী-তটস্থ মনোরম কুঞ্জময় উপবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়। গোপীজনবল্লভ রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলী-ধ্বনিদ্বারা সখীগণসহ শ্রীমতী রাধিকাকে বনমধ্যে আহ্বান করেন। বেণুসঙ্কেত শ্রবণাবধি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-গতপ্রাণা হইয়া তন্ময়তা লাভ করিলেন। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে তিনি সখীগণ-সমভিব্যহারে প্রিয়তম কান্ত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে বিভো! আমি তোমার পাদপদ্মের ক্রীতদাসী। হে নাথ! হে শরণাগত-পালক! তুমি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" অনন্তর রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধার সহিত অপ্রাকৃত রাস-লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর জটিলা বধূ-শ্রীরাধিকার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া আয়ানকে সকল কথা বলিলে আয়ান যমুনাতীরস্থ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেস্থানে সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ হৈমবতী কালিকার রূপ ধারণ করিলেন এবং শ্রীরাধা তাঁহার আরাধনায় তন্ময়া হইলেন। আয়ান শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মাতা-ভগিনী প্রভৃতি সহ তথায় কাত্যায়নীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তাহারা রাধিকাকে পরমতপস্বিনী জানিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং বার্ষভানবীকে স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষাশ্রুতে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্ম-শিবাদি মুখ্যদেবতাবৃন্দও যাঁহার মায়ায় মোহিত সেই মহাযোগেশ্বর হরির পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশে আয়ানাদি গোপগণ মুগ্ধ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আয়ান-জটিলাদি গোপ-গোপীগণ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধিকা অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণসহিত পুনরায় রাসলীলায় প্রমত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমস্বরে পঞ্চম রাগ প্রকটিত করত বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিলেন এবং এইরূপে তাহাদের মনোভিলাষ পূরণ করিলেন। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকার সহিত নিত্যলীলায় অনুরক্ত। লীলা-মাধুর্য্য বিস্তারের নিমিত্তই সখা-সখীগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোলোক হইতে ভৌম-ব্রজে আগমন এবং লীলান্তে গণসহ পুনরায় তাঁহাদের স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন অপ্রাকৃত নিত্যলীলারই পরিচায়ক। শ্রীরাধিকার বরান্বেষণ, বরাগমন, বিবাহ, শ্রীকৃষ্ণসহ প্রথম মিলন, রাসক্রীড়া, শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা চিল্লীলা-মিথুনের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যই স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে প্রাকৃত চিন্তার কোন অবকাশ নাই।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীবৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন

নবদ্বীপে মায়াপুরে গৌর-জন্ম-ধাম।
সুরধুনী তীরোপরি মহা পুণ্যস্থান॥
শ্রীচৈতন্য মঠ, আর শ্রীবাস-অঙ্গন।
মুরারি গুপ্তের পাট, অদ্বৈত-ভবন॥
'সিদ্ধান্ত'-ভজন-কুঞ্জ, সমাধি-মন্দির।
'কেশবে'র কীর্ত্তি যথা জাহ্নবীর তীর॥
মন্দিরে মন্দিরে যত বৈষ্ণবের গণ।
করিতেছে বিগ্রহের সেবন-অর্চ্চন॥
খোল-করতাল-সিঙ্গা-শঙ্খ-ঝাঁজ-রোলে।
সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ হরি হরি বলে॥ ১॥

গৌড়ীয়-গগনে গুরু দীপ্ত-দিবাকর।
নাশিতেছে জগতের অজ্ঞান-আঁধার ॥
দ্বাপরের কৃষ্ণ সখা "সুবাহু" নামে।
অবতীর্ণ উদ্ধারণ-দত্ত সপ্তগ্রামে ॥
সেই নামে চুঁচুড়ায় মঠে মহারাজ।
রক্ষকরূপে **'বামন'** করিছ বিরাজ ॥
বিগ্রহের সেবাকর্ম্ম পাঠ ও কীর্ত্তন।
চালাইছ সুনিয়মে করিয়া যতন ॥
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অমৃত-ভাষণে।
তৃপ্ত কর ভক্তগণে ভক্তি-রস দানে ॥
করুণা-সাগর তুমি ভক্তি-গুণাকর।
তোমার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥ ২ ॥

গোকুলেতে শিশুসনে শিশুর স্বভাব।
গোচারণে সখাসহ কত সখ্যভাব ॥
বৃন্দাবনে বনে বনে নিত্য-নব-লীলা।
যমুনার কুলে কুলে বস্ত্র-জল-খেলা ॥
গোবর্দ্ধনে অন্নকূট ভুবন-প্রকাশ।
মথুরায় কংস ধ্বংস কত দৈত্য নাশ ॥
মথুরা মঠে থাকি' মহারাজ **'নারায়ণ'**।
হেরিতেছে কৃষ্ণলীলা ভরি' দু'নয়ন ॥
কবে বা দেখিতে পা'ব চরণ তাঁহার!
কৃপা করি' জানাইও প্রণাম আমার ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্থল, গুপ্ত-বৃন্দাবন।
কলিকালে শ্রেষ্ঠতীর্থ নবদ্বীপ হন ॥
নবদ্বীপ মঠে মহারাজ **'ত্রিবিক্রম'**।
গৌর-প্রেমানন্দে জপিতেছে হরিনাম ॥
জানাইও তাঁরে মোর সহস্র প্রণাম।
মহাভাগবত তিঁহ অতি কৃপাবান্ ॥ ৪ ॥

পিছলদার সুপুত্র **'সুদাম ব্রহ্মচারী'**।
আসাম মঠেতে রয় হ'য়ে অধিকারী ॥
বিলাইছে গৌর-বাণী পূরব-প্রদেশে।
হরিনাম-বন্যা-স্রোতে কত দেশ ভাসে ॥

'ত্রিদণ্ডী সজ্জন' নাম, সেবক-প্রধান।
জানাইও তাঁরে মোর অনন্ত প্রণাম॥
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত করিয়া গ্রহণ।
ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসেতে কাটায় জীবন॥
মঠবাসী যত ভক্ত সঙ্গী আপনার।
জানাইও শ্রীচরণে প্রণাম আমার॥

পিছলদা-বাসীগণের দুঃখপূর্ণ মন।
বহু দিন করে নাই চরণ দর্শন॥
কৃপা করি' একবার দাও দরশন।
তবেত মোদের আশা হয়গো পূরণ॥
'নিবেদনে' যদি থাকে ভুল ও প্রমাদ।
নিজগুণে কৃপা করি' ক্ষম অপরাধ॥
পাদপদ্মে "কৃষ্ণভক্তি-আশিস্ কারণ"।
করিতেছে নিবেদন মুরারি মোহন॥ ৫॥

—শ্রীমুরারি মোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

আমাদের ভক্তিপথ কোথায় ?

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের একাগ্রচিত্তে সেবার নামই ভক্তি। শ্রীগুরুদেব মনুষ্য নন, তিনি ভগবানের নিত্যপরিকরত্বে অবস্থিত ও তাঁহার সমতুল্য। ভগবান কি মনুষ্য, কি পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য বস্তু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। সেই অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বিস্মৃত হইলেই জীব তাহার সেবক-অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজেই প্রভু হইতে চায়, আর জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখপ্রদ ভব-সংসারে হাবুডুবু খাইতে থাকে। এই কৃষ্ণবহির্মুখ বিশ্বে শতকরা নিরানব্বই জনই শ্রীগুরু-কৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজেই প্রভু হইয়া পড়িয়াছে। এজগতে ভক্তের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইলেও তাঁহাদের অবস্থান নিত্যকালই আছে। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ হইলেই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবাধিকার পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের সঙ্গফলেই জীব মায়িক অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্যের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে ও শুদ্ধভক্তির সন্ধান লাভ করে।

অনেকে বদ্ধজীবের একমাত্র বন্ধু শুদ্ধভক্তকে শত্রু ভাবিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া নানারূপ অত্যাচারাদিতে প্রবৃত্ত হয়। শত্রুকে মিত্রজ্ঞান এবং মিত্রকে শত্রুজ্ঞান করা মনোধর্ম্মী বদ্ধজীবের স্বভাব এবং ইহা তাহার অস্থিমজ্জাগত রোগবিশেষ। অথচ ভক্তিপথই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় ও পরম সমীচীন পন্থা। অনুক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করাই ভক্তিপথের পথিকগণের একমাত্র অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধায় সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণভক্তির বীজ উপ্ত হয়। ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথম। যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শ্রীনাম ও কৃষ্ণকথার কোন মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ সুকৃতিসাপেক্ষ, তাই শ্রদ্ধা উৎপন্ন করানো যায় না। শাস্ত্রে বলেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই শ্রেষ্ঠ, আবার তন্মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং নিরন্তর সাধুগুরু-সেবাই সেই ভক্তিলাভের সহায়ক। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত হইলে ভগবদ্ভক্তিলাভ সম্ভবপর হয়।

আমরা নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না থাকিলে মায়া পিশাচী কখন আমাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ভগবানের সেবা, তচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তনে রত থাকিলে আমাদের দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা ভয় থাকে না। ভগবান ব্যতীত অন্য দর্শন থাকিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই একাগ্রতা, নিষ্ঠা ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। সাধকের সাধন-চেষ্টা থাকিলেও ভগবৎকৃপাও ইহাতে বিশেষভাবে আবশ্যক। হরিকথা অনুক্ষণ অনুশীলনই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি কায়-মন-বাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যত্ন করেন। ভগবানের সেবার জন্য তিনি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ, জীবনের প্রতিটী অনুষ্ঠান, শ্বাস-প্রশ্বাস, আহার-নিদ্রাদিও ভগবৎসেবার আনুকূল্য বিধান করে। ভক্তের সেবাই ভক্তি। ভক্তসঙ্গই ভক্তিলাভের মূল।

ভক্তিপথ যেরূপ অতি সহজ সরল, আবার সেইরূপ বহু বাধাবিঘ্নসঙ্কুল। ভক্তের উগ্র তপস্যা বা ভক্তিযোগে দেবতাগণও প্রমাদ গণনা করেন, যদিও ভগবদ্ভক্তের চেষ্টার মধ্যে সেরূপ অবান্তর কোনও কামনা নাই। দেবতাবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে এস্থলেই পার্থক্য। শ্রীমদ্ভাগবত তজ্জন্য দেবতাবৃন্দকে পূজানুরূপ কর্ম্মফলদাতা এবং সাধুগণকে দীনবৎসল নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধুগণের ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য নাই, কিন্তু দেবতাগণের মধ্যে ঐগুলি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য আধিকারিক দেবতাগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সাধুগণের অধিক শ্রেষ্ঠত্ব

ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের কৃপাই আমাদের একমাত্র ভক্তিপথের সম্বল।

সাধনপথে জীবের বিবিধ দুর্দ্দৈব ও দুষ্কৃতিবশতঃ নানারূপ বাধা-বিঘ্ন, হৃদয় দৌর্ব্বল্যাদি পরিলক্ষিত হয়। "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্ঠককোটীরুদ্ধঃ"। এইসকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইলে আমাদিগকে নিষ্কপটভাবে ভগবান ও ভক্তের কৃপাভিক্ষা করিতে হয়। গুরুদেব বা বলদেবের চিদ্বলে বলীয়ান হইতে না পারিলে মায়ার প্রবল পরাক্রমে আমরা ভজন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি। তাই পারমার্থিক সদ্‌গুরুর নিকট সর্ব্বকালেই ভজন-বল প্রার্থনা করিতে হয়। ভগবান আমাদের তাঁহার প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি পরীক্ষার নিমিত্তও অনেক-রূপ বিপদাপদের সম্মুখীন করান। তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তিনি অকপট কৃপা বর্ষণে জীবকে ধন্য করেন, সদ্‌গুরুর সাহায্যদ্বারা তিনি ভক্তকে স্বচরণে স্থান প্রদান করেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত সর্ব্বদাই কোমলশ্রদ্ধ। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও যুক্তিতে দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় তিনি সহজেই পার্থিব চিন্তাধারার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদধীন হইবার যোগ্য। শ্রীগুরু-কৃপাবলে কনিষ্ঠ সাধক এসকল বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বিশ্রম্ভ গুরুসেবককেই গুরুদেব তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন। শ্রীগুরুদেবই যাঁহার জীবন ধন, তিনিই গুরু-কৃষ্ণের প্রিয়তম হইতে পারেন। শ্রীগুরুদেব সেবকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে ভগবানও তাহাকে তদ্ভক্তের ভক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এইজন্য শাস্ত্রে "তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। গুরুকৃপাবলে ভক্ত অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুকেও অনায়াসে লাভ করিতে সক্ষম হন। অতএব জগতের সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র গুরু-ভগবানকেই প্রভুপদে বরণ করিতে পারিলে আমাদের আর শোক-মোহ থাকে না; আমরা নিত্যানন্দ বা পরাশান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারি। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ; তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি ব্যতীত আমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের সফলতা কোথায়?

সদ্‌গুরুভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই বলিয়াই ভগবদিচ্ছায় তিনি ইহজগতে আবির্ভূত হন। গুরুপদাশ্রয় না করিলে কোটী জন্মেও তপস্যাদ্বারা শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাহার সেবানিষ্ঠ হইলেই শুদ্ধ-ভক্তিলাভ সম্ভব। প্রশ্ন হইতে পারে,—সদ্‌গুরুকে কিরূপে চিনিব? তদুত্তরে বলা যায়,—ঐকান্তিকতা, নিষ্কপটতা থাকিলে ভগবানই তাহাকে সদ্‌গুরুর অভিজ্ঞান প্রদান বা তাঁহার সহিত যোগাযোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবলে এবং বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি ও সাধুসঙ্গের ফলেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবন্নিজজন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ও তাঁহার সেবাধিকার লাভ হয়। গুরু-নিত্যানন্দ অহর্নিশ ভগবৎ-কীর্ত্তনরত। সেই অনন্তদেবের কৃপায়ই আমরা অনন্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি জানিতে

সমর্থ হই। গুরুদেবেই ভগবানের যাবতীয় শক্তি নিহিত আছে। তিনি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও নিজজন। তাঁহার বাণী সাক্ষাদ্ ভগবদ্বাণী, তাহা আম্নায় বা শ্রুতি বলিয়া কীর্ত্তিত। এজন্য সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে পরম ঐক্যতান, ইহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার মহিমা! মহাপুরুষগণের অতিমর্ত্ত্য পূত চরিত্রাবলী আলোচনা করিলে জীবের হৃদয় পবিত্র হয়। সত্যসত্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে আশ্রয়প্রার্থী ও তাঁহার কৃপাভিখারী হইলে সাধকের অনায়াসেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। প্রকৃত শরণাগত ভক্তের ভয় বা দুশ্চিন্তা নাই। যেখানে শরণাগতির অভাব—পার্থিব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ, তথায় আত্মনিবেদন বা শুদ্ধ-ভক্তি কোথায়? সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ব্যতীত শরণাগতের অন্য কোন সম্বল নাই। শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আহার্য্য ও পানীয়। নিবেদিতাত্ম সাধক বহু যত্নের সহিত দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় সুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তিপথের অনুশীলনে যত্নবান হন। তিনি পরমোৎসাহের সহিত ভুবনমঙ্গল হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া থাকেন। তিনি সেবারাজ্যের দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সেবাময় জীবন লাভে ধন্য হন। এইরূপ নিষ্কপট সেবাপরায়ণতা, শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** সপরিকরে বিগত ৪ঠা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম মথুরায় সমিতির অন্যতম প্রধান শাখা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। তথায় দ্বিসপ্তাহব্যাপী স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বিপুলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে জয়পুরের (রাজস্থানের রাজধানী) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগ্রহে তিনি মথুরা হইতে ১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার জয়পুরে শুভ পদার্পণ করেন।

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত জয়পুরের বিশিষ্ট মোটর ব্যবসায়ী 'লক্ষ্মী মোটর কোম্পানীর' মালিক **শ্রীযুত জগদীশপ্রসাদ** বাবুর 'গেষ্ট হাউসে' শ্রীল আচার্য্যদেব অবস্থান করেন এবং সপ্তাহব্যাপী শহরের বিভিন্ন সভা-সমিতি ও শ্রীমন্দিরে হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের উপাদেয়তা জনসাধারণকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের জয়পুরে শুভাগমন ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ স্থানীয় হিন্দি

দৈনিক পত্রিকা সমূহে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

জয়পুরের বিখ্যাত হিন্দী পত্রিকা **'দৈনিক নবজ্যোতি', 'লোকবাণী', 'রাষ্ট্রদূত'** পত্রিকার ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী সংখ্যায় এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, 'শ্রীগৌড়ীয়' বেদান্ত সমিতির আচার্য্য শ্রীমদ্‌ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে মির্জ্জা ইসমাইল রোডস্থ লক্ষ্মী মোটর কোম্পানীর গেষ্ট হাউসে শুভবিজয় করিয়াছেন। তিনি দিবসত্রয়ব্যাপী ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাতঃকালীন সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন।"

এতদ্ব্যতীত জয়পুরের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা **'নবযুগ', 'রাষ্ট্রদূত'** ও **'লোকবাণী'** পত্রিকার ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল,—

"আচার্য্য গোস্বামী প্রভুপাদের জয়পুর আগমন

"জয়পুর ২৩শে জানুয়ারী, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব গতকল্য স্থানীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর মন্দিরে শুভাগমন করেন। উক্ত মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত হইলে শহরের বিশিষ্ট ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহোদয়গণ পুষ্প, মাল্য ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথায় আয়োজিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমান পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণে ভক্ত ও ভগবানের মহিমা তথা নামতত্ত্ব সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয় অবলম্বনে জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান করেন।"

জয়পুরে অবস্থানকালীন শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক **শ্রীযুত কমলাকর 'কমল' ও পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (বঙ্গ), সাহিত্যাচার্য্য (উত্তর প্রদেশ)** শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

মাসাধিককালব্যাপী জয়পুর ও মথুরা শহরে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বঙ্গদেশে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসব

গত ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মঠসমূহে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত ঠাকুরনগরের নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়া গ্রামে শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের বাটীতে এ বৎসরও উক্ত বিরহ-তিথি সমিতির সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দের আনুগত্যে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। নিয়মিত পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা, ভোগরাগ-আরত্রিক-কীর্ত্তনাদি, পাঁচ শতাধিক ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে উক্ত উৎসব বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হয়। উৎসবের ব্যয়ভার বহনে এবং কার্য্য-পরিচালনায় যথাক্রমে ভ্রাতৃগণসহ শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বাবু ও শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। —**নিজস্ব সংবাদদাতা**